

بُخَارِي

বুখারী শরীফ

দ্বিতীয় খন্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

বুখারী শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৬২

ইফা বা প্রকাশনা : ১৬৭১/৪

ইফা বা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১

ISBN : 984-06-0354-0

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

পঞ্চম সংস্করণ

এপ্রিল ২০০৪

চৈত্র ১৪১০

সফর ১৪২৫

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (2nd PART) (Compilation of Hadith Sharif) : By Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 April 2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 160.00 ; US Dollar : 8.00

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

সালাতের ওয়াক্তসমূহ

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

সালাতের সময় ও তার ফযীলত	৩
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হয়ে এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর আর সালাত কায়িম কর আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না”	৪
সালাত কায়েমের বায়'আত গ্রহণ	৫
সালাত হল (গুনাহর) কাফ্‌ফারা	৫
যথাসময়ে সালাত আদায়ের ফযীলত	৬
পাঁচ ওয়াক্তের সালাত (গুনাহসমূহের) কাফ্‌ফারা	৭
নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করে তার হক নষ্ট করা	৭
মুসল্লী সালাতে তার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে	৮
প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সালাত ঠাণ্ডায় আদায় করা	৯
সফরকালে গরম কমে গেলে যুহরের সালাত আদায়	১০
যুহরের ওয়াক্ত হয় সূর্য ঢলে পড়লে	১১
যুহরের সালাত আসরের ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা	১৩
আসরের ওয়াক্ত	১৩
যে ব্যক্তির আসরের সালাত ফাউত হল তার গুনাহ	১৬
যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দিল তার গুনাহ	১৬
আসরের সালাতের ফযীলত	১৭
সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকা'আত পায়	১৮
মাগরিবের ওয়াক্ত	২০
মাগরিবকে ‘ইশা’ বলা যিনি পসন্দ করেন না	২১
ইশা ও আতামা-এর বর্ণনা এবং যিনি এতে কোন আপত্তি মনে করেন না	২১
ইশার সালাতের ওয়াক্ত লোকজন জমায়েত হয়ে গেলে বা বিলম্বে এলে	২২
ইশার সালাতের ফযীলত	২৩
ইশার সালাতের আগে ঘুমানো মাকরুহ	২৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ঘুম প্রবল হলে ইশার আগে ঘুমানো	২৪
রাতে অর্ধাংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াস্ত	২৬
ফজরের সালাতের ফযীলত	২৬
ফজরের ওয়াস্ত	২৭
যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকা'আত পেল	২৮
যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকা'আত পেল	২৯
ফজরের পর সূর্য উঠার আগে সালাত আদায়	২৯
সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে সালাত আদায়ের উদ্যোগ নিবে না	৩১
যিনি আসর ও ফজরের পর ব্যতীত অন্য সময় সালাত আদায় মাকরুহ মনে করেন না	৩২
আসরের পর কাযা বা অনুরূপ কোন সালাত আদায় করা	৩২
মেঘলা দিনে শীঘ্র সালাত আদায় করা	৩৩
ওয়াস্ত চলে যাওয়ার পর আযান দেওয়া	৩৪
ওয়াস্ত চলে যাওয়ার পর লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা	৩৪
কেউ যদি কোন ওয়াস্তের সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে যখন স্বরণ হবে, তখন সে	
তা আদায় করে নিবে। সেই সালাত ছাড়া অন্য সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না	৩৫
একাধিক সালাতের কাযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা	৩৬
ইশার সালাতের পর গল্প-গুজব করা মাকরুহ	৩৬
ইশার সালাতের পর জ্ঞানচর্চা ও কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা	৩৭
পরিবার-পরিজন ও মেহমানের সাথে রাতে কথাবার্তা বলা	৩৮

আযান

আযানের সূচনা	৪১
দু' দু'বার আযানের শব্দ বলা	৪২
কাদ কামাতিস্ সালাতু ব্যতীত ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা	৪৩
আযানের ফযীলত	৪৩
আযানের স্বর উচ্চ করা	৪৩
আযানের কারণে রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়া	৪৪
মুআয্যিনের আযান শুনে যা বলতে হয়	৪৫
আযানের দু'আ	৪৫
আযানের ব্যাপারে কুর'আহর মাধ্যমে নির্বাচন	৪৬
আযানের মধ্যে কথা বলা	৪৬
সময় বলে দেওয়ার লোক থাকলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে	৪৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেওয়া	৪৭
ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া	৪৮
আযান ও ইকামতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু	৪৯
ইকামতের জন্য অপেক্ষা করা	৪৯
কেউ ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে পারেন	৫০
সফরে একজন মুয়ায্যিন যেন আযান দেয়	৫০
মুসাফিরদের জামা'আত হলে আযান ও ইকামত দেওয়া	৫১
মুআয্যিন কি আযানের সময় ডানে-বামে মুখ ফিরাবেন এবং এদিক সেদিক তাকাতে পারবেন ?	৫৩
'আমাদের সালাত ফাউত হয়ে গেছে' কারো এরূপ বলা	৫৩
সালাতের (জামা'আত) দিকে দৌড়ে আসবে না বরং শান্তি ও ধীরস্থিরভাবে আসবে	৫৪
ইকামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে	৫৪
তাড়াহুড়া করে সালাতের দিকে দৌড়াতে নেই বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে	৫৫
কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায় কি ?	৫৫
ইমাম যদি বলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, তাহলে মুক্তাদীগণ তার জন্য অপেক্ষা করবে	৫৫
'আমরা সালাত আদায় করিনি' কারো এরূপ বলা	৫৬
ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে	৫৬
সালাতের ইকামত হয়ে গেলে কথা বলা	৫৭
জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব	৫৭
জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত	৫৮
জামা'আতে ফজরের সালাত আদায়ের ফযীলত	৫৯
আউয়াল ওয়াক্তে যুহরের সালাতে যাওয়ার ফযীলত	৬০
(মসজিদে গমনে) প্রতি কদমে সাওয়াবের আশা রাখা	৬০
ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত	৬১
দু' ব্যক্তি বা তার বেশী হলেই জামা'আত	৬২
যিনি সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকেন তাঁর এবং মসজিদের ফযীলত	৬২
সকাল-বিকাল মসজিদে যাওয়ার ফযীলত	৬৩
ইকামত হয়ে গেলে ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই	৬৩
কি পরিমাণ রোগ থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে शामिल হওয়া উচিত	৬৪
বৃষ্টি এবং অন্য কোন ওযরে নিজ আবাসে সালাত আদায়ের অনুমতি	৬৬
যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের নিয়েই কি ইমাম সালাত আদায় করবে এবং বৃষ্টির দিনে	
কি জুমু'আর খুত্বা দিবে ?	৬৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
খাবার উপস্থিত, এ সময়ে সালাতের ইকামত হলে	৬৮
খাবার হাতে থাকা অবস্থায় ইমামকে সালাতের দিকে আহ্বান করলে	৬৯
গার্হস্থ্য কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ইকামত হলে, সালাতের জন্য বের হওয়া	৭০
যিনি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাত ও তাঁর সুনাত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে	
লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন	৭০
বিজ্ঞ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তি ইমামতির অধিক হক্কার	৭১
কারণবশত ইমামের পাশে দাঁড়ানো	৭৩
কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হলে যদি পূর্ব (নির্ধারিত) ইমাম এসে যান,	
তাহলে তিনি পিছে সরে আসুন বা না আসুন উভয় অবস্থায় তাঁর সালাত আদায় হয়ে যাবে	৭৪
একাধিক ব্যক্তি কিরাআতে সমান হলে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমাম হবেন	৭৫
ইমাম অন্য লোকদের কাছে উপস্থিত হলে তাদের ইমামতি করতে পারেন	৭৬
ইমাম নির্ধারণ করা হয় অনুসরণ করার জন্য	৭৬
মুক্তাদীগণ কখন সিজ্দায় যাবেন	৮০
ইমামের আগে মাথা উঠানো গুনাহ	৮০
গোলাম, আযাদকৃত গোলাম, অবৈধ সন্তান, বেদুঈন ও নাবালিগের ইমামতি	৮১
যদি ইমাম সালাত সম্পূর্ণভাবে আদায় না করেন, আর মুক্তাদীগণ তা সম্পূর্ণভাবে আদায় করেন	৮১
ফিত্নাবাজ ও বিদ্'আতীর ইমামতি	৮২
দু'জনে সালাত আদায় করলে মুক্তাদী ইমামের ডানপাশে সোজাসুজি দাঁড়াবে	৮৩
যদি কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে ডানপাশে নিয়ে আসেন, তবে কারো	
সালাত নষ্ট হয় না	৮৩
যদি ইমাম ইমামতির নিয়্যত না করেন, পরে কিছু লোক এসে शामिल হয় এবং তিনি তাদের	
ইমামতি করেন	৮৪
যদি ইমাম সালাত দীর্ঘ করেন এবং কেউ প্রয়োজনবশত জামা'আত থেকে বেরিয়ে এসে	
(একাকী) সালাত আদায় করে	৮৪
ইমাম কর্তৃক সালাতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকু' ও সিজ্দা পূর্ণভাবে আদায় করা	৮৫
একাকী সালাত আদায় করলে ইচ্ছানুসারে দীর্ঘায়িত করতে পারে	৮৫
ইমাম সালাত দীর্ঘায়িত করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা	৮৬
সালাত সংক্ষেপে ও পূর্ণভাবে আদায় করা	৮৭
শিশুর কান্নাকাটির কারণে সালাত সংক্ষেপ করা	৮৭
নিজের সালাত আদায় করার পর অন্য লোকের ইমামতি করা	৮৯
লোকদেরকে ইমামের তাকবীর শোনান	৮৯
কোন ব্যক্তির ইমামের ইকতিদা করা এবং অন্যদের সেই মুক্তাদীর ইকতিদা করা	৯০

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ইমামের সন্দেহ হলে মুক্তাদীদের মত গ্রহণ করা	৯১
সালাতে ইমাম কেঁদে ফেললে	৯২
ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা	৯৩
কাতার সোজা করার সময় মুক্তাদীদের প্রতি ইমামের ফিরে দেখা	৯৩
প্রথম কাতার	৯৩
কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অঙ্গ	৯৪
কাতার সোজা না করার গুনাহ	৯৫
কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো	৯৫
কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ালে ইমাম তাকে পিছনে ঘুরিয়ে ডানপাশে দাঁড় করালে সালাত আদায় হবে	৯৫
মহিলা একজন হলেও ভিন্ন কাতারে দাঁড়াবে	৯৬
মসজিদ ও ইমামের ডানদিক	৯৭
ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দেওয়াল বা সুতরা থাকলে	৯৭
রাতের সালাত	৯৭
ফরয তাক্বীর বলা ও সালাত শুরু করা	৯৮
সালাত শুরু করার সময় প্রথম তাক্বীরের সাথে সাথে উভয় হাত উঠানো	১০০
তাক্বীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো	১০০
উভয় হাত কতটুকু উঠাবে	১০১
দু' রাকা'আত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু' হাত উঠানো	১০১
সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা	১০২
সালাতে খুশু' (বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তন্ময়তা)	১০২
তাক্বীরে তাহরীমার পরে কি পড়বে	১০৩
সালাতে ইমামের দিকে তাকানো	১০৫
সালাতে আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকানো	১০৬
সালাতে এদিকে ওদিকে তাকান	১০৬
সালাতের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে, বা কোন কিছু দেখলে বা কিব্লার দিকে থু থু দেখলে সে দিকে তাকান	১০৭
সব সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী	১০৮
যুহরের সালাতে কিরাআত পড়া	১১০
আসরের সালাতে কিরাআত	১১১
মাগরিবের সালাতে কিরাআত	১১২
ইশার সালাতে সশব্দে কিরাআত	১১৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ইশার সালাতে সিজদার আয়াত (সম্বলিত সূরা) তিলাওয়াত	১১৩
ইশার সালাতে কিরাআত	১১৪
প্রথম দু' রাকা'আতে কিরাআত দীর্ঘ করা ও শেষ দু' রাকা'আতে তা সংক্ষেপ করা	১১৪
ফজরের সালাতে কিরাআত	১১৪
ফজরের সালাতে সশব্দে কিরাআত	১১৫
এক রাকা'আতে দু' সূরা মিলিয়ে পড়া, সূরার শেষাংশ পড়া, এক সূরার আগে আরেক	
সূরা পড়া এবং সূরার প্রথমাংশ পড়া	১১৮
শেষ দু' রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পড়া	১১৯
যুহরে ও আসরে নিঃশব্দে কিরাআত পড়া	১১৯
ইমাম আয়াত শুনিয়ে পাঠ করলে	১২০
প্রথম রাকা'আতে কিরাআত দীর্ঘ করা	১২০
ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলা	১২০
'আমীন' বলার ফযীলত	১২১
মুক্তাদীর সশব্দে 'আমীন' বলা	১২১
কাতারে পৌঁছার আগেই রুকু'তে চলে গেলে	১২২
রুকু'র তাকবীর পূর্ণভাবে বলা	১২২
সিজদার তাকবীর পূর্ণভাবে বলা	১২৩
সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা	১২৪
রুকু'তে হাঁটুর উপর হাত রাখা	১২৫
যদি কেউ সঠিকভাবে রুকু' না করে	১২৫
রুকু'তে পিঠ সোজা রাখা	১২৫
রুকু' পূর্ণ করার সীমা এবং এতে মধ্যম পহা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন	১২৬
যে ব্যক্তি সঠিক রুকু' করেনি তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের জন্য নবী  -এর নির্দেশ	১২৬
রুকু'তে দু'আ	১২৭
রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও মুক্তাদী যা বলবেন	১২৭
'আল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'-এর ফযীলত	১২৭
রুকু' থেকে মাথা উঠানোর পর স্থির হওয়া	১২৯
সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতে বলতে নত হওয়া	১৩০
সিজদার ফযীলত	১৩২
সিজদার সময় দু' বাহ পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা	১৩৫
সালাতে উভয় পায়ের আংগুল কিবলামুখী রাখা	১৩৫
পূর্ণভাবে সিজদা না করলে	১৩৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সাত অঙ্গ দ্বারা সিজ্জা করা	১৩৬
নাক দ্বারা সিজ্জা করা	১৩৭
নাক দ্বারা কাদামাটির উপর সিজ্জা করা	১৩৭
কাপড়ে গিরা লাগানো ও তা বেঁধে নেওয়া এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় কাপড় জড়িয়ে নেওয়া	১৩৮
(সালাতের মধ্যে মাথার চুল) একত্র করবে না	১৩৮
সালাতের মধ্যে কাপড় টেনে না ধরা	১৩৯
সিজ্জায় তাসবীহ ও দু'আ পাঠ	১৩৯
দু' সিজ্জার মধ্যে অপেক্ষা করা	১৪০
সিজ্জায় কনুই বিছিয়ে না দেওয়া	১৪১
সালাতের বেজোড় রাকা'আতে সিজ্জা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো	১৪১
রাকা'আত শেষে কিভাবে জমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে	১৪২
দু' সিজ্জার শেষে উঠার সময় তাক্বীর বলবে	১৪২
তাশাহুদে বসার পদ্ধতি	১৪৩
যারা প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন	১৪৪
প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা	১৪৫
শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া	১৪৫
সালামের পূর্বে দু'আ	১৪৬
তাশাহুদদের পর যে দু'আটি বেছে নেওয়া হয় অথচ তা ওয়াজিব নয়	১৪৭
সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত যিনি কপাল ও নাকের ধূলাবালি মোছেন নি	১৪৮
সালাম ফিরান	১৪৯
ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে	১৪৯
যারা ইমামের সালামের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না এবং সালাতের সালামকেই যথেষ্ট মনে করেন	১৪৯
সালামের পর যিক্র	১৫০
সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরাবেন	১৫২
সালামের পর ইমামের মুসান্নায় বসে থাকা	১৫৩
মুসল্লীদের নিয়ে সালাত আদায়ের পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়লে তাদের ডিঙ্গিয়ে যাওয়া	১৫৫
সালাত শেষে ডান ও বাঁ দিকে ফিরে যাওয়া	১৫৫
কাঁচা রসুন, পিঁয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত মশলা বা তরকারী	১৫৬
শিশুদের উযু করা, কখন তাদের উপর গোসল ও পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব হয় এবং সালাতের জামা'আতে, দু' ঈদে এবং জানাযায় তাদের হাযির হওয়া এবং কাতারবন্দী হওয়া	১৫৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া	১৬০
পুরুষগণের পিছনে মহিলাগণের সালাত	১৬২
ফজরের সালাত শেষে মহিলাগণের দ্রুত চলে যাওয়া এবং মসজিদে তাদের অল্পক্ষণ অবস্থান করা	১৬৩
মসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট মহিলার অনুমতি চাওয়া	১৬৩

জুমু'আ

জুমু'আ ফরয হওয়া	১৬৭
জুমু'আর দিন গোসল করার ফযীলত	১৬৮
জুমু'আর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার	১৬৯
জুমু'আর ফযীলত	১৬৯
জুমু'আর জন্য তেল ব্যবহার	১৭০
যা আছে তার মধ্য থেকে উত্তম কাপড় পরিধান করা	১৭১
জুমু'আর দিন মিস্ওয়াক করা	১৭২
অন্যের মিস্ওয়াক দিয়ে মিস্ওয়াক করা	১৭২
জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কী পড়া হবে	১৭৩
গ্রামে ও শহরে জুমু'আর সালাত	১৭৩
মহিলা, বালক-বালিকা এবং অন্য যারা জুমু'আয় হাযির হয় না, তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন?	১৭৫
বৃষ্টির কারণে জুমু'আর সালাতে হাযির না হওয়ার অবকাশ	১৭৬
কত দূর থেকে জুমু'আর সালাতে আসবে এবং জুমু'আ কার উপর ওয়াজিব ?	১৭৭
সূর্য হেলে গেলে জুমু'আর ওয়াক্ত হয়	১৭৮
জুমু'আর দিন যখন সূর্যের তাপ প্রখর হয়	১৭৮
জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে চলা এবং মহান আল্লাহর বাণী : “তোমরা আল্লাহর যিক্রের জন্য দৌড়িয়ে আস”	১৭৯
জুমু'আর দিন সালাতে দু' জনের মধ্যে ফাঁক না করা	১৮০
জুমু'আর দিন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না	১৮১
জুমু'আর দিনের আযান	১৮১
জুমু'আর দিন এক মুআযযিনের আযান দেওয়া	১৮২
ইমাম মিম্বরের উপর বসে জবাব দিবেন যখন আযানের আওয়াজ শুনবেন	১৮২
আযানের সময় মিম্বরের উপর বসা	১৮৩
খুত্বার সময় আযান	১৮৩
মিম্বরের উপর খুত্বা দেওয়া	১৮৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
দাঁড়িয়ে খুত্বা দেওয়া	১৮৫
খুত্বার সময় মুসল্লীগণ ইমামের দিকে আর ইমাম মুসল্লীগণের দিকে মুখ করা	১৮৫
খুত্বায় আত্মাহুত্ব প্রশংসার পর 'আম্মা বা'দু' বলা	১৮৬
জুমু'আর দিন দু' খুত্বার মাঝে বসা	১৯০
মনোযোগসহ খুত্বা শোনা	১৯০
ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলে তাকে দু' রাকা'আত সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া	১৯০
ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় যিনি মসজিদে আসবেন তার সংক্ষেপে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করা	১৯১
খুত্বায় দু'হাত উঠানো	১৯১
জুমু'আর দিনে খুত্বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ	১৯১
জুমু'আর দিন ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো	১৯২
জুমু'আর দিনের সে মুহূর্তটি	১৯৩
জুমু'আর সালাতে কিছু মুসল্লী যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যান তা হলে ইমাম ও অবশিষ্ট মুসল্লীগণের সালাত জাযিয় হবে	১৯৩
জুমু'আর আগে ও পরে সালাত আদায় করা	১৯৪
মহান আত্মাহুত্ব বাণী : "অতঃপর যখন নামায শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আত্মাহুত্ব অনুগ্রহ সন্ধান করবে"	১৯৪
জুমু'আর পরে কায়লুলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিদ্রা)	১৯৫
খাওফের (শত্রুভীতি অবস্থায়) সালাত	১৯৬
পদাতিক বা আরোহী অবস্থায় খাওফের সালাত	১৯৭
খাওফের সালাতে মুসল্লীগণের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দিবে	১৯৭
দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় সালাত	১৯৮
শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় সালাত আদায় করা	১৯৯
তাক্বীর বলা, ফজরের সালাত সময় হওয়া মাত্র আদায় করা এবং শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ ও যুদ্ধাবস্থায় সালাত	২০০

দু' ঈদ

দু' ঈদ ও এতে সুন্দর পোশাক পরা	২০৩
ঈদের দিন বর্ষা ও ঢালের খেলা	২০৪
মুসলিমগণের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি	২০৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ঈদুল ফিতরের দিন বের হওয়ার আগে আহার করা	২০৫
কুরবানীর দিন আহার করা	২০৫
মিষ্টান্ন না নিয়ে ঈদগাহে গমন	২০৭
পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারীতে আরোহণ করে ঈদের জামা'আতে যাওয়া এবং আযান ও ইকামত ছাড়া খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করা	২০৮
ঈদের সালাতের পর খুত্বা	২০৯
ঈদের জামা'আতে এবং হারাম শরীফে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ	২১০
ঈদের সালাতের জন্য সকাল সকাল রওয়ানা হওয়া	২১১
তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের ফযীলত	২১২
মিনা-এর দিনগুলোতে এবং সকালে আরাফায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলা	২১২
ঈদের দিন বর্ষা সামনে পুতে সালাত আদায়	২১৩
ঈদের দিন ইমামের সামনে বল্লম অথবা বর্ষা বহন করা	২১৪
মহিলাদের এবং ঋতুমতীদের ঈদগাহে গমন	২১৪
বালকদের ঈদগাহে গমন	২১৪
ঈদের খুত্বা দেওয়ার সময় মুসল্লীগণের দিকে ইমামের মুখ করে দাঁড়ানো	২১৫
ঈদগাহে চিহ্ন রাখা	২১৫
ঈদের দিন মহিলাগণের প্রতি ইমামের উপদেশ দেওয়া	২১৬
ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য মহিলাগণের ওড়না না থাকলে	২১৭
ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণের পৃথক অবস্থান	২১৮
কুরবানীর দিন ঈদগাহে নাহর ও যবেহু	২১৯
ঈদের খুত্বার সময় ইমাম ও লোকদের কথা বলা এবং খুত্বার সময় ইমামের নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে	২১৯
ঈদের দিন ফিরার সময় যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসে	২২০
কেউ ঈদের সালাত না পেলে সে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করবে	২২১
ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করা	২২২

বিত্তর

বিত্তরের বিবরণ	২২৫
বিত্তরের সময়	২২৭
বিত্তরের জন্য নবী করীম ﷺ কর্তৃক তাঁর পরিবারগণকে জাগানো	২২৭
রাতে সর্বশেষ সালাতে যেন বিত্তর হয়	২২৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সাওয়াবী জন্তুর উপর বিতরের সালাত	২২৮
সফর অবস্থায় বিতর	২২৯
রুকু'র আগে ও পরে কনুত পাঠ করা	২২৯

বৃষ্টির জন্য দু'আ

বৃষ্টির জন্য দু'আ এবং দু'আর উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ -এর বের হওয়া	২৩৩
নবী করীম ﷺ -এর দু'আ : “ইউসুফ (আ.)-এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত (এদের উপরেও) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন”	২৩৩
অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন	২৩৫
ইস্‌তিসকায় চাদর উল্টানো	২৩৬
আল্লাহর মাখলুকের মধ্য থেকে কেউ তাঁর মর্যাদাপূর্ণ বিধানসমূহের সীমালংঘন করলে মহিমময় প্রতিপালক কর্তৃক দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি প্রদান	২৩৬
জামে' মসজিদে বৃষ্টির জন্য দু'আ	২৩৬
কিব্‌লার দিকে মুখ না করে জুমু'আর খুত্বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা	২৩৮
মিশ্বরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ	২৩৯
বৃষ্টির দু'আর জন্য জুমু'আর সালাতকে যথেষ্ট মনে করা	২৩৯
অধিক বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দু'আ করা	২৪০
বলা হয়েছে, জুমু'আর দিন বৃষ্টির জন্য দু'আ করার সময় নবী ﷺ তাঁর চাদর উল্টান নি	২৪০
বৃষ্টির জন্য ইমামকে দু'আ করার অনুরোধ করা হলে তা প্রত্যাখ্যান না করা	২৪১
দুর্ভিক্ষের সময় মুশরিকরা মুসলিমদের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন করলে	২৪১
অধিক বর্ষণের সময় এরূপ দু'আ করা, “যেন পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি হয় আমাদের এলাকায় নয়”	২৪২
দাঁড়িয়ে ইস্‌তিসকার দু'আ করা	২৪৩
ইস্‌তিসকায় সশব্দে কিরাআত পাঠ	২৪৪
নবী করীম ﷺ কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন	২৪৪
ইস্‌তিসকার সালাত দু' রাকা'আত	২৪৫
ঈদগাহে ইস্‌তিসকা	২৪৫
বৃষ্টির জন্য দু'আর সময় কিব্‌লামুখী হওয়া	২৪৫
ইস্‌তিসকায় ইমামের সংগে লোকদের হাত উঠানো	২৪৬
ইস্‌তিসকায় ইমামের হাত উঠানো	২৪৭
বৃষ্টিপাতের সময় কি পড়তে হয়	২৪৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
বৃষ্টিতে কেউ এমনভাবে ভিজে যাওয়া যে দাঁড়ি বেয়ে পানি ঝরলো	২৪৭
যখন বায়ু প্রবাহিত হয়	২৪৮
নবী ﷺ -এর উক্তি : “আমাকে পূর্বালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে”	২৪৯
ভূমিকম্প ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	২৪৯
আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : “এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের উপজীব্য করেছ”	২৫০
কখন বৃষ্টি হবে তা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না	২৫০

সূর্যগ্রহণ

সূর্যগ্রহণের সময় সালাত	২৫৫
সূর্যগ্রহণের সময় সাদাকা করা	২৫৬
সালাতুল কুসুফের জন্য “আস্-সালাতু জামি‘আতুন” বলে আহবান	২৫৭
সূর্যগ্রহণের সময় ইমামের খুত্বা	২৫৮
‘কাসাফাতিশ্ শামসু’ বলবে, না ‘খাসাফাতিশ্ শামসু’ বলবে ?	২৫৯
নবী করীম ﷺ -এর উক্তি : “আল্লাহ্ তা‘আলা সূর্যগ্রহণ দিয়ে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন”	২৬০
সূর্য গ্রহণের সময় কবর আযাব থেকে পানাহ্ চাওয়া	২৬০
সূর্যগ্রহণের সালাতে দীর্ঘ সিজ্দা করা	২৬১
সূর্যগ্রহণের সালাত জামা‘আতে আদায় করা	২৬২
সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সাথে মহিলাদের সালাত	২৬৩
সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা পসন্দনীয়	২৬৪
মসজিদে সূর্যগ্রহণের সালাত	২৬৫
কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না	২৬৬
সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহ্র যিক্র	২৬৭
সূর্যগ্রহণের সময় দু‘আ	২৬৭
সূর্যগ্রহণের খুত্বায় ইমামের ‘আম্মা বা‘দু’ বলা	২৬৮
চন্দ্রগ্রহণের সালাত	২৬৮
সূর্যগ্রহণের সালাতে প্রথম রাকা‘আত হবে দীর্ঘতর	২৬৯
সূর্যগ্রহণের সালাতে সশব্দে কিরাআত পাঠ	২৬৯

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা ও এর পদ্ধতি	২৭১
সূরা তানযীলুস্ সাজ্দা-এর সিজ্দা	২৭১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সূরা সোয়াদ-এর সিজ্দা	২৭২
সূরা আন-নাজম-এর সিজ্দা	২৭২
মুশরিকদের সাথে মুসলিমগণের সিজ্দা করা	২৭৩
যিনি সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলেন অথচ সিজ্দা করলেন না	২৭৩
সূরা ইয়াস্ সামাউন শাক্কাত-এর সিজ্দা	২৭৩
তিলাওয়াতকারীর সিজ্দার কারণে সিজ্দা করা	২৭৪
ইমাম যখন সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন লোকের ভীড়	২৭৪
যাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তিলাওয়াতের সিজ্দা ওয়াজিব করেন নি	২৭৫
সালাতে সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজ্দা করা	২৭৬
ভীড়ের কারণে সিজ্দা দিতে জায়গা না পেলে	২৭৬

সালাতে কসর করা

কসর সম্পর্কে বর্ণনা এবং কতদিন অবস্থান পর্যন্ত কসর করবে	২৭৯
মিনায় সালাত	২৮০
নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জে কতদিন অবস্থান করেছিলেন	২৮০
কত দিনের সফরে সালাত কসর করবে	২৮১
যখন নিজ আবাসস্থল থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে	২৮২
সফরে মাগরিবের সালাত তিন রাক'আত আদায় করা	২৮৩
সাওয়ারীর উপরে সাওয়ারী যে দিকে মুখ করে সেদিকে ফিরে নফল সালাত আদায় করা	২৮৪
জন্তুর উপর ইশারায় সালাত আদায় করা	২৮৪
ফরয সালাতের জন্য সাওয়ারী থেকে অবতরণ করা	২৮৫
গাধার উপর নফল সালাত আদায় করা	২৮৫
সফরকালে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল সালাত আদায় না করা	২৮৬
সফরকালে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল আদায় করা	২৮৭
সফরে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা	২৮৭
মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলে আযান দিবে, না ইকামত দিবে ?	২৮৮
সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের সালাত আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা	২৮৯
সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর শুরু করলে যুহরের সালাত আদায় করে সাওয়ারীতে আরোহণ করা	২৮৯
উপবিষ্ট ব্যক্তির সালাত	২৯০
উপবিষ্ট ব্যক্তির ইশারায় সালাত আদায়	২৯১
বসে সালাত আদায় করতে না পারলে কাত হয়ে সালাত আদায় করবে	২৯১

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

বসে সালাত আদায় করলে সময়ে সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা হাল্কাবোধ করলে বাকী সালাত
দাঁড়িয়ে পূর্ণভাবে আদায় করবে

২৯২

তাহাজ্জুদ

রাতে তাহাজ্জুদ (ঘুম থেকে জেগে) সালাত আদায় করা	২৯৭
রাত জেগে ইবাদত করার ফযীলত	২৯৮
রাতের সালাতে সিজ্জা দীর্ঘ করা	২৯৯
অসুস্থ ব্যক্তির তাহাজ্জুদ আদায় না করা	২৯৯
তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতের প্রতি নবী ﷺ -এর উৎসাহ প্রদান, অবশ্য তিনি তা ওয়াজিব করেন নি	৩০০
নবী ﷺ -এর তাহাজ্জুদের সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর উভয় কদম মুবারক ফুলে যেতো	৩০২
সাহরীর সময় যে ঘুমিয়ে পড়েন	৩০২
সাহরীর পর ফজরের সালাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা	৩০৩
তাহাজ্জুদের সালাত দীর্ঘায়িত করা	৩০৪
নবী ﷺ -এর সালাত কিরূপ ছিল এবং রাতে তিনি কত রাকা'আত সালাত আদায় করতেন?	৩০৪
নবী ﷺ -এর ইবাদাতে রাত জাগরণ এবং তাঁর ঘুমানো আর রাত জাগার যতটুকু রহিত করা হয়েছে	৩০৫
রাতের বেলা সালাত আদায় না করলে গ্রীবাদেশে শয়তানের গ্রস্থি বেঁধে দেওয়া	৩০৭
সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়	৩০৭
রাতের শেষভাগে দু'আ করা ও সালাত আদায় করা	৩০৮
যে ব্যক্তি রাতের প্রথমার্শে ঘুমিয়ে থাকে এবং শেষ অংশকে (ইবাদাত দ্বারা) প্রাণবন্ত রাখে	৩০৮
রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে নবী ﷺ -এর রাত জেগে ইবাদাত	৩০৯
রাতে ও দিনে তাহারাত (পবিত্রতা) হাসিল করার ফযীলত এবং উযু করার পর রাতে ও দিনে সালাত আদায়ের ফযীলত	৩১০
ইবাদাতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়	৩১০
রাত জেগে ইবাদাতকারীর ঐ ইবাদত বাদ দেওয়া মাকরুহ	৩১১
যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে তাঁর ফযীলত	৩১২
ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আত নিয়মিত আদায় করা	৩১৪
ফজরের দু' রাকা'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া	৩১৪
দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত)-এর পর কথাবার্তা বলা এবং না শোয়া	৩১৫

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
নফল সালাত দু' রাকা'আত করে আদায় করা	৩১৫
ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের পর কথাবার্তা বলা	৩১৮
ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের হিফায়ত আর যারা ঐ দু' রাকা'আতকে নফল বলেছেন	৩১৮
ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতে কতটুকু কিরা'আত পড়া হবে	৩১৯
ফরয সালাতের পর নফল সালাত	৩১৯
ফরযের পর নফল সালাত আদায় না করা	৩২০
সফরে সালাতুয়-যুহা (চাশ্ত) আদায় করা	৩২০
যারা চাশ্ত-এর সালাত আদায় করেন না তবে বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন	৩২১
মুকীম অবস্থায় চাশ্ত-এর সালাত আদায় করা	৩২১
যুহরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত	৩২২
মাগরিবের আগে সালাত	৩২৩
নফল সালাত জামা'আতে আদায় করা	৩২৪
নফল সালাত ঘরে আদায় করা	৩২৬
মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে সালাতের ফযীলত	৩২৬
কুবা মসজিদ	৩২৭
প্রতি শনিবার যিনি কুবা মসজিদে আসেন	৩২৮
পায়ে হেঁটে কিম্বা আরোহণ করে কুবা মসজিদে আসা	৩২৮
কবর (রাওযা শরীফ) ও মসজিদে নববীর মিম্বর-এর মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত	৩২৮
বায়তুল মুকাদ্দাস-এর মসজিদ	৩২৯
সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ সালাতের মধ্যে হাতের সাহায্যে করা	৩৩০
সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া	৩৩১
সালাতে পুরুষদের জন্য যে তাসবীহ ও তাহমীদ বৈধ	৩৩২
সালাতে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কারো নাম নিলো অথবা কাউকে সালাম করল অথচ সে তা জানেও না	৩৩৩
সালাতে মহিলাদের তাসফীক	৩৩৩
উদ্ধৃত কোন কারণে সালাতে থাকা অবস্থায় পিছনে চলে আসা অথবা সামনে এগিয়ে যাওয়া	৩৩৪
মা তার সালাতরত সন্তানকে ডাকলে	৩৩৪
সালাতের মধ্যে কংকর সরানো	৩৩৫
সালাতে সিজ্দার জন্য কাপড় বিছানো	৩৩৫
সালাতে যে কাজ জাযিয়	৩৩৬
সালাতে থাকাকালে পশু ছুটে গেলে	৩৩৭
সালাতে থাকাবস্থায় থু থু ফেলা ও ফুঁ দেওয়া	৩৩৮

[আঠার]

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত সালাতে হাততালি দেয় তার সালাত নষ্ট হয় না	৩৩৯
মুসল্লীকে আগে বাড়তে অথবা অপেক্ষা করতে বলা হলে সে যদি অপেক্ষা করে তবে এতে দোষ নেই	৩৩৯
সালাতে সালামের জবাব দিবে না	৩৩৯
কিছু ঘটলে সালাতে হাত তোলা	৩৪০
সালাতে কোমরে হাত রাখা	৩৪২
সালাতে মুসল্লীর কোন বিষয়ে চিন্তা করা	৩৪২
ফরয সালাতে দু'রাকা'আতের পর দাঁড়িয়ে পড়লে সিজ্দায়ে সহ প্রসংগে	৩৪৪
সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলে	৩৪৪
দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকা'আতে সালাম ফিরিয়ে নিলে সালাতের সিজ্দার ন্যায় তার চাইতে দীর্ঘ দু'টি সিজ্দা করা	৩৪৫
সিজ্দায়ে সহর পরে তাশাহুদ না পড়লে	৩৪৫
সিজ্দায়ে সহতে তাকবীর বলা	৩৪৬
সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা হল না কি চার রাকা'আত, তা মনে করতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করা	৩৪৭
ফরয ও নফল সালাতে ভুল হলে	৩৪৮
সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ তার (মুসল্লীর) সঙ্গে কথা বললে এবং তা শুনে যদি সে হাত দিয়ে ইশারা করে	৩৪৮
সালাতের মধ্যে ইশারা করা	৩৫০

জানাযা

জানাযা সম্পর্কিত হাদীস এবং যার শেষ কালাম হয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'	৩৫৫
জানাযায় অনুগমনের নির্দেশ	৩৫৬
কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া	৩৫৭
মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানো	৩৫৯
জানাযার সংবাদ দেওয়া	৩৬০
সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়াবেল আশায় সবর করার ফযীলত	৩৬১
কবরের কাছে কোন মহিলাকে বলা, সবর কর	৩৬২
বরই পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা মৃতকে উয়ু-গোসল করানো	৩৬২
বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেওয়া মুস্তাহাব	৩৬৩
মৃত ব্যক্তির (গোসল) ডান দিক থেকে শুরু করা	৩৬৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
মৃত ব্যক্তির উয়র স্থানসমূহ	৩৬৪
পুরুষের ইয়ার দিয়ে মহিলার কাফন দেওয়া যায় কি ?	৩৬৪
গোসলে কর্পূর ব্যবহার করবে শেষবারে	৩৬৪
মহিলাদের চুল খুলে দেওয়া	৩৬৫
মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে	৩৬৬
মহিলাদের চুলকে তিনটি বেণী করা	৩৬৬
মহিলার চুল তিনটি বেণী করে তার পিছনে রাখা	৩৬৭
কাফনের জন্য সাদা কাপড়	৩৬৭
দু' কাপড়ে কাফন দেওয়া	৩৬৭
মৃত ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার	৩৬৮
মুহর্রিম ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন দেওয়া হবে	৩৬৮
সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন কামীস দিয়ে কাফন দেওয়া এবং কামীস ব্যতীত কাফন দেওয়া	৩৬৯
কামীস ব্যতীত কাফন	৩৭০
পাগড়ী ব্যতীত কাফন	৩৭১
মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া	৩৭১
একখানা কাপড় ব্যতীত আর কোন কাপড় পাওয়া না গেলে	৩৭২
মাথা কিংবা পা আবৃত করা যায় এতটুকু ব্যতীত অন্য কোন কাফন না পাওয়া গেলে, তা দিয়ে কেবল মাথা ঢাকা হবে	৩৭২
নবী ﷺ -এর যামানায় যে নিজের কাফন তৈরী করে রাখল অথচ তাকে এতে নিষেধ করা হয়নি	৩৭৩
জানায়ার পিছনে মহিলাদের অনুগমন	৩৭৪
স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য ক্রীলোকের শোক প্রকাশ	৩৭৪
কবর যিয়ারত	৩৭৫
নবী ﷺ -এর বাণী : 'পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়, যদি বিলাপ করা তার অভ্যাস হয়ে থাকে'	৩৭৬
মৃতের জন্য বিলাপ অপসন্দনীয়	৩৮০
যারা জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়	৩৮১
সাদ ইবন খাওলা (রা.)-এর প্রতি নবী ﷺ -এর শোক প্রকাশ	৩৮১
মুসীবতে মাথা মুড়ানো নিষেধ	৩৮২
যারা গাল চাপড়ায় তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়	৩৮৩
বিপদকালে হায়, ধ্বংস বলা ও জাহিলিয়াত যুগের মত চিৎকার করা নিষেধ	৩৮৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
যে ব্যক্তি মূসীবতকালে এমনভাবে বসে পড়ে যে, তার মধ্যে দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায় —	৩৮৩
মূসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ না করা —	৩৮৫
বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবার —	৩৮৬
নবী ﷺ -এর বাণী : “তোমার কারণে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত” —	৩৮৬
পীড়িত ব্যক্তির কাছে কান্নাকাটি করা —	৩৮৭
কান্না ও বিলাপ নিষিদ্ধ হওয়া এবং তাতে বাধা প্রদান করা —	৩৮৮
জানাযার জন্য দাঁড়ানো —	৩৮৯
জানাযার জন্য দাঁড়ানো হলে কখন বসবে —	৩৮৯
যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমন করবে, সে লোকদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না আর বসে পড়লে তাকে দাঁড়াবার আদেশ করা হবে —	৩৯০
যে ব্যক্তি ইয়াহুদীর জানাযা দেখে দাঁড়ায় —	৩৯০
পুরুষেরা জানাযা বহন করবে মহিলারা নয় —	৩৯১
জানাযার কাজ দ্রুত সম্পাদন করা —	৩৯২
খাটিয়ায় থাকাকালে মৃত ব্যক্তির উক্তি : আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল —	৩৯২
জানাযার সালাতের ইমামের পিছনে দু’ বা তিন কাতারে দাঁড়ানো —	৩৯৩
জানাযার সালাতের কাতার —	৩৯৩
জানাযার সালাতে পুরুষদের সাথে বালকদের কাতার —	৩৯৪
জানাযার সালাতের নিয়ম —	৩৯৫
জানাযার অনুগমন করার ফযীলত —	৩৯৬
মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা —	৩৯৬
জানাযার সালাতে বয়স্কদের সাথে বালকদেরও শরীক হওয়া —	৩৯৭
মুসল্লা এবং মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা —	৩৯৭
কবরের উপর মসজিদ বানানো অপসন্দনীয় —	৩৯৮
নিফাস অবস্থায় মারা গেলে তার জানাযার সালাত —	৩৯৯
নারী ও পুরুষের (জানাযার সালাতে) ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ? —	৩৯৯
জানাযার সালাতে চার তাকবীর বলা —	৩৯৯
জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা —	৪০০
দাফনের পর কবরকে সামনে রেখে (জানাযার) সালাত আদায় —	৪০০
মৃত ব্যক্তি (দাফনকারীদের) জুতার শব্দ শুনতে পায় —	৪০১
যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস বা অনুরূপ কোন স্থানে দাফন হওয়া পসন্দ করেন —	৪০২
রাতের বেলা দাফন করা —	৪০৩
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা —	৪০৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
মেয়েলোকের কবরে যে অবতরণ করে	৪০৪
শহীদের জন্য জানাযার সালাত	৪০৪
একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করা	৪০৫
যাঁরা শহীদগণকে গোসল দেওয়ার অভিমত পোষণ করেন না	৪০৫
কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে	৪০৬
কবরের উপর ইয়খির বা অন্য কোন ঘাস দেওয়া	৪০৭
কোন কারণে মৃত ব্যক্তিকে (লাশ) কবর বা লাহুদ থেকে বের করা যাবে কি ?	৪০৭
কবরকে লাহুদ ও শাক্ক বানানো	৪০৯
বালক (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেলে, তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করা হবে কি ?	৪০৯
মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করলে	৪১৩
কবরের উপরে খেজুরের ডাল পুঁতে দেয়া	৪১৪
কবরের পাশে কোন মুহাদ্দিস-এর ওয়ায করা আর তাঁর সংগীদের তাঁর আশেপাশে বসা	৪১৫
আত্মহত্যাকারী প্রসংগে	৪১৬
মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করা এবং মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা মাকরুহ হওয়া	৪১৭
মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকদের সদৃশ আলোচনা	৪১৮
কবর আযাব প্রসংগে	৪২০
কবরে আযাব থেকে পানাহ চাওয়া	৪২৩
গীবত এবং পেশাবে (অসতর্কতা)-র কারণে কবর আযাব	৪২৩
মৃত ব্যক্তির সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় (জান্নাত ও জাহান্নামে তার অবস্থান স্থল) উপস্থাপন করা হয়	৪২৪
খাটিয়ার উপর থাকাবস্থায় মৃত ব্যক্তির কথা বলা	৪২৪
মুসলমানদের (না-বালিগ) সন্তানদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে	৪২৫
মুশরিকদের শিশু সন্তান প্রসংগে	৪২৫
সোমবারে মৃত্যু	৪২৯
আকস্মিক মৃত্যু	৪৩০
নবী ﷺ, আবু বাকর ও উমার (রা.)-এর কবরের বর্ণনা	৪৩০
মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ	৪৩৩
দুই প্রকৃতির মৃতদের আলোচনা	৪৩৪

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি’। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী’। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের ‘কামিল’ পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠক মহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আব্দুল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুনাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দ্বিধিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিভাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

তরজমা ও সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৪.	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস্ সালাম	"
৫.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	"
৬.	মাওলানা রুহুল আমিন খান	"
৭.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	"
৮.	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	সদস্য-সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	"
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৫.	মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৬.	মাওলানা আবদুল মান্নান	"
৭.	আবদুল মুকীত চৌধুরী	সদস্য সচিব

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত হাদীস ও হাদীস বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ

১.	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	৬৮৬	১৬০.০০
২.	বুখারী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৩১৬	১১৬.০০
৩.	বুখারী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪৬২	১৬০.০০
৪.	বুখারী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৩৩২	১২৭.০০
৫.	বুখারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪৪০	১৫০.০০
৬.	বুখারী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪২০	১৪৮.০০
৭.	বুখারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫৩২	২০০.০০
৮.	বুখারী শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪০০	১৬০.০০
৯.	বুখারী শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫০২	২০০.০০
১০.	বুখারী শরীফ (৯ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫৯৮	২৫০.০০
১১.	বুখারী শরীফ (১০ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৬৪০	২৪৮.০০
১২.	মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	২৮৬	১৯০.০০
১৩.	মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৫১৮	২০০.০০
১৪.	মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৫০৪	২১২.০০
১৫.	মুসলিম শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৫৪০	২২৫.০০
১৬.	মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৪৩৮	২০০.০০
১৭.	মুসলিম শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৪৪৮	১৯৫.০০
১৮.	মুসলিম শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৪৮৮	২০৭.০০
১৯.	মুসলিম শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৫৬০	২৫০.০০
২০.	তিরমিযী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৪২৪	১৩০.০০
২১.	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৪৪৮	২৩০.০০
২২.	তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৬০০	২০০.০০
২৩.	তিরমিযী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৭৫২	৩৫৫.০০
২৪.	তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	২৪৩	২৮০.০০
২৫.	তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৫৫৬	২৪০.০০

صحیح البخاری
বুখারী শরীফ
(দ্বিতীয় খণ্ড)

كِتَابُ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ

অধ্যায়

সালাতের ওয়াত্‌সমূহ

৪৯৭ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) একদিন কোন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। তখন উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) একদিন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করেছিলেন। ফলে আবু মাসউদ আনসারী (রা.) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে মুগীরা! একি? তুমি কি অবগত নও যে, জিব্রাঈল (আ.) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। তারপর জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। উমর (ইব্ন আবদুল আযীয) (র.) উরওয়া (র.)-কে বললেন, “তুমি যা রিওয়াযাত করছ তা একটু ভেবে দেখ। জিব্রাঈলই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন?” উরওয়া (র.) বললেন, বাশীর ইব্ন আবু মাসউদ (র.) তাঁর পিতা থেকে এরূপই বর্ণনা করতেন। উরওয়া (র.) বলেন : অবশ্য আয়িশা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন মুহূর্তে আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর হজরার মধ্যে বিরাজমান থাকত। তবে তা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার আগেই।

৩৫২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

৩৫২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট চিন্তা হয়ে এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর আর সালাত কায়ম কর, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”

৪৯৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رِبْعَةٍ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِ نَا فَقَالَ أَمْرُكُمْ بَارِعٌ وَأَنْهَأَكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَابْتِئَاءَ الزَّكَاةِ وَأَنْ تَوَلَّوْا إِلَى خُمْسٍ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْتَهُيَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقْفِرِ وَالنَّقِيرِ .

৪৯৮ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, আপনার ও আমাদের মাঝে সে ‘রাবীআ’ গোত্র থাকায় শাহুরে হারাম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন যা আমরা

১. অর্থাৎ যে সময়ে যে সালাত আদায় করা হয়েছে, ঠিক সে সময়ে সে সালাত আদায় করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

নিজেরাও গ্রহণ করব এবং আমাদের যারা পিছনে রয়ে গেছে তাদের প্রতিও আহবান জানাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, আর চারটি বিষয় থেকে তোমাদের নিষেধ করছি। নির্দেশিত বিষয়ের মাঝে একটি হল ‘ঈমান বিল্লাহ’ (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা)। তারপর তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন যে, ‘ঈমান বিল্লাহর’ অর্থ হল, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, আর গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করা। আর তোমাদের নিষেধ করছি কদুর পাত্র, সবুজ রঙের মাটির পাত্র, বিশেষ ধরনের তৈলাক্ত পাত্র ও গাছের গুড়ি খোদাই করে তৈরী পাত্র ব্যবহার করতে।

৩৫৩. بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ : সালাত কায়েমের বায়‘আত গ্রহণ।

৪৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৪৯৯ মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র.).....জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানকে নসীহত করার বায়‘আত গ্রহণ করেছি।

৩৫৪. بَابُ الصَّلَاةِ كَفَّارَةً

৩৫৪. অনুচ্ছেদ : সালাত হল (গুনাহর) কাফ্যার।

৫০০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ قَالَ سَمِعْتُ حَذِيفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيٌّ، قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تَكْفِيرُهَا الصَّلَاةُ وَالصُّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مَغْلَقٌ قَالَ أَيَكْسِرُ أَمْ يَفْتَحُ قَالَ يَكْسِرُ قَالَ إِذَا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ نُونَ الْغَدْرِ الْيَلَّةِ إِنِّي حَدَّثْتُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَعْلَاطِ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حَذِيفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوعًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ .

৫০০ মুসাদ্দাদ (র.).....হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা উমর (রা.) -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিত্না সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছে? হযরত হুযাইফা (রা.) বললেন, ‘যেমনি তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনই আমি মনে রেখেছি।’ উমর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী স্মরণ রাখার ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিত্নায় পতিত হয়- সালাত, সিয়াম, সাদাকা, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। হযরত উমর (রা.) বললেন, তা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি সেই ফিত্নার কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ভয়াবহ হবে। হুযাইফা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু‘মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই + কেননা, আপনার ও সে ফিত্নার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? হুযাইফা (রা.) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা.) বললেন, তাহলে তো আর কোন দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুযাইফা (রা.)-এর ছাত্র শাকীক (র.) বলেন], আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত উমর (রা.) কি সে দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? হুযাইফা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমন নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ভুল নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুযাইফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই, আমরা মাসরুক (র.)-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি উমর (রা.) নিজেই।

৫০১ حَدَّثَنَا تَيْتَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيَّ هَذَا قَالَ لَجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ .

৫০১ কুতাইবা (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নাযিল করেন : “দিনের দু’প্রান্তে-সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সালাত কায়ম কর। নিশ্চয়ই ভাল কাজ পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়”। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ কি শুধু আমার বেলায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সকল উম্মাতের জন্যই।

২৫৫. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لَوَقْتِهَا

৩৫৫. অনুচ্ছেদ : যথাসময়ে সালাত আদায়ের ফযীলত।

৫০২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّتُهُ لَزَادَنِي .

৫০২ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবন আবদুল মালিক (র.)..... আবু আমর শায়বানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বাড়ীর দিকে ইশারা করে বলেন, এ বাড়ীর মালিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, ‘যথাসময়ে সালাত আদায় করা। ইবন মাসউদ (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন, এরপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার। ইবন মাসউদ (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোন্টি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরপর জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ)। ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, এগুলো তো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেনই, যদি আমি আরও বেশী জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন।

২৫৬. بَابُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كِفَارَةً

৩৫৬. অনুচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্তের সালাত (গুনাহসমূহের) কাফ্ফারা।

৫০৩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْأَزْهَرِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوهُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا .

৫০৩ ইব্রাহীম ইবন হামযা (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, “বলত যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে ? তারা বললেন, তার দেহে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

২৫৭. بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَفْتِهَا

৩৫৭. অনুচ্ছেদ : নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করে তার হক নষ্ট করা।

৫০৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غِيلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِثْلًا

كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيِّعُكُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا .

৫০৪ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজকাল কোন জিনিসই সে অবস্থায় পাই না, যেমন নবী ﷺ-এর যুগে ছিল। প্রশ্ন করা হল, সালাতও কি? তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রেও যা হক নষ্ট করার তা-কি তোমরা করনি?১

৫০৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يَبْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيَّعْتُ ، وَقَالَ بَكَرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَادٍ نَحْوَهُ .

৫০৫ আমর ইবন যুরারা (র.).....যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দামেশ্কে আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবলমাত্র সালাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু সালাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বাকর (র.) বলেন, আমার কাছে মুহাম্মদ ইবন বকর বুরসানী (র.) উসমান ইবন আবু রাওওয়াদ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫৪. بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ : মুসল্লী সালাতে তার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে।

৫০৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتَفَلَّنُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لَا يَتَفَلَّ قَدَامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ شُعْبَةُ لَا يَتَزَقُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ حَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَتَزَقُّ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ .

৫০৬ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা

১. অর্থাৎ, মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় না করে দেবী করে আদায় করা, কিংবা যথাসময়ে আদায় না করে সময় চলে যাওয়ার পর আদায় করা। মুহাল্লাব (র.)-এর মতে এখানে মুস্তাহাব সময় থেকে বিলম্বে আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, সে সময় গভীর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও বাদশাহ ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক দেবী করে সালাত আদায় করতেন। মূলত হযরত আনাস (রা.) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। —আইনী।

বলে। কাজেই, সে যেন ডানদিকে থুথু না ফেলে, তবে (প্রয়োজনে) বাম পায়ের নীচে ফেলতে পারে। তবে সায়ীদ (র.) কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পারে। আর শু'বা (র.) বলেন, সে যেন কিব্লার দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের তলায় ফেলতে পারে। আর হুমাইদ (র.) আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সে যেন কিব্লার দিকে বা ডানদিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পারে।

৫০৭ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِسْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْطُ ذِرَاعِيهِ كَالْكَتَبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْرُزُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ .

৫০৭ হাফস ইবন উমর (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তোমাদের কেউ যেন তার বাহুদ্বয় বিছিয়ে না দেয় কুকুরের মত। আর যদি থুথু ফেলতে হয়, তাহলে সে যেন সামনে ও ডানে না ফেলে। কেননা, সে তখন তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপন কথায় লিপ্ত থাকে।

৩৫৯. بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ : প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সালাত ঠান্ডায় আদায় করা।

৫০৮ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৫০৮ আয়ুব ইবন সুলাইমান (র.)..... আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিষ্কাশের অংশ।

৫০৯ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَمْهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَدْنُ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظَّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فِي التَّلَوْلِ .

১. সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন দ্বারা সিজদার সময় উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করে কনুইকে ভূমি, পাজর, পেট ও উরু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখার কথা বলা হয়েছে। —আইনী।

বুখারী শরীফ (২) — ২

৫০৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুআযযিন আযান দিলে তিনি বললেনঃ ঠান্ডা হতে দাও, ঠান্ডা হতে দাও। অথবা তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরও বলেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফলেই সৃষ্টি হয়। কাজেই গরম যখন বেড়ে যায় তখন গরম কমলেই সালাত আদায় করবে। এমনকি (বিলম্ব করতে করতে বেলা এতটুকু গড়িয়ে গিয়েছিল যে) আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম।

৫১০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلْتُ بَعْضِي بَعْضًا فَادْنِ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِيرِ .

৫১০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ মাদীনী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন তোমরা তা কমে এলে (যুহরের) সালাত আদায় করো। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। (তারপর তিনি বলেন), জাহান্নাম তার প্রতিপালকের কাছে এ বলে নালিশ করেছিল, হে আমার প্রতিপালক ! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে ঘাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠান্ডা অনুভব কর তাই।

৫১১ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ تَابِعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ .

৫১১ উমর ইব্ন হাফস (র.).....আবু সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যুহরের সালাত গরম কমলে আদায় কর। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুফইয়ান, ইয়াহইয়া এবং আবু আওয়ানা (র.) আ'মশ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৬০. ২৬০. بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ : সফরকালে গরম কমে গেলে যুহরের সালাত আদায়।

৫১২ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبْنِي تَيْمُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ

لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْتَا فِي التَّلَوْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرَبُوا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَتَقَيَّأُ تَتَمِيلُ .

৫১২ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র.).....আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় মুয়াযযিন যুহরের আযান দিতে চেয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : গরম কমতে দাও। কিছুক্ষণ পর আবার মুয়াযযিন আযান দিতে চাইলে নবী ﷺ (পুনরায়) বললেন : গরম কমতে দাও। এভাবে তিনি (সালাত আদায়ে) এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। তারপর নবী ﷺ বললেন : গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। কাজেই গরম প্রচণ্ড হলে উত্তাপ কমানোর পর সালাত আদায় করো। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হাদীসে شَتَّىءُ শব্দটি تَمِيلُ ঝুঁকে পড়া, গড়িয়ে পড়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৬১. بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزُّوَالِ وَقَالَ جَابِرُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ : যুহরের ওয়াক্ত হয় সূর্য ঢলে পড়লে। জাবির (রা.) বলেন, দুপুরে নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন।

৫১৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظِيمًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَكَثُرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ انْفِا فِي عُرْضٍ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ .

৫১৩ আবুল ইয়ামান (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর মিসরে

১. পূর্বোক্ত হাদীসগুলোতে বুঝা যায় গরমের দিনে যুহরের সালাত উত্তাপ হাস পাওয়ার পর পড়া উত্তম। আর এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলার পর সালাত আদায় করলেন। এ দু' হাদীসে মূলত কোন বিরোধ নেই। সূর্য ঢলার পরই যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। তবে গরমের দিনে দেহী করে পড়া ভাল। কোন কারণে সূর্য ঢলার সাথে সাথে আদায় করে ফেললে সালাত যথাসময়ে আদায় হয়ে যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে উত্তমের বিপরীত না করা উচিত।

দাঁড়িয়ে কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, কিয়ামতে বহু ভয়ানক ঘটনা ঘটবে। এরপর তিনি বলেন, আমাকে কেউ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারে। আমি যতক্ষণ এ বৈঠকে আছি, এর মধ্যে তোমরা আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করবে আমি তা জানিয়ে দিব। এ শুনে লোকেরা খুব কান্দতে শুরু করল। আর তিনি বলতে থাকলেন : আমাকে প্রশ্ন কর, আমাকে প্রশ্ন কর। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাইফা সাহমী (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার পিতা 'হুযাইফা'। এরপর তিনি অনেকবার বললেন : আমাকে প্রশ্ন কর। তখন হযরত উমর (রা.) নতজানু হয়ে বসে বললেন, “আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট। এরপর নবী ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন : এক্ষুনি এ দেওয়ালের পাশে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ; এত উত্তম ও এত নিকৃষ্টের মত কিছু আমি আর দেখিনি।

৫১৪ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السَّيِّئَةِ إِلَى الْمَاءِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرُ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَتَمَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْغُرْبِ وَلَا يَبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذُ قَالَ شُعْبَةُ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ .

৫১৪ হাফস ইব্ন উমর (র.)..... আবু বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন, যখন আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী অপরজনকে চিনতে পারত। আর এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং যুহরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত। তিনি আসরের সালাত আদায় করতেন এমন সময় যে, আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে পৌছে আবার ফিরে আসতে পারত, তখনও সূর্য সতেজ থাকত। রাবী বলেন, মাগরিব সম্পর্কে তিনি [আবু বারযা (রা.)] কী বলেছিলেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে তিনি কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না। তারপর রাবী বলেন, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করতেন না। আর মু'আয (র.) বর্ণনা করেন যে, শু'বা (র.) বলেছেন, পরে আবুল মিনহালের (র.) সংগে সাক্ষাত হয়েছিল, সে সময় তিনি বলেছেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে অসুবিধা বোধ করতেন না।

৫১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظُّهَانِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ .

৫১৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে গরমের সময় সালাত আদায় করতাম, তখন উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাপড়ের উপর সিজদা করতাম।

৩৬২. بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

৩৬২. অনুচ্ছেদ : যুহরের সালাত আসরের ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা।

৫১৬ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى .

৫১৬ আবু নু'মান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা শরীফে অবস্থানকালে (একবার) যুহর ও আসরের আট রাকাত এবং মাগরিব ও ইশার সাত রাকাত আত একত্রে মিলিয়ে আদায় করেন।^১ আয্যুব (র.) বলেন, সম্ভবত এটা বৃষ্টির রাতে হয়েছিল। জাবির (র.) বলেন, সম্ভবত তাই।

৩৬৩. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ : আসরের ওয়াক্ত।

৫১৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا .

৫১৭ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, তখনো সূর্যরশ্মি ঘরের বাইরে যায়নি।

৫১৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْ مِنْ حُجْرَتِهَا .

৫১৮ কুতাইবা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময়

১. ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, বাড়ীতে অবস্থানকালে কোন প্রকার ভয় বা বৃষ্টি না থাকলে এরূপ করা যাবে না। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে ওয়র থাকলে, কিংবা সফরের অবস্থায় এরূপ মিলিয়ে পড়া যাবে বলে ইমাম শাফিই, আহমদ ও মালিক (র.) মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পৃথক পৃথক নিয়্যাতে মাধ্যমে প্রান্তিক সময়ে দু'টি সালাত আদায় করা যেতে পারে। তবে দু'টোই পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। এক নিয়্যাতে একত্রে আদায় করা জাযিয় নয়।

আসরের সালাত আদায় করেছেন যে, সূর্যরশ্মি তখনো তাঁর ঘরের মধ্যে ছিল, আর ছায়া তখনো তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েনি।

৫১৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْ بَعْدُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

৫১৯ আবু নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্যকিরণ তখনো আমার ঘরে থাকত। সালাত আদায় করার পরও পশ্চিমের ছায়া ঘরে দৃষ্টিগোচর হত না। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইমাম মালিক, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ, শুআইব ও ইবন আবু হাফস (র.) উক্ত সনদে এ হাদীসটির বর্ণনায়, 'সূর্যরশ্মি আমার ঘরের ভিতরে থাকত, ঘরের মেঝে ছায়া নেমে আসেনি' এরূপ বলেছেন।

৫২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْخُرُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسَّيِّئِينَ إِلَى الْمَائَةِ .

৫২০ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....সায়্যার ইবন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ও আমার পিতা আবু বারযা আসলামী (রা.)-এর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতসমূহ কিভাবে আদায় করতেন? তিনি বললেন, আল-হাজীর, যাকে তোমরা আল-উলা বা যুহর বলে থাক, তা তিনি আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ত। আর আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, তারপর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার ঘরে ফিরে যেতো আর সূর্য তখনও সতেজ থাকতো। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গেছি। আর ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বলে থাক, তা তিনি বিলম্বে আদায় করা পসন্দ করতেন। আর তিনি ইশার সালাতের আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন। তিনি ফজরের সালাত এমন সময় সমাপ্ত করতেন যখন প্রত্যেকে তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

৫২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَتَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

৫২১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করতাম। সালাতের পর লোকেরা আমর ইবন আওফ গোত্রের মহল্লায় গিয়ে তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায় পেত।

৫২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنُ حَنِيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمَّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ .

৫২২ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা উমর ইবন আবদুল আযীয (র.)-এর সঙ্গে যুহরের সালাত আদায় করলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আনাস ইবন মালিক (রা.)-র কাছে গেলাম। আমরা গিয়ে তাঁকে আসরের সালাত আদায়ে রত পেলাম। আমি তাঁকে বললাম চাচা ! এ কোন সালাত যা আপনি আদায় করলেন ? তিনি বললেন, আসরের সালাত আর এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সালাত, যা আমরা তাঁর সাথে আদায় করতাম।

৩৬৬. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ : আসরের ওয়াক্ত ।

৫২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫২৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম, তারপর আমাদের কোন গমনকারী কুবার দিকে যেত এবং সূর্য যথেষ্ট উপরে থাকতেই সে তাদের কাছে পৌঁছে যেত।

৫২৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ الرَّهْزِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. বণ্ণ 'আমর মদীনা শরীফ থেকে দু' মাইল দূরে কুবা নামক স্থানে বসবাস রত ছিল। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মসজিদে নববীতে আসরের সালাত একটু আগে আদায় করা হত। আর অপরাপর মসজিদে একটু বিলম্বে আদায় করা হত। ইমাম আবু হানীফা (র.) সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে অপর হাদীসের আলোকে দেরীতে আসর পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তা সূর্য কিরণ নিষ্পত্ত হওয়ার আগে হতে হবে।

صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْفَعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ .

৫২৪ আবুল ইয়ামান (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্য তখনও যথেষ্ট উপরে উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান থাকত। সালাতের পর কোন গমনকারী 'আওয়ালী'র দিকে রওয়ানা হয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যেত, আর তখনও সূর্য উপরে থাকত। আওয়ালীর কোন কোন অংশ ছিল মদীনা থেকে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরত্বে।

২৬৫. بَابُ إِثْمٍ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তির আসরের সালাত ফাউত হল তার গুনাহ।

৫২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي تَفَوَّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَتْرُكُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَتْ لَهُ قَتِيلًا أَوْ أَخَذَتْ مَالَهُ .

৫২৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, (আরবী পরিভাষায়) 'وَتَرَتْ الرَّجُلُ' বাক্যটি ব্যবহার করা হয় যখন কেউ কাউকে হত্যা করে অথবা মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

২৬৬. بَابُ إِثْمٍ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দিল তার গুনাহ।

৫২৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكْرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .

১. আওয়ালী বা উচ্চ এলাকা। মদীনার উপকণ্ঠে নজদের দিকের গ্রামগুলোকে আওয়ালী বা উচ্চ এলাকা ধরা হত।

আর তিহামার দিকের গ্রামগুলোকে "সাফিলা" (سافله) বা নিম্নএলাকা বলা হত।

৫২৬ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু মালীহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা হযরত বুরাইদা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তাই বুরাইদা (রা.) বলেন, শীঘ্র আসরের সালাত আদায় করে নাও। কারণ নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।^১

৩৬৭. ۳۶۷. بَابُ فَخْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ : আসরের সালাতের ফখীলত।

৫২৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ افْعَلُوا لَا تَفُوتُكُمْ .

৫২৭ হুমাইদী (র.).....জরীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভীড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার আগের সালাত (শয়তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে) আদায় করতে পারলে তোমরা তাই করবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, “কাজেই তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ কর সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে।” ইসমাঈল (র.) বলেন, এর অর্থ হল - এমনভাবে আদায় করার চেষ্টা করবে যেন কখনো ছুটে না যায়।

৫২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ .

১. আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কথাটি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য বলেছেন। কেননা, এ সময় ব্যবসায়ীরা কেনা-কাটার ও কৃষকরা তাড়াতাড়ি কাজ সেয়ে বাড়ী ফিরার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে বিরাট গুনাহ। কিন্তু একটি গুনাহের জন্য অন্যসব নেক আমল বিনষ্ট হয় না।

৫২৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ফিরিশ্তাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। উত্তরে তাঁরা বলেন; আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাতে রত ছিলেন।

৩৬৮. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ : সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত পায়।

৫২৯ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ .

৫২৯ আবু নু'আইম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আসরের সালাতের এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হওয়ার আগে ফজরের সালাতের এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়।^১

৫৩০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْتِيَ أَهْلُ التَّوَرَةِ التَّوَرَةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَاغْطَوْا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أَوْتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَاغْطَوْا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أَوْتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أَوْتِيَهُ مَنْ أَشَاءُ .

১. হাদীসে উল্লিখিত সিজদা শব্দটি রাকআতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হানাফী মতালম্বীগণের নিকট একরূপ সময়ে আসরের সালাত পূর্ণ করে নিতে হবে বটে, তবে ফজরের সময় এমন অবস্থা দেখা দিলে, সূর্য উঠার পর তা কাযা করতে হয়।

৫৩০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, পূর্বকার উম্মাতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হল আসর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনুরূপ। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। তারা তদনুসারে কাজ করতে লাগল; যখন দুপুর হলো, তখন তারা অপারগ হয়ে পড়ল। তাদের এক এক ‘কীরাত’ করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। তারপর ইন্জীল অনুসারীদেরকে ইন্জীল দেওয়া হল। তারা আসরের সালাত পর্যন্ত কাজ করে অপারগ হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক এক ‘কীরাত’ করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেওয়া হল। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম।^২ আমাদের দুই দুই ‘কীরাত’ করে দেওয়া হল। এতে উভয় কিতাবী সম্প্রদায় বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দুই দুই ‘কীরাত’ করে দান করেছেন, আর আমাদের দিয়েছেন এক এক কীরাত করে; অথচ আমাদের দিক দিয়ে আমরাই বেশী। আল্লাহ্ তা‘আলা বললেনঃ তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা বললেনঃ এ হলো, আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দেই।

৫৩১ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى الْمِيلِ فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمَلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ .

৫৩১ আবু কুরাইব (র.).....আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মুসলিম, ইয়াহুদী ও নাসারাদের উদাহরণ হল একরূপ, এক ব্যক্তি একদল লোককে কাজে নিয়োগ করল, তারা তার জন্য রাত পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু অর্ধদিবস পর্যন্ত কাজ করার পর তারা বলল, আপনার পারিশ্রমিকের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সে ব্যক্তি অন্য আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল, তোমরা দিনের বাকী অংশ কাজ কর, তোমরা আমার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। তারা কাজ করতে শুরু করল। যখন আসরের সালাতের সময় হল, তখন তারা বলল, আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। তারপর সে ব্যক্তি আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের বাকী অংশে কাজ করল এবং সে দুই দলের পূর্ণ পারিশ্রমিক হাসিল করে নিল।^৩

১. এখানে ‘কীরাত’ শব্দ দিয়ে সাওয়াবের বিশেষ পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।
২. হাদীসের এ দৃষ্টান্ত সময়ের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতার দ্বারা যথাক্রমে আমাদের আধিক্য ও স্বল্পতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা আসরের ওয়াক্ত প্রতি কতুর ছায়া দ্বিগুন হওয়ার পর আরম্ভ হওয়া প্রমাণিত হয়। যা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত। কারণ অন্যান্য ইমামগণের মতানুসার এক গুন ছায়া হওয়ার পরপরই আসরের ওয়াক্ত এসে যাওয়া মেনে নিলে উম্মাতে মুহাম্মদীর আমাদের হ্রস্বতা প্রকাশ পায়। —কিরামানী।
৩. পূর্বেই হাদীসে উভয় দলের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কথা উল্লেখ আছে, আর বর্তমান হাদীসে বুঝা যায়, তারা পারিশ্রমিক পায়নি। কাজেই সুস্পষ্ট যে পূর্বের হাদীসটি ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ রহিত হওয়ার পূর্বকার ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে। আর বর্তমান হাদীসটি যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবুয়্যাতকে অস্বীকার করেছে তাদের প্রসঙ্গে। —কিরামানী

৩৬৭. بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ : মাগরিবের ওয়াক্ত। আতা (র.) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতে পারবে।

৫৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ اسْمُهُ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْصَرِفُ مَوَاقِعَ نَبَلِهِ .

৫৩২ মুহাম্মদ ইবন মিহরান (র.).....রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেউ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেত।

৫৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَوْهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَبْطَلُوا آخِرَ وَالصُّبْحِ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِغَلَسٍ .

৫৩৩ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র.).....মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাসান ইবন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইবন আমর (র.) বলেন, হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ) (মদীনা শরীফে) এলে আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.)-কে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, (কেননা, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ বিলম্ব করে সালাত আদায় করতেন)। তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আর আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করতেন, মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত যেতেই আর ইশার সালাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করতেন। যদি দেখতেন, সবাই সমবেত হয়েছেন, তাহলে সকাল সকাল আদায় করতেন। আর যদি দেখতেন, লোকজন আসতে দেরী করছে, তাহলে বিলম্ব আদায় করতেন। আর ফজরের সালাত তাঁরা কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন।

৫৩৪ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

৫৩৪ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র.).....সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম।

৫৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا .

৫৩৫ আদম (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মাগরিব ও ইশার) সাত রাকআত ও (যুহর ও আসরের) আট রাকআত একসাথে আদায় করেছেন।

৩৭০. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

৩৭০. অনুচ্ছেদ : মাগরিবকে ইশা বলা যিনি পসন্দ করেন না।

৫৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزْنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ .

৫৩৬ আবু মা'মর আবদুল্লাহ ইবন আমর (র.).....আবদুল্লাহ মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বেদুঈনরা মাগরিবের সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর যেন প্রভাব বিস্তার না করে। রাবী (আবদুল্লাহ মুযানী (রা.) বলেন, বেদুঈনরা মাগরিবকে ইশা বলে থাকে।

৩৭১. بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَأَاهُ وَاسِعًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُتَأَفِّقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْإِخْتِيَارُ أَنَّهُ يَقُولُ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَانِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَانِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَرُّ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسُ أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو أَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ -

৩৭১. অনুচ্ছেদ : ইশা ও আতামা-এর বর্ণনা এবং যিনি এতে কোন আপত্তি করেন না। আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর সালাত হল ইশা ও ফজর। তিনি আরও বলেছেন যে, তারা যদি জানত, আতামা (ইশা) ও ফজরে কি কল্যাণ নিহিত আছে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইশা শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَمِنْ بَعْدِ

أَبُو مُوسَى (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা পালাক্রমে নবী ﷺ-এর এখানে ইশার সালাতের সময় যেতাম। একবার তিনি তা দেৱী ১ করে আদায় করেন। ইবন আক্বাস ও আয়িশা (রা.) থেকে (এরূপ) বর্ণনা করেন যে, নবী আতামা দেৱী করে আদায় করেন। জাবির (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন। আবু বারযা (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করতেন। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ শেষ ইশা ২ বিলম্বে আদায় করলেন। ইবন উমর, আবু আয়্যুব ও ইবন আক্বাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন।

৫৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْنَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَقَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَابَلَّ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنْ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِثْلَهَا لَا يَيْتَقَى مِنْهُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ .

৫৩৭ আবদান (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেন, যে সালাতকে লোকেরা ‘আতামা’ বলে থাকে। তারপর তিনি ফিরে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা জান কি? এ রাত থেকে নিয়ে একশ বছরের শেষ মাথায় আজ যারা ভূপৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

৩৭২. بَابُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

৩৭২. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতের ওয়াক্ত লোকজন জমায়েত হয়ে গেলে বা বিলম্বে এলে।

৫৩৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلٌ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بَغْلَسَ .

৫৩৮ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাসান ইবন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.)-কে নবী ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মধ্যাহ্ন গড়ালেই নবী ﷺ যুহরের সালাত আদায় করতেন এবং সূর্য সতেজ

১. ইশার সালাত দেৱী করে আদায় করেছেন এর জন্য الْعِشَاءُ না বলে اَعْتَمَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যাতে বর্ণনায় ইশা ও আতামা বলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি তার বর্ণনায় ইশা ও আতামা দু'টো শব্দই ব্যবহার করেছেন।

২. শেষ ইশা বলে ইশার সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে মাগরিবকেও ইশা বলা হয়।

থাকতেই আসর আদায় করতেন, আর সূর্য অস্ত গেলেই মাগরিব আদায় করতেন, আর লোক বেশী হয়ে গেলে ইশার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং লোক কম হলে দেরী করতেন, আর ফজরের সালাত অঙ্কার থাকতেই আদায় করতেন।

২৭২. بَابُ تَفْضِيلِ الْعِشَاءِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতের ফযীলত।

৫৩৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ .

৫৩৯ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে বিলম্ব করলেন। এ হলো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসারের আগের কথা। (সালাতের জন্য) তিনি বেরিয়ে আসেননি, এমন কি উমর (রা.) বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং মসজিদের লোকদের লক্ষ্য করে বললেন : “তোমরা ব্যতীত যমীনের অধিবাসীদের কেউ ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই।”

৫৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَقِيعِ بَطْحَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاقَبُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرُ مِنْهُمْ فَوَافَقَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرَكُمْ لَا يَدْرِي أَيُّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرَحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৪০ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র.).....আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার সংগীরা-যারা (আবিসিনিয়া থেকে) জাহাজ যোগে আমার সংগে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন- বাকীয়ে

১. এ হাদীসে ইশার সালাতের ফযীলতের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। আর তা এভাবে যে ইশার সালাতের জন্য ঘুম বর্জন করে অপেক্ষা করতে হয়, যা অন্য সালাতে নেই। সুতরাং এই অতিরিক্ত কষ্ট ও অপেক্ষার জন্য অধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে, তাই স্বাভাবিক। কিংবা হাদীসটির অর্থ তোমরা ছাড়া যমীনের আর কেউ ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই- অর্থাৎ এ সালাত কেবল এই উম্মাতেরই বৈশিষ্ট্য। অতএব, এর ফযীলত সুস্পষ্ট।

বুতহানের একটি মুক্ত এলাকায় বসবাসরত ছিলাম। তখন নবী ﷺ থাকতেন মদীনায়ে। বুতহানের অধিবাসীরা পালাক্রমে একদল করে প্রতি রাতে ইশার সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আসতেন। পালাক্রমে ইশার সালাতের সময় আমি ও আমার কতিপয় সঙ্গী নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। তখন তিনি কোন কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন, ফলে সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। এমন কি রাত অর্ধেক হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বললেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে যাও। তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এটি এক নিয়ামত যে, তোমরা ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ এ মুহূর্তে সালাত আদায় করছে না। কিংবা তিনি বলেছিলেন : তোমরা ব্যতীত কোন উম্মাত এ সময় সালাত আদায় করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন বাক্যটি বলেছিলেন বর্ণনাকারী তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। হযরত আবু মূসা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরলাম।

৩৭৬. بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

৩৭৬. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতের আগে ঘুমানো মাকরুহ।

৫৬১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا .

৫৪১ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র.)....আবু বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন।

৩৭৭. بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ

৩৭৭. অনুচ্ছেদ : ঘুম প্রবল হলে ইশার আগে ঘুমানো।

৫৬২ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ قَالُوا لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ .

৫৪২ আযুব ইবন সুলাইমান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করলেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, আস-সালাত। নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন : তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর

কেউ এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না। (রাবী বলেন) তখন মদীনা ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করা হত না। (তিনি আরও বলেন যে) পশ্চিম আকাশের ‘শাফাক’ অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে তাঁরা ইশার সালাত আদায় করতেন।

৫৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ غَيْرَكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبَالِي أَوَّلَهَا أَمْ آخِرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَتَتَهَا وَكَانَ يَرُقْدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقَطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِ اشُقُّ عَلَى أُمْتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا هَكَذَا فَاسْتَنْثَبْتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُعْرِمُهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرْفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصَّدْرِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ لَا يُعْصِرُ وَلَا يَبْتَطِشُ إِلَّا كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنِ اشُقُّ عَلَى أُمْتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا هَكَذَا .

৫৪৩ মাহমুদ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে কর্মব্যস্ততার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায়ে দেরী করলেন, এমন কি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর আবার জেগে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, তারপর বললেন : তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ এ সালাতের অপেক্ষা করছে না। ঘুম প্রবল হওয়ার কারণে ইশার সালাত বিনষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে ইবন উমর (রা.) তা আগেভাগে বা বিলম্ব করে আদায় করতে দ্বিধা করতেন না। কখনও কখনও তিনি ইশার আগে নিদ্রাও যেতেন। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করেছিলেন, এমন কি লোকজন একবার ঘুমিয়ে জেগে উঠল, আবার ঘুমিয়ে পড়ে জাগ্রত হল। তখন উমর ইবন খাত্তাব (রা.) উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ‘আস-সালাত’। আতা (র.) বলেন যে, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তারপর আল্লাহর নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন— যেন এখনো আমি তাঁকে দেখছি— তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর হাত মাথার উপর ছিল। তিনি

এসে বললেন : যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবে (বিলম্ব করে) ইশার সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মাথায় হাত রেখেছিলেন তা কিভাবে রেখেছিলেন, বিষয়টি সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য আতা (র.)-কে বললাম। আতা (র.) তাঁর আঙ্গুলগুলো সামান্য ফাঁক করলেন, তারপর সেগুলোর অগ্রভাগ সম্মুখ দিক থেকে (চুলের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করালেন। তারপর আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে মাথার উপর দিয়ে এভাবে টেনে নিলেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের সে পার্শ্বকে স্পর্শ করে গেল যা মুখমন্ডল সংলগ্ন চোয়ালের হাড়ির উপর শাশ্রুর পাশে অবস্থিত। তিনি নবী ﷺ চুলের পানি ঝরাতে কিংবা চুল চাপড়াতে এরূপই করতেন। এবং তিনি বলেছিলেন : যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবেই (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম।

২৭৬. **بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا**

৩৭৬. অনুচ্ছেদ : রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াস্ত। আবু বারযা (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত দেরীতে আদায় করা পসন্দ করতেন।

৫৪৪ **حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حَمِيدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَيَبْضُ خَاتَمِهِ لَيْلَتَيْنِ**

৫৪৪ আবদুর রহীম মুহারিবী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে নবী ﷺ ইশার সালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর সালাত আদায় করে তিনি বললেন : লোকেরা নিশ্চয়ই সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোন ! তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ তোমরা সালাতেই ছিলে। ইব্ন আবু মারইয়াম (র.)-এর বর্ণনায় আরও আছে, তিনি বলেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব (র.) হুমাইদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হুমাইদ) আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, সে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির উজ্জ্বলতা আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি।

২৭৭. **بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ**

৩৭৭. অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতের ফযীলত।

৫৪৫ **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ**

النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ أَوْ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَادَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ عَيَانًا .

৫৪৫ মুসাদ্দাদ (র.).....জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে নবী পালাতায় আসলুয়াহু তালাতায় -এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন! এটি যেমন দেখতে পাচ্ছ- তোমাদের প্রতিপালককেও তোমরা তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার আগের সালাত ও সূর্য ডুবার আগের সালাত আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই কর। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করুন।” আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইবন শিহাব (র.).....জারীর (রা.) থেকে আরো বলেন, নবী পালাতায় আসলুয়াহু তালাতায় বলেছেন : তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে খালি চোখে দেখতে পাবে।

৫৪৬ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا .

৫৪৬ হুদবা ইবন খালিদ (র.).....আবু বকর ইবন আবু মুসা (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পালাতায় আসলুয়াহু তালাতায় বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফজর ও আসরের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। ইবন রাজা (র.) বলেন, হাম্বাম (র.) আবু জামরা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন কায়স (র.) তাঁর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৪৭ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ حَبَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৪৭ ইসহাক (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী পালাতায় আসলুয়াহু তালাতায় থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৮. بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

৩৭৮. অনুচ্ছেদ : ফজরের ওয়াক্ত।

৫৪৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ

النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدَرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِينَ يَعْنِي آيَةً .

৫৪৮ আমর ইব্ন আসিম (র.).....যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাহরী খেয়েছেন, তারপর ফজরের সালাতে দাঁড়িয়েছেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ দু'য়ের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত তিলাওয়াত করা যায়, এরূপ সময়ের ব্যবধান ছিল।

৫৪৯ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ سُحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى ثَلَاثًا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

৫৪৯ হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্বাহর নবী ﷺ ও যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) একসাথে সাহরী খাচ্ছিলেন, যখন তাঁদের খাওয়া হয়ে গেল- আব্বাহর নবী ﷺ (ফজরের) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কাতাদা (র.) বলেন, আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সাহরী খাওয়া থেকে অবসর হয়ে সালাত শুরু করার মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, একজন লোক পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এতটুকু সময়।

৫৫০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৫০ ইসমায়ীল ইব্ন আবু উওয়াইস (র.).....সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে সাহরী খেতাম। খাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত পাওয়ার জন্য আমাকে খুব তাড়াহুড়া করতে হত।

৫৫১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنْ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَفَاعَاتٍ بِمَوَاطِنَهُنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بَيْوتِهِنَّ حِينَ يَقْضَيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْفَلَاسِ .

৫৫১ ইয়াহুয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিম মহিলাগণ সর্বত্র চাদরে ঢেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের জামা'আতে হাযির হতেন। তারপর সালাত আদায় করে তারা যার যার ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারত না।

৩৭৭. بَابُ مَنْ أُدْرِكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

৩৭৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পেল।

৫৫২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ পালাত নাহ
আবদুল্লাহ
ইবন মাসলামা
বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের সালাতের এক রাকআত পায়, সে ফজরের সালাত পেল।^১
আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের সালাতের এক রাকআত পেল সে আসরের সালাত পেল।^২

www.bjilibrary.com

৫৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا .

৫৫৫ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট কয়েক ব্যক্তি এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৫৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْرُوهَا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ تَابِعَهُ عَبْدُهُ .

৫৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা করো না। উরওয়া (র.) বলেন, ইবন উমর (রা.) আমাকে আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি সূর্যের একাংশ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করো। আর যদি তার একাংশ ডুবে যায় তাহলে সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করো। আবদাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৫৭ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ يَتَعَتَّى وَعَنْ لِبَسَتَيْهِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَعَنِ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفَضِّي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَةِ .

৫৫৭ উবায়দ ইবন ইসমায়ীল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ধরনের বেচা-কেনা করতে, দু'ভাবে পোষাক পরিধান করতে এবং দু'সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আর পুরো শরীর জড়িয়ে কাপড় পরতে এবং এক কাপড়ে (যেমন লুঙ্গি ইত্যাদি পরে) হাঁটু খাড়া করে এমনভাবে বসতে যাতে লজ্জাস্থান উপরের দিকে খুলে যায় - নিষেধ করেছেন। আর মুনাবাযা^১ ও মুলামাসা^২ (এর পছন্দ্য বেচা-কেনা) নিষেধ করেছেন।

১. মুনাবাযাঃ বিভিন্ন দরের একাধিক পণ্যদ্রব্য একস্থানে রেখে মূল্য হিসেবে একটি অংক নির্ধারণ করে এ শর্তে বিক্রি করা যে, ক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য থেকে পাথর নিক্ষেপ করে যে পণ্যের গায়ে লাগাতে পারবে, উল্লেখিত মূল্যে তাকে তা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ পছন্দের বেচা-কেনা "মুনাবাযা" বলে অভিহিত।
২. মুলামাসা : একাধিক পণ্যের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্য নির্ধারণ করে এভাবে বিক্রি করা যে, ক্রেতা যেটি স্পর্শ করবে, পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে তাকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের বেচাকেনা শরীয়া পরিভাষায় 'মুলামাসা' বলে অভিহিত। যেহেতু এতে পসন্দ অপসন্দের স্বাধীনতা থাকে না, তাই শরীয়াত এ দু'টো পছন্দকে নিষিদ্ধ করেছে।

২৪২. بَابُ لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ الشَّمْسِ

৩৮২. অনুচ্ছেদ : সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে সালাত আদায়ের উদ্যোগ নিবে না ।

৫৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا .

৫৫৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয় ।

৫৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هَيْمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ .

৫৫৯ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই ।

৫৬০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبِي يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحَّبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يَصَلِّيَهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৬০ মুহাম্মদ ইবন আবান (র.).....মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন এক সালাত আদায় করে থাক-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহচর্য লাভ করা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে কখনও তা আদায় করতে দেখিনি । বরং তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন । অর্থাৎ আসরের পর দু' রাকাত আদায় করতে ।

৫৬১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خَبِيبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

৫৬১ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম . দু' সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন । ফজরের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত ।

৩৮২. **بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مُرَيْزَةَ**

৩৮৩. অনুচ্ছেদ : যিনি আসরের ও ফজরের পর ব্যতীত অন্য সময়ে সালাত আদায় মাকরুহ মনে করেন না। উমর, ইবন উমর, আবু সাযীদ ও আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৬২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَلَّى كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ لَأَنْتَهَى أَحَدًا يُصَلِّيَ بَلِيلًا وَلَا نَهَارًا مَا شَاءَ غَيْرَ أَنْ لَا تَحْرُوا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

৫৬২ আবু নু'মান (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার সঙ্গীদের যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি সেভাবেই আমি সালাত আদায় করি। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে সালাতের ইচ্ছা করা ব্যতীত রাতে বা দিনে যে কোন সময় কেউ সালাত আদায় করতে চাইলে আমি নিষেধ করি না।

৩৮৪. **بَابُ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّيَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رُكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَقْلَبْنِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ**

৩৮৪. অনুচ্ছেদ : আসরের পর কাযা বা অনুরূপ কোন সালাত আদায় করা। কুরাইব (র.) উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আসরের পর দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের লোকেরা আমাকে যুহরের পরবর্তী দু' রাকাআত সালাত আদায় থেকে ব্যস্ত রেখেছিল।

৫৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيُّمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَمَالِقَى اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِّنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

৫৬৩ আবু নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে মহান সত্তার শপথ, যিনি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) উঠিয়ে নিয়েছেন, আল্লাহ্র সান্নিধ্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু' রাকাআত সালাত কখনই ছাড়েননি। আর সালাতে দাঁড়ানো যখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখনই তিনি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তিনি তাঁর এ সালাত অধিকাংশ সময় বসে বসেই আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) এ সালাত দ্বারা আসরের পরবর্তী দু' রাকাআতের কথা বুঝিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন, তবে উম্মাতের উপর বোঝা হয়ে পড়ার আশংকায় তা মসজিদে আদায় করতেন না। কেননা, উম্মাতের জন্য যা সহজ হয় তাই তাঁর কাম্য ছিল।

৫৬৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنُ أُخْتِي مَاتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ .

৫৬৪ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ভাগিনে! নবী ﷺ আমার কাছে উপস্থিত থাকার কালে আসরের পরবর্তী দু' রাকাআত কখনও ছাড়েননি।

৫৬৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكَعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৬৫ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' রাকাআত সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন অবস্থাতেই ছাড়তেন না। তা হল ফজরের সালাতের আগের দু' রাকাআত ও আসরের পরের দু' রাকাআত।

৫৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ .

৫৬৬ মুহাম্মদ ইবন আর'আরা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দিনই আসরের পর আমার কাছে আসতেন সে দিনই দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন।

৩৮৫. بَابُ التَّبَكُّيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ غَيْرِ

৩৮৫. অনুচ্ছেদ : মেঘলা দিনে শীঘ্র সালাত আদায় করা।

৫৬৭ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيعِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكْرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ .

৫৬৭ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....আবু মালীহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মেঘলা দিনে আমরা বুরাইদা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, শীঘ্র সালাত আদায় করে নাও। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

১. পূর্বে উল্লিখিত একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসরের পর আর কোন সালাত নেই। অথচ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পরে দু' রাকাআত পড়েছেন। এ দু' রাকাআত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিগত আমল ছিল। উম্মতের জন্য তা অনুসরণীয় নয়।

বুখারী শরীফ (২)—৫

২৮৬. بَابُ الْإِذَا نَبَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

৩৮৬. অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আযান দেওয়া ।

৫৬৮ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَرِنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَوْ تَطْعُمُ فَاضْطَجَعُوا وَاسْتَدَّ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ آتِنِي مَا أَقْلُتَ قَالَ مَا أَقْلَيْتُ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلِهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَادْزِنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى .

৫৬৮ ইমরান ইবন মাইসারা (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। যাত্রী দলের কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাতের এ শেষ প্রহরে আমাদের নিয়ে যদি একটু বিশ্রাম নিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার ভয় হচ্ছে সালাতের সময়ও তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে। বিলাল (রা.) বললেন, আমি আপনাদের জাগিয়ে দিব। কাজে ই সবাই শুয়ে পড়লেন। এ দিকে বিলাল (রা.) তাঁর হাওদার গায়ে একটু হেলান দিয়ে বসলেন। এতে তাঁর দু'চোখ মুদে আসল। ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য কেবল উঠতে শুরু করেছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং বিলাল (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে বিলাল ! তোমার কথা গেল কোথায় ? বিলাল (রা.) বললেন, আমার এত অধিক ঘুম আর কখনও পায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের রুহ কব্জ করে নিয়েছেন ; আবার যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তা তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। হে বিলাল! উঠ, লোকদের জন্য সালাতের আযান দাও। তারপর তিনি উয়ূ করলেন এবং সূর্য যখন উপরে উঠল এবং উজ্জ্বল হলো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন।

২৮৭. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

৩৮৭. অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা ॥

৫৬৯ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ

১. অর্থাত্- পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পরও জাগ্রত হতে না পারা এ ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়। কাজেই তা ওয়র হিসাবে গণ্য হবে।

بَنَ الْخُطَابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْذَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسْبُ كُفَّارَ قَرِيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَدْتُ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ فَنَوَضُّأُ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضُّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

[৫৬৯] মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, খন্দকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) এসে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এখনও আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য অস্ত যায় যায়। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমিও তা আদায় করিনি। তারপর আমরা উঠে বুতহানের দিকে গেলাম। সেখানে তিনি সালাতের জন্য উযু করলেন এবং আমরাও উযু করলাম; এরপর সূর্য ডুবে গেলে আসরের সালাত আদায় করেন, তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করেন।

২৮৮. بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يَعْزِدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرَيْنَ سَنَةً لَمْ يَعْزِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ

৩৮৮. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে যখন স্মরণ হবে, তখন সে তা আদায় করে নিবে। সে সালাত ব্যতীত অন্য সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। ইব্রাহীম (র.) বলেন, কেউ যদি বিশ বছরও এক ওয়াক্তের সালাত ছেড়ে দিয়ে থাকে তা হলে তাকে শুধু সে ওয়াক্তের সালাতই পুনরায় আদায় করতে হবে।

[৫৭০] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كُفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَقَالَ حَبَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

[৫৭০] আবু নু'আইম ও মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যদি কেউ কোন সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে সালাতের অন্য কোন কাফ্যারা নেই। (কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي “আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কয়েম কর।” মুসা (র.) বলেন, হাম্বাম (র.) বলেছেন যে, আমি তাকে (কাতাদা (র.) পরে বলতে শুনেছি, “আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কয়েম কর।” হাব্বান (র.) আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

২৮৯. بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَأَلَوَّلَى

৩৮৯. অনুচ্ছেদ : একাধিক সালাতের কাযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা ।

৫৭১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسْبُ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أَصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَتَزَلْنَا بَطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ .

৫৭১ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধকালে এক সময় উমর (রা.) কুরাইশ কাফিরদের ভৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, সূর্যাস্তের পূর্বে আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, (জাবির (রা.) বলেন) তারপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। সেখানে তিনি সূর্যাস্তের পর সে সালাত আদায় করলেন, তারপরে মগরিবের সালাত আদায় করলেন।

২৯০. بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ السَّعْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ السَّامِرُ مِنَ السَّعْرِ وَالْجَمِيعُ السَّامِرُ وَالسَّامِرُ هُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمِيعِ

৩৯০. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতের পর গল্প গুজব করা মাকরুহ । (পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত) “সামর” শব্দটি “السَّعْرُ” খাতু থেকে নির্গত। এর বহুবচন “السَّامِرُ” এ আয়াতে “সামর” শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৭২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدَّثَنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَخْضُرُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيَتْ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْقُتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৫৭২ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু মিনহাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে আবু বারযা আসলামী (রা.)-এর নিকট গেলাম। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতসমূহ কোন সময় আদায় করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-যুহরের সালাত যাকে তোমরা প্রথম সালাত বলে থাক, সূর্য ঢলে পড়লে আদায় করতেন। আর তিনি আসরের সালাত এমন

সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ সূর্য সজীব থাকতেই মদীনার শেষ প্রান্তে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারত। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। তারপর আবু বারযা (রা.) বলেন, ইশার সালাত একটু বিলম্বে আদায় করাকে তিনি পসন্দ করতেন। আর ইশার আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা তিনি অপসন্দ করতেন। আর এমন মুহূর্তে তিনি ফজরের সালাত শেষ করতেন যে, আমাদের যে কেউ তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

২৭১. بَابُ السُّمْرِ فِي الْفَقْرِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

৩৯১. অনুচ্ছেদ : ইশার পর জ্ঞানচর্চা ও কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা।

৫৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَبَهَرْنَا الْحَسَنَ وَرَأَتْ عَلَيْنَا حَتَّى قَرَبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِئْرَانَنَا هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسُ نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَبَهَرْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَبَهَرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৫৭৩ আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র.).....কুররা ইবন খালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হাসান (বসরী (র.)-এর অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি এত বিলম্বে আসলেন যে, নিয়মিত সালাত শেষে চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল। এরপর তিনি এসে বললেন, আমাদের এ প্রতিবেশীগণ আমাদের ডেকেছিলেন। তারপর তিনি বললেন, আনাস ইবন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষায় ছিলাম। এমন কি প্রায় অর্ধেক রাত হয়ে গেল, তখন এসে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন : জেনে রাখ ! লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ সালাতেই রত ছিলে। হাসান (বসরী (র.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ কল্যাণের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তারা কল্যাণেই নিরত থাকে। কুররা (র.) বলেন, এ উক্তি আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসেরই অংশ।

৫৭৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَسْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِنْهُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ

فَوَهَّلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَبْقَى مِنْهُنَّ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَحْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ .

৫৭৪ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর শেষ জীবনে ইশার সালাত আদায় করে সালাম ফিরবার পর বললেনঃ আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি ? আজ থেকে নিয়ে একশ' বছরের মাথায় আজ যারা ভূ-পৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর 'একশ' বছরের' এ উক্তি সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আজকে যারা জীবিত আছে তাদের কেউ ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী ঐ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২৭২. بَابُ السَّمَرِ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ

৩৯২. অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজন ও মেহমানের সাথে রাতে কথাবার্তা বলা।

৫৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفَةِ كَانُوا أَنْاسًا فَقَرَأَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثٍ وَإِنْ أَرْبَعٍ فَخَامِسُ أَوْ سَادِسُ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلِقِ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَبِثْتُ حَتَّى تَعَشَى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ أَوْ مَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتْ أَبُو حَتَّى تَجِرِي قَدْ عَرِضُوا فَأَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاحْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ نَجِدْ وَسَبِّ وَقَالَ كُلُوا لَاهْنِيئًا لَكُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا وَيَأْتُمُّ اللَّهُ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَنْظَرُ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُحْتُ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةَ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاصْصَبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلَ فَفَرَقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْاسُ اللَّهِ أَغْلَمُ كَمَ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ .

৫৭৫] মাহমুদ (র.).....আবদুর-রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন খুবই দরিদ্র। (একদা) নবী ﷺ বললেন : যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাদের থেকে) তৃতীয় জনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের আহারের সংস্থান আছে, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজন সঙ্গে নিয়ে যায়। আবু বকর (রা.) তিনজন সাথে নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশজন নিয়ে আসেন। আবদুর রাহমান (রা.) বলেন, আমাদের ঘরে এবং আবু বাকরের ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা (এই তিন জন সদস্য) ছিলাম। রাবী বলেন, আমি জানি না, তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম একথা বলেছিলেন কি-না? আবু বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরেই রাতের আহার করেন, এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ইশার সালাতের পর তিনি আবার (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে) ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের আহার শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ী ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমানদের কাছে আসতে কিসে আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল? কিংবা তিনি বলেছিলেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মেহমান থেকে। আবু বকর (রা.) বললেন, এখনও তাদের খাবার দাওনি? তিনি বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেন। তাদের সামনে হাযির করা হয়েছিল, তবে তারা খেতে সম্মত হননি। আবদুর রাহমান (রা.) বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি সরে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, ওরে বোকা এবং ভর্ৎসনা করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, খেয়ে নিও। আপনারা অস্বস্তিতে ছিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এ কখনই খাব না। আবদুর রাহমান (র.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা লুক্‌মা উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ আগের চাইতে অধিক খাবার রয়ে গেল। আবু বকর (রা.) খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা আগের সমপরিমাণ কিংবা তার চাইতেও বেশী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে বনু ফিরাসের বোন। এ কি? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো এখন আগের চাইতে তিনগুন বেশী! আবু বকর (রা.)-ও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, আমার সে শপথ শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। এরপর তিনি আরও লুক্‌মা মুখে দিলেন এবং অবশিষ্ট খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেখানেই ছিল। এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে সন্ধি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে) আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। তাদের প্রত্যেকের সংগেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে কতজন ছিল তা আল্লাহ্‌ই জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য থেকে আহার করেন। (রাবী বলেন) কিংবা আবদুর রাহমান (রা.) যে ভাবে বর্ণনা করেছেন।

کِتَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায় : আযান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায় : আযান

৩৭২. بَابُ بَدَأِ الْأَذَانَ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا مِنْكُمْ وَلِعِبَادِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَقَوْلُهُ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.....

৩৯৩. অনুচ্ছেদ : আযানের সূচনা। আল্লাহ তা‘আলার বাণী : ‘যখন তোমরা সালাতের দিকে আহ্বান কর, তখন তারা (মুশরিকরা) এ নিয়ে ঠাটা-বিদ্‌প ও কৌতুক করে। তা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা উপলব্ধি করে না’- (সূরা মায়িদা : ৫৮)। আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেছেন : ‘আর যখন জুমু‘আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়’..... (সূরা জুমু‘আ : ৯)।

৫৭৬ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْأَقَامَةُ .

৫৭৬ ইমরান ইব্ন মাইসারা (রা.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সালাতে সমবেত হওয়ার জন্য) সাহাবা-ই কিরাম (রা.) আশুন জ্বালানো অথবা নাকুস^১ বাজানোর কথা আলোচনা করেন। আবার এগুলোকে (যথাক্রমে) ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়। তারপর বিলাল (রা.)-কে আযানের বাক্য দু’বার করে ও ইকামতের বাক্য বেজোড় করে বলার^২ নির্দেশ দেওয়া হয়।

১. প্রাচীনকালে ব্যবহৃত এক প্রকার কাঠ নির্মিত ঘন্টা যা নাসারারা গির্জায় উপাসনার সময় ঘোষণার কাজে ব্যবহার করত।

২. হানাফী মতাবলম্বীগণ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে ইকামতের বাক্যগুলোকে দু’বার করে বলে থাকেন।

৫৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخَذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بَوَقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَّلًا تَبْعُونُ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَتَنَادِ بِالصَّلَاةِ .

৫৭৭ মাহমুদ ইবন গায়লান (র.).....নাবি (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.) বলতেন যে, মুসলমানগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হতেন। এর জন্য কোন ঘোষণা দেওয়া হতো না। একদিন তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন সাহাবী বললেন, নাসারাদের ন্যায় নাকুস বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহুদীদের শিকার ন্যায় শিকার ফোকানোর ব্যবস্থা করা হোক। উমর (রা.) বললেন, সালাতের ঘোষণা দেওয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বিলাল, উঠ এবং সালাতের জন্য ঘোষণা দাও।

২৭৬. بَابُ الْأَذَانِ مِثْلِي مِثْلِي

৩৯৪. অনুচ্ছেদ : দু' দু'বার আযানের শব্দ বলা।

৫৭৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمَرَ بِلَالُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةُ .

৫৭৮ সুলাইমান ইবন হার্ব (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দ দু' দু'বার এবং 'قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ' ব্যতীত ইকামাতের শব্দগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৫৭৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكِّرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقَتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَّرُوا أَنْ يُؤْوُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأَمَرَ بِلَالُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةُ .

৫৭৯ মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা সালাতের সময়ের জন্য এমন কোন সংকেত নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিলেন, যার সাহায্যে সালাতের সময় উপস্থিত এ কথা বুঝা যায়। কেউ কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক, কিংবা ঘণ্টা বাজানো হোক। তখন বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দগুলো দু' দু'বার এবং ইকামাতের শব্দগুলো বেজোড় বলার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩৯৫. بَابُ الْإِمَامَةِ وَاحِدَةً الْأَقْوَلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

৩৯৫. অনুচ্ছেদঃ কাদ কামাতিস্—সালাতু ব্যতীত ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা ।

৫৮০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِثْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَمْرٍ بِلَالٍ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِمَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِمَامَةَ .

৫৮০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের বাক্যগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতের বাক্যগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয় । ইসমায়ীল (র.) বলেন, আমি এ হাদীস আইয়্যুবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তবে 'কাদকামাতিস্ সালাতু' ব্যতীত ।

৩৯৬. بَابُ تَضَلُّعِ التَّائِذِينَ

৩৯৬. অনুচ্ছেদ : আযানের ফযীলত ।

৫৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِذِينَ فَإِذَا قَضَى النَّذَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَّ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ لَا يَذْكُرُ كَمْ صَلَّى .

৫৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে । যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে । আবার যখন সালাতের জন্য ইকামত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায় । ইকামত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে স্মরণ করিয়ে দেয় । এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌছে যে, সে কয় রাকাত সালাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না ।

৩৯৭. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَذِنَ أَذَانًا سَمْعًا وَالْأَفَاعَتُ

৩৯৭. অনুচ্ছেদ : আযানের স্বর উচ্চ করা । উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) (মুআযযিনকে) বলতেন, স্বাভাবিক কণ্ঠে সাদাসিধাভাবে আযান দাও, নতুবা এ পদ ছেড়ে দাও ।

৫৮২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ أَبِي مَعْقَصَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذْنَتُ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعُ صَوْتَكَ بِالْإِذَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جُنَّ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৮২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আনসারী মাযিনী (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বকরী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালবাস। তাই তুমি যখন বকরী নিয়ে থাক, বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন্, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়ায শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবু সায়ীদ (রা.) বলেন, একথা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শুনেছি।

৩৭৯. بَابُ مَا يُحَقَّنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

৩৯৮. অনুচ্ছেদ : আযানের কারণে রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়া।

৫৮৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . كَانَ إِذَا غَزَانَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُونَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبَتْ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنْ قَدِمِي لَتَمَسَّ قَدَمَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوْ النَّبِيَّ ﷺ . قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَأَخْمِيسُ قَالَ فَلَمَّا رَأَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ .

৫৮৩ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই আমাদের নিয়ে কোন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন না বরং লক্ষ্য রাখতেন, যদি তিনি তখনি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান চালাতেন। আনাস (রা.) বলেন, আমরা খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় তাদের সেখানে পৌঁছলাম। যখন প্রভাত হল এবং তিনি আযান শুনতে পেলেন না; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ার হলেন। আমি আবু তালহা (রা.)-এর পিছনে সাওয়ার হলাম। আমার পা, নবী ﷺ-এর কদম মুবারকের সাথে লেগে

যাচ্ছিল। আনাস (রা.) বলেন, তারা তাদের খলে ও কোদাল নিয়ে বেরিয়ে আমাদের দিকে আসল। হঠাৎ তারা যখন নবী ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন বলে উঠল, 'এ যে মুহাম্মদ, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ তাঁর পঞ্চ বাহিনী সহ!' আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে বলে উঠলেন : 'আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন কাওমের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাব হবে কত মন্দ !'

২৭৭. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُتَابِعِي

৩৯৯. অনুচ্ছেদ : মুআযযিনের আযান শুনে যা বলে তা হয়।

৫৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ .

৫৮৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আযান শুনে পাও তখন মুআযযিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলবে।

৫৮৫ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

৫৮৫ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....ইসা ইবন তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মু'আবিয়া (রা.)-কে (আযানের জবাব দিতে) শুনেছেন যে, তিনি 'আশ্বাদু আন্বা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পর্যন্ত মুআযযিনের অনুরূপ বলেছেন।

৫৮৬ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَقَالَ هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ يَقُولُ .

৫৮৬ ইসহাক ইবন রাহওয়াই (র.).....ইয়াহুইয়া (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইয়াহুইয়া (র.) বলেছেন, আমার কোন ভাই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মুআযযিন যখন 'حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ' বলল, তখন তিনি (মু'আবিয়া (রা.) 'لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ' বললেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের নবী ﷺ-কে আমরা এরূপ বলতে শুনেছি।

৪০০. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّذَاءِ

৪০০. অনুচ্ছেদ : আযানের দু'আ।

৫৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَزْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّامَةِ وَالصَّلَاةِ الثَّقَامَةِ أَتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِ الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৮৭ আলী ইব্ন আইয়্যাশ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে : 'হে আল্লাহ-এ পরিপূর্ণ আহবান ও সালাতের প্রতিষ্ঠিত মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ -কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছিয়ে দিন যার অঙ্গিকার আপনি করেছেন'- কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে।

৪০১. بَابُ الْإِسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ وَيُذَكَّرُ أَنْ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقَرَّ بَيْنَهُمْ سَعْدُ

৪০১. অনুচ্ছেদ : আযানের ব্যাপারে কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন। উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদল লোক আযান দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করল। সা'দ (রা.) তাঁদের মধ্যে কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন করলেন।

৫৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَمْرِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَن يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَاتَوَهَّمُوا وَلَوْ حَبَوًّا .

৫৮৮ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিত। যুহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত।

৪০২. بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكْلُمُ سَلِيمَانَ بْنِ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْضَلَ وَهُوَ يُذِّنُ أَوْ يَقِيْمُ

৪০২. অনুচ্ছেদ : আযানের মধ্যে কথা বলা। সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (র.) আযানের মধ্যে কথা বলেছেন। হাসান বসরী (র.) বলেন, আযান বা ইকামত দেওয়ার সময় হৈসে ফেললে কোন দোষ নেই।

৫৮৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِي وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدَّغَ فَلَمْ يَبْلُغِ الْمُؤَذِّنُ حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةَ فِي الرَّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ.

৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বর্ষণ সিক্ত দিনে ইবন আব্বাস (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিচ্ছিলেন। এ দিকে মুআযযিন আযান দিতে গিয়ে যখন ‘حَى عَلَى الصَّلَاةِ’-এ পৌঁছল, তখন তিনি তাকে এ ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, ‘লোকেরা যেন আব্বাসে সালাত আদায় করে নেয়।’ এতে লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তখন ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, তাঁর চাইতে যিনি অধিক উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তিনিই এ রূপ করেছেন। অবশ্য জুমু‘আর সালাত ওয়াজিব। (তবে ওয়রের কারণে নিজ আব্বাসে সালাত আদায় করার অনুমতি রয়েছে)।

১০৩. بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مِنْ يُخْبِرُهُ

৪০৩. অনুচ্ছেদ : সময় বলে দেওয়ার লোক থাকলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে।

৫৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ بَلَغَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .

৫৯০ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলাল (রা.) রাত থাকতেই আযান দেন। কাজেই ইবন উম্মে মাকতুম (রা.) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা (সাহুরীর) পানাহার করতে পার। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, ইবন উম্মে মাকতুম (রা.) ছিলেন অন্ধ। যতক্ষণ না তাঁকে বলে দেওয়া হত যে, ‘ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে’-ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

১০৪. بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

৪০৪. অনুচ্ছেদ : ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেওয়া।

৫৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ .

৫৯১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআযযিন সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকত (ও আযান দিত) এবং ভোর স্পষ্ট হতো— জামা'আত দাঁড়ানোর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিতেন।

৫৯২ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৫৯২ আবু নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাকআত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন।

৫৯৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ بَلََا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ .

৫৯৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা (সাহুরী) পানাহার করতে থাক; যতক্ষণ না ইবন উম্মে মাক্তূম (রা.) আযান দেন।

১০৫. بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

৪০৫. অনুচ্ছেদ : ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া।

৫৯৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُنْ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانٌ بِلَالٍ مِنْ سَحْوَرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَانِمَكُمْ وَلِيَنْبِتَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقِ وَطْأَتِهِ إِلَى أَسْفَلٍ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَابَتَيْهِ أَحَدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ .

৫৯৪ আহমদ ইবন ইউনুস (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহুরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত থাকতে আযান দেয়— যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের সালাতে রত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত, তাঁদেরকে জাগিয়ে দেয়। তারপর তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন : ফজর বা সুবহে সাদিক বলা যায় না, যখন এরূপ হয়—তিনি একবার আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে ইশারা করলেন, যতক্ষণ না এরূপ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী যুহাইর (র.) তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় একটি অপরটির উপর রাখার পর তাঁর ডানে ও বামে প্রসারিত করে দেখালেন।^১

১. অর্থাৎ আলোর রেখা নীচ থেকে উপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে যখন প্রসারিত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে ফজরের ওয়াক্ত হয় না। ইহাকে 'সুবহে কাযিব' কলা হয়। কাজেই এ রেখা দেখে 'সুবহে সাদিক' হয়ে গেছে বলে যেন কেউ মনে না করে। তবে যখন পূর্বাকাশে আলোর রেখা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে সুবহে সাদিক।

৫৯৫ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عِيسَى الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ .

৫৯৫ ইসহাক ইউসুফ ইবন ইসা (র.)..... আয়িশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই, ইবন উম্মে মাকতুম (রা.) যতক্ষণ আযান না দেয়, ততক্ষণ তোমরা (সাহরী) পানাহার করতে পার।

৬. ১০৬. بَابُ كَمَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

৪০৬. অনুচ্ছেদ : আযান ইকামতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু।

৫৯৬ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمَرْزُوقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ .

৫৯৬ ইসহাক ওয়াসিতী (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে সালাত রয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেন, (তারপর বলেন) যে চায় তার জন্য।

৫৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ لُثَيْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَتَى قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَنَبَّهُونَ السَّوَارِي حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَمِمَّ كَذَلِكَ يَصْلَوْنَ الرُّكُوعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جُبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ .

৫৯৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআযযিন যখন আযান দিত, তখন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন নবী ﷺ-এর বের হওয়া পর্যন্ত (মসজিদের) স্তম্ভে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগরিবের আগে দু'রাকাআত সালাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যে কিছু (সময়) থাকত না। উসমান ইবন জাবালা ও আবু দাউদ (র.) ও'বা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান খুবই সামান্য হত।

৬. ১০৭. بَابُ مَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ

৪০৭. অনুচ্ছেদ : ইকামতের জন্য অপেক্ষা করা।

৫৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَوَّلَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَبَيَّنَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ .

৫৯৮ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআযযিন ফজরের সালাতের প্রথম আযান শেষ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিকের পর ফজরের সালাতের আগে দু' রাকাআত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন, তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন এবং ইকামতের জন্য মুআযযিন তাঁর কাছে না আসা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।

৪০৮. بَابُ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

৪০৮. অনুচ্ছেদ : কেউ ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে পারেন।

৫৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثَةُ لِمَنْ شَاءَ .

৫৯৯ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। তৃতীয়বার একথা বলার পর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে।

৪০৯. بَابُ مَنْ قَالَ لَيُؤَذِّنَنَّ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

৪০৯. অনুচ্ছেদ : সফরে এক মুআযযিন যেন আযান দেয়।

৬০০ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيماً رَفِيقاً فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلَيْنَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا نِيَاهِمُ وَعَلِمُوهُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৬০০ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র.).....মালিক ইবন হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সংগে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত

অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়াশীল ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার আশ্রয় লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন : তোমরা পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর, আর তাদের দীন শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

১১. بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةَ وَكَيْدَ الْكَافِرِ بِعَرَفَةَ وَجَمْعِهِ وَقَوْلُ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةَ فِي

الرِّحَالِ فِي اللَّيْلِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ

৪১০. অনুচ্ছেদ : মুসাফিরদের জামা'আত হলে আযান ও ইকামত দেওয়া; আরাফা ও মুঘ-দালিফার হুকুম ও অনুরূপ এবং প্রচণ্ড শীতের রাতে ও বৃষ্টির সময় মুআযযিনের এ মর্মে ঘোষণা করা যে, “আবাস স্থলেই সালাত”।

৬০১ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبِرْدٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبِرْدٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبِرْدٌ حَتَّى سَاوَى الظِّلَّ الثَّلَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬০১ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.)..... আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। মুআযযিন আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন : ঠান্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর মুআযযিন আবার আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন, ঠান্ডা হতে দাও। তারপর সে আবার আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বললেন, ঠান্ডা হতে দাও। এভাবে বিলম্ব করতে করতে টিলাগুলোর ছায়া তার সমান হয়ে গেল। পরে নবী ﷺ বললেন : উত্তাপের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফল।

৬০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ الصَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَادْنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيُؤْمِكُمَا أَكْبَرُكُمَا .

৬০২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.)..... মালিক ইবন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'জন লোক সফরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে এল। নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমরা উভয়ে যখন সফরে বেরাবে (সালাতের সময় হলে) তখন আযান দিবে, এরপর ইকামত দিবে এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

৬০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ

قَالَ آتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَتَعَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَالَنَا عَنْ تَرْكِنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرَنَا، قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৬০৩ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.).....মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। বিশ দিন ও বিশ রাত আমরা তাঁর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে জানালাম। তারপর তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদের (দীন) শিক্ষা দাও, এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক (রা.) আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। তারপর নবী ﷺ বলেছিলেন : তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

৬০৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً بَارِدَةً بِضُجَّانٍ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثَرِهِ إِلَّا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .

৬০৪ মুসাদ্দ (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচণ্ড এক শীতের রাতে ইবন উমর (রা.) যাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন : তোমরা আবাস স্থলেই সালাত আদায় করে নাও। পরে তিনি আমাদের জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা প্রচণ্ড শীতের রাতে মুআযযিনকে আযান দিতে বললেন এবং সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করতে বললেন যে, তোমরা আবাসে সালাত আদায় করে নাও।

৬০৫ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْثِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي بِالْبَطْنِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَعَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبَطْنِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ .

৬০৫ ইসহাক (র.).....আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে

আবতাহ নামক স্থানে দেখলাম, বিলাল (রা.) তাঁর নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের খবর দিলেন। তারপর বিলাল (রা.) একটি বর্শা নিয়ে বেরুলেন। অবশেষে আবতাহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তা পুতে দিলেন, এরপর সালাতের ইকামত দিলেন।

১১১. **بَابُ مَنْ يَتَّبِعُ الْمُؤَذِّنَ فَإِنَّهُ مَهْنًا وَمَهْنًا وَمَنْ يَلْتَفِتْ فِي الْأَذَانِ وَيَذْكُرْ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ رُضْوَةٍ وَقَالَ عَطَاءُ الرُّضْوَةِ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانٍ**

৪১১. অনুচ্ছেদ : মুআযযিন কি আযানের সময় ডানে বামে মুখ ফিরাবেন এবং এদিক সেদিক তাকাতে পারবেন ? বিলাল (রা.) থেকে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি আযানের সময় দু' কানে দু'টি আঙ্গুল রাখতেন। তবে ইবন উমর (রা.) দু' কানে আঙ্গুল রাখতেন না। ইব্রাহীম (র.) বলেন, বিনা উযুতে আযান কোন দোষ নেই। আতা (র.) বলেন, (আযানের জন্য) উযু জরুরী এবং সুন্নাত। আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বক্ষণ আল্লাহর যিক্র করতেন।

৬০৬ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْثِ بْنِ أَبِي جَحِيفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالَ يُؤَذِّنُ فَجَعَلَتْ أُمَّتُهُ مَهْنًا وَمَهْنًا بِالْأَذَانِ .**

৬০৬ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিলাল (রা.)-কে আযান দিতে দেখেছেন। (এরপর তিনি বলেন) তাই আমি তাঁর (বিলালের) ন্যায় আযানের মাঝে মুখ এদিক সেদিক (ডানে-বামে) ফিরাই।

১১২. **بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فَأَتَيْنَا الصَّلَاةَ وَكَرِهَ ابْنُ سَبْرِينَ أَنْ يَقُولَ فَأَتَيْنَا الصَّلَاةَ وَلَكِنْ لِيَقُلَ لَمْ نُذَكِّرْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَحُّ**

৪১২. অনুচ্ছেদ : 'আমাদের সালাত ফাওত হয়ে গেছে' কারো এরূপ বলা। ইবন সীরীন (র.)-এর মতে 'আমাদের সালাত ফাওত হয়ে গেছে বলা' অপসন্দনীয়। বরং 'আমরা সালাত পাইনি' এরূপ বলা উচিত। তবে এ ব্যাপারে নবী ﷺ যা বলেছেন তাই সঠিক।

৬০৭ **حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ رَجُلٍ قَلَمًا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ**

فَلَا تَقْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .

৬০৭ আবু নু'আইম (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়ায শুনতে পেলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের কি হয়েছিল ? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নবী ﷺ বললেন : এরূপ করবে না। যখন সালাতে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ফাওত হয়ে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূরা করে নিবে।

১১২. بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَيَاتٍ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪১৩. অনুচ্ছেদ : সালাতের (জামা'আত) দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং শান্তি ও ধীরস্থিরভাবে আসবে। তিনি বলেন, তোমরা ইমামের সঙ্গে যতটুকু সালাত পাও তা আদায় করবে, আর তোমাদের যা ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূরা করে নিবে। আবু কাতাদা (রা.) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন।

৬০৮ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَأَمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تَسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .

৬০৮ আদম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত ধীরস্থিরতা ও গাঙ্ঘীর্য বজায় রাখা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর ছুটে যায় তা পূরা করে নিবে।

১১৬. بَابُ مَنْ يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

৪১৪. অনুচ্ছেদ : ইকামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে।
৬০৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ كَتَبَ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي .

৬০৯ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাতের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

১১০. بَابُ لَا يَسْتَعِي إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعَجِلًا وَيَقُمُ بِالسُّكُونِ وَالْوَقَارِ

৪১৫. অনুচ্ছেদ : তাড়াহুড়া করে সালাতের দিকে দৌড়াতে নেই বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে।

৬১০ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسُّكُونِ تَابِعَهُ عَلَى بْنِ الْمُبَارَكِ .

৬১০ আবু নু'আইম (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাতের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। ধীরস্থিরতার প্রতি লক্ষ্য রাখা তোমাদের জন্য একান্ত আবশ্যিক। আলী ইবন মুবারক (র.) হাদীস বর্ণনায় শায়বান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

১১১. بَابُ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

৪১৬. অনুচ্ছেদ : কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায় কি ?

৬১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعَدَلَتِ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَضَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اغْتَسَلَ .

৬১১ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন হুজরা থেকে সালাতের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসলেন। এদিকে সালাতের ইকামত দেওয়া হয়েছে এবং কাতার সোজা করে নেওয়া হয়েছে, এমন কি তিনি মুসাল্লায় দাঁড়ালেন, আমরা তাকবীরের অপেক্ষা করছি, এমন সময় তিনি ফিরে গেলেন এবং বলে গেলেন তোমরা নিজ নিজ স্থলে অপেক্ষা কর। আমরা নিজ নিজ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপকে পড়ছিল এবং তিনি গোসল করে এসেছিলেন।

১১২. بَابُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى أَرْجِعَ انْتَضَرُوهُ

৪১৭. অনুচ্ছেদ : ইমাম যদি বলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, তাহলে মুক্তাদীগণ তার জন্য অপেক্ষা করবে।

৬১২ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مُرَيْزَةَ قَالَ أُتِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءٌ فَصَلَّى بِهِمْ .

৬১২ ইসহাক (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) সালাতের ইকামত দেওয়া হয়ে গেছে, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন : তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, তারপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপটপ করে পড়ছিল। এরপর সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

১১৮. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا صَلَّيْنَا

৪১৮. অনুচ্ছেদ : ‘আমরা সালাত আদায় করিনি’ কারোও এরূপ বলা।

৬১৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَطْحَانَ وَأَنَا مَعَ فِتْوَضًا ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

৬১৩ আবু নু‘আইম (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য ডুবতে লাগল, (জাবির (রা.) বলেন,) যখন কথা হচ্ছিল তখন এমন সময়, যে সাওম পালনকারী ইফতার করে ফেলেন। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! আমিও সে সালাত আদায় করিনি। তারপর নবী ﷺ ‘বুতহান’ নামক উপত্যকায় গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে তিনি উযু করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে তিনি (প্রথমে) আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

১১৯. بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَّةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

৪১৯. অনুচ্ছেদ : ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে।

৬১৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ هُثَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِيِمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَتَأَجَّى رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

৬১৪ আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইবন আমর (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে গেছে তখনও নবী ﷺ মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন, অবশেষে যখন লোকদের ঘুম আসছিল তখন তিনি সালাতে দাঁড়ালেন।

৪২০. بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

৪২০. অনুচ্ছেদ : সালাতের ইকামত হয়ে গেলে কথা বলা।

৬১৫ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبَنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا نَقَامَ الصَّلَاةَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ مَنَعْتَهُ أُمَّهُ عَنِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً شَفَقَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُطْعِمَهَا.

৬১৫ আইয়্যাশ ইবন ওয়ালীদ (র.).....হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তির কথা বলা সম্পর্কে আমি সাবিত বুনানীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনািলেন। তিনি বলেন, সালাতের ইকামত দেওয়া হয় এমন সময় এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এলো এবং সালাতের ইকামতের পর তাঁকে বাস্ত রাখল। আর হাসান বাসরী (র.) বলেন, কোন মা যদি তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করতে নিষেধ করে, তবে এ ব্যাপারে সন্তান তার মায়ের আনুগত্য করবে না।

৪২১. بَابُ وَجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ مَنَعْتَهُ أُمَّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَهُ لَمْ يُطْعِمَهَا

৪২১. অনুচ্ছেদ : জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। হাসান বাসরী (র.) বলেন, কোন মা যদি তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করতে নিষেধ করেন, তবে এ ব্যাপারে সন্তান তার মায়ের আনুগত্য করবে না।

৬১৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِحَطْبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ .

৬১৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মহান সন্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমার ইচ্ছা হয় , জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, তারপর সালাত কায়েমের নির্দেশ দেই, এরপর সালাতের আযান দেওয়া হোক,

তারপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেই। এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা সালাতে शामिल হয় নাই) ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশতহীন মোটা হাঁড় বা ছাগলের ভাল দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে ইশার জামা'আতেও হাযির হত।

৬২২. **بَابُ تَفْضِيلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَكَانَ الْأَسَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَجَاءَ أَنَسُ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً**

৪২২. অনুচ্ছেদ : জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত। জামা'আত না পেলে আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) অন্য মসজিদে চলে যেতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এমন এক মসজিদে গেলেন যেখানে ইকামত দিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করলেন।

৬১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً .

৬১৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জামা'আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাতের থেকে সাতাশ' গুন বেশী।

৬১৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ وَعِشْرَيْنَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطُّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلَاةَ .

৬১৮ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির জামা'আতের সাথে সালাতের সাওয়াব, তার নিজের ঘরে বাজারে আদায়কৃত সালাতের সাওয়াব দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উযু করল, তারপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করল তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে

১. এ হাদীসে শুধু পঁচিশ গুন বৃদ্ধি হওয়াই বলা হয়নি, বরং দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে, ফিরিশ্তাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন—“হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।” আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতে রত বলে গণ্য হয়।

৬১৯. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

৪২৩. অনুচ্ছেদ : জামা'আতে ফজরের সালাত আদায়ের ফযীলত।

৬১৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعَشْرِينَ جُزْأً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً .

৬১৯ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, জামা'আতের সালাত তোমাদের কারো একাকী সালাত থেকে পঁচিশ গুন বেশী মর্তবা রাখে। আর ফজরের সালাতে রাতের ও দিনের ফিরিশ্তারা সম্মিলিত হয়। তারপর আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন, তোমরা চাইলে (এর প্রমাণ স্বরূপ)- 'فَجْرِكَ - ' ফজরের সালাতে উপস্থিত হয় (ফিরিশ্তাগণ)। এ আয়াত পাঠ কর। শু'আইব (র.) বলেন, আমাকে নাফি' (র.) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, জামা'আতের সালাত একাকী সালাত থেকে সাতাশ গুন বেশী মর্তবা রাখে।

৬২০ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَهِيَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا .

৬২০ উমর ইবন হাফস (র.)..... উম্মে দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবু দারদা (রা.) রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে তোমাকে রাগান্বিত করেছে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের মধ্যে জামা'আতে সালাত আদায় করা ব্যতীত তাঁর তরীকার আর কিছুই দেখছি না। (এখন এতেও ক্রটি দেখছি)

৬২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي

مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ قَابَعَهُمْ مَشَى ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ .

৬২১ মুহাম্মদ ইবন আলা (র.).....আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : (মসজিদ থেকে) যে যত বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার ততবেশী সাওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার সাওয়াব সে ব্যক্তির চাইতে বেশী, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

১২৪. بَابُ فَخْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

৪২৪. অনুচ্ছেদ : আউয়াল ওয়াক্তে যুহরের সালাতে যাওয়ার ফযীলত।

৬২২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنًا شَوْكًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةَ الْمَطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ وَالْفَرِيقِ وَصَاحِبِ الْهُدْمِ وَالشَّهِيدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِئُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا .

৬২২ কুতাইবা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাটায়ুক্ত ডাল দেখে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শহীদ পাঁচ প্রকার - ১. প্রগে মৃত ব্যক্তি ২. কলেরায় মৃত ব্যক্তি ৩. নিমজ্জিত ব্যক্তি ৪. চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহর পথে (জিহাদে) শহীদ। তিনি আরও বলেছেন : মানুষ যদি আযান দেওয়া, প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার কী ফযীলত তা জানত, কুরআহর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া সে সুযোগ না পেত, তাহলে কুরআহর মাধ্যমে হলেও তারা সে সুযোগ গ্রহণ করত। আর আউয়াল ওয়াক্ত (যুহরের সালাতে যাওয়ার) কী ফযীলত তা যদি মানুষ জানত, তাহলে এর জন্য তারা অবশ্যই সর্বাত্মক যত্ন নেত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ে কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত তা হলে হামা'ইতি দিয়ে হলেও তারা (জামা'আতে) উপস্থিত হতো।

১২৫. بَابُ احْتِسَابِ الْأَثَارِ

৪২৫. অনুচ্ছেদ : (মসজিদে গমনে) প্রতি কদমে সাওয়াবের আশা রাখা।

৬২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي سَلَمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَثَارَكُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ بَنِي سَلَمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعَرِّفُوا فَقَالَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَثَارَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خَطَأَهُمْ أَثَارُهُمْ أَنْ يَمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ .

৬২৩ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাওশাব (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বনী সালিমা! তোমরা কি (স্বীয় আবাস স্থল থেকে মসজিদে আসার পথে) তোমাদের পদচিহ্নগুলোর সাওয়াব কামনা কর না ? ইবন মারইয়াম (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বনী সালিমা গোত্রের লোকেরা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল। আনাস (রা.) বলেন, কিন্তু মদীনার কোন এলাকা একেবারে শূন্য হওয়াটা নবী ﷺ পসন্দ করেন নাই। তাই তিনি বললেন : তোমরা কি (মসজিদে আসা যাওয়ায়) তোমাদের পদচিহ্নগুলোর সাওয়াব কামনা কর না ? কুরআনে উল্লেখিত 'أَثَارٌ' শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) বলেন, 'أَثَارٌ' অর্থ পদক্ষেপ। অর্থাৎ যমীনে পায়ে চলার চিহ্নসমূহ।

৬২৬. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

৪২৬. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত।

৬২৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْثَدَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاتَوَهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيَقِيمَ ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا يَوْمُ النَّاسِ ، ثُمَّ أَخْذًا شَعْلًا مِنْ نَارٍ فَأَحْرِقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ .

৬২৪ উমর ইবন হাফস (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার সালাতের চাইতে অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু' সালাতের কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত, তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) আমি সংকল্প করেছিলাম যে, মুআযযিনকে ইকামত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে এরপরও যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।

৬২৭. بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَرَّقَهُمَا جَمَاعَةً

৪২৭. অনুচ্ছেদ : দু' ব্যক্তি বা তার বেশী হলেই জামা'আত ।

৬২৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَوْمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا .

৬২৫ মুসাদ্দাদ (র.).....মালিক ইবন হুওয়াইরিস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন সালাতের সময় হয়, তখন তোমাদের দু'জনের একজন আযান দিবে এবং ইকামত বলবে। তারপর তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে অধিক বয়স্ক সে ইমামতি করবে।

৬২৮. بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفُضِلَ الْمَسَاجِدِ

৪২৮. অনুচ্ছেদ : যিনি সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকেন, তাঁর এবং মসজিদের ফযীলত ।

৬২৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ مَا لَمْ يَحْدِثِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ .

৬২৬ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার সালাতের স্থানে থাকে তার উযু ভংগ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফিরিশতাগণ এ বলে দু'আ করেন যে, ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তাকে মাফ করে দিন, ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তার উপর রহম করুন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সালাতই তাকে বাড়ী ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে।

৬২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَتَّقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ .

৬২৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে দিন আল্লাহ্র (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা

তার নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি যার কলব মসজিদের সাথে লাগা রয়েছে, ৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য, ৫. সে ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি', ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার দান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিক্র করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

৬২৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالٍ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ آخِرَ لَيْلَةٍ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مِّنْهُ أَنْتَظَرْتُمُوهَا قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ .

৬২৮ কুতাইবা (র.).....হুমাইদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি ইশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করলেন। সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ সালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ সালাতে রত ছিলে বলে গণ্য করা হয়েছে। আনাস (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির চমক দেখতে পাচ্ছিলাম।

৬২৯. بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

৪২৯. অনুচ্ছেদ : সকাল-বিকাল মসজিদে যাওয়ার ফযীলত।

৬২৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نَزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

৬২৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সকাল বা বিকালে যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর আয়োজন করেন।

৬৩০. بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

৪৩০. অনুচ্ছেদ : ইকামত হয়ে গেলে ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই।

৬৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ ابْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيحُ أَرْبَعًا الصَّبِيحُ أَرْبَعًا تَابِعَهُ غُنْدَرُ وَمَعَاذُ عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعْدُ عَنْ حَفْصِ عَنْ مَالِكٍ .

৬৩০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক ইব্ন বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন। (অন্য সূত্রে ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবদুর রাহমান (র.).....হাফস ইব্ন আসিম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্ন বুহাইনা নামক আযদ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দু' রাকাআত সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন ইকামত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, লোকেরা সে লোকটিকে ঘিরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ফজরের সালাত কি চার রাকাআত ? ফজরের সালাত কি চার রাকাআত ? গুনদার ও মুআয (র.) শু'বা (র.) সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন ইসহাক (র.) সাদ (র.)-এর মধ্যে সে হাফস (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন বুহাইনা (র.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। (এ বর্ণনাটিই সঠিক) তবে হাফস (র.) সাদ (র.)-এর মধ্যে সে হাফস (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে মালিক ইব্ন বুহাইনা (র.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৩১. بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

৪৩১. অনুচ্ছেদ : কী পরিমাণ রোগ থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে शामिल হওয়া উচিত।

৬৩১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَّرْنَا الْمُوَاطَّبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْتِعْظِيمِ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ صَوَاحِبُ يُونُسَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ

৬৩১ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র.).....আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আয়িশা (রা.)-এর কাছে ছিলাম এবং সালাতের পাবন্দী ও উহার তা'যীম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। আয়িশা (রা.) বললেন, নবী ﷺ যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন সালাতের সময় হলে আযান দেওয়া হত। তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। তাঁকে বলা হলো যে, আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার সে কথা বললেন এবং তারাও আবার তা-ই বললেন। তৃতীয়বারও তিনি সে কথা বললেন। তিনি আরো বললেনঃ তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী মহিলাদের মতো। আবু বকরকেই বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আবু বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। এদিকে নবী ﷺ নিজে একটু হাল্কাবোধ করলেন। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর দু'পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তখন আবু বকর (রা.) পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটু সামনে আনা হলো, তিনি আবু বকর (রা.)-এর পাশে বসলেন। আ'মাশকে জিজ্ঞাসা করা হল : তা হলে নবী ﷺ ইমামতি করছিলেন। আর আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণে সালাত আদায় করছিলেন এবং লোকেরা আবু বকর (রা.)-এর সালাতের অনুকরণ করছিল। আ'মাশ (রা.) মাথার ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। আবু দাউদ (র.) শু'বা (র.) সূত্রে আ'মাশ (রা.) থেকে হাদীসের কতকাংশ উল্লেখ করেছেন। আবু মু'আবিয়া (র.) অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি আবু বকর (রা.)-এর বাঁ দিকে বসেছিলেন এবং আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

٦٣٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ زَوْجَاهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَحْتَ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ عَائِشَةَ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ .

৬৩২ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন একেবারে কাতর হয়ে গেলেন এবং তাঁর রোগ বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণের কাছে সম্মতি চাইলেন। তাঁরা সম্মতি দিলেন। সে সময় দু' জন লোকের কাঁধে ভর করে (সালাতের জন্য) তিনি বের হলেন, তাঁর দু' পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন আব্বাস (রা.) ও অপর এক সাহাবীর মাঝখানে। (বর্ণনাকারী) উবাইদুল্লাহ (র.) বলেন, আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত এ ঘটনা ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট ব্যক্ত করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান, তিনি কে ছিলেন, যার নাম আয়িশা (রা.) বলেন নি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.)।

৬৩২. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

৪৩২. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি এবং অন্য কোন ওযরে নিজ আবাসে সালাত আদায়ের অনুমতি।
 ৬৩২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّجَالِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّجَالِ .

৬৩৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.) একবার প্রচণ্ড শীত ও বাতাসের রাতে সালাতের আযান দিলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও, এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মুআযযিনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন - “প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও।”

৬৩৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ اللَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا اتَّخَذُوهُ مُصَلًّى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنْ أَيْتِي فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৬৩৪ ইসমায়ীল (র.).....মাহমুদ ইব্ন রাবী' আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.) তাঁর নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কখনো কখনো ঘোর অন্ধকার ও বর্ষণ প্রবাহ হয়ে পড়ে। অথচ আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার ঘরে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করুন, যে স্থানটিকে আমার সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারিত করব। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে এলেন

এবং বললেন : আমার সালাত আদায়ের জন্য কোন জায়গাটি তুমি ভাল মনে কর ? তিনি ইশারা করে ঘরের জায়গা দেখিয়ে দিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সালাত আদায় করলেন ।

৪২২. **بَابُ مَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ، وَمَنْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطْرِ**

৪৩৩. অনুচ্ছেদ : যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের নিয়েই কি ইমাম সালাত আদায় করবে এবং বৃষ্টির দিনে কি জুমু'আর খুত্বা দিবে ?

৬২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، فَتَنَزَّ بِعَضُفِهِمْ إِلَى بَعْضِ فَكَأَنَّهُمْ أَتَوْا ، فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَتَيْتُمْ هَذَا ، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ وَعَنْ حَمَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُؤْتِمَّكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رِجْلَيْكُمْ .

৬৩৫ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র.).....আবদুল্লাহ ইবন হারিস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বৃষ্টির দিনে ইবন আব্বাস (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিচ্ছিলেন। মুআযযিন যখন ‘حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ’ পর্যন্ত পৌছল, তখন তিনি তাকে বললেন, ঘোষণা করে দাও যে, “সালাত যার যার আবাসে।” এ শুনে লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল— যেন তারা বিষয়টাকে অপসন্দ করল। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, মনে হয় তোমরা বিষয়টি অপসন্দ করছ। তবে, আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিই এরূপ করেছেন। একথা সত্য যে, জুমু'আর সালাত ওয়াজিব। তবে তোমাদের অসুবিধায় ফেলা আমি পসন্দ করি না। হাম্মাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ সূত্রে এরূপ উল্লেখ আছে, আমি তোমাদের গুনাহর অভিযোগে ফেলতে পসন্দ করি না যে, তোমরা হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাড়িয়ে আসবে।

৬২৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأَقْبَسَتْ الصَّلَاةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ .

৬৩৬ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী (রা.)-কে (শবে-কাদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা) করলাম, তিনি বললেন, এক খন্ড মেঘ এসে এমন-ভাবে বর্ষণ শুরু করল যে, যার ফলে (মসজিদে নববীর) ছাদ দিয়ে পানি পড়া শুরু হল। কেননা, (তখন মসজিদের) ছাদ

٦٣٧ حَدَّثَنَا أَدُمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ أَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ .

٤٣٤. بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامَ وَاتَّمَعَتِ الصَّلَاةُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ
فِيهِ الْمَرْءُ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَاذْبُغْ

৪৩৪. অনুচ্ছেদ : খাবার উপস্থিত, এ সময়ে সালাতের ইকামত হলে। ইব্ন উমর (রা.) (সালাতের) আগে রাতের খাবার খেয়ে নিতেন। আবু দারদা (রা.) বলেন, মানুষের জ্ঞানের পরিচয় হল, প্রথমে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া, যাতে নিশ্চিতভাবে সালাতে মনোযোগী হতে পারে।

٦٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوا بِالْعِشَاءِ .

৬৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ^ﷺ বলেছেন : যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর সে সময় সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

٦٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُدِمَ الْعِشَاءُ فَأَبْدُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تُعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ .

৬৩৯ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিকেলের খাবার পরিবশেন করা হলে মাগরিবের সালাতের আগে তা খেয়ে নিবে খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না।

৬৪০ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضِعَ عِشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوا بِالْعِشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوَضِّعُ لَهُ الطَّعَامَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهَبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهَبِ بْنِ عُثْمَانَ وَوَهَبُ مَدِينِي .

৬৪০ উবাইদুল্লাহ ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো সামনে রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, অপরদিকে সালাতের ইকামত হয়ে যায়। তখন আগে খাবার খেয়ে নিবে। খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না। (নাফি' (র.) বলেন) ইব্ন উমর (রা.)-এর জন্য খাবার পরিবশেন করা হত, সে সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হত, তিনি খাবার শেষ না করে সালাতে আসতেন না। অথচ তিনি ইমামের কিরাআত শুনে পেতেন। যুহাইর (র.) ও ওয়াহ্ব ইব্ন উসমান (র.) মুসা ইব্ন ওক্বা (র.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাক, তখন সালাতের ইকামত হয়ে গেলেও খাওয়া শেষ না করে তাড়াহুড়া করবে না। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাকে ইব্রাহীম ইব্ন মুনিয়র (র.) এ হাদীসটি ওয়াহ্ব ইব্ন উসমান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ওয়াহ্ব হলেন মদীনাবাসী।

৬৪০. بَابُ إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبَيَّدَهُ مَا يَأْكُلُ

৪৩৫. অনুচ্ছেদ : খাবার হাতে থাকা অবস্থায় ইমামকে সালাতের দিকে আহবান করলে।

৬৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَرُّ مِنْهَا فِدْعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৬৪১ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....আমর ইব্ন উমাইয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ (বকরীর) সামনের রানের গোশত কেটে খাচ্ছেন, এমন সময়

তাকে সালাতের জন্য ডাকা হল। তিনি তখনই ছুরি রেখে দিয়ে উঠে গেলেন ও সালাত আদায় করলেন, কিন্তু এজন্য নতুন উয়ু করেন নি।

৬৪১. بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَهْلِهِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ : গার্হস্থ্য কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ইকামত হলে, সালাতের জন্য বের হওয়া।

৬৪১ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

৬৪২ আদম (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ ঘরে থাকা অবস্থায় কি করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় এলে সালাতে চলে যেতেন।

৬৪২. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَعْلِمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتَهُ

৪৩৭. অনুচ্ছেদ : যিনি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত ও তাঁর সুন্নাত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন।

৬৪২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لِأُصَلِّيَ بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ أَصَلِّيَ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى .

৬৪৩ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আবু কিলাবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মালিক ইবন হুওয়াইরিস (রা.) আমাদের এ মসজিদে এলেন। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব, বস্তুত আমার উদ্দেশ্য সালাত আদায় করা নয় বরং নবী ﷺ -কে আমি যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি, তা তোমাদের দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। (আইয়ুব (র.) বলেন) আমি আবু কিলাবাহ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি ভাবে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমাদের এই শাইখের মত আর শাইখ প্রথম রাকাতের সিজদা শেষ করে যখন মাথা উঠাতেন, তখন দাঁড়াবার আগে একটু বসে নিতেন।

১২৮. بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৪৩৮. অনুচ্ছেদ : বিজ্ঞ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিই ইমামতির অধিক হক্‌দার।

৬৪৪ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَفِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِّي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكَ صَوَاحِبُ يَوْسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৪৪ ইসহাক ইবন নাসর (র.).....আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ক্রমে তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক, যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন না। নবী ﷺ আবার বললেন, আবু বাকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা (রা.) আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তোমরা ইউসুফের (আ.) সাথী রমণীদেরই মত। তারপর একজন সংবাদদাতা আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংবাদ নিয়ে আসলেন এবং তিনি নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

৬৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عُمَرُ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَقِصَةِ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عُمَرُ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَقِصَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَأَتْنَنُ صَوَاحِبُ يَوْسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَقِصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا .

৬৪৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আবু বকর (রা.)-কে বল সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আবু বকর (রা.) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কান্নার দরুন লোকেরা তাঁর কিছুই শুনতে পাবে না। কাজেই উমর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম,

তুমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বল যে, আবু বকর (রা.) আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার জন্য লোকেরা কিছুই জ্ঞতে পাবে না। তাই উমর (রা.)-কে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন। হাফসা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, থাম, তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথে-রমণীদের ন্যায়। আবু বকর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। হাফসা (রা.) তখন আয়িশা (রা.)-কে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কল্যাণকর কিছুই পাইনি।

৬৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ تَبَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحْبُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفُ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحِجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَانَ وَجْهُهُ وَرَقَةً مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ نَقْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الْمَصْفُ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ اتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخُوا السِّتْرَ فَتَرَفَّقِي مِنْ يَوْمِهِ .

৬৪৬ আবু ইয়ামান (র.).....আনাস ইবন মালিক আনসারী (রা.) যিনি নবী ﷺ-এর অনুসারী, খাদিম এবং সাহাবী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবু বকর (রা.) সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এল এবং লোকেরা সালাতের জন্য কাতারে দাঁড়াল, তখন নবী ﷺ হুজরা শরীফের পর্দা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চেহারা যেন কুরআনে করীমের পৃষ্ঠা (এর ন্যায় বলমল করছিল)। তিনি মুচকি হাসলেন। নবী ﷺ-কে দেখতে পেয়ে আমরা খুশীতে প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং আবু বকর (রা.) কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবী ﷺ হয়তো সালাতে আসবেন। নবী ﷺ আমাদেরকে ইশারায় বললেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৬৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَثَظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمُ وَأَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ .

৬৪৭ আবু মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রোগশয্যায় থাকার কারণে) তিন দিন পর্যন্ত নবী ﷺ বাইরে আসেন নি। এ সময় একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হল। আবু বকর (রা.) ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা ধরে উঠালেন।

নবী ﷺ -এর চেহারা যখন আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তাঁর চেহারার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আমরা আর কখনো দেখিনি। যখন তাঁর চেহারা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তখন নবী ﷺ হাতের ইশারায় আবু বকর (রা.)-কে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে যেতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তারপর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

৬৪৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعَهُ قَيْلٌ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّيَ فَعَاوَدَتْهُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّيَ إِنَّكَ صَوَاحِبُ يُونُسَ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَقِيلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৪৮ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.)...আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেল, তখন তাঁকে সালাতের জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের লোক। কিরাআতের সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। তিনি বললেন, তাঁকেই সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) সে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি আবার বললেন, তাঁকেই সালাত আদায় করতে বল। তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী রমণীদেরই মত। এ হাদীসটি যুহরীর (র.) থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে যুহাইদী যুহরীর ভাতিজা ও ইসহাক ইবন ইয়াহুইয়া কালবী (র.) ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। এবং মা'মার ও উকায়ল (র.) যুহরী (র.)-এর মাধ্যমে হামযা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি (মুরসাল হিসাবে) বর্ণনা করেন।

৪৩৯. بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعَلَّةِ

৪৩৯. অনুচ্ছেদ : কারণবশত ইমামের পাশে দাঁড়ানো।

৬৪৯ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّيَ بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خُفَةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمُ النَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَخَارَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ .

৬৪৯ যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অস্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু সুস্থতাবোধ করলেন এবং সালাতের জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন আবু বকর (রা.) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে দেখে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাকে ইশারা করলেন যে, যেভাবে আছ সেভাবেই থাক। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা.)-এর বরাবর তাঁর পাশে বসে গেলেন। তখন আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন আর লোকেরা আবু বকর (রা.)-কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিল।

৬৬০. بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمِ النَّاسِ فَجَاءَ الْإِمَامَ الْأَوَّلُ فَنَازَحَ الْأَوَّلُ أَوَّلَهُ يَتَأَخَّرُ جَارَتُ صَلَاتِهِ فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৪০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হলে যদি পূর্ব (নির্ধারিত) ইমাম এসে যান তাহলে তিনি পিছে সরে আসুন বা না আসুন উভয় অবস্থায় তাঁর সালাত আদায় হয়ে যাবে। এ মর্মে আয়িশা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৬৫০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ فَحَاضَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأَقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ ائْتَفَتْ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَّيِبَ إِذَا أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مِنْ رَأْيِهِ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبِحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ ائْتَفَتْ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

৬৫০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....সাহল ইব্ন সা'দ সায়িদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ইব্ন আওফ গোত্রের এক বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে যান। ইতিমধ্যে (আসরের) সালাতের সময় হয়ে গেলে, মুআযযিন আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, আপনি কি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেবেন? তা হলে ইকামত দেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবু বকর (রা.) সালাত আরম্ভ করলেন। লোকেরা সালাতে থাকতে থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং তিনি সারিগুলো ভেদ করে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।^১ তখন সাহাবীগণ হাতে তালি দিতে লাগলেন। আবু বকর (রা.) সালাতে আর কোন দিকে তাকাতে না। কিন্তু সাহাবীগণ যখন বেশী করে হাতে তালি দিতে লাগলেন, তখন তিনি তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি ইশারা করলেন- নিজের জায়গায় থাক। তখন আবু বকর (রা.) দু' হাত উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে পিছিয়ে গেলেন এবং কাতারের বরাবর দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবু বকর! আমি তোমাকে নির্দেশ দেওয়ার পর কি সে তোমাকে বাধা দিয়েছিল? আবু বকর (রা.) বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শোভা পায় না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের এত হাতে তালি দিতে দেখলাম। ব্যাপার কি? শোন! সালাতে কারো কিছু ঘটলে সুবহানাল্লাহ বলবে। সুবহানাল্লাহ বললেই তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে। আর হাতে তালি দেওয়া ত মহিলাদের জন্য।

৬৫১. بَابُ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُؤْمِمُوا أَكْبَرَهُمْ

৪৪১. অনুচ্ছেদ : একাধিক ব্যক্তি কিরাআতে সমান হলে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমাম হবেন।

৬৫১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرَيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مَرْوَهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنِ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৬৫১ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদল যুবক একবার নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং প্রায় বিশ দিন আমরা সেখানে থাকলাম। নবী ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাই তিনি আমাদের বললেন : তোমরা যখন নিজ দেশে ফিরে গিয়ে লোকদের দীন শিক্ষা দিবে, তখন তাদের এ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে এবং

১. কেননা তাঁকে পিছনে রেখে লোকেরা সালাত আদায় করতে অসুবিধাবোধ করবে, ফলে তাদের সালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হবে। তাই তিনি সামনে চলে যান।

ঐ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে। তারপর যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ইমামতি করবে।

৬৫১. بَابُ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

৪৪২. অনুচ্ছেদঃ ইমাম অন্য লোকদের কাছে উপস্থিত হলে, তাদের ইমামতি করতে পারেন।

৬৫১ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذْنَتْ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ فَقَامَ وَصَفَّقْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا .

৬৫২ মু'আয ইব্ন আসাদ (র.).....ইত্বান ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমার ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি বললেন : তোমার ঘরের কোন জায়গাটি আমার সালাত আদায়ের জন্য তুমি পসন্দ কর। আমি আমার পসন্দ মত একটি স্থান ইশারা করে দেখালাম। তিনি সেখানে সালাতের জন্য দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং আমরা সালাম ফিরালাম।

৬৫২. بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامَ لِيُقْتَمَ بِهِ وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرْزَبِهِ الَّذِي تُوَفَّى بِهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُوذُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرٍ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ وَقَالَ أَحْسَنُ فَيَمْنُ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رُكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى يَسْجُدٍ لِلرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرُّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا وَفَيَمْنُ نَسَى سَجْدَةً قَامَ يَسْجُدُ .

৪৪৩. অনুচ্ছেদ : ইমাম নির্ধারণ করা হয় অনুসরণ করার জন্য। যে রোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ.

-এর ওফাত হয়, সে সময় তিনি বসে বসে লোকদের ইমামতি করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, কেউ যদি ইমামের আগে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তা হলে পুনরায় ফিরে গিয়ে ততটুকু সময় বিলম্ব করবে, যতটুকু সময় মাথা উঠিয়ে রেখেছিল। তারপর ইমামকে অনুসরণ করবে। হাসান বাসরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে রুকু' সহ দু' রাকাআত সালাত আদায় করে, কিন্তু সিজদা দিতে পারে না, সে শেষ রাকাআতের জন্য দু' সিজদা করবে এবং প্রথম রাকাআত সিজদাসহ পুনরায় আদায় করবে। আর যে ব্যক্তি ভুলক্রমে এক সিজদা না দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, সে (পরবর্তী রাকাআতে) সে সিজদা করে নিবে।

[৬৫৩] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْةٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنْوُءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوُءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَعَدَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوُءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ عُكُوفُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِيفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَابْنُ بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوَمَّ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ وَهُوَ يَأْتِمُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمْتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ .

[৬৫৩] আহমদ ইবন ইউনুস (র.).....উবাইদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উত্বা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (অন্তিম কালের) অসুস্থতা সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু শুনাবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই নবী ﷺ . মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। তারপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে

পেলে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। তারপর তিনি উঠে বসলেন, এবং গোসল করলেন। এবং উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। ওদিকে সাহাবীগণ ইশার সালাতের জন্য নবী ﷺ-এর অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিলেন। নবী ﷺ আবু বকর (রা.)-এর নিকট এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন যে, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেন। সংবাদ বাহক আবু বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের লোক ছিলেন, তাই তিনি উমর (রা.)-কে বললেন, হে উমর! আপনি সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করে নিন। উমর (রা.) বললেন, আপনিই এর জন্য অধিক হকদার। তাই আবু বকর (রা.) সে কয়দিন সালাত আদায় করলেন। তারপর নবী ﷺ একটু নিজে হাল্কাবোধ করলেন এবং দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের সালাতের জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রা.)। আবু বকর (রা.) তখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন নবী ﷺ-কে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইশারা করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে আবু বকর (রা.)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আবু বকর (রা.) নবী ﷺ-এর সালাতের ইকতিদা করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ আবু বকর (রা.)-এর সালাতের ইকতিদা করতে লাগলেন। নবী ﷺ তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, নবী ﷺ-এর আশুমান কালের অসুস্থতা সম্পর্কে আয়িশা (রা.) আমাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করব না? তিনি বললেন, করুন। তাই আমি তাঁকে সে হাদীস শুনালাম। তিনি এ বর্ণনার কোন অংশেই আপত্তি করলেন না, তবে তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আব্বাস (রা.)-এর সাথে যে অপর এক সাহাবী ছিলেন, আয়িশা (রা.) কি আপনার নিকট তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন, আলী (রা.)।

৬৫৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ إِجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا .

৬৫৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা অসুস্থ থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ গৃহে সালাত আদায় করেন এবং বসে সালাত আদায় করছিলেন, একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাদের প্রতি ইশারা করলেন যে, বসে যাও। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর ইক্তিদা করার জন্য। কাজেই সে যখন রুকু' করে তখন তোমরাও রুকু' করবে, এবং সে যখন রুকু' থেকে মাথা উঠায় তখন তোমরাও মাথা উঠাবে, আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।^১

৬৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصَرِعَ عَنْهُ فَجَحَشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْحَمِيدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُوْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ায় সাওয়ার হন এরপর তিনি তা থেকে পড়ে যান, এতে তার ডান পাশে একটু আঘাত লাগে। তিনি কোন এক ওয়াক্তের সালাত বসে আদায় করছিলেন, আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণই করা হয় তাঁর ইক্তিদা করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, সে যখন রুকু' করে তখন তোমরাও রুকু' করবে, সে যখন উঠে, তখন তোমরাও উঠবে, আর সে যখন 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলে তখন তোমরাও 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলবে। আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, হুমাইদী (র.) বলেছেন যে, "যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশ ছিল পূর্বে অসুস্থকালীন। এরপর তিনি বসে সালাত আদায় করেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের বসতে নির্দেশ দেননি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলের মধ্যে সর্বশেষ আমলই গ্রহণীয়।

১. এ হুকুম পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু রোগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রহিত হয়ে গেছে। কাজেই ইমাম বসে সালাত আদায় করলেও সক্ষম মুক্তাদী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন।

৬৬৬. بَابُ مَنْ يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ، قَالَ أَنَسُ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

৪৪৪. অনুচ্ছেদ : মুক্তাদীগণ কখন সিজ্জাদ যাবেন ? আনাস (রা.) বলেন, যখন ইমাম সিজ্জাদ করেন তখন তোমরাও সিজ্জাদ করবে।

৬৬৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعَ سَجُودًا بَعْدَهُ .

৬৬৬ মুসাদ্দ (র.).....বারা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিথ্যাবাদী নন^১ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সিজ্জাদ করতেন তখন আমরাও সিজ্জাদ করতাম। তিনি সিজ্জাদ করার পর আঁরা সিজ্জাদ যেতাম।

৬৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ نَحْوَهُ بِهَذَا .

৬৬৭ আবু নু'আইম (র.).....সুফইয়ান (র.) সূত্রে আবু ইসহাক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৬৭. بَابُ إِثْمٍ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

৪৪৫. অনুচ্ছেদ : ইমামের আগে মাথা উঠানো গুনাহ।

৬৬৭ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِثَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ .

৬৬৮ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন।

৬৬৮. بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَوْمَهَا عَبْدَهَا ذُكْرَانٍ مِنَ الْمُصْحَفِ وَكَانَ الْبَغِي وَالْأَعْرَابِيُّ وَالْفُلَّامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَهُمْ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا يُنْعَمُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِفَيْرَةٍ

১. 'তিনি মিথ্যাবাদী নন' একথা বলে হযরত বারা'আ (রা.)-এর সত্যবাদীতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।

৪৪৬. অনুচ্ছেদ : গোলাম, আযাদকৃত গোলাম, অবৈধ সন্তান, বেদুঈন ও নাবালিগের ইমামতি। আয়িশা (রা.)-এর গোলাম যাকওয়ান কুরআন শরীফ দেখে কিরাআত পড়ে আয়িশা (রা.)-এর ইমামতি করতেন। নবী ﷺ বলেছেনঃ তাদের মধ্যে যে কুরআন সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান রাখে সে তাদের ইমামতি করবে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, বিনা কারণে গোলামকে জামা'আতে উপস্থিত হতে নিষেধ করা যাবে না।

৬৫৭ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعًا بِقَبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

৬৫৯ ইব্রাহীম ইবন মুনির (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (মদীনায়) আগমনের পূর্বে মুহাজিরগণের প্রথম দল যখন কুবা এলাকার কোন এক স্থানে এলেন, তখন আবু হুযাইফা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা.) তাদের ইমামতি করতেন। তাদের মধ্যে তিনি কুরআন সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।

৬৬০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيئَةً .

৬৬০ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র.).....আনাস (ইবন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয়-যার মাথা কিসমিসের মতো।

৪৪৭. ৬৬১. ৬৬২. ৬৬৩. ৬৬৪. ৬৬৫. ৬৬৬. ৬৬৭. ৬৬৮. ৬৬৯. ৬৭০. ৬৭১. ৬৭২. ৬৭৩. ৬৭৪. ৬৭৫. ৬৭৬. ৬৭৭. ৬৭৮. ৬৭৯. ৬৮০. ৬৮১. ৬৮২. ৬৮৩. ৬৮৪. ৬৮৫. ৬৮৬. ৬৮৭. ৬৮৮. ৬৮৯. ৬৯০. ৬৯১. ৬৯২. ৬৯৩. ৬৯৪. ৬৯৫. ৬৯৬. ৬৯৭. ৬৯৮. ৬৯৯. ৭০০. ৭০১. ৭০২. ৭০৩. ৭০৪. ৭০৫. ৭০৬. ৭০৭. ৭০৮. ৭০৯. ৭১০. ৭১১. ৭১২. ৭১৩. ৭১৪. ৭১৫. ৭১৬. ৭১৭. ৭১৮. ৭১৯. ৭২০. ৭২১. ৭২২. ৭২৩. ৭২৪. ৭২৫. ৭২৬. ৭২৭. ৭২৮. ৭২৯. ৭৩০. ৭৩১. ৭৩২. ৭৩৩. ৭৩৪. ৭৩৫. ৭৩৬. ৭৩৭. ৭৩৮. ৭৩৯. ৭৪০. ৭৪১. ৭৪২. ৭৪৩. ৭৪৪. ৭৪৫. ৭৪৬. ৭৪৭. ৭৪৮. ৭৪৯. ৭৫০. ৭৫১. ৭৫২. ৭৫৩. ৭৫৪. ৭৫৫. ৭৫৬. ৭৫৭. ৭৫৮. ৭৫৯. ৭৬০. ৭৬১. ৭৬২. ৭৬৩. ৭৬৪. ৭৬৫. ৭৬৬. ৭৬৭. ৭৬৮. ৭৬৯. ৭৭০. ৭৭১. ৭৭২. ৭৭৩. ৭৭৪. ৭৭৫. ৭৭৬. ৭৭৭. ৭৭৮. ৭৭৯. ৭৮০. ৭৮১. ৭৮২. ৭৮৩. ৭৮৪. ৭৮৫. ৭৮৬. ৭৮৭. ৭৮৮. ৭৮৯. ৭৯০. ৭৯১. ৭৯২. ৭৯৩. ৭৯৪. ৭৯৫. ৭৯৬. ৭৯৭. ৭৯৮. ৭৯৯. ৮০০. ৮০১. ৮০২. ৮০৩. ৮০৪. ৮০৫. ৮০৬. ৮০৭. ৮০৮. ৮০৯. ৮১০. ৮১১. ৮১২. ৮১৩. ৮১৪. ৮১৫. ৮১৬. ৮১৭. ৮১৮. ৮১৯. ৮২০. ৮২১. ৮২২. ৮২৩. ৮২৪. ৮২৫. ৮২৬. ৮২৭. ৮২৮. ৮২৯. ৮৩০. ৮৩১. ৮৩২. ৮৩৩. ৮৩৪. ৮৩৫. ৮৩৬. ৮৩৭. ৮৩৮. ৮৩৯. ৮৪০. ৮৪১. ৮৪২. ৮৪৩. ৮৪৪. ৮৪৫. ৮৪৬. ৮৪৭. ৮৪৮. ৮৪৯. ৮৫০. ৮৫১. ৮৫২. ৮৫৩. ৮৫৪. ৮৫৫. ৮৫৬. ৮৫৭. ৮৫৮. ৮৫৯. ৮৬০. ৮৬১. ৮৬২. ৮৬৩. ৮৬৪. ৮৬৫. ৮৬৬. ৮৬৭. ৮৬৮. ৮৬৯. ৮৭০. ৮৭১. ৮৭২. ৮৭৩. ৮৭৪. ৮৭৫. ৮৭৬. ৮৭৭. ৮৭৮. ৮৭৯. ৮৮০. ৮৮১. ৮৮২. ৮৮৩. ৮৮৪. ৮৮৫. ৮৮৬. ৮৮৭. ৮৮৮. ৮৮৯. ৮৯০. ৮৯১. ৮৯২. ৮৯৩. ৮৯৪. ৮৯৫. ৮৯৬. ৮৯৭. ৮৯৮. ৮৯৯. ৯০০. ৯০১. ৯০২. ৯০৩. ৯০৪. ৯০৫. ৯০৬. ৯০৭. ৯০৮. ৯০৯. ৯১০. ৯১১. ৯১২. ৯১৩. ৯১৪. ৯১৫. ৯১৬. ৯১৭. ৯১৮. ৯১৯. ৯২০. ৯২১. ৯২২. ৯২৩. ৯২৪. ৯২৫. ৯২৬. ৯২৭. ৯২৮. ৯২৯. ৯৩০. ৯৩১. ৯৩২. ৯৩৩. ৯৩৪. ৯৩৫. ৯৩৬. ৯৩৭. ৯৩৮. ৯৩৯. ৯৪০. ৯৪১. ৯৪২. ৯৪৩. ৯৪৪. ৯৪৫. ৯৪৬. ৯৪৭. ৯৪৮. ৯৪৯. ৯৫০. ৯৫১. ৯৫২. ৯৫৩. ৯৫৪. ৯৫৫. ৯৫৬. ৯৫৭. ৯৫৮. ৯৫৯. ৯৬০. ৯৬১. ৯৬২. ৯৬৩. ৯৬৪. ৯৬৫. ৯৬৬. ৯৬৭. ৯৬৮. ৯৬৯. ৯৭০. ৯৭১. ৯৭২. ৯৭৩. ৯৭৪. ৯৭৫. ৯৭৬. ৯৭৭. ৯৭৮. ৯৭৯. ৯৮০. ৯৮১. ৯৮২. ৯৮৩. ৯৮৪. ৯৮৫. ৯৮৬. ৯৮৭. ৯৮৮. ৯৮৯. ৯৯০. ৯৯১. ৯৯২. ৯৯৩. ৯৯৪. ৯৯৫. ৯৯৬. ৯৯৭. ৯৯৮. ৯৯৯. ১০০০.

৪৪৭. অনুচ্ছেদ : যদি ইমাম সালাত সম্পূর্ণভাবে আদায় না করেন আর মুক্তাদীগণ তা সম্পূর্ণভাবে আদায় করেন।

৬৬১ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْجَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ .

৬৬১ ফায়ল ইবন সাহল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

১. নাবালিগের ইমামতি কোন কোন মাযহাবে জায়য আছে। তবে হানাফী মাযহাব মতে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফরয সালাত নাবালিগের ইমামতিতে বৈধ নয়।

তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তা হলে তার সাওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ঋণটি করে, তাহলে তোমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে, আর ঋণটি তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে।

৬৬৮. **بَابُ إِمَامَةِ الْمُفْتُونِ وَالْبَشَرِ**، وَقَالَ أَحْسَنُ صَلَّيْ عَلَيْهِ بِدَعْوَتِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَخْيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَّةٌ وَتَنْزِلُ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فِتْنَةٌ وَتَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسَنَ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا تَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُخَنَّدِ الْأَمِينِ ضَرْبَةً لَا بُدَّ مِنْهَا

৪৪৮. অনুচ্ছেদ : ফিত্নাবাজ ও বিদ্'আতীর ইমামতি। হাসান (র.) বলেন, তার পিছনেও সালাত আদায় করে নিবে। তবে বিদ্'আতের পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাদের মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র.) উবাই-দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) অবরুদ্ধ থাকাকালে তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, প্রকৃতপক্ষে আপনিই জনগণের ইমাম। আর আপনার বিপদ তো নিজেই বুঝতে পারছেন। আর আমাদের ইমামতি করছে কখনো বিদ্রোহীদের ইমাম। ফলে আমরা গুনাহগার হওয়ার আশংকা করছি। তিনি বললেন, মানুষের আমলের মধ্যে সালাতই সর্বোত্তম। কাজেই লোকেরা যখন উত্তম কাজ করে, তখন তুমিও তাদের সাথে উত্তম কাজে শরীক হবে, আর যখন তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাদের অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। যুবাঈদী (র.) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র.) বলেছেন, যারা স্বেচ্ছায় নপুংসক সাজে, তাদের পিছনে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সালাত আদায় করা সঙ্গত বলে মনে করি না।

৬৬৮. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَبَانَ حَدَّثَنَا عُثْرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا بِيْ ذَرْ إِسْمَعُ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبْشِي كَانَ رَأْسُهُ زَيْبَةً .**

৬৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র.).....আনাস (ইব্ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আবু যার (রা.)-কে বলেন, শোন এবং আনুগত্য কর, যদিও কোন হাবশী আমীর হয়-যার মাথা কিস্মিসের মতো।

৬৬৭. بَابُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

৪৪৯. অনুচ্ছেদ : দু'জনে সালাত আদায় করলে, মুক্তাদী ইমামের ডানপাশে সোজাসুজি দাঁড়াবে।

৬৬৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَ بَيْتِ خَالَتِي مِمْوْنَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيظَهُ أَوْ قَالَ خَطِيظَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

৬৬৭ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার খালা মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করে আসলেন এবং চার রাকাআত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে সালাতে দাঁড়ালেন। তখন আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়লাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে নিলেন এবং পাঁচ রাকাআত সালাত আদায় করলেন। এরপর আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিদ্রা গেলেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনলাম। তারপর তিনি (উঠে ফজরের) সালাতের জন্য বেরিয়ে গেলেন।

৬৬৮. بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوْلَهُ الْإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

৪৫০. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে ডানপাশে নিয়ে আসেন, তবে কারো সালাত নষ্ট হয় না।

৬৬৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مِمْوْنَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ قَالَ عَمْرُو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ .

৬৬৮ আহমদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার খালা) মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে ঘুমলাম, নবী ﷺ সে রাতে তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) উয় করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়লাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে আসলেন। আর তিনি তের রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন,

এমনকি তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। এবং তিনি যখন ঘুমাতেন তাঁর নাক ডাকত। তারপর তাঁর কাছে মুআযযিন এলেন, তিনি বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং (নতুন) উযু করেননি। আমর (রা.) বলেন, এ হাদীস আমি বুকাইর (রা.)-কে শুনাতে তিনি বলেন, কুরাইব (র.)-ও এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

৬৫১. بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ أَنْ يَزُومَ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

৪৫১. অনুচ্ছেদ : যদি ইমাম ইমামতির নিয়্যত না করেন এবং পরে কিছু লোক এসে শামিল হয় এবং তিনি তাদের ইমামতি করেন।

৬৫১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أَصَلَى مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৬৫২ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার খালার (মায়মুনা (রা.)-র কাছে রাত যাপন করলাম। নবী ﷺ রাতের সালাতে দাঁড়ালেন, আমিও তাঁর সংগে সালাত আদায় করতে দাঁড়লাম। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি আমার মাথা ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন।

৬৫২. بَابُ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

৪৫২. অনুচ্ছেদ : যদি ইমাম সালাত দীর্ঘ করেন এবং কেউ প্রয়োজনবশত (জামা'আত থেকে) বেরিয়ে এসে (একাকী) সালাত আদায় করে।

৬৫২ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُزِمُ قَوْمَهُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُزِمُ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَانَ مُعَاذًا تَنَاولَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ فَتَانُ فَتَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفْصَلِ قَالَ عَمْرٌ لَا أَحْفَظُهُمَا .

৬৫৩ মুসলিম (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয ইবন জাবাল (রা.) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে আপন গোত্রের ইমামতি করতেন। এই হাদীস মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মু'আয ইবন জাবাল

(রা.) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। একদিন তিনি ইশার সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করেন। এতে এক ব্যক্তি জামা'আত থেকে বেরিয়ে যায়। এ জন্য মু'আয (রা.) তার সমালোচনা করেন। এ খবর নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি তিনবার 'فَتَانٌ' অথবা 'فَاتِنٌ' (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী) শব্দটি বললেন। এবং তিনি তাকে আওসাতে মুফাসসালের দু'টি সূরা পাঠের নির্দেশ দেন। আমর (রা.) বলেন, কোন্ দু'টি সূরার কথা তিনি বলেছিলেন, তা আমার স্মরণ নেই।

৪৫২. بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَاتِّمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

৪৫৩. অনুচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক সালাতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকু' ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করা।

৬৬৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَابًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَثِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৬৬৭ আহমদ ইবন ইউনুস (র.)..... আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। তিনি (জামা'আতে) সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবু মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নসীহত করতে গিয়ে সে দিনের ন্যায় এত বেশী রাগান্বিত হতে আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে বিতর্ষণ সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ লোকও থাকে।

৪৫৪. بَابُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

৪৫৪. অনুচ্ছেদ : একাকী সালাত আদায় করলে ইচ্ছানুসারে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

৬৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَثِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ .

৬৬৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।

৬৫৫. **بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ طَوَّلَتْ بِنَا يَا بُنَى**

৪৫৫. অনুচ্ছেদঃ ইমাম সালাত দীর্ঘায়িত করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। আবু উসাইদ (র.) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, বেটা! তুমি আমাদের সালাত দীর্ঘায়িত করে ফেলেছ।

৬৬৯ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا تَأْخُرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَلَانَ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّقِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنْ خَلَفَهُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ .**

৬৬৯ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.)..... আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অমুক ব্যক্তির জন্য আমি ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। কেননা, তিনি আমাদের সালাত খুব দীর্ঘায়িত করেন। এ শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন। আবু মাসউদ (রা.) বলেন, নসীহত করতে গিয়ে সে দিন তিনি যেক্রপ রাগান্বিত হয়েছিলেন, সে দিনের মত রাগান্বিত হতে তাঁকে আর কোন দিন দেখিনি। তারপর তিনি বললেন : হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ রয়েছে।

৬৭০ **حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّيَ فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ النَّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَيَلْفَهُ أَنْ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَأْنُ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنْ أَنْتَ ثَلَاثَ مَرَّارٍ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضَحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّيَ وَرَاءَ كَ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَنَوَا الْحَاجَةِ أَحْسِبُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَتَابِعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرُ وَالشَّيْبَانِيُّ قَالَ عَمْرُو وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذُ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابِعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ .**

৬৭০ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী দু'টি পানি বহনকারী উট নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছে। এ সময় তিনি মু'আয (রা.)-কে সালাত আদায়রত পান, তিনি তার উট দু'টি বসিয়ে দিয়ে মু'আয (রা.)-এর দিকে (সালাত আদায় করতে) এগিয়ে এলেন, মু'আয (রা.) সূরা বাকারা বা সূরা নিসা পড়তে শুরু করেন। এতে সাহাবী (জামা'আত ছেড়ে) চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, মু'আয (রা.) এ জন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে মু'আয (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি লোকদের ফিতনায় ফেলতে চাও ? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী ? তিনি একথা তিনবার বলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি কারণ, তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ লোক সালাত আদায় করে। (শু'বা (র.) বলেন) আমার ধারণা শেষোক্ত বাক্যটিও হাদীসের অংশ। সাঈদ ইব্ন মাসরুক, মিসওআর এবং শাইবানী (র.)-ও অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। আমার, উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মিকসাম এবং আবু যুবাইর (র.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আয (রা.) ইশার সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করেছিলেন। আ'মাশ (র.)ও মুহারিব (র.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন।

১৫৬. بَابُ الْإِبْجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَاتِّكَمَالِهَا

৪৫৬. অনুচ্ছেদ : সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করা।

৬৭১ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا .

৬৭১ আবু মা'মার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন।

১৫৭. بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

৪৫৭. অনুচ্ছেদ : শিশুর কান্নাকাটির কারণে সালাত সংক্ষেপ করা।

৬৭২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ تَابِعَهُ بِشَرِبْنُ بَكْرٍ وَبَقِيَّةُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْوَزَاعِيِّ .

[৬৭২] ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে সালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই। পরে শিশুর কান্নাকাটি শুনে সালাত সংক্ষেপ করি। কারণ আমি পসন্দ করি না যে, শিশুর মাকে কষ্টে ফেলি। বিশুর ইব্ন বাকর, বাকিয়া ও ইব্ন মোবারক আওয়ামী (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

[৬৭৩] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ بَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيَخَفُّ مَخَافَةً أَنْ تَفْتَنَ أُمُّهُ .

[৬৭৩] খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি নবী ﷺ-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোন ইমামের পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এ জন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনে পেতেন এবং তার মায়ের ফিতনায় পড়ার আশংকায় সংক্ষেপ করতেন।

[৬৭৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجِدَ أُمُّهُ مِنْ بُكَائِهِ .

[৬৭৪] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি।

[৬৭৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجِدَ أُمُّهُ مِنْ بُكَائِهِ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

[৬৭৫] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি এবং শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি। মূসা (র.).....আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৫৮. بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

৪৫৮. অনুচ্ছেদ : নিজের সালাত আদায় করার পর অন্য লোকের ইমামতি করা ।
 ৬৭৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ .

৬৭৬ সুলাইমান ইব্ন হারব ও আবু নু'মান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয (রা.) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন ।

৪৫৯. بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

৪৫৯. অনুচ্ছেদ : লোকদেরকে ইমামের তাকবীর শোনান ।
 ৬৭৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ آتَاهُ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ انْكُنْ صَوَاجِبُ يَوْسُفَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَهْدَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَانِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ يَخْطُ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ تَابِعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَاشِ .

৬৭৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অস্তিম রোগে আক্রান্ত থাকা কালে একবার বিলাল (রা.) তাঁর নিকট এসে সালাতের (সময় হয়েছে বলে) সংবাদ দিলেন । নবী ﷺ বললেনঃ আবু বকরকে বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে । (আয়িশা (রা.) বললেন,) আমি বললাম, আবু বাকর (রা.) কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং কিরাআত পড়তে পারবেন না । তিনি আবার বললেনঃ আবু বাকরকে বল, সালাত আদায় করতে । আমি আবারও সেকথা বললাম । তখন তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বললেন, তোমরাতো ইউসুফের (আ.)

১. কেউ একবার ফরয আদায় করে ফেললে, তার ফরয আদায় হয়ে যায়, তাই পরে সালাত আদায় করলেও তা নফল বলে গণ্য হবে । কাজেই দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করার সময় কেউ যদি তার পিছনে ফরয সালাতের ইক্তিদা করে, তা হলে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা করা হচ্ছে । অন্য হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাব মতে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা দুরন্ত নয় ।

সাথী রমণীদেরই মত। আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আবু বাকর (রা.) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, ইতিমধ্যে নবী ﷺ দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে বের হলেন। (আয়িশা (রা.) বললেন,) আমি যেন এখনও সে দৃশ্য দেখতে পাই, তিনি দু' পা মুবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়িয়ে যান। আবু বাকর (রা.) তাকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরে আসতে লাগলেন। নবী ﷺ ইশারায় তাকে সালাত আদায় করতে বললেন, (তবুও) আবু বাকর (রা.) পিছনে সরে আসলেন। নবী ﷺ তাঁর পাশে বসলেন, আবু বাকর (রা.) তাকবীর শুনতে লাগলেন। মুহাযির (র.) আমাশ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন দাউদ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৭০. بَابُ الرَّجُلِ يَأْتُمُّ بِالْإِمَامِ وَيَأْتُمُّ النَّاسُ بِالْعَامَمِ وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِئْتَمُوا بِي وَلِيَأْتُم بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

৪৬০. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির ইমামের ইক্তিদা করা এবং অন্যদের সেই মুক্তাদির ইক্তিদা করা। বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার ইক্তিদা করবে, তোমাদের পিছনের লোকেরা যেন তোমাদের ইক্তিদা করে।

৬৭৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أُمِرْتُ عَمَرُ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أُمِرْتُ عَمَرُ فَقَالَ إِنَّكُنَا لَأَنْتَنُ صَوَاحِبُ يُونُسَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً فَقَامَ يَهْدَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاهُ يَخْطُانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يَفْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَنُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৬৭৮ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (রোগে) পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, বিলাল (রা.) এসে সালাতের কথা বললেন। নবী ﷺ বললেন, আবু বকরকে বল, লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শুনতে

পারবেন না। যদি আপনি উমর (রা.)-কে এ নির্দেশ দেন (তবে ভাল হয়)। তিনি ^{রাফাউ}আবার বললেন : লোকদের নিয়ে আবু বকর (রা.)-কে সালাত আদায় করতে বল। আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে একটু বল যে, আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার পরিবর্তে সে স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। যদি আপনি উমর (রা.)-কে এ নির্দেশ দিতেন (তবে ভাল হতো)। এ শুনে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন : তোমরা ইউসুফের সাথে রমণীদেরই মত। আবু বকর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আবু বকর (রা.) লোকদের নিয়ে সালাত শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} নিজে একটু সুস্থবোধ করলেন এবং দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মসজিদে গেলেন। তাঁর দু' পা মুবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবু বকর (রা.) যখন তাঁর আগমন আঁচ করলেন, পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তার প্রতি ইশারা করলেন (পিছিয়ে না যাওয়ার জন্য)। তারপর তিনি এসে আবু বকর (রা.)-এর বামপাশে বসে গেলেন অবশেষে আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর সাহাবীগণ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল।

৬১. بَابُ هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

৪৬১. অনুচ্ছেদ : ইমামের সন্দেহ হলে মুক্তাদীদের মত গ্রহণ করা।

৬১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السُّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِتْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ .

৬১৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} দু' রাকাত আদায় করে সালাত শেষ করে ফেললেন। যূল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত কি কম করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} (অন্যদের লক্ষ্য করে) বললেন : যূল-ইয়াদাইন কি ঠিকই বলছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} দাঁড়ালেন এবং আরও দু' রাকাত সালাত আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে স্বাভাবিক সিজদার মত অথবা তার চাইতে দীর্ঘ সিজদা করলেন।

৬১০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৬৮০ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যুহরের

সালাত দু' রাকাআত পড়লেন। তাঁকে বলা হল, আপনি দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্দা করলেন।

৬১২. **بَابُ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيْجَ عُمَرَ وَأَنَا فِيْ آخِرِ الصُّلُوِّ يَقْرَأُ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحَزَنِي إِلَى اللَّهِ**

৪৬২. অনুচ্ছেদ : সালাতে ইমাম কেঁদে ফেললে। আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (র.) বলেন, আমি পিছনের কাতার থেকে উমর (রা.)-এর চাপা কান্নার আওয়ায শুনেছি। তিনি তখন **إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحَزَنِي إِلَى اللَّهِ** (আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর নিকটই পেশ করছি)-এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন।

৬৮১ **حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مِشَّامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عُمَرُ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عُمَرُ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَعَلْتُ حَفْصَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْ إِنَّكَ لَأَنْتَنُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأَصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا .**

৬৮১ ইসমায়ীল (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (অন্তিম) রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন : আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আবু বকর (রা.) যখন আপনার স্থলে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিন। তিনি ﷺ আবার বললেন : আবু বকরকে বল লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নিতে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে বল যে, আবু বকর (রা.) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমর (রা.)-কে বলুন তিনি যেন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : চুপ কর! তোমরা ইউসুফের সাথী নারীদেরই মত। আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। এতে হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.)-কে (অভিমান করে) বললেন, তোমার কাছ থেকে আমি কখনো আমার জন্য হিতকর কিছু পাইনি।

৬৬৩. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

৪৬৩. অনুচ্ছেদ : ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা ।

৬৮২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ مَرْة قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ .

৬৮২ আবদুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.).....নু'মান ইব্ন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।

৬৮৩ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي .

৬৮৩ আবু মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমরা কাতার সোজা করে নিবে। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

৬৬৪. بَابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

৪৬৪. অনুচ্ছেদ : কাতার সোজা করার সময় মুক্তাদিদের প্রতি ইমামের ফিরে দেখা ।

৬৮৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي .

৬৮৪ আহমদ ইব্ন আবু রাজা (র.).....আনসি ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হচ্ছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ করে তাকালেন এবং বললেন : তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও আর মিলে দাঁড়াও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

৬৬৫. بَابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ : প্রথম কাতার ।

৬৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ .

الشُّهَادَاءُ الْفَرِيقُ وَالْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدْمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاتَوَهَّمَا وَلَوْ حَبْرًا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ لَاسْتَهَمُوا .

[৬৮৫] আবু আসিম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : পানিতে ডুবে, কলেরায়, প্রুগে এবং ভূমিধসে বা চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তির শহীদ। যদি লোকেরা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়ের কী ফযীলত, তা হলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করে আগেভাগে আসার চেষ্টা করত। আর ইশা ও ফজরের জামা'আতের কী মর্তবা তা যদি তারা জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হত। এবং সামনের কাতারের কী ফযীলত তা যদি জানত, তাহলে এর জন্য তারা কুরআ ব্যবহার করত।

৬৬৬. بَابُ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ : কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অঙ্গ।

[৬৮৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ .

[৬৮৬] আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নির্ধারণ করা হয়। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি যখন রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। তিনি যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলেন, তখন তোমরা 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' বলবে। তিনি যখন সিজ্দা করবেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন, তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আর তোমরা সালাতে কাতার সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

[৬৮৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ .

[৬৮৭] আবুল ওয়ালীদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে, কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

৬৬৭. بَابُ إِثْمٍ مَنْ لَمْ يَتِمَّ الصُّفُوفَ

৪৬৭. অনুচ্ছেদ : কাতার সোজা না করার গুনাহ ।

৬৮৮ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مِنْذُ يَوْمِ عَهْدَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْكُمْ لَا تَقِيمُونَ الصُّفُوفَ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ بِهَذَا .

৬৮৮ মু'আয ইব্ন আসাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি (আনাস) মদীনায় আসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের তুলনায় আপনি আমাদের সময়ের অপসন্দনীয় কী দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন, অন্য কোন কাজ তেমন অপসন্দনীয় মনে হচ্ছে না। তবে তোমরা (সালাতে) কাতার ঠিকমত সোজা কর না। উক্বা ইব্ন উবাইদ (র.) বুশাইর ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) আমাদের কাছে মদীনায় এলেন.....বাকী অংশ অনুরূপ।

৬৬৮. بَابُ الرِّزْقِ الْمُنْكَبِ بِالْمُنْكَبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصُّفْرِ وَقَالَ الثُّعْمَانُ بْنُ بُشَيْرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَفْتَهُ بِكَفِّهِ صَاحِبِهِ

৪৬৮. অনুচ্ছেদ : কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো। নু'মান ইব্ন বশীর (র.) বলেন, আমাদের কাউকে দেখেছি পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির টাখনুর সাথে টাখনু মিলাতে।

৬৮৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

৬৮৯ আমার ইব্ন খালিদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। (আনাস (রা.) বলেন) আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।

৬৬৯. بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ : কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ালে ইমাম তাকে পিছনে ঘুরিয়ে ডানপাশে দাঁড় করালে সালাত আদায় হবে।

৬৯০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَقْوَضْ .

৬৯০ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করতে গিয়ে তাঁর বামপাশে দাঁড়িলাম। তিনি আমার মাথার পিছনের দিক ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। তারপর সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। পরে তাঁর কাছে মুআযযিন এলো। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন, কিন্তু (নতুনভাবে) উযু করেন নি।

৬৭০. بَابُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَافًا

৪৭০. অনুচ্ছেদ : মহিলা একজন হলেও ভিন্ন কাতারে দাঁড়াবে।

৬৭১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْتُي فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّي أُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا .

৬৭১ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমাদের ঘরে আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে নবী ﷺ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আর আমার মা উম্মে সুলাইম (রা.) আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৬৭১. بَابُ مِيعَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ

৪৭১. অনুচ্ছেদ : মসজিদ ও ইমামের ডানদিক।

৬৭২. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ ابْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بَعْضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي .

৬৯২ মুসা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ-এর বামপাশে দাঁড়িলাম। তিনি আমার হাত বা বাহু ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন এবং তিনি তাঁর হাতের ইশারায় বললেন, আমার পিছনের দিক দিয়ে।

৬৭২. بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَانِطٌ أَوْ سِتْرَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بُدَّ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَقَالَ أَبُو مَجَلَزٍ يَأْتُمُ بِالْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

৪৭২. অনুচ্ছেদ : ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দেওয়াল বা সুতরা থাকলে। হাসান (র.) বলেন, তোমার ও ইমামের মধ্যে নহর থাকলেও ইকতিদা করতে অসুবিধা নেই। আবু মিজলায (র.) বলেন, যদি ইমামের তাক্বীর শোনা যায় তাহলে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে রাস্তা বা দেওয়াল থাকলেও ইকতিদা করা যায়।

৬৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحَجَرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَاصْـبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ .

৬৯৩ মুহাম্মদ (ইবন সালাম) (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সালাত তাঁর নিজ কামরায় আদায় করতেন। কামরার দেওয়ালটি ছিল নীচু। ফলে একদিন সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর শরীর মুবারক দেখতে পেলেন এবং (দেওয়ালের অপর পার্শ্বে) সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে তাঁর সহিত সালাত আদায় করলেন। সকালে, তাঁরা একথা বলাবলি করছিলেন। দ্বিতীয় রাতে তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন। সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। দু' বা তিন রাত তাঁরা একরূপ করলেন। এরপরে (রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে থাকলেন, আর বের হলেন না। ভোরে সাহাবীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন : আমার আশংকা হচ্ছিল যে, রাতের সালাত তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হতে পারে।

৬৭৩. بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

৪৭৩. অনুচ্ছেদ : রাতের সালাত।

৬৭৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَنَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلُّوا وَرَاءَهُ .

৬৯৪ ইব্রাহীম ইবন মুন্যির (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি চাটাই ছিল। তিনি তা দিনের বেলায় বিছিয়ে রাখতেন এবং রাতের বেলায় তা দিয়ে কামরা বানিয়ে নিতেন। সহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন।

৬৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيْلِي فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بَيْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ قَالَ عَفَانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৯৫ আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (র.).....যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামায়ান মাসে একটি ছোট কামরা বানালেন। তিনি (বুসর ইবন সায়ীদ (র.) বলেন, মনে হয়, (যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) কামরাটি চাটাইর তৈরী ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন। আর তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন। পরে তিনি তাঁদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই সালাত আদায় কর। কেননা, ফরয সালাত ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে তা-ই উত্তম। আফ্ফান (র.).....যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বলেছেন।

১৭৬. بَابُ إِجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

৪৭৪. অনুচ্ছেদ : ফরয তাকবীর বলা ও সালাত শুরু করা।

৬৯৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجَحِشَ شِقَهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةَ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৬৯৬ আবুল ইয়ামান (র.)....আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ায় চড়েন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরে আঁচড় লাগে। আনাস (রা.) বলেন, এ সময় কোন এক সালাত আমাদের নিয়ে তিনি বসে আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করি। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্যই। তাই তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর তিনি যখন রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। তিনি যখন 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলেন, তখন তোমরা 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলবে।

৬৯৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خَرُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا .

৬৯৭ কুতাইবা ইব্ন সাযীদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। তাই তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসে সালাত আদায় করি। তারপর তিনি ফিরে বললেনঃ ইমাম অনুসরণের জন্যই বা তিনি বলেছিলেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। যখন তিনি উঠেন তখন তোমরাও উঠবে। তিনি যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলেন, তখন তোমরা 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলবে এবং তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে।

৬৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ .

৬৯৮ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন তিনি রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলেন, তখন তোমরা 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলবে আর তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। যখন তিনি বসে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

৬৭৫. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِفْتِتَاحِ سَوَاءً

৪৭৫. অনুচ্ছেদঃ সালাত শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে সাথে উভয় হাত উঠানো।
 ৬৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

৬৯৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর রুকু'তে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দু'হাত উঠাতেন এবং سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় এরূপ করতেন না।

৬৭৬. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

৪৭৬. অনুচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো।

৭০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبُرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

৭০০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকু'র জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন এবং 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না।

৭০১ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا .

৭০১ ইসহাক ওয়াসিতী (র.).....আবু কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.)-কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

৪৭৭. **بَابُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَذَوُ مَنْكِبَيْهِ**

৪৭৭. অনুচ্ছেদ : উভয় হাত কতটুকু উঠাবে। আবু হুমাইদ (র.) তাঁর সাথীদের বলেছেন যে, নবী ﷺ কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।

৭.২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِفْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذَوُ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَّ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَّ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

৭০২ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু করতে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকু'র তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলতেন, তখনও এরূপ করতেন এবং 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন, তখনও এরূপ করতেন না। আর সিজদার থেকে মাথা উঠাবার সময়ও এরূপ করতেন না।

৪৭৮. **بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَالَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ**

৪৭৮. অনুচ্ছেদ : দু' রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু' হাত উঠানো।

৭.৩ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ حُمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ مَخْتَصَرًا .

৭০৩ আইয়্যাশ (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা.) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু' হাত উঠাতেন আর যখন রুকু' করতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন।

এরপর যখন ‘سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ’ বলতেন তখনও দু’ হাত উঠাতেন এবং দু’ রাকাত আত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতে তখনও দু’ হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বলে ইবন উমর (রা.) বলেছেন। এ হাদীসটি হাফসাদ ইবন সালামা ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন তাহমান, আইউব ও মুসা ইবন উক্বা (র.) থেকে এ হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

৪৭৭. بَابُ وَضْعِ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

৪৭৭. অনুচ্ছেদ : সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৭০৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَنْمِي ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي .

৭০৪ আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হত যে, সালাতে প্রত্যেক ডান হাত বাম হাতের কজির উপর রাখবে। আবু হাযিম (র.) বলেন, সাহল (র.) এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন বলেই জানি। ইসমায়ীল (র.) বলেন, এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করা হত। তবে তিনি এরূপ বলেন নি যে, সাহল (র.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন।

৪৮০. بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮০. অনুচ্ছেদ : সালাতে খুশু' (বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তন্ময়তা)।

৭০৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبَلَتِي هُنَا وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَى رُكُوعِكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي .

৭০৫ ইসমায়ীল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি মনে কর যে, আমার কিব্লা শুধুমাত্র এ দিকে ? আল্লাহর শপথ, তোমাদের রুকু' তোমাদের খুশু', কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকে না। আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের দেখি আমার পিছন দিক থেকেও।

৭০৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرَبِّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ .

৭০৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা রুকু' ও সিজদাগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আমার পিছনে থেকে বা রাবী বলেন, আমার পিঠের পিছনে থেকে তোমাদের দেখতে পাই, যখন তোমরা রুকু' ও সিজদা কর।

৪৮১. بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

৪৮১. অনুচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমার পরে কি পড়বে।

৭০৭ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

৭০৭ হাফস্ ইব্ন উমর (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) 'اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ' দিয়ে সালাত শুরু করতেন।

৭০৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنِيَّةٌ فَقُلْتُ يَا أَبَى وَأُمَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالطَّلْحِ وَالْبَرَدِ .

৭০৮ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাকবীর ও কিরাআত এর মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন : এ সময় আমি বলি - ইয়া আল্লাহ! আপনি মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার ঈ-টি-বিচ্যুতির মধ্যে ঠিক তদ্রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। ইয়া আল্লাহ! ওদ্র বস্ত্রকে যেরূপ নির্মল করা হয় আমাকেও সেরূপ পাক-সাফ করুন। আমার অপরাধসমূহ পানি, বরফ ও হিমশিলা দ্বারা বিধৌত করে দিন।

৪৮২. بَابُ

৪৮২. অনুচ্ছেদ :

৭০৯ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

أَبَى بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدَدَنْتُ مِنِّي الْجَنَّةَ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنْتُ مِنِّي النَّارَ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ أَوْ أَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشْيَةِ الْأَرْضِ أَوْ خِشَاشٍ .

৭০৯ ইবন আবু মারইয়াম (র.).....আসমা বিনত্ আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার সালাতুল কুসুফ (সূর্য গ্রহণের সালাত) আদায় করলেন। তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর রুকু'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আবার রুকু'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকু'তে থাকলেন। এরপর উঠলেন, পরে সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় রইলেন। আবার সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন। এরপর আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবার রুকু'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকু'তে থাকলেন। এরপর রুকু' থেকে উঠে আবার দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং আবার রুকু'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এরপর রুকু' থেকে উঠে সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন। তারপর উঠে সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন। এরপর সালাত শেষ করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন : জান্নাত আমার খুবই নিকটে এসে গিয়েছিল এমনকি আমি যদি চেষ্টা করতাম তা হলে জান্নাতের একগুচ্ছ আমুর তোমাদের এনে দিতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আমি বলে উঠলাম, ইয়া রব! আমিও কি তাদের সাথে? আমি একজন স্ত্রী লোককে দেখতে পেলাম। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, একটি বিড়াল তাকে খামচাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ স্ত্রী লোকটির এমন অবস্থা কেন? ফিরিশ্বতাগণ জবাব দিলেন, সে একটি বিড়ালকে আটকিয়ে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। উক্ত স্ত্রী লোকটি তাকে খেতেও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে আহার করতে পারে। নafi' (র.) বলেন, আমার মনে হয়, (ইবন আবু মুলায়কা (রা.) বর্ণনা করেছিলেন, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারে।

৪৮২. بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْمِلُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَاخَّرْتُ

৪৮৩. অনুচ্ছেদ : সালাতে ইমামের দিকে তাকানো। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ সালাতে কুসূফ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তোমরা যখন আমাকে পিছিয়ে আসতে দেখেছিলে তখন আমি জাহান্নাম দেখেছিলাম; তার এক অংশ অপর অংশকে বিচূর্ণ করছে।

৭১০ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِأَضْطِرَابٍ لِحَبَابِهِ .

৭১০ মুসা (র.)..... আবু মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন? তিনি বললেন, ইয়া। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি করে বুঝতে পারতেন? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির নড়াচড়া দেখে।

৭১১ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ .

৭১১ হাজ্জাজ (র.)..... বারাতা (রা.) থেকে বর্ণিত, আর তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তাঁরা যখন নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করতেন, তখন রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন যে, নবী ﷺ সিজদায় গেছেন।

৭১২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاولُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكْعَكَعْتَ قَالَ إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاولْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُه لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَ الدُّنْيَا .

৭১২ ইসমায়ীল (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এজন্য সালাত আদায় করেন। সাহাবা-ই-কিরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনাকে দেখলাম যেন কিছু একটা ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে দেখলাম, আবার পিছিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হয় এবং তারই একটি আগুরের ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। আমি যদি তা নিয়ে আসতাম, তা হলে দুনিয়ার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত তোমরা তা থেকে খেতে পারতে।

৭১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى

لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ الْمَثْبَرُ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قَبْلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ مِنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلَاثًا .

৭১৩ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিশরে আরোহণ করলেন এবং মসজিদের কিব্লার দিকে ই শারা ক রে বললেন, এইমাত্র আমি যখন ভোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম তখন এ দেওয়ালের সামনের দিকে আমি জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। আজকের মতো এত মঙ্গল ও অমঙ্গল আমি আর দেখিনি, একথা তিনি তিনবার বললেন।

৪৮৪. بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ : সালাতে আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকানো।

৭১৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رُوَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهَنَنَّ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ .

৭১৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : লোকদের কি হল যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায় ? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন ; এমনকি তিনি বললেন : যেন তারা অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।

৪৮৫. بَابُ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ : সালাতে এদিক ওদিক তাকান।

৭১৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ .

৭১৫ মুসাদ্দ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এটা এক ধরণের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত থেকে অংশ বিশেষ কেড়ে নেয়।

৭১৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُروَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خُمَيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلْتَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ إِذْ هَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِإِنْجَانِيَّةٍ .

৭১৬ কুতায়বা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ একটি নকশা করা চাদর পরে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পরে তিনি বললেন : এ চাদরের কারুকার্য আমার মনকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল। এটি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং এর পরিবর্তে একটি “আম্বজানিয়াহ” নিয়ে এস।

৪৮৬. بَابُ مَنْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَافًا فِي الْقِبْلَةِ وَقَالَ سَهْلُ الثَّنَاتِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ .

৪৮৬. অনুচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে বা কোন কিছু দেখলে বা কিব্বার দিকে থুথু দেখলে, সে দিকে তাকান। সাহল (র.) বলেছেন, আবু বকর (রা.) তাকালেন এবং নবী ﷺ-কে দেখলেন।

৭১৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْتَصَرَفَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ فَلَا يَنْتَخِمَنَّ أَحَدٌ قَبْلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ .

৭১৭ কুতাইবা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, এমনতাবস্থায় মসজিদে কিব্বার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে তা পরিস্কার করে ফেললেন। তারপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। কাজেই সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। মুসা ইবন উক্বা ও ইবন আবু রাওয়াদ (র.) নافع (র.) থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৭১৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقْبِيهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفُّ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَمَتُوا صَلَاتَكُمْ فَأَرَخَى السِّتْرَ وَتَوَفَّى مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

৭১৮ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণ ফযরের সালাতে রত এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা (রা.)-এর হুজরার পর্দা উঠালে তাঁরা চমকে উঠলেন। তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁরা কাতারবদ্ধ হয়ে আছেন। তা দেখে তিনি মুচকী হাসলেন। আবু বকর (রা.) তাঁর ইমামতির স্থান ছেড়ে দিয়ে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য পিছিয়ে আসতে চাইলেন। তিনি মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হতে চান। মুসলিমগণও সালাত ছেড়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি ইশারায় তাঁদের বললেন, তোমরা তোমাদের সালাত পূরো করো। তারপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনেরই শেষভাগে তাঁর ইন্তিকাল হয়।^১

৪৮৭. بَابُ وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْعَامَّةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالْمُفْرَدِ مَا يُجْزَى فِيهَا مَا يُخَافَتْ

৪৮৭. অনুচ্ছেদ : সব সালাতেই ইমাম ও মুক্‌তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী, মুকীম অবস্থায় হোক বা সফরে, সশব্দ কিরাআতের সালাত হোক বা নিঃশব্দের, সব সালাতেই ইমাম ও মুক্‌তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী^২।

৭১৭ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَأَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَارًا فَشَكُّوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّيَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّهُ هُوَ لَا يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّيَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّيُ بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّيُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكَدُ فِي الْأَوَّلِينَ وَأَخِيفُ فِي الْآخِرِينَ ، قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رَجُلًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدْعُ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيَتَنَوَّنُ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذَا نَشَدْتَنَا فَإِنْ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسُّوْيَةِ ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدُ أَمَّا وَاللَّهِ لَأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسَمْعَةً فَأَطِلْ فَقَرَهُ وَعَرَضَهُ بِالْفِتَنِ ، وَكَانَ بَعْدَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ

১. অর্থাৎ তাঁর ইন্তিকালের বিষয়টি শেষ প্রহরে সকলের নিকট সুনিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়। কেননা, ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনের প্রথম প্রহরে ইন্তিকাল করেছেন। তাই এ হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবেই করা যায়।
২. হানাফী মাযহাব অনুসারে ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় মুক্‌তাদীকে কিরাআত পড়তে হয় না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : যার ইমাম আছে, সে ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।

شَيْخٌ كَبِيرٌ مَّفْتُونٌ أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ سَعْدٍ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ .

৭১৯ মুসা (র.).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফাবাসীরা সা'দ (রা.)^১ -এর বিরুদ্ধে উমর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং আত্মার (রা.)-কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুফার লোকেরা সা'দ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে এ-ও বলে যে, তিনি ভালরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবু ইসহাক! তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি নাকি ভালরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। সা'দ (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাতের অনুরূপই সালাত আদায় করে থাকি। তাতে কোন ত্রুটি করি না। আমি ইশার সালাত আদায় করতে প্রথম দু'রাকাআতে একটু দীর্ঘ ও শেষের দু'রাকাআতে সংক্ষেপ করতাম। উমর (রা.) বললেন, হে আবু ইসহাক! আপনার সম্পর্কে আমার এ-ই ধারণা। তারপর উমর (রা.) কুফার অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সা'দ (রা.)-এর সঙ্গে কুফায় পাঠান। সে ব্যক্তি প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি বনু আবু স গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হয়। এখানে উসামা ইব্ন কাতাদাহ নামে এক ব্যক্তি যাকে আবু সা'দাহ বলে ডাকা হত- দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু তুমি আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, সা'দ (রা.) কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল সমভাবে বন্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না। তখন সা'দ (রা.) বললেন, মনে রেখো, আল্লাহর কসম! আমি তিনটি দু'আ করছি : ইয়া আল্লাহ! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক দেখানো এবং আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে- ১. তার হায়াত বাড়িয়ে দিন, ২. তার অভাব বাড়িয়ে দিন এবং ৩. তাকে ফিতনার সম্মুখীন করুন। পরবর্তীকালে লোকটিকে (তার অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি বয়সে বৃদ্ধ, ফিতনায় লিপ্ত। সা'দ (রা.)-এর দু'আ আমার উপর লেগে আছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক (র.) বলেন, পরে আমি সে লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার উভয় ক্র চোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি কাটতো।

৭২০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّبْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৭২০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামায হল না।

৭২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

১. তিনি তখন কুফায় আমীর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَلَسَّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدُّ ، وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَلَسَّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا ، فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

৭২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী এসে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি ত সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে আগের মত সালাত আদায় করলেন। তারপর এসে নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি বললেন : ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন- আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাক্বীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। তারপর রুকু'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু' আদায় করবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা আদায় করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই পুরো সালাত আদায় করবে।

৪৮৮. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

৪৮৮. অনুচ্ছেদ : যুহরের সালাতে কিরাআত পড়া।

৭২২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَعَدْتُ كُنْتُ أَصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاتِي الْعِشِيِّ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا كُنْتُ أَرْكُؤُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْآخَرَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ .

৭২২ আবু নু'মান (র.).....জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা.) বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে বিকালের দু' সালাত (যুহর ও আসর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করতাম। এতে কোন ত্রুটি করতাম না। প্রথম দু' রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘায়িত এবং শেষ দু' রাকাআতে তা সংক্ষিপ্ত করতাম। উমর (রা.) বলেন, তোমার সম্পর্কে এরূপই ধারণা।

৭২২ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يَطْوِلُ فِي الْأُولَى وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يَطْوِلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يَطْوِلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ .

৭২৩ আবু নু'আইম (র.).....আবু কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহুরের প্রথম দু' রাকাতাতে সূরা ফাতিহার সহিত আরও দু'টি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকাতাতে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতাতে সংক্ষেপ করতেন। কখনো কোন আয়াত শুনিতে পড়তেন। আসরের সালাতেও তিনি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য দু'টি সূরা পড়তেন। প্রথম রাকাতাতে দীর্ঘ করতেন। ফজরের প্রথম রাকাতাতেও তিনি দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতাতে সংক্ষেপ করতেন।

৭২৪ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خُبَابًا أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ .

৭২৪ উমর ইবন হাফস্ (র.).....আবু মা'মার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি যুহুর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনরা কি করে তা বুঝতেন? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির (মুবারকের) নড়াচড়ায়।

৪৮৭. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ : আসরের সালাতে কিরাআত।

৭২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِحُبَابِ بْنِ الْأَرْتِ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ .

৭২৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইবন আরত্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি যুহুর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনরা কি করে তাঁর কিরাআত বুঝতেন? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারকের নড়াচড়ায়।

৭২৬ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةَ سُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا .

৭২৬ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দু'রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি সূরা পড়তেন। আর কখনো কখনো কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন।

১৭. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ .

৪৯০. অনুচ্ছেদ : মাগরিবের সালাতে কিরাআত।

৭২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَى وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءِ تِلْكَ هَذِهِ السُّورَةِ إِنَّهَا لَأَخْرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ .

৭২৭ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল ফাযল (রা.) তাঁকে 'وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا' সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন, বেটা! তুমি এ সূরা তিলাওয়াত করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মাগরিবের সালাতে এ সূরাটি পড়তে শেষবারের মত শুনেছিলাম।

৭২৮ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَالِكٌ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطَوِيلٍ الطَّوِيلِينَ .

৭২৮ আবু আসিম (র.).....মারওয়ান ইবন হাকাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) আমাকে বললেন, কি ব্যাপার, মাগরিবের সালাতে তুমি যে কেবল ছোট ছোট সূরা তিলাওয়াত কর? অথচ আমি নবী ﷺ কে দু'টি দীর্ঘ সূরার মধ্যে দীর্ঘতমটি থেকে পাঠ করতে শুনেছি।

৭২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطَّوِيلِ .

১. অপেক্ষাকৃত দু'টি দীর্ঘতম সূরা দ্বারা সূরা আরাফ ও সূরা আন'আমকে বুঝানো হয়েছে। আর এ দু'টির মাঝে দীর্ঘতম হল সূরা আরাফ।

৭২৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর থেকে পড়তে শুনেছি।

৬১১. بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

৪৯১. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতে সশব্দে কিরাআত।

৭৩০ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَزَالُ أُسْجُدُ بِهَا حَتَّى الْقَاهُ .

৭৩০ আবু নু'মান (র.).....আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। সেদিন তিনি 'إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ' সূরাটি তিলাওয়াত করে সিজ্দা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সিজ্দা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সূরায় সিজ্দা করব।

৭৩১ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ أَحَدَى الرُّكْعَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ .

৭৩১ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আদী (ইব্ন সাবিত) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারআ (রা.) থেকে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ এক সফরে ইশার সালাতের প্রথম দু' রাকাআতের এক রাকাআতে সূরা 'وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ' পাঠ করেন।

৬১২. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسُّجْدَةِ

৪৯২. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতে সিজ্দার আয়াত (সম্বলিত সূরা) তিলাওয়াত।

৭৩২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَزَالُ أُسْجُدُ بِهَا حَتَّى الْقَاهُ .

৭৩২ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি 'إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ' সূরাটি তিলাওয়াত করে সিজ্দা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সিজ্দা কেন? তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সূরায় সিজ্দা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এতে সিজ্দা করব।

৬৯৩. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

৪৯৩. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতে কিরাআত ।

৭২২ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً .

৭৩৩ খাল্লাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে ইশার সালাতে 'وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ' পড়তে শুনেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুন্দর কণ্ঠ অথবা কিরাআত শুনিনি।

৬৯৬. بَابُ يُطَوَّلُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُحْذَفُ فِي الْآخَرَيْنِ

৪৯৪. অনুচ্ছেদ : প্রথম দু' রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করা ও শেষ দু' রাকাআতে তা সংক্ষেপ করা ।

৭২৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَّوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ أَمَا أَنَا فَأَمَدُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَآحْذِفُ فِي الْآخَرَيْنِ وَلَا أَلَوُ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنَنْتُ بِكَ .

৭৩৪ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) সা'দ (রা.)-কে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে তারা (কুফাবাসীরা) সর্ব বিষয়ে অভিযোগ করেছে, এমনকি সালাত সম্পর্কেও। সা'দ (রা.) বললেন, আমি প্রথম দু'রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করে থাকি এবং শেষের দু'রাকাআতে তা সংক্ষেপে করি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে যে রূপ সালাত আদায় করেছি, অনুরূপই সালাত আদায়ের ব্যাপারে আমি ত্রুটি করিনি। উমর (রা.) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার ব্যাপারে ধারণা ত এরূপই ছিল, কিংবা (তিনি বলে-ছিলেন) আপনার সম্পর্কে আমার এরূপই ধারণা।

৬৯৫. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ ، وَقَالَ أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِالطَّوْدِ

৪৯৬. অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতে কিরাআত । উম্মে সালামা (রা.) বলেন, নবী ﷺ সূরা তুর পড়েছেন।

৭২৫ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ

الْأَسْلَمِي فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يَبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ .

৭৩৫ আদম (র.).....সাইয়ার ইব্ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আবু বারযা আসলামী (রা.)- নিকট উপস্থিত হয়ে সালাতসমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত সূর্য ঢলে গেলেই আদায় করতেন। আর আসর (এমন সময় যে, সালাতের শেষে) কোন ব্যক্তি সূর্য সজীব থাকতে থাকতেই মদীনার প্রান্ত সীমায় ফিরে আসতে পারত। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। আর তিনি ইশা রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে কোন দ্বিধা করতেন না। এবং ইশার আগে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পসন্দ করতেন না। আর তিনি ফজর আদায় করতেন এমন সময় যে, সালাত শেষে ফিরে যেতে লোকেরা তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এর দু' রাকআতে অথবা রাবী বলেছেন, এক রাকআতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত পড়তেন।

৭৩৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِزَةَ رَضِيَ اللَّهُ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَرِدْ عَلَى أَمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ .

৭৩৬ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরাআত পড়া হয়। তবে যে সব সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে পড়ব। আর যে সব সালাতে আমাদের না শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের না শুনিয়ে পড়ব। যদি তোমরা সূরা ফাতিহার চাইতে বেশী না পড়, সালাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি বেশী পড় তা উত্তম।^১

১৭৭. بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطَّرِيقِ

৪৯৬. অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতে স্বশব্দে কিরাআত। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি লোকদের পিছনে তাওয়াফ করছিলাম। নবী ﷺ তখন সালাত আদায় করছিলেন এবং সূরা তুর পাঠ করছিলেন।

১. এ হলো ইমাম শাফিযী (র.)-এর মত। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, অন্যান্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَازٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَّثَ فَأَضْرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِخَلَّةٍ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَازٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ ، فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهَذَا الَّذِي رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا : إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْنَأْ بِهِ وَلْنَسْشِرْكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَانْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ : قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ قَوْلُ الْجِنِّ .

৭৩৭ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। আর দুই জিনুদের^১ উর্ধলোকের সংবাদ সংগ্রহের পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং তাদের দিকে অগ্নিপিত্ত নিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই শয়তানরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসে। তারা জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, আমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের দিকে অগ্নিপিত্ত ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটেছে বলেই তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ, কী কারণে তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে? তাই তাদের যে দলটি তিহামার দিকে গিয়েছিল, তারা নবী করীম ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন উকায বাজারের পথে নাখলা নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা যখন কুরআন শুনেছে, তখন সেদিকে মনোনিবেশ করল। তারপর তারা বলে উঠল, আল্লাহর শপথ! এটিই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল এবং বলল হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিশ্বয়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক স্থির করব না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতি 'قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ.....' সূরা নাযিল করেন। মূলত তাঁর নিকট জিনুদের বক্তব্যই ওহীরূপে নাযিল করা হয়েছে।

১. হাদীসে উল্লেখিত "শায়াতীন" (شياطين) শব্দটি দুই প্রকৃতির জিনুদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৭২৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ وَمَا كَانَ رَيْكُ نَسِيًا ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

৭৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যেখানে কীরাত পড়ার জন্য নির্দেশ পেয়েছেন, সেখানে পড়েছেন। আর যেখানে চুপ করে থাকতে নির্দেশ পেয়েছেন সেখানে চুপ করে থেকেছেন। (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : “নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

৪৭৭ . بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرُّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةِ قَبْلِ سُورَةِ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ ،
وَيَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى
وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِمِائَةِ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ
وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ مِنَ الثَّمَانِيَةِ وَقَرَأَ الْإِحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُنُسَ وَذَكَرَ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِهِمَا ، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الْأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ
بِسُورَةِ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ
كُلُّ كِتَابٍ اللَّهُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمُهُمْ فِي
مَسْجِدٍ قُبَاءَ وَكَانَ كَلَّمَاءَ اسْتَتَحَّ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا تَقْرَأُ بِهِ اسْتَتَحَّ يَقُولُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى
يَقْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَنُكِّلَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ
تَفْتَتِحُ بِهِذِهِ السُّورَةَ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدْعَاهَا وَتَقْرَأَ
بِأُخْرَى ، فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أُوَكِّمَ بِذَلِكَ فَعَلْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرْكُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ
مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَقْرَأَهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا آتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فَلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ
تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لَزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ
إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ .

১. অর্থাৎ সশব্দে পড়ার। ২. নিঃশব্দে পড়ার।

৪৯৭. অনুচ্ছেদ : এক রাকাআতে দু' সূরা মিলিয়ে পড়া, সূরার শেষাংশ পড়া, এক সূরার আগে আরেক সূরা পড়া এবং সূরার প্রথমাংশ পড়া। আবদুল্লাহ ইব্ন সাযিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফজরের সালাতে সূরা মু'মিনুন পড়তে শুরু করেন। যখন মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) বা ঈসা (আ.)—এর আলোচনা এল, তাঁর কাশি উঠল আর তখন তিনি রুকু'তে চলে গেলেন। উমর (রা.) প্রথম রাকাআতে সূরা বাকারার একশ' বিশ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে মাসানী^১ সূরাসমূহের কোন একটি তিলাওয়াত করেন। আহনাফ (র.) প্রথম রাকাআতে সূরা কাহফ তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইউসুফ বা সূরা ইউনুস^২ তিলাওয়াত করেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উমর (রা.)—এর পিছনে এ দু'টি সূরা দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। ইব্ন মাসউদ (রা.) (প্রথম রাক—আতে) সূরা আনফালের চল্লিশ আয়াত পড়েন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে মুফাস্সাল^৩ সূরা সমূহের একটি পড়েন। যে ব্যক্তি দু' রাকাআতে একই সূরা ভাগ করে পড়ে বা দু' রাকাআতে একই সূরা দুহরিয়ে পড়ে। তার সম্পর্কে কাতাদা (রা.) বলেন, সবই মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার কিতাব। (অর্থাৎ এতে কোন দোষ নেই)। উবায়দুল্লাহ (রা.) কুবার মসজিদে তাঁদের ইমামতি করতেন।^৪ তিনি সশব্দে কিরা—আত পড়া হয় এমন কোন সালাতে যখনই কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** সূরা দ্বারা শুরু করতেন। তা শেষ করে অন্য একটি সূরা এর সাথে মিলিয়ে পড়তেন। আর প্রতি রাকাআতেই তিনি এরূপ করতেন। তাঁর সঙ্গীরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে বললেন যে, আপনি এ সূরাটি দিয়ে শুরু করেন, এটি যথেষ্ট হয় বলে আপনি মনে করেন না তাই আর একটি সূরা মিলিয়ে পড়েন। হয় আপনি এটিই পড়বেন, না হয় এটি বাদ দিয়ে অন্যটি পড়বেন। তিনি বললেন, আমি এটি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। আমার এভাবে ইমামতি করা যদি আপনারা অপসন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাদের ইমামতি ছেড়ে দেব। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তাদের মাঝে উত্তম। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক এট তাঁরা অপসন্দ করতেন। পরে নবী করীম যখন তাঁদের এখানে আগমন করেন, তাঁরা বিষয়টি নবী করীম ﷺ—কে জানান। তিনি বললেন, হে, অমুক! তোমার সঙ্গীগণ যা বলেন তা করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দেয়? আর প্রতি রাকাআতে এ সূরাটি বাধ্যতামূলক করে নিতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে?

১. মাসানী অর্থাৎ একশ' আয়াতের কম আয়াত বিশিষ্ট সূরা। — কিরমানী
২. হনাফী মতে এইরূপ করা মাকরুহ এবং কুরআনের ভারতীয় রক্ষা করা মুস্তাহাব।
৩. 'মুফাস্সাল'— অর্থাৎ সূরা হুজুরাতে থেকে কুরআন মজীদার শেষ সূরা পর্যন্ত।
৪. তাঁর নাম ছিল কুলসুম ইব্ন হিদম।

তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি ভালবাসি। নবী করীম ﷺ বললেন : এ সূরার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে ॥

৭৩৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفْضِلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ ، فَقَالَ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفْضِلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .

৭৩৯ আদম (র.).....আবু ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন মাসউদ (রা.)-এর নিকট এসে বলল, গতরাতে আমি মুফাস্সাল সূরাগুলো এক রাকাআতেই তিলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই কবিতার ন্যায় দ্রুত পড়েছ। নবী করীম ﷺ পরস্পর সমতুল্য যে সব সূরা মিলিয়ে পড়তেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি। এ বলে তিনি মুফাস্সাল সূরাসমূহের বিশটি সূরার কথা উল্লেখ করে বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি রাকাআতে এর দু'টি করে সূরা পড়তেন।

৭৪৮. بَابُ يَقْرَأُ فِي الْآخِرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ : শেষ দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহাহ পড়া।

৭৪০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ .

৭৪০ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহরের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি কোন কোন আয়াত আমাদের শোনাতেন, আর তিনি প্রথম রাকাআতে যতটুকু দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাকাআতে ততটুকু দীর্ঘ করতেন না। এরূপ করতেন আসরে এবং ফজরেও।

৭৭৭. بَابُ مَنْ خَافَتْ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ : যুহরে ও আসরে নিঃশব্দে কিরাআত পড়া।

৭৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قُلْتُ لَخَبَابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مَنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِأَضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ .

৭৪১ কুতাইবা (র.).....আবু মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাবাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে বুঝলেন? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারকের নড়াচড়া দেখে।

৫০০. بَابُ إِذَا أَسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ

৫০০. অনুচ্ছেদ : ইমাম আয়াত শুনিয়ে পাঠ করলে।

৭৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةَ مَعَهَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى .

৭৪২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে আরেকটি সূরা পড়তেন। কখনো কোন কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন এবং তিনি প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন।

৫০১. بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى

৫০১. অনুচ্ছেদ : প্রথম রাকাআতে কিরাআতে দীর্ঘ করা।

৭৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৭৪৩ আবু নু'আইম (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহরের সালাতের প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সংক্ষিপ্ত করতেন এবং এরাপ করতেন ফযরের সালাতেও।

৫০২. بَابُ جَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّائِمِينَ ، وَقَالَ عَطَاءُ أَمِينَ دُعَاءُ أَمْنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَنْ دَرَأَهُ حَتَّى إِنْ لِلْمَسْجِدِ لَلْجُءِ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ لَا تَفْتِنَنِي بِأَمِينٍ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدْعُو وَيَحْضُهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبْرًا

৫০২. অনুচ্ছেদ : ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলা। আতা (র.) বলেন, 'আমীন' হল দু'আ। তিনি আরও বলেন, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) ও তাঁর পিছনের মুসল্লীগণ এমনভাবে 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদে গুমগুম আওয়ায হতো। আবু হুরায়রা

(রা.) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে ‘আমীন’ বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাবি (র.) বলেন, ইবন উমর (রা.) কখনই ‘আমীন’ বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য) উৎসাহিত করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনছি।

৭৪৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مِنْ وَاقِفٍ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَمِينَ .

৭৪৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম যখন ‘আমীন’ বলেন, তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলা। কেননা, যার ‘আমীন’ (বলা) ও ফিরিশ্তাদের ‘আমীন’ (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মা’ফ করে দেওয়া হয়। ইবন শিহাব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ‘আমীন’ বলতেন।

৫.৩. بَابُ فَضْلِ التَّائِمِينَ

৫০৩. অনুচ্ছেদ : ‘আমীন’ বলার ফযীলত।

৭৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ أَمِينَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ أَمِينَ فَوَافَقَتْ أَحَدَهُمَا الْآخَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৪৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ (সালাতে) ‘আমীন’ বলে, আর আসমানে ফিরিশ্তাগণ ‘আমীন’ বলেন এবং উভয়ের ‘আমীন’ একই সময় হলে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মা’ফ করে দেওয়া হয়।

৫.৪. بَابُ جَهْرِ الْعَامَّةِ بِالتَّائِمِينَ

৫০৪. অনুচ্ছেদ : মুক্তাদীর সশব্দে ‘আমীন’ বলা।

৭৪৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا أَمِينَ فَإِنَّهُ مِنْ وَاقِفٍ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَنَعِيْمُ الْمَجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৭৪৬ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম ' غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ' পড়লে তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফিরিশ্তাদের (আমীন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। মুহাম্মাদ ইবন আমর (র.) আবু সালমা (র.) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে এবং নু'আইম- মুজমির (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুমাই (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৫০৫. بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

৫০৬. অনুচ্ছেদ : কাতারে পৌছার আগেই রুকু'তে চলে গেলে।

৭৪৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ الْأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ أَتَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ .

৭৪৭ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.)..... আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এমন অবস্থায় পৌছলেন যে, নবী ﷺ তখন রুকু'তে ছিলেন। তখন কাতার পর্যন্ত পৌছার আগেই তিনি রুকু'তে চলে যান। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করা হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার আশ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে এরূপ আর করবে না।

৫০৬. بَابُ إِتِمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

৫০৬. অনুচ্ছেদঃ রুকু'তে তাকবীর পূর্ণভাবে বলা। এ ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয় মালিক ইবন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকেও রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

৭৪৮ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَيْبَصَةَ فَقَالَ ذَكَرْنَا هَذَا الرَّجُلَ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ .

৭৪৮ ইসহাক ওয়াসিতী (র.)..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বসরায় আলী (রা.)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, ইনি (আলী (রা.) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -

এর সঙ্গে আদায়কৃত সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ প্রতিবার (মাথা) উঠাতে ও নামাতে তাক্বীর বলতেন।

۷৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيُ بِهِمْ فَيَكْبِرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْتَصَرَفَ قَالَ إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৪৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন এবং প্রতিবার উঠা বসার সময় তাক্বীর বলতেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার সালাতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

৫০৭. بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

৫০৭. অনুচ্ছেদ : সিজ্দার তাক্বীর পূর্ণভাবে বলা।

۷৫০ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৫০ আবু নুমান (র.)..... মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) আলী ইব্ন তালিব (রা.)-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সিজ্দায় গেলেন তখন তাক্বীর বললেন, সিজ্দা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখনও তাক্বীর বললেন, আবার দু'রাকাআতের পর যখন দাঁড়ালেন তখনও তাক্বীর বললেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন তখন ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি (আলী রা.) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বা তিনি বলেছিলেন, আমাদের নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করেছেন।

۷৫১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يَكْبِرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفَعٍ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْ لَيْسَ بِتِلْكَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ لَا أَمَّ لَكَ .

৭৫১ আমার ইব্ন আওন (র.)..... ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাকামে (ইব্রাহীমের নিকট) এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, প্রতিবার উঠা ও ঝুঁকার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময়

তাক্বীর বলছেন। আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে একথা জানালে তিনি বললেন, তুমি মাত্‌হীন হও,^১ একি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত নয় ?

৫০৮. بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَالَ مِنَ السُّجُودِ

৫০৮. অনুচ্ছেদ : সিজ্দা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাক্বীর বলা ।

৭৫২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحَقُّ فَقَالَ ثَلَاثُونَ أَمْكَ سَنَةُ أَبِي الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ .

৭৫২ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি বাইশবার তাক্বীর বললেন। আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বললাম, লোকটি তো আহমক। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। এ যে আবুল কাসিম রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর সুনাত। মুসা (র.) বলেন, আবান (র.) কাতাদা (র.) সূত্রেও ইকরিমা (রা.) থেকে এ হাদীসটি সরাসরি বর্ণনা করেছেন।

৭৫৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ .

৭৫৩ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাক্বীর বলতেন। এরপর রুকু'তে যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন, আবার যখন রুকু' থেকে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন, তারপর দাঁড়িয়ে 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' বলতেন। এরপর সিজ্দায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন। এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাক্বীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সিজ্দায় যেতে তাক্বীর বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাক্বীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো সালাত শেষ করতেন। আর দ্বিতীয়

১. ইহা তিরস্কার স্বরূপ বলা হয়েছে, খারাপ উদ্দেশ্যে নয়।

রাকাআতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাকাআতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাক্বীর বলতেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ (র.) লাইস (র.) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে 'وَلَا أَحْمَدُ' উল্লেখ করেছেন।

৫০৭. **بَابُ وَضْعِ الْأَكْفِ عَلَى الرُّكْبِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ أَمَكَنَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ**

৫০৯. অনুচ্ছেদ : রুকু'তে হাঁটুর উপর হাত রাখা। আবু হুমাইদ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সামনে বলেছেন, নবী ﷺ (রুকু'র সময়) দু' হাত দিয়ে উভয় হাঁটুতে ভর দিতেন।

۷০৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيْ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخْذَيْ فَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَهَيَّئْنَا عَنْهُ وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكْبِ .

৭৫৪ আবুল ওয়ালীদ (র.).....মুসআব ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। এবং (রুকু'র সময়) দু' হাত জোড় করে উভয় উরুর মাঝে রাখলাম। আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, পূর্বে আমরা এরূপ করতাম; পরে আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাত হাঁটুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫০৮. **بَابُ إِذَا لَمْ يَنْمِ الرُّكُوعُ**

৫১০. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ সঠিকভাবে রুকু' না করে।

۷০৫ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حَذِيفَةَ رَجُلًا لَا يَنْمِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَلَوْ مِثْلَ مِثْلٍ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

৭৫৫ হাফস ইব্ন উমর (র.).....যায়িদ ইব্ন ওয়াহ্ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকু' ও সিজ্দা ঠিকমত আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, তোমার সালাত হয়নি। যদি তুমি (এই অবস্থায়) মারা যাও, তা হলে আল্লাহ কৰ্ত্তক মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে।

৫১১. **بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ فَصَرَ ظَهْرَهُ**

৫১১. অনুচ্ছেদ : রুকু'তে পিঠ সোজা রাখা। আবু হুমাইদ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সামনে বলেছেন, নবী ﷺ রুকু' করতেন এবং রুকু'তে পিঠ সোজা রাখতেন।

৫১২. بَابُ حَذِّ اِتِّمَامِ الرُّكُوعِ وَالْاِعْتِدَالِ فِيهِ وَالْاِطْمَاعِ نِيَّةً

৫১২. অনুচ্ছেদ : রুকু' পূর্ণ করার সীমা এবং এতে মধ্যম পস্থা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন।

৭৫৬ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السُّجُودَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৫৬ বাদাল ইবন মুহাব্বার (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ব্যতীত নবী ﷺ-এর রুকু' সিজদা এবং দু' সিজদার মধ্যবর্তী সময় এবং রুকু' থেকে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল।

৫১৩. بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لَا يَتِمُّ رُكُوعُهُ بِالْإِعَادَةِ

৫১৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সঠিক রুকু' করেনি তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ-এর নির্দেশ।

৭৫৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ , فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسَنُ غَيْرُهُ فَعَلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا , ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا , ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا , ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا , ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

৭৫৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একসময়ে নবী ﷺ মসজিদে তাশরীফ আনলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলো। তারপর সে নবী ﷺ-কে সালাম করলো। নবী ﷺ তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন : তুমি ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। লোকটি আবার সালাত আদায় করল এবং পুনরায় এসে নবী ﷺ-কে সালাম দিল। তিনি বললেন : আবার গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তারপর লোকটি বলল, সে মহান সত্তার শপথ ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে সুন্দর সালাত আদায় করতে জানিনা। কাজেই, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন : যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর

বলবে। তারপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার পক্ষে সহজ ততটুকু পড়বে। এরপর রুকু'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু' আদায় করবে। তারপর রুকু' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। ধীরস্থিরভাবে সিজ্দা করবে। এরপর সিজ্দা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজ্দায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজ্দা করবে। তারপর পূর্ণ সালাত এভাবে আদায় করবে।

৫১৫. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

৫১৫. অনুচ্ছেদ : রুকু'তে দু'আ।

৭৫৮ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَتَّوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي .

৭৫৮ হাফস ইবন উমর (র.).....আযিশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রুকু' ও সিজ্দায় এ দু'আ পড়তেন 'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي' হে আমাদের রব আল্লাহ্ ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৫১৬. بَابُ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

৫১৬. অনুচ্ছেদ : রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও মুক্তাदी যা বলবেন।

৭৫৯ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ .

৭৫৯ আদম (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে (রুকু' থেকে উঠতেন) তখন 'اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলতেন, আর তিনি যখন রুকু'তে যেতেন এবং রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় সিজ্দা থেকে যখন দাঁড়াতেন, তখন 'اللَّهُ أَكْبَرُ' বলতেন।

৫১৭. بَابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

৫১৭. অনুচ্ছেদ : 'আল্লাহুহু রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ'—এর ফযীলত।

৭৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مِنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৬০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, : ইমাম যখন ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। কেননা, যার এ উক্তি ফিরিশ্তাগণের উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৫১৭. بَابُ

৫১৭. অনুচ্ছেদ

৭৬১ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَقْرَبِينَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي رُكْعَةِ الْآخِرَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرَ .

৭৬১ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অবশ্যই নবী ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করব। আবু হুরায়রা (রা.) যুহর, ইশা ও ফজরের সালাতের শেষ রাকাআতে ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলার পর কুনূত পড়তেন। এতে তিনি মু'মিনগণের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদের প্রতি লা'নত করতেন।

৭৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ .

৭৬২ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে) কুনূত ফজর ও মাগরিবের সালাতে পড়া হত।

৭৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَعِيمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى ابْنِ خَلَادٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نَصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَذِرُونَهَا إِلَيْهِمْ يَكْتُبُهَا أُولَ .

[৭৬৩] আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....রিফা'আ ইব্ন রাফি' যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا' বললেন, তখন পিছন থেকে এক সাহাবী 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বললেন, তখন পিছন থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন তিনি বললেন : আমি দেখলাম ত্রিশ জনের বেশী ফিরিশতা এর সাওয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।

৫৮. . بَابُ أَطْعَامِنِيَّةٍ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ

৫৮. অনুচ্ছেদ : রুকু' থেকে মাথা উঠানোর পর স্থির হওয়া। আবু হুমাইদ (র.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ উঠে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যে, মেরুদন্ডের হাড় যথাস্থানে ফিরে আসতো।

[৭৬৪] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسُ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ .

[৭৬৪] আবুল ওয়ালীদ (র.).....সাবিত (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) আমাদেরকে নবী ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করে দেখালেন। তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন (এতক্ষণ) দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আমরা মনে করলাম, তিনি (সিজ্জাদর কথা) ভুলে গেছেন।

[৭৬৫] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ لَيْلَى عَنْ الثَّبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

[৭৬৫] আবুল ওয়ালীদ (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর রুকু' ও সিজ্জাদা এবং তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন, এবং দু' সিজ্জাদার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হত।

[৭৬৬] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتٍ صَلَاةٍ فَقَامَ فَأَمَكَّنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمَكَّنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَبَ هَنِيئَةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بَرِيدٍ وَكَانَ أَبُو بَرِيدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الْآخِرَةِ اسْتَوَى قَائِدًا ثُمَّ نَهَضَ .

৭৬৬ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....আবু ক্বিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা.) নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল তা আমাদের দেখালেন। তারপর রুকু'তে গেলেন এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু' আদায় করলেন; তারপর তাঁর মাথা উঠালেন এবং কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে আমাদের এই শায়খ আবু বুরাইদ (র.)-এর ন্যায় সালাত আদায় করলেন। আর আবু বুরাইদ (র.) দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসতেন, তারপর দাঁড়াতেন।

৫২০. **بَابُ يَهُوَىٰ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ**

৫২০. অনুচ্ছেদ : সিজ্দায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতে বলতে নত হওয়া। নafi' (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) সিজ্দায় যাওয়ার সময় হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।

৭৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنُ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يُكْبِرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكْبِرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَرُكِعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهُوَى سَاجِدًا ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا قُرْبُكُمْ شَبْهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ، قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُوا لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَانِهِمْ ، فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِتْرًا كَسْنِي يَوْسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ .

৭৬৭ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু বকর ইব্ন আবদুর রাহমান (র.) ও আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা.) রামাযান মাসের সালাত বা অন্য কোন সময়ের সালাত ফরয হোক বা অন্য কোন সালাত হোক, দাঁড়িয়ে শুরু করার সময় তাক্বীর বলতেন, আবার রুকু'তে যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন। তারপর (রুকু' থেকে উঠার সময়) 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন, সিজ্দায় যাওয়ার পূর্বে 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলতেন। তারপর সিজ্দার জন্য অবনত হওয়ার সময়

আল্লাহ্ আকবার বলতেন। আবার সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাক্বীর বলতেন। এরপর (দ্বিতীয়) সিজদায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাক্বীর বলতেন। দু'রাকাআত আদায় করে দাঁড়ানোর সময় আবার তাক্বীর বলতেন। সালাত শেষ করা পর্যন্ত প্রতি রাকা-আতে এইরূপ করতেন। সালাত শেষে তিনি বলতেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! তোমাদের মধ্য থেকে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী ﷺ-এর সালাত এরূপই ছিল। উভয় বর্ণনাকারী (আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ও আবু সালামা (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলতেন। আর কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। দু'আয় তিনি বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ, সালামা ইবন হিশাম, আইয়্যাস ইবন আবু রাবী'আ (রা.) এবং অপরাপর দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন। ইয়া আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করুন, ইউসুফ (আ)-এর যুগে যেমন খাদ্য সংকট ছিল তাদের জন্যও অনুরূপ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে দিন। (রাবী বলেন) এ যুগে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী মুদার গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ-এর বিরোধী ছিল।

৭৮৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، وَرَبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَحُجِّشَ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَخَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَاقَاعِدٍ وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظْتُ كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَحُجِّشَ سَاقَهُ الْأَيْمَنِ .

৭৬৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে যান। কোন কোন সময় সুফিয়ান (র.) হাদীস বর্ণনা করার সময় 'من فرس' শব্দের স্থলে 'عن فرس' শব্দ বলতেন। ফলে তাঁর ডান পাঁজর আহত হয়ে পড়ে। আমরা তাঁর আশ্রয় করার জন্য সেখানে গেলাম। এ সময় সালাতের ওয়াক্ত হল। তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আমরাও বসেই আদায় করলাম। সুফিয়ান (র.) আর একবার বলেছেন, আমরা বসে সালাত আদায় করলাম। সালাতের পর নবী ﷺ বললেন : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে ইক্তিদা করার জন্য। তিনি যখন তাক্বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্বীর বলবে, তিনি যখন রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। তিনি যখন রুকু' থেকে উঠেন তখন তোমরাও উঠবে, তিনি যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

হুদ ব বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। তিনি যখন সিজ্দা করেন, তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। সুফিয়ান (র.) বলেন, মা'মারও কি এরূপ বর্ণনা করেছেন? (আলী (র.) বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। সুফিয়ান (র.) বলেন, তিনি ঠিকই স্বরণ রেখেছেন, এরূপই যুহরী (র.) ' رَكَعُ الْحَمْد ' বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, (যুহরীর কাছ থেকে) ডান পাজর যখম হওয়ার কথা মুখস্থ করেছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলাম, তখন ইব্ন জুরায়জ (র.) বললেন, আমিও তাঁর কাছে ছিলাম। (তিনি বলেছেন,) নবী ﷺ -এর ডান পায়ের নল যখম হয়েছিল।

৫২০. بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

৫২০. অনুচ্ছেদ : সিজ্দার ফযীলত।

۷۶۹ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعِ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعِ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعِ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوها فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُودُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمْتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ أَلَلَّهُمْ سَلَّمَ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوقَى بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حِمِيلِ السَّيْلِ ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُوَ

أَخْرَأَ أَهْلَ النَّارِ دُخُولَ الْجَنَّةِ مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ قَبْلَ النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبْنِي رِيحَهَا وَأَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا، فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَاذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى الْجَنَّةَ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَقْدِمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَاذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النُّضْرَةِ وَالسَّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ وَيَحْكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنِّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَوْلَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ .

৭৬৯ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব ? তিনি বললেনঃ মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে ? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেনঃ নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র এ উম্মাহ্, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাঁদের মাঝে এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন : “আমি তোমাদের রব।” তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা

এখানেই থাকব। আর তার যখন শুভাগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন, “আমি তোমাদের রব।” তারা বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে : ‘اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ وَسَلِّمْ’ (আল্লাহ্‌মা সাল্লিম সাল্লিম) ইয়া আল্লাহ্‌, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ ? তারা বলবে, হাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ পাক রাহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফিরিশ্তাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফিরিশ্তাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই ধ্বংস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর ‘আবে-হায়াত’ ঢেলে দেওয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না ত ? সে বলবে, না, আপনার ইয়্যতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ্‌ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। এরপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপক্লপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সে চূপ করে থাকবে। তারপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরবার কাছে পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি ? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ্‌ তাতক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পুরন করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে না, আপনার ইয়্যতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী

১. সা'দান চতুর্পাশ্বে কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার গাছ, মরু অঞ্চলে জন্মে, যার কাঁটাগুলো বাঁকা হয়ে থাকে। এগুলো উটের খাদ্য।

অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরযায় পৌঁছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য্য ও তার আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সে চূপ করে থাকবে। এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন : হে আদম সন্তান, কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ্ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাংখা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন : এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্বরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : এ সবই তোমার, এ সাথে আরো সমপরিমাণ (তোমাকে দেওয়া হল)। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) আবু হুরায়রা (রা.)কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হল)। আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুধু এ কথাটি স্বরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবু সাঈদ (রা.) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।

৫২১. بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيَجَافِي فِي السُّجُودِ

৫২১. অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় দু' বাহু পার্শ্ব দেশ থেকে পৃথক রাখা।

৭৭০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ هُرْمَزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيَّةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ .

৭৭০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন মালিক (র.) যিনি ইবন বুহাইনা (রা.) তাঁর থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এরূপ করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। লাইস (র.) বলেন, জা'ফর ইবন রাবী'আ (র.) আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫২২. بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَ أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৫২২. অনুচ্ছেদ : সালাতে উভয় পায়ের আগুল কিবলামুখী রাখা। আবু হুমাইদ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫২৩. بَابُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ السُّجُودُ

৫২৩. অনুচ্ছেদ : পূর্ণভাবে সিজ্দা না করলে ।

৭৭১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يَتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৭১ সালত ইবন মুহাম্মদ (র.).....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকু' ও সিজ্দা পূর্ণরূপে আদায় করছে না। সে যখন তার সালাত শেষ করল, তখন হুযায়ফা (রা.) তাকে বললেন, তুমি তো সালাত আদায় করনি। আবু ওয়াইল (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছিলেন যে, এভাবে সালাত আদায় করে তুমি যদি মারা যাও, তা হলে মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা থেকে বিচ্যুত হয়ে মারা যাবে।

৫২৪. بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ

৫২৪. অনুচ্ছেদ : সাত অঙ্গ দ্বারা সিজ্দা করা ।

৭৭২ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ .

৭৭২ কাবীসা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল, দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পা।

৭৭৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ وَلَا نَكْفُ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا .

৭৭৩ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমরা সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি।

৭৭৪ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَطَمِيِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كُذُوبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ .

৭৭৪ আদম (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম। তিনি ‘سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ’ বলার পর যতক্ষণ না কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ সিজ্জাদার জন্য পিঠ ঝুঁকাত না।

৫২৫. بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ : নাক দ্বারা সিজ্জাদা করা।

৭৭৫ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتُ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ .

৭৭৫ মু'য়াল্লা ইব্ন আসাদ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্জাদা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় না গুটাই।

৫২৬. بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ فِي الطَّيْنِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ : নাক দ্বারা কাদামাটির উপর সিজ্জাদা করা।

৭৭৬ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشَرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيئًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِيتُهَا وَإِنِّي فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي وَثْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طَيْنٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَرْعَةٌ فَأَمْطَرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّيْنِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ .

৭৭৬ মুসা (র.).....আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদের সঙ্গে খেজুর বাগানে চলুন, (হাদীস সংক্রান্ত) আলাপ আলোচনা করব। তিনি বেরিয়ে আসলেন। আবু সালামা (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, 'লাইলাতুল কাদর' সম্পর্কে নবী করীম ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযানের প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করলাম। জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ই'তিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করলাম। পুনরায় জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর রামাযানের বিশ তারিখ সকালে নবী করীম ﷺ খুত্বা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, যারা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছেন, তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ই'তিকাফ করেন) কেননা, আমাকে স্বপ্নে 'লাইলাতুল কাদর' অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোন এক বেজোড় তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজ্দা করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মেঘ) দেখিনি, এক খন্ড হালকা মেঘ আসল এবং আমাদের উপর (বৃষ্টি) বর্ষিত হল। নবী করীম ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।

৫২৭. بَابُ عَقْدِ الثَّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَتَكَشَّفَ عَوْرَتُهُ

৫২৭. অনুচ্ছেদ : কাপড়ে গিরা লাগানো ও তা বেঁধে নেওয়া এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় কাপড় জড়িয়ে নেওয়া।

৭৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِبُوا أَرْهَمَهُ مِنَ الصَّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

৭৭৭ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু ইয়ার বা লুঙ্গী ছোট হওয়ার কারণে তা গলার সাথে বেঁধে নিতেন। আর মহিলাগণকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তোমরা সিজ্দা থেকে মাথা উঠাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষগণ ঠিকমত না বসবে।

৫২৮. بَابُ لَا يَكْفُ شَعْرًا

৫২৮. অনুচ্ছেদ : (সালাতের মধ্যে মাথার) চুল একত্র করবে না।

۷۷۸ حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَلَا يُكْفَ ثَوْبُهُ وَلَا شَعْرُهُ .

৭৭৮ আবু নু'মান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজ্দা করতে এবং সালাতের মধ্যে চুল একত্র না করতে এবং কাপড় টেনে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

৫২৭. بَابُ لَا يُكْفُ ثَوْبُهُ فِي الصَّلَاةِ

৫২৭. অনুচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে কাপড় টেনে না ধরা।

۷۷۹ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا .

৭৭৯ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমি সাত অঙ্গে সিজ্দা করার, সালাতের মধ্যে চুল একত্র না করার এবং কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

৫৩০. بَابُ التَّسْبِيحِ وَالِدُعَاءِ فِي السُّجُودِ

৫৩০. অনুচ্ছেদ : সিজ্দায় তাসবীহ ও দু'আ পাঠ।

۷۸۰ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَتَّصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَشْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

৭৮০ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর রুকু' ও সিজ্দায় অধিক পরিমাণে 'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي' "হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন" পাঠ করতেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন।^১

১. এর দ্বারা সূরা নাসর-এর ৩ নং আয়াত " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا " (আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবাকবুলকারী) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫২১. بَابُ الْمُكْتَبَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ

৫৩৯. অনুচ্ছেদ : দু' সিজ্দার মধ্যে অপেক্ষা করা ।

৭৮১ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ
 أَلَا أَنْبِئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينَ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ
 هُنَيْئَةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيْئَةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو ابْنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا
 لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى
 أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنِ
 أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمَرْكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৭৮১ আবু নুমান (র.).....আবু কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত যে, মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) তাঁর
 সাথীদের বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করব না ? (রাবী)
 আবু কিলাবা (র.) বলেন, এ ছিল সালাতের সময় ছাড়া অন্য সময়। তারপর তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন,
 তারপর রুকু' করলেন, এবং তাকবীর বলে মাথা উঠালেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর
 সিজ্দায় গেলেন এবং সিজ্দা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসে পুনরায় সিজ্দা করলেন। তারপর মাথা
 উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ শায়খ আমর ইব্ন সালিমার সালাতের মত
 সালাত আদায় করলেন। আইয়ুব (র.) বলেন, আমার ইব্ন সালিমা (র.) এমন কিছু করতেন যা অন্যদের
 করতে দেখিনি। তা হল তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাতাতে বসতেন। মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.)
 বর্ণনা করেন, নবী ﷺ-এর নিকট এসে কিছু দিন অবস্থান করলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা
 তোমাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর অমুক সালাত অমুক সময়, অমুক সালাত অমুক
 সময় আদায় করবে। সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি
 ইমামতী করবে।

৭৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعَرٌ
 عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ
 السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৮২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র.).....বারাআ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ
 -এর সিজ্দা ও রুকু' এবং দু' সিজ্দার মধ্যে বসা প্রায় সমান হতো।

৭৮৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَا

أَلَوْأَنَّ أَصْلِي بِكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسُ يُصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمُ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ .

৭৮৩ সুলাইমান ইব্ন হারব্ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে যে ভাবে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, কম বেশী না করে আমি তোমাদের সে ভাবেই সালাত আদায় করে দেখাব। সাবিত (র.) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এমন কিছু করতেন যা তোমাদের করতে দেখিন। তিনি রুকু' হতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলত, তিনি (সিজদার কথা) ভুলে গেছেন।

৫২২. بَابُ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعِيهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِيهِمَا

৫৩২. অনুচ্ছেদ : সিজদায় কনুই বিছিয়ে না দেওয়া। আবু হুমাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ সিজদা করেছেন এবং তাঁর দু' হাত রেখেছেন, কিন্তু বিছিয়েও দেননি আবার তা গুটিয়েও রাখেন নি।

৭৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْتَدَلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ .

৭৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : সিজদায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু' হাত বিছিয়ে না দেয় যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়।

৫২৩. بَابُ مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وَثَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

৫৩৩. অনুচ্ছেদ : সালাতের বেজোড় রাকাআতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো।

৭৮৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وَثَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا .

৭৮৫ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ (র.).....মালিক ইব্ন হুয়াইরিস লাইসী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর সালাতের বেজোড় রাকাআতে (সিজদা থেকে) উঠে না বসে দাঁড়াতেন না।

৫২৬. بَابُ كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَةِ

৫৩৫. অনুচ্ছেদ : রাকাআত শেষে কিভাবে জমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে।

৭৮৬ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لِأُصَلِّيَ بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجْدَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ .

৭৮৬ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র.).....আবু কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) এসে আমাদের এ মসজিদে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। এখন আমার সালাত আদায়ের কোন ইচ্ছা ছিল না, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে ভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। আইয়ুব (র.) বলেন, আমি আবু কিলাবা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর (মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.)-এর সালাত কিরূপ ছিল? তিনি (আবু কিলাবা (র.) বলেন, আমাদের এ শায়খ অর্থাৎ আমর ইব্ন সালিমা (রা.)-এর সালাতের মত। আইয়ুব (র.) বললেন, শায়খ তাক্বীর পূর্ণ বলতেন এবং যখন দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন, তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

৫২৭. بَابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السُّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

৫৩৬. অনুচ্ছেদ : দু' সিজ্দার শেষে উঠার সময় তাক্বীর বলবে। ইব্ন যুবাযর (রা.) উঠার সময় তাক্বীর বলতেন।

৭৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ وَقَالَ مُكَذًّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

৭৮৭ ইয়াহুইয়া ইব্ন সালিহ (র.).....সায়ীদ ইব্ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবু সায়ীদ (রা.) সালাতে আমাদের ইমামতী করেন। তিনি প্রথম সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময়, দ্বিতীয় সিজ্দা করার সময়, দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু' রাকাআত শেষে

(তাশাহুদের বৈঠকের পর) দাঁড়ানোর সময় স্বশব্দে তাক্বীর বলেন। তিনি বলেন, আমি এভাবেই নবী ﷺ -কে (সালাত আদায় করতে) দেখেছি।

৭৮৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطْرِفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةَ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَا عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ صَلَّيْنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ . قَالَ لَقَدْ ذَكَّرْنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৮৮ সুলাইমান ইব্ন হার্ব (র.)..মুতাররিফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও ইমরান (রা.) একবার আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.)-এর পিছনে সালাত আদায় করি। তিনি সিজদা করার সময় তাক্বীর বলেছেন। উঠার সময় তাক্বীর বলেন এবং দু' রাকাআত শেষে দাঁড়ানোর সময় তাক্বীর বলেছেন। সালাম ফিরানোর পর ইমরান (র.) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি তো (আলী) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ -এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিলেন।

৫৩৬. ۵۳۶. بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جَلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فِقْهَةً
৫৩৬. অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে বসার পদ্ধতি। উম্মু দারদা (রা.) তাঁর সালাতে পুরুষের মত বসতেন, তিনি ছিলেন দীন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী।

৭৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَفَنَهَانِي عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَنْتَنِي الْيُسْرَى فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ رَجُلِي لَا تَحْمِلَانِي .

৭৮৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.)কে সালাতে আসন পিড়ি করে বসতে দেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমিও সেরূপ করলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) আমাকে নিষেধ করলেন এবং তিনি বললেন, সালাতে (বসার) সুন্নাত তরীকা হল তুমি ডান পা খাড়া করবে এবং বাঁ পা বিছিয়ে রাখবে। তখন আমি বললাম, আপনি এরূপ করেন ? তিনি বললেন, আমার দু' পা আমার ভার বহণ করতে পারে না।

৭৯০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْطَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْطَةَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَقُودَ كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرَشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكُوعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكُوعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخَرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَّارٍ .

৭৯০ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর এবং লায়স (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর একদল সাহাবীর সঙ্গে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আবু হুমাইদ সায়ীদী (রা.) বলেন, আমিই তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে বেশী স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি (সালাত শুরু করার সময়) তিনি তাকবীর বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকু' করতেন তখন দু'হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। তারপর রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যাতে মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর যখন সিজদা করতেন তখন দু'হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এবং তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলীর মাথা কেবলামুখী করে দিতেন। যখন দু'রাকাতের পর বসতেন তখন বাঁ পা-এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকাতাতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতনের উপর বসতেন।

লায়স (র.).....ইব্ন আতা (র.) থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আবু সালিহ (র.) লায়স (র.) থেকে 'كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ' বলেছেন। আর ইব্ন মুবারক (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.) থেকে শুধু 'كُلُّ فَقَّارٍ' বর্ণনা করেছেন।

৫২৭. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُدَ الْأَوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرُّكُوعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

৫৩৭. অনুচ্ছেদ : যারা প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। কেননা, নবী ﷺ দু'রাকাত শেষে (তাশাহুদ না পড়ে) দাঁড়ালেন এবং আর (বসার জন্য) ফেরেন নি।

৭৭১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رِبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنْوَةَ وَهُوَ حَلْفُ لِبْنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৭৭১ আবুল ইয়ামান (র.)....বনু আবদুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাস এবং রাবী কোন সময়ে বলেছেন রাবীয়া ইবন হারিসের আযাদকৃত দাস, আবদুর রাহমান ইবন হুরমুয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বনু আবদ মানাফের বন্ধু গোত্র আযদ শানআর লোক আবদুল্লাহ ইবন বুহাইনা (রা.) যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী-গণের অন্যতম। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথম দু'রাকাআত পড়ার পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুকতাদীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ ভাবে সালাতের শেষভাগে মুকতাদীগণ সালামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু নবী ﷺ বসাবস্থায় তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'বার সিজ্দা করলেন, পরে সালাম ফিরালেন।

৫২৮. بَابُ التَّشْهَدِ فِي الْأُولَى

৫৩৮. অনুচ্ছেদ : প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা।

৭৭২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

৭৭২ কুতাইবা ইবন সাযীদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রা.) যিনি ইবন বুহাইনা, তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। দু'রাকাআত পড়ার পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন অথচ তাঁর বসা জরুরী ছিল। তারপর সালাতের শেষভাগে বসে তিনি দু'টো সিজ্দা করলেন।

৫৩৭. بَابُ التَّشْهَدِ فِي الْآخِرَةِ

৫৬৭. অনুচ্ছেদ : শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।

৭৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ

النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَأَتَفَتِ الْيَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

৭৯৩ আবু নু'আইম (র.)..... শাকীক ইবন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা.) বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা বলতাম, “আসসালামু আলা জিব্রীল ওয়া মিকাইল এবং আসসালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আল্লাহ্ নিজেই তো সালাম, তাই যখন তোমরা কেউ সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে—^১التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ কেননা, যখন তোমরা এ বলবে তখন আসমান ও যমীনের আল্লাহর সকল নেক বান্দার কাছে পৌঁছে যাবে। এর সঙ্গে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ২ ও পড়বে।

৫৪. .بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

৫৪০. অনুচ্ছেদ : সালামের পূর্বে দু'আ।

৭৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْمَائِمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيزُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرُّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ سَمِعْتُ خَلْفَ بَنٍ عَامِرٍ يَقُولُ فِي الْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِ لَيْسَ بَيْنَمَا فَرَقُ وَهُوَ وَاعِدُ أَحَدُهُمَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْآخَرُ الدَّجَالُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيزُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ .

১. (তাশাহুদেদের অর্থঃ সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য।) হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক।

২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৭৯৪ আবুল ইয়ামান (র.).....উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে এ বলে দু'আ করতেন **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ** “কবরের আযাব থেকে, মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে ইয়া আল্লাহ্! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ্! শুনাহ্ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.) বলেন, খালফ ইব্ন আমির (র.)-কে বলতে আমি শুনেছি যে **مَسِيحٌ** ও **مَسِيحٌ** এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় শব্দই সমার্থবোধক তবে একজন হলেন ঈসা (আ.) এবং অপর ব্যক্তি হলো দাজ্জাল। যুহরী (র.) বলেছেন, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র.) আয়িশা (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাতে মধ্যে মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা থেকে (আল্লাহ্র নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

৭৯৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِمْنِي دُعَاءَ أَدْعُوهُ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

৭৯৫ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আবু বাকর সিদ্দীক (র.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি বলবে- **اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** “ইয়া আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৫৪১. **بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّسْبِيحِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ**

৫৪১. অনুচ্ছেদ : তাশাহুদদের পর যে দু'আটি বেছে নেওয়া হয়, অথচ তা ওয়াজিব নয়। حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولُوا

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قَوْلُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو .

[৭৯৬] মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাতে থাকতাম, তখন আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর প্রতি সালাম। সালাম অমুকের প্রতি, সালাম অমুকের প্রতি। এতে নবী ﷺ বললেন : আল্লাহর প্রতি সালাম, তোমরা একরূপ বল না। কারণ আল্লাহ নিজেই সালাম। বরং তোমরা বল-
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ণিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের প্রতি)। তোমরা যখন তা বলবে তখন আসমান বা আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার কাছে তা পৌছে যাবে। (এরপর বলবে) “أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ” আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।” তারপর যে দু’আ তার পসন্দ হয় তা সে বেছে নিবে এবং পড়বে।

৫৪২. بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَآثَفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ

৫৪২. অনুচ্ছেদ : সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত যিনি কপাল ও নাকের ধূলাবালি মোছেন নি। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আমি হুমায়দী (র.)-কে দেখেছি যে, সালাত শেষ হওয়ার আগে কপাল না মুছার ব্যাপারে এ হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করতেন।

[৭৭৭] حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ .

[৭৯৭] মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....আবু সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সালীদ খুদরী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানি ও কাদার মধ্যে সিজ্দা করতে দেখেছি। এমন কি তাঁর (মুবারক) কপালে কাদামাটির চিহ্ন লেগে থাকতে দেখেছি।

৫৪৩. অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরান ।

৭৯৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضَى تَسْلِيمُهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ مُكَّهَ لِكَي يَنْفِذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ .

৭৯৮ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন, তখন সালাম শেষ হলেই মহিলাগণ দাঁড়িয়ে পড়তেন। তিনি ﷺ দাঁড়ানোর পূর্বে কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করতেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তাঁর এ অপেক্ষা এ কারণে যাতে মুসাল্লীগণ থেকে যে সব পুরুষ ফিরে যান তাদের পূর্বেই মহিলাগণ নিজ অবস্থানে পৌঁছে যান।

৫৪৬. بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ : ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে। ইব্ন উমর (রা.) ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদীগণের সালাম ফিরানো মুসতাহাব মনে করতেন।

৭৯৯ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِثْبَانَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .

৭৯৯ হিব্বান ইব্ন মুসা (র.).....ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সালাম ফিরান তখন আমরাও সালাম ফিরাই।

৫৪৫. بَابُ مَنْ لَمْ يَزِدْ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَاکْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

৫৪৫. অনুচ্ছেদ : যারা ইমামের সালামের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না এবং সালাতের সালামকেই যথেষ্ট মনে করেন।

৮০০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

الرَّبِيعِ وَذَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عَثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أَصْلَى لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى اتَّخَذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَادْنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ آيِنُ تُحِبُّ أَنْ أَصْلَى مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .

৮০০ আবদান (র.).....মাহমুদ ইব্ন রাবী' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, যে তাঁদের বাড়ীতে রাখা একটি বালতির (পানি নিয়ে) নবী ﷺ কুল্লি করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইত্বান ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) যিনি বনু সালিম গোত্রের একজন, তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি নবী ﷺ -এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে এবং আমার বাড়ী থেকে আমার কাওমের মসজিদ পর্যন্ত পানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক যায়গায় সালাত আদায় করবেন সে যায়গাটুকু আমি সালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিব। নবী ﷺ বললেন : ইনশা আল্লাহ, আমি তা করব। পরদিন রোদের তেজ বৃদ্ধি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা.) আমার বাড়ীতে এলেন। নবী ﷺ প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে দিলাম। তিনি না বসেই বললেন : তোমার ঘরের কোন স্থানে তুমি আমার সালাত আদায় পসন্দ কর? তিনি পসন্দ মত একটি জায়গা নবী ﷺ -কে সালাত আদায়ের জন্য ইশারা করে দেখালেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন, আমরাও তাঁর সালামের সময় সালাম ফিরলাম।

৫৪৬. بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ : সালামের পর যিক্র।

৮০১ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَتَصَرَّفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ .

৮০১ ইসহাক ইব্ন নাসর (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ

-এর সময় মুসল্লীগণ ফরয সালাত শেষ হলে উচ্চস্বরে যিক্র করতেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এক্রপ শুনে বুঝলাম, মুসল্লীগণ সালাত শেষ করে ফিরছেন।

৮০২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ كَانَ أَبُو مَعْبُدٍ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِيُّ وَأَسْمُهُ نَافِذٌ .

৮০২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাকবীর শুনে আমি বুঝতে পারতাম সালাত শেষ হয়েছে। আলী (রা.) বলেন, সুফিয়ান (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু মা'বাদ (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর আযাদকৃত দাসসমূহের মধ্যে অধিক সত্যবাদী দাস ছিলেন। আলী (র.) বলেন, তার নাম ছিল নাফিয।

৮০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَمْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْأَمْوَالِ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مِنْ سَبَقِكُمْ وَلَمْ يَدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تَسْبِيحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتَكْبِيرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَأَخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمْ كَلِمَةٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ .

৮০৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দরিদ্রলোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তির তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন, তাঁরা আমাদের মত সালাত আদায় করছেন আমাদের মত সিয়াম পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হজ্জ, উমরা, জিহাদ ও সাদাকা করার মর্যাদাও লাভ করছেন। এ শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চাইতে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে, তাদের সমপর্যায়ে পৌছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু অকবার) পাঠ করবে। (এ বিষয়টি নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ পড়ব। তেত্রিশ বার তাহমীদ আর চৌত্রিশ বার তাকবীর পড়ব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, বলাবল বলবে, يَا تَعَالَى اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

৪০৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمَلَى عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَنَعَ لِمَا أُعْطِيَتْ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَتْ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ الْمَلِكُ بِهَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَنْ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَادٍ بِهَذَا الْجَدُّ غَنَى .

৮০৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.)-এর কাতিব ওয়াহরাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) আমাকে দিয়ে মু'আবিয়া (রা.)-কে (এ মর্মে) একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , اللَّهُمَّ لَا مَنَعَ لِمَا أُعْطِيَتْ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَتْ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ “এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। ইয়া আল্লাহ্! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার কাছে (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।” শু'বা (র.) আবদুল মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বলেছেন, আপনার কাছে (সৎ কাজ ছাড়া) এবং হাসান (র.) বলেন, ‘جد’ অর্থ সম্পদ এবং শু'বা (র.).....ওয়াহরাদ (র.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৪৭. بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ النَّاسُ إِذَا سَلَّمَ

৫৪৭. অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীগণের দিকে ফিরবেন।

৪০৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

৮০৫ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....সামুরা ইব্ন জুনদব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরতেন।

৪০৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ .

৮০৬ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র.).....যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর হৃদয়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন : তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কি বলেছেন ? তাঁরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহর করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়েছে।

৮০৭ আবদুল্লাহ্ ইবন মুনীর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি আমাদের সামনে বের হয়ে এলেন। সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ তোমরা যেন সালাতে রত থাকবে।

৮০৭ আবদুল্লাহ্ ইবন মুনীর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি আমাদের সামনে বের হয়ে এলেন। সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ তোমরা যেন সালাতে রত থাকবে।

৫৪৮. ۵۴۸. بَابُ مَكَثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَاةٍ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَالَ لَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةُ وَقَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَنْطَوُّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحْ

৫৪৮. অনুচ্ছেদ : সালামের পরে ইমামের মুসাল্লায় বসে থাকা। নাবি' (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.) যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরয সালাত আদায় করতেন সেখানে দাঁড়িয়ে অন্য সালাত আদায় করতেন। এরূপ কাসিম (র.) আমল করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু' হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, ইমাম তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করবেন। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) এ হাদীসটি মারফু' হিসেবে রিওয়ায়েত করা ঠিক নয়।

৮০৮

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمُكُّهُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمَ لِكَيْ يَنْقُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بَيْتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمُقْدَادِ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ الْفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮০৮ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সালাম ফিরানোর পর নিজ যায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বসে থাকার কারণ আমার মনে হয় সালাতের পর মহিলাগণ যাতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। তবে আল্লাহই তা অধিক জ্ঞাত। ইব্ন আবু মারইয়াম (র.).....হিন্দ বিনত হারিস ফিরাসিয়াহ (রা.) যিনি উম্মে সালামা (রা.)-এর বান্ধবী তাঁর সূত্রে নবী পত্নী উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরাতেন, তারপর মহিলাগণ ফিরে গিয়ে তাঁদের ঘরে প্রবেশ করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফিরবার আগেই। ইব্ন ওহাব (র.) ইউনুস (র.) সূত্রে শিহাব (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন এবং উসমান ইব্ন উমর (র.) বলেন, আমাকে ইউনুস (র.) যুহরী (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আর যুবাইদী (র.) বলেন, আমাকে যুহরী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, হিন্দ বিনত হারিস কুরাশিয়াহ (রা.) তাকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মা'বাদ ইব্ন মিকদাদ (র.)-এর স্ত্রী। আর মা'বাদ বনু যুহরার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি (হিন্দ) নবী ﷺ -এর সহধর্মিনীগণের নিকট যাতায়াত করতেন। শু'আইব (র.) যুহরী (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ কুরাশিয়াহ (র.) বর্ণনা করেছেন। আর ইব্ন আবু আতীক (র.) যুহরী (র.) সূত্রে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাইস (র.) ইয়াহুয়া ইব্ন সায়ীদ (র.) সূত্রে ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের এক মহিলা তাঁকে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৫৬৭. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

৫৪৯. অনুচ্ছেদ : মুসল্লীদের নিয়ে সালাত আদায়ের পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়লে তাদের ডিসিয়ে যাওয়া।

৮০৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّ عِثْدَنَا فَكْرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

৮০৯ মুহাম্মদ ইবন উবাইদ (র.).....উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায নবী ﷺ-এর পিছনে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যান এবং মুসল্লীগণকে ডিসিয়ে তাঁর সহধর্মিনীগণের কোন একজনের কক্ষ গেলেন। তাঁর এই দ্রুততায় মুসল্লীগণ ঘাবড়িয়ে গেলেন। নবী ﷺ তাঁদের কাছে ফিরে এলেন এবং দেখলেন যে, তাঁর দ্রুততার কারণে তাঁরা বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি বললেন : আমাদের কাছে রক্ষিত কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। তা আমার প্রতিবন্ধক হোক, তা আমি পসন্দ করি না। তাই তা বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে দিলাম।

৫৫০. بَابُ الْإِنْفِتَالِ وَالْإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ يَعْبُدُ الْإِنْفِتَالِ عَنِ يَمِينِهِ

৫৫০. অনুচ্ছেদ : সালাত শেষে ডান ও বাঁ দিকে ফিরে যাওয়া। আনাস ইবন মালিক (রা.) কখনো ডান দিকে এবং কখনো বাঁ দিকে ফিরে যেতেন। নির্দিষ্ট করে ডান দিকে ফিরে যাওয়া দোষগীয মনে করতেন।

৮১০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنْ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ .

৮১০ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার সালাতের কোন কিছু শায়তানের জন্য না করে। তা হল, শুধুমাত্র ডান দিকে ফিরানো জরুরী মনে করা। আমি নবী ﷺ-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি।

৫৫১. **بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْمِ النَّبِيُّ وَالْبَصَلِ وَالْكَرَاتِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ أَكَلَ التَّوْمَ أَوْ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا**

৫৫১. অনুচ্ছেদ : কাচা রসুন, পিয়াজ, ও দুর্গন্ধযুক্ত মশলা বা তরকারী। নবী ﷺ-এর বাণীঃ ক্ষুধা বা অন্য কোন কারণে কেউ যেন রসুন বা পিয়াজ খেয়ে অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

৪১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ التَّوْمَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نَيْتُهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا نَيْتُهُ .

৮১১ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি এ জাতীয় গাছ থেকে খায়, তিনি এ দ্বারা রসুন বুঝিয়েছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। (রাবী আতা (র.) বলেন) আমি জাবির (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ-এর দ্বারা কি বুঝিয়েছেন (জাবির (রা.)) বলেন, আমার ধারণা যে, নবী ﷺ-এর দ্বারা কাঁচা রসুন বুঝিয়েছেন এবং মাখলাদ ইবন ইয়াযীদ (র.) ইবন জুরায়জ (র.) থেকে দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

৪১২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي التَّوْمَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا .

৮১২ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ কাচা রসুন ভক্ষণ করবে সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

৪১৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ تَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بَقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأَخْبَرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبَقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا سَأَهُ كَرِهَ أَكْلَهَا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي أَنَا جِئْتُ مِنْ لَا تُنَاجِي وَقَالَ أَحَدُ بَنِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَتَى بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقَدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ .

৮১৩ সাযীদ ইব্ন উফাইর (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খায় সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে আর নিজ ঘরে বসে থাকে। (উক্ত সনদে আরো বর্ণিত আছে যে,) নবী ﷺ -এর কাছে একটি পাত্র যার মধ্যে শাক-সজী ছিল আনা হলো। নবী ﷺ -এর গন্ধ পেলেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাকে সে পাত্রে রক্ষিত শাক-সজী সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন একজন সাহাবী (আবু আইয়ূব (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাঁর কাছে এগুলো পেঁছিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা খেতে অপসন্দ মনে করলেন, এ দেখে নবী ﷺ বললেনঃ তুমি খাও। আমি যার সাথে গোপনে আলাপ করি তাঁর সাথে তুমি আলাপ কর না (ফিরিশ্তার সাথে আমার আলাপ হয় তাঁরা দুর্গন্ধকে অপসন্দ করেন) আহ্মাদ ইব্ন সালিহ (র.) ইব্ন ওয়াহাব (র.) থেকে বলেছেন, 'أَتَى بَدْرُ' ইব্ন ওয়াহাব-এর অর্থ বলেছেন, খাঞ্চা যার মধ্যে শাক-সজী ছিল। আর লায়স ও আবু সাফওয়ান (র.) ইউনুস (র.) থেকে রিওয়ায়াত বর্ণনায় 'فَذَرِ' এর বর্ণনা উল্লেখ করেন নি। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) 'فَذَرِ' এর বর্ণনা যুহরী (র.)-এর উক্তি, না হাদীসের অংশ তা আমি বলতে পারছি না।

৮১৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّوْمِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبُنَا وَلَا يُصَلِّينَ مَعَنَا .

৮১৪ আবু মা'মার (র.).....আবদুল আযীয (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নবী ﷺ -কে রসুন খাওয়া সম্পর্কে কি বলতে শুনেছেন ? তখন আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ জাতীয় গাছ থেকে খায় সে যেন, অবশ্যই আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে।

৫৫২. بَابُ وَضُوءِ الصَّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورُهُمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزِ وَصَفْوَتُهُمْ

৫৫২. অনুচ্ছেদ : শিশুদের উযু করা, কখন তাদের উপর গোসল ও পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব হয় এবং সালাতের জামা'আতে, দু'ঈদে এবং জানাযায় তাদের হাযির হওয়া এবং কাতারবন্দী হওয়া।

৮১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَثْبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفَّوْا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

৮১৫ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.).....শাবী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি নবী ﷺ এর সঙ্গে একটি পৃথক কবরের কাছে গেলেন। নবী ﷺ সেখানে লোকদের ইমামতি করেন। লোকজন কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আমর! কে আপনাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা.)।

১১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮১৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (মুসলমানের) গোসল করা কর্তব্য।

১১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مِثْمُونَةَ لَيْلَةٍ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنْ مَعْلَقٍ وَضَوًّا خَفِيفًا يَخْفِفُهُ عَمْرُو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَاتَّاهُ الثَّمَادِيُّ يَأْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرُو إِنْ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامَ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنْ رُؤِيَ الْإِنْبِيَاءُ وَحَىٰ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ .

৮১৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে আমার খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমূনা (রা.) এর কাছে রাত্র কাটলাম। সে রাতে নবী ﷺ -ও সেখানে নিদ্রা যান। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি উঠলেন এবং একটি বুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে হাল্কা উষ্ম করলেন। আমার (বর্ণনাকারী) এটাকে হাল্কা এবং অতি কম বুঝলেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি উঠে তাঁর মতই সর্থক্ষণ উষ্ম করলাম, এরপর এসে নবী ﷺ -এর বামপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডানপাশে করে দিলেন। এরপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা সালাত আদায় করলেন, এরপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়ায হতে লাগল, এরপর মুআযযীন এসে সালাতের কথা জানালে তিনি উঠে তাঁর সালাতের জন্য চলে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কিন্তু (নতুন) উষ্ম করলেন না। সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি আমার (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লোকজন বলে থাকেন, নবী ﷺ -এর চোখ নিদ্রায় যেত কিন্তু তাঁর কাল্ব (হৃদয়) জাগ্রত থাকত। আমার (র.) বললেন, উবাইদ ইবন উমাইর (র.)-

কে আমি বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই নবীগণের স্বপ্ন অহী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন **أَنَّى أَرَى فِي** (ইব্রাহীম (আ.), ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন) আমি স্বপ্নে দেখলাম,তোমাকে কুরবানী করছি.....(৩৭ঃ১০২)।

৪১৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّهُ مَلِيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَطْعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قَوْمُوا فَلَا صَلَیَ بِكُمْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَالِسٍ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْيَتِيمُ مَعِيَ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ .

৮১৮ ইসমায়ীল (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, ইসহাক (র.)-এর দাদী মুলাইকা (রা.) খাদ্য তৈরী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তিনি তার তৈরী খাবার খেলেন। এরপর তিনি বললেন : তোমরা উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস (রা.) বলেন, আমি একটি চাটাইয়ে দাঁড়ালাম যা অধিক ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি এতে পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন, আমার সঙ্গে একটি ইয়াতীম বাচ্চাও দাঁড়াল এবং বৃদ্ধা আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। আমাদের নিয়ে তিনি দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন।

৪১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْاِثْنَانِ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُتَكَّرْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ .

৮১৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করে অগ্রসর হলাম। তখন আমি প্রায় সাবালক। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় প্রাচীর ব্যতীত অন্য কিছু সামনে রেখে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি কোন এক কাতারের সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় নেমে পড়লাম এবং গাধাটিকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি কাতারে প্রবেশ করলাম। আমার এ কাজে কেউ আপত্তি করলেন না।

৪২০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عِيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَنْدٍ يُصَلِّيْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

৮২০ আবুল ইয়ামান ও আইয়াশ (রা.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। অবশেষে উমর (রা.) তাঁকে আহবান করে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে বললেনঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ এ সালাত আদায় করে না। (রাবী বলেন,) মদীনাবাসী ব্যতীত আর কেউ সে সময় সালাত আদায় করতেন না।

৪২১ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتُ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهِ يَعْنِي مَنْ صَغَرِهِ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهَوِّئُ بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبٍ بِلَالٍ ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالُ الْبَيْتِ .

৮২১ আমর ইবন আলী (রা.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কখনো ঈদের মাঠে গমন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গিয়েছি। তবে তাঁর কাছে আমার যে মর্যাদা ছিল তা না থাকলে আমি অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সেখানে যেতে পারতাম না। তিনি কাসীর ইবন সাল্তের বাড়ীর কাছে যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন (নামাযান্তে) পরে খুত্বা দিলেন। এরপর মহিলাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের ওয়ায ও নসীহত করেন। এবং তাদের সাদাকা করতে নির্দেশ দেন। ফলে মহিলারা তাঁদের হাতের আংটি খুলে বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। এরপর নবী করীম ﷺ ও বিলাল (রা.) বাড়ী চলে এলেন।

৫০৩. بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْفَلَاسِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ : রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া।

৪২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامِ النِّسَاءَ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِّيْ يَوْمَنْدٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ .

৮২২ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা.) তাঁকে আহবান করে বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন নবী করীম ﷺ বেরিয়ে এসে বললেন : এ সালাতের জন্য পৃথিবীতে অন্য কেউ অপেক্ষাকৃত নেই। সে সময় মদীনাবাসী ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করা হত না। মদীনাবাসীরা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের দৃশ্যমান লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইশার সালাত আদায় করতেন।

৮২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنْكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذْنُوا لَهُنَّ ، تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮২৩ উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের স্ত্রীগণ রাতে মসজিদে আসার জন্য তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তা হলে তাদের অনুমতি দিবে। শু'বা (র.).....ইবন উমর (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৮২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ ﷻ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ .

৮২৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....হিন্দ বিন্ত হারিস (র.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী সালামা (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, (তথায়) অবস্থান করতেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠতেন, তখন পুরুষগণও উঠে যেতেন।

৮২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِعَاتٍ بِمِرْوَاهِنَ مَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْفَلَسِ .

৮২৫ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ও আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী শরীফ (২) — ২১

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন মহিলাগণ চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরতেন। অন্ধকারের কারণে তখন তাঁদেরকে চিনা যেতো না।

৪২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَطُولَ فِيهَا فَاسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزْ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ .

৮২৬ মুহাম্মদ ইবন মিস্কীন (র.).....আবু কাতাদা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি সালাতে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করব বলে ইচ্ছা করি, এরপর শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করি এ আশংকায় যে, তার মায়ের কষ্ট হবে।

৪২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوْ مَنْعَنْ قَالَتْ نَعَمْ .

৮২৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, মহিলারা কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তা হলে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। (রাবী) ইয়াহুইয়া ইবন সায়ীদ (র.) বলেন, আমি আমরাহ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫৫৬. بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ : পুরুষগণের পিছনে মহিলাগণের সালাত।

৪২৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَتِ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ نَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ .

৮২৮ ইয়াহুইয়া ইবন কাযাআ' (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন, তখন মহিলাগণ তাঁর সালাম শেষ করার পর উঠে যেতেন। নবী করীম ﷺ দাঁড়ানোর আগে নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। রাবী (যুহরী (র.) বলেন, আমাদের

মনে হয়, তা এজন্য যে, অবশ্য আল্লাহ্ ভাল জানেন, যাতে মহিলাগণ চলে যেতে পারেন, পুরুষগণ তাদের যাওয়ার আগেই।

৪২৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيْنَةَ عَنْ إِسْحَقَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي أُمِّ سَلِيمٍ فَقُمْتُ وَبَيْتِي خَلْفَهُ وَأُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا .

৮২৯ আবু নু'আইম (র.).....আনাস (ইবন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উম্মে সুলাইম (রা.)-এর ঘরে সালাত আদায় করেন। আমি এবং একটি ইয়াতীম তাঁর পিছনে দাঁড়ালুম আর উম্মে সুলাইম (রা.) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।

৫৫০. بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাত শেষে মহিলাগণের দ্রুত চলে যাওয়া এবং মসজিদে তাদের অল্পক্ষণ অবস্থান করা।

৪৩০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِفُلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْفُلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا .

৮৩০ ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। এপর মু'মিনদের স্ত্রীগণ চলে যেতেন, অন্ধকারের জন্য তাদের চেনা যেত না অথবা বলেছেন, অন্ধকারের জন্য তাঁরা একে অপরকে চিনতেন না।

৫৫১. بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট মহিলার অনুমতি চাওয়া।

৪৩১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا .

৮৩১ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার) অনুমতি চায় তা হলে স্বামী যেন তাকে বাঁধা না দেয়।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় : জুমু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় : জুমু'আ

৫৫৮. بَابُ فَرَضِ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، فَسْعَوْا فَاْمُضُوا

৫৫৭. অনুচ্ছেদঃ জুমু'আ ফরয হওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ “যখন জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহর যিকরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।” ‘فَاسْعَوْا’ অর্থ ধাবিত হও।

৮২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيِّدَ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالْنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعَ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ .

৮৩২ আবু ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। পার্থক্য শুধু এই যে, তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের আগে। তারপর তাদের সে দিন যে দিন তাদের জন্য ইবাদত ফরয করা হয়েছিল তারা এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছে। কিন্তু সে বিষয়ে আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে লোকেরা আমাদের

পশ্চাতবর্তী। ইয়াহুদীদের (সম্মানিত দিন হল) আগামী কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের আগামী পরশু (রোববার)।

৫৫৮. **بَابُ فَضْلِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَلَأَ عَلَى الصَّبِيِّ شَهَادَةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ**

৫৫৮. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন গোসল করার ফযীলত। শিশু কিংবা মহিলাদের জুমু'আর দিনে (সালাতের জন্য) হাযির হওয়া কি প্রয়োজন?

৮৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ জুমু'আর সালাতে আসলে (তার আগে) সে যেন গোসল করে।

৮৩৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْحَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَدَاهُ عُمَرُ آيَةً سَاعَةً هَذِهِ قَالَ إِنِّي شَغِلْتُ فَلَمْ أَتُفَلِّحْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوَضُوءُ أَيُّضًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ .

৮৩৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) জুমু'আর দিন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় নবী করীম ﷺ-এর প্রথম যুগের একজন মুহাজির সাহাবী এলেন। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে বললেন, এখন সময় কত? তিনি বললেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘরে ফিরে আসতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেয়ে শুধু উযু করে নিলাম। উমর (রা.) বললেন, কেবল উযুই? অথচ আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের আদেশ দিতেন।

৮৩৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮৩৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু সাযীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য।

৫৫৭. بَابُ الطَّيِّبِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬৯. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার ।

৪২৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنْ وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الْإِسْتِثْنَانُ وَالطَّيِّبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يَسْمَعْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بَكِيرُ بْنُ الْأَشْعَثِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ .

৮৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আমর ইবন সুলাইম আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য। আর মিস্ওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে। আমর (ইবন সুলাইম) (র.) বলেন, গোসল সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তা কর্তব্য। কিন্তু মিস্ওয়াক ও সুগন্ধি কর্তব্য কিনা তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। তবে হাদীসে এরূপই আছে। আবু আবদুল্লাহ্ বুখারী (র.) বলেন, আবু বকর ইবন মুনকাদির (র.) হলেন মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র.)-এর ভাই। কিন্তু তিনি আবু বকর হিসাবেই পরিচিত নন। বুকাইর ইবন আশাজ্জ, সায়ীদ ইবন আবু হিলাল সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র.)-এর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবু বকর ও আবু আবদুল্লাহ্।

৫৬০. بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

৫৬০. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর ফযীলত ।

৪২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ .

৮৩৭ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন, একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন, একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুধা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুত্বা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফিরিশ্তাগণ যিক্র শোনার জন্য হাযির হয়ে থাকেন।

৪২৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عَمَرٌ لِمَ تَحْتَسِبُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩৮ আবু নু'আইম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, জুমু'আর দিন উমর ইবন খাত্তাব (রা.) খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন। উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালাতে সময় মত আসতে তোমরা কেন বাধাগ্রস্ত হও ? তিনি বললেন, আযান শোনার সাথে সাথেই তো আমি উযু করেছি। তখন উমর (রা.) বললেন, তোমরা কি নবী করীম ﷺ-কে এ কথা বলতে শোননি যে, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাতে রওয়ানা হয়, তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

৫৬১. بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬১. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর জন্য তৈল ব্যবহার।

৪২৯ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهِنُ مِنْ دَهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْأَمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى .

৮৩৯ আদম (র.).....সালমান ফারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তৈল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে এরপর বের হয় এবং দু' জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, তারপর তার নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুত্বা দেওয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৪৮০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصْبَحُوا مِنَ الطَّيِّبِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَا الْغُسْلُ فَتَعَمَّ وَأَمَا الطَّيِّبُ فَلَا أَدْرِي .

৪৮০ আবুল ইয়ামান (র.).....তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.) - কে বললাম, সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : জুম'আর দিন গোসল কর এবং মাথা ধুয়ে ফেল যদিও তোমরা জুনুবি না হয়ে থাক এবং সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, গোসল সম্পর্কে নির্দেশ ঠিকই আছে, কিন্তু সুগন্ধি সম্পর্কে আমার জানা নেই।

৪৮১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيْمَسُ طَيِّبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ .

৪৮১ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.).....তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন, জুম'আর দিন গোসল সংক্রান্ত নবী করীম ﷺ-এর বাণীর উল্লেখ করেন তখন আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ যখন পরিবারবর্গের সঙ্গে অবস্থান করতেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, আমি তা জানি না।

৫৬২. بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

৫৬২. অনুচ্ছেদ : যা আছে তার মধ্য থেকে উত্তম কাপড় পরিধান করবে।

৪৮২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سَيَرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَأَخْلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَسَوْنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَكْسُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا .

৪৮২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) মসজিদে নববীর দরজার নিকটে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী

করীম ﷺ কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি এটি আপনি খরীদ করতেন আর জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার কাছে প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোন অংশ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোষাক আসে, তখন তার এক জোড়া তিনি উমর (রা.)-কে প্রদান করেন। উমর (রা.) আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের (রেশম) পোষাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য প্রদান করিনি। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) তখন এটি মক্কায় তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে তখন মুশরিক ছিল।

৫৬৩. بَابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَنُّ

৫৬৩. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন মিস্ওয়াক করা। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মিস্ওয়াক করতেন।

৮৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنِ اشْتَقُّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ .

৮৪৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মাতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তা হলে প্রত্যেক সালাতের সাথে তাদের মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

৮৪৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَّابِ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ .

৮৪৪ আবু মা'মার (র.)..... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মিস্ওয়াক সম্পর্কে তোমাদের অনেক বলেছি।

৮৪৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَثُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوعُ فَاهُ .

৮৪৫ মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর (র.)..... হযাযিফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাতে সালাতের জন্য উঠতেন তখন দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

৫৬৬. بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسَوَاكِ غَيْرِهِ

৫৬৬. অনুচ্ছেদ : অন্যের মিস্ওয়াক দিয়ে মিস্ওয়াক করা।

www.bjilibrary.com

-এর মসজিদে জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হয় বাহরাইনে জুওয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদে।

۸۴۹ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رِذْيُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنَّ أَجْمَعَ وَرِذْيُ بْنُ عَامِلٍ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرِذْيُ بْنُ عَامِلٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

৮৪৯ বিশর ইবন মুহাম্মদ (র.)..ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। লাইস (ইবন সা'দ (রা.) আরো অতিরিক্ত বলেন, (পরবর্তী রাবী) ইউনুস (র.) বলেছেন, আমি একদিন ইবন শিহাব (র.)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে ছিলাম। তখন রুযাইক (ইবন হুকাইম (র.) ইবন শিহাব (র.)-এর নিকট লিখলেন, আপনি কি মনে করেন, আমি কি (এখানে) জুমু'আর সালাত আদায় করব? রুযাইক (র.) তখন সেখানে তাঁর জমির কৃষি কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। সেখানে একদল সুদানী ও অন্যান্য লোক বাস করত। রুযাইক (র.) সে সময় আইলা শহরের (আমীর) ছিলেন। ইবন শিহাব (র.) তাঁকে জুমু'আ কাযিম করার নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে শুনলাম। সালিম (র.) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম' এক জন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার বর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইবন উমর (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

১. 'ইমাম' শব্দ বলতে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ, যে কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক ও সালাতের ইমাম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৬৭. . بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّهُ
الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجَبُّ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

৫৬৭. অনুচ্ছেদ : মহিলা, বালক-বালিকা এবং অন্য যারা জুম্মা'আয় হাযির হয় না, তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন? ইবন উমর (রা.) বলেছেন, যাদের উপর জুম্মা'আর সালাত ওয়াজিব, শুধু তাদের গোসল করা প্রয়োজন।

৮৫০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৫০ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি জুম্মা'আর সালাতে আসবে সে যেন গোসল করে।”

৮৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮৫১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন : প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য জুম্মা'আর দিন গোসল করা কর্তব্য।

৮৫২ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي اخْتَفَوْا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَعَدَا لِلْيَهُودِ وَبَعَدَ غَدًا لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْتَسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا .

৮৫২ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষে। কিন্তু কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। তবে তাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদের তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারপর এই দিন (শুক্রবার নির্ধারণ) সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আল্লাহ আমাদের এ শুক্রবার সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। পরের দিন (শনিবার) ইয়াহুদীদের এবং তারপরের দিন (রোববার) নাসারাদের। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রত্যেক

মুসলিমের উপর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে। আবান ইবন সালিহ্ (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে যেন গোসল করে।

৮৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ائْتِنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ .

৮৫৩ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা মহিলাগণকে রাতে (সালাতের জন্য) মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিবে।

৮৫৪ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ، قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ، قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .

৮৫৪ ইউসুফ ইবন মুসা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.)-এর স্ত্রী (আতিকাহ্ বিনত যায়িদ) ফজর ও ইশার সালাতের জামাআতে মসজিদে হাযির হতেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কেন (সালাতের জন্য) বের হন ? অথচ আপনি জানেন যে, উমর (রা.) তা অপসন্দ করেন এবং মর্যাদা হানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তা হলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, উমর (রা.) স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না ? বলা হল, তাঁকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী : আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

৫৬৮. بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةُ فِي الْمَطَرِ

৫৬৮. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির কারণে জুম্মু আর সালাতে হাযির না হওয়ার অবকাশ।

৮৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ اسْتَتَكُرُوا ، قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْدَّخْصِ .

৮৫৫ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মুআযযিনকে এক বর্ষণমুখর দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' বলবে, তখন 'হাইয়া আলাস্

সালাহ্' বলবে না, বলবে, “সাললু ফী বুয়ুতিকুম”-তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে সালাত আদায় কর। তা লোকেরা অপসন্দ করল। তখন তিনি বললেন : আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে জরুরী। আমি অপসন্দ করি যে, তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলি।

৫৭৭. **بَابُ مَنْ آيَنَ تَوَاتَى الْجُمُعَةَ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزُ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَوَّلَ تَسْمَعُهُ وَكَانَ أَنَسُ بْنُ رَضِيٍّ ﷺ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجْمَعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجْمَعُ وَهُوَ بِالزَّوَايَةِ عَلَى فَرَسَيْنِ**

৫৬৯. অনুচ্ছেদ : কতদূর থেকে জুমু'আর সালাতে আসবে এবং জুমু'আ কার উপর ওয়া-জিব? কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, (তখন) আলাহুর যিকরের দিকে দৌড়িয়ে যাও। আতা (র.) বলেছেন, যখন তুমি কোন বড় শহরে বাস কর, জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হলে, তা তুমি গুনতে পাও বা না পাও, তোমাকে অবশ্যই জামা-আতে হাযির হতে হবে। আনাস (রা.) যখন (বসরা থেকে) দু' ফারসাখ (ছয় মাইল) দূরে অবস্থিত জাবিয়া নামক স্থানে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করতেন, তখন কখনো জুমু'আ পড়তেন, কখনো পড়তেন না।

১৫৬ **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَنَابَوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنْزِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لَيَوْمِكُمْ هَذَا .**

৮৫৬ আহমদ ইবন সালিহ (র.).....নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়ী ও উঁচু এলাকা থেকেও জুমু'আর সালাতের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধূলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমণ করতেন, তাই তারা ধূলি মলিন ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তাঁদের দেহ থেকে ঘাম বের হত। একদিন তাদের একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন। তখন নবী করীম ﷺ আমার নিকট ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে।

৫৭০. بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُذَكَّرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

৫৭০. অনুচ্ছেদ : সূর্য হেলে গেলে জুমু'আর ওয়াস্ত হয়। উমর, আলী, নু'মান ইবন বাশীর এবং আমর ইবন ছরাইস (রা.) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

১৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهْنَةً أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي مَيْتَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ .

৮৫৭ আবদান (র.).....ইয়াহুইয়া ইবন সায়ীদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আমরাহ (র.)-কে জুমু'আর দিনে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমরাহ (র.) বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন যে, লোকজন নিজেরদের কাজকর্ম নিজেরাই করতেন। যখন তারা দুপুরের পরে জুমু'আর জন্য যেতেন তখন সে অবস্থায়ই চলে যেতেন। তাই তাঁদের বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নিতে।

১৫৮ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ .

৮৫৮ সুরাইজ ইবন নু'মান (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য হেলে যেতো।

১৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৮৫৯ আবদান (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রথম ওয়াস্তেই জুমু'আর সালাতে যেতাম এবং জুমু'আর পরে কাইলুলা (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

৫৭১. بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭১. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন যখন সূর্যের তাপ প্রখর হয়।

১৬০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ

بِشْرِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ لَأَنْسِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ .

৮৬০ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রচণ্ড শীতের সময় প্রথম ওয়াক্তেই সালাত আদায় করতেন। আর প্রখর গরমের সময় ঠাণ্ডা করে (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করতেন। অর্থাৎ জুমু'আর সালাত। ইউনুস ইবন বুকাইর (র.) আমাদের বলেছেন, আর তিনি সালাত শব্দের উল্লেখ করেছেন, জুমু'আ শব্দের উল্লেখ করেন নি। আর বিশর ইবন সাবিত (র.) বলেন, আমাদের কাছে আবু খালদা (র.) বর্ণনা করেছেন যে, জুমু'আর ইমাম আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি আনাস (রা.)-কে বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের সালাত কি ভাবে আদায় করতেন ?

৫৭২. بَابُ النَّعْشِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ قَالَ السَّعَى الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَعَى لَهَا سَعْيُهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَقَالَ عَطَاءٌ تُحْرَمُ الصَّنَاعَاتُ كُلُّهَا، وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذَا أُذِّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ

৫৭২. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে চলা এবং আল্লাহর বাণী : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ - "তোমরা আল্লাহর যিকরের জন্য দৌড়িয়ে আস"। যিনি বলেন, 'সাসী' (سعى) - এর অর্থ কাজ করা, গমণ করা। কেননা, আল্লাহর বাণী : سَعَى لَهَا سَعْيُهَا - এর অর্থ সাসী - এর অর্থ হাঙ্গামা করা। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, তখন (জুমু'আর আযানের পর) যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। আতা (র.) বলেন, শিল্প-কারিগরীর যাবতীয় কাজই তখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইব্রাহীম ইবন সা'দ (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, জুমু'আর দিন যখন মুআযযিন আযান দেয় তখন মুসাফিরের জন্য জুমু'আর সালাতে হাযির হওয়া উচিত।

৮৬১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .

৮৬১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবায়ী ইবন রিফা'আ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

জুমু'আর সালাতে যাওয়ার সময় আবু আব্‌স (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি যে, যার দু'পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

১৬২ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَاتُّوْهَا تَمْشُونَ ، عَلَيْكُمُ السُّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُوا .

৮৬২ আদাম ও আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, যখন সালাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে গিয়ে সালাতে যোগদান করবে না, বরং হেঁটে গিয়ে সালাতে যোগদান করবে। সালাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে সালাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ফাওত হয়ে গেছে, পরে তা পুরো করে নাও।

১৬৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السُّكِينَةُ .

৮৬৩ আমর ইবন আলী (র.).....আবু কাতাদা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত সালাতে দাঁড়াবে না। তোমাদের জন্য ধীর-স্থির থাকা অপরিহার্য।

৫৭৮. بَابُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন সালাতে দু' জনের মধ্যে ফাঁক না করা।

১৬৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ ، أَدْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غَيْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى .

৮৬৪ আবদান ইবন আবদুল্লাহ (র.)...সালমান ফারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর

তেল মেখে নেয় অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর (মসজিদে) যায়, আর দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে না এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ সালাত আদায় করে। আর ইমাম যখন (খুত্বার জন্য) বের হন তখন চুপ থাকে। তার এ জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৫৭৬. بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না।

৮৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعِ الْجُمُعَةَ قَالَ الْجُمُعَةُ وَغَيْرَهَا .

৮৬৫ মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কেউ তার ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, আমি নাফি' (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি শুধু জুমু'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুমু'আ ও অন্যান্য (সালাতের) ব্যাপারেও (এ নির্দেশ প্রযোজ্য)।

৫৭৫. بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৫. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনের আযান।

৮৬৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّورَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ الْمَدِينَةِ .

৮৬৬ আদম (র.).....সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)-এর সময় জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিন্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। পরে যখন উসমান (রা.) খলীফা হলেন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরা' থেকে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, 'যাওরা' হল মদীনার অদূরে বাজারের একটি স্থান।

১. এর আগে কেবল খুত্বার আযান ও ইকামাত প্রচলন ছিল। এখন থেকে তৃতীয় অর্থাৎ সালাতের জন্য বর্তমানে প্রচলিত আযানের রেওয়াজ হয়।

৫৭৬. بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন এক মুআযযিনের আযান দেওয়া ।

৮৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجَشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّائِذِينَ الثَّلَاثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّائِذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ .

৮৬৭ আবু না'আইম (র.).....সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মদীনার অধিবাসীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন জুমু'আর দিন তৃতীয় আযান যিনি বৃদ্ধি করলেন, তিনি হলেন, উসমান ইবন আফফান (রা.) । নবী করীম ﷺ-এর সময় (জুমু'আর জন্য) একজন ব্যতীত মুআযযিন ছিল না এবং জুমু'আর দিন আযান দেওয়া হত যখন ইমাম বসতেন অর্থাৎ মিম্বরের উপর খুতবার পূর্বে ।

৫৭৭. بَابُ يُؤَذِّنُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

৫৭৭. অনুচ্ছেদ : ইমাম মিম্বরের উপর বসে জবাব দিবেন, যখন আযানের আওয়ায শুনবেন ।

৮৬৮ حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنْثَلٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْثَلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّائِذِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي .

৮৬৮ ইবন মুকাতিল (র.).....মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিম্বরে বসা অবস্থায় মুয়াযযিন আযান দিলেন । মুয়াযযিন বললেন, “আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার” মু'আবিয়া (রা.) বললেন, “আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার ।” মুয়াযযিন বললেন, “আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” তিনি বললেন এবং আমিও (বলছি “আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) । মুয়াযযিন বললেন, “আশ্হাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্” তিনি বললেন, এবং আমিও (বলছি.....) । যখন (মুআযযিন) আযান শেষ করলেন, তখন মু'আবিয়া (রা.) বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার থেকে যে বাক্যগুলো শুনেছ, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুয়াযযিনের আযানের সময় এ মজলিসে বাক্যগুলো বলতে আমি শুনেছি ।

৫৭৮. بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّائِذِينَ

৫৭৮. অনুচ্ছেদ : আযানের সময় মিম্বরের উপর বসা ।

৮৬৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّائِذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّائِذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ .

৮৬৯ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে মুসল্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, উসমান (রা.) জুমু'আর দিন দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে জুমু'আর দিন ইমাম যখন (মিম্বরের উপর) বসতেন, তখন আযান দেওয়া হত।

৫৭৭. بَابُ التَّائِذِينَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

৫৭৭. অনুচ্ছেদ : খুত্বার সময় আযান ।

৮৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِنَ بِهِ عَلَى الزُّوْرَاءِ فَتُبِتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

৮৭০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর এবং উমর (রা.)-এর যুগে জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। এরপর যখন উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় এল এবং লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, তখন উসমান (রা.) জুমু'আর দিন তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এ আযান দেওয়া হয়, পরে এ আযান অব্যাহত থাকে।

৫৮০. بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خُطِبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

৫৮০. অনুচ্ছেদ : মিম্বরের উপর খুত্বা দেওয়া। আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ

মিম্বর থেকে খুত্বা দিতেন।

৮৭১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَارِي

الْقُرَشِيُّ الْإِسْكَندَرَانِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدْ امْتَرَوْا فِي الْمَنْبَرِ مِمَّ عَوْدُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةٍ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلُ مَرِي غُلَامِكَ النِّجَارُ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ فَعَمَلَهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَبَهَا فَوَضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمَنْبَرِ ثُمَّ عَادَ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي .

[৮৭১] কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আবু হাযিম ইবন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, (একদিন) কিছু লোক সাহল ইবন সা'দ সাঈদীর নিকট আগমন করে এবং মিস্রটি কোন্ কাঠের তৈরী ছিল, এ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগে ছিল। তারা এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করল। এতে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সম্যকরূপে অবগত আছি যে, তা কিসের ছিল। প্রথম যে দিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যে দিন এর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসেন তা আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের অমুক মহিলার (বর্ণনাকারী বলেন, সাহল (রা.) তার নামও উল্লেখ করেছিলেন) নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিষ তৈরী করার নির্দেশ দাও, যার উপর বসে আমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারি। এরপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী) গাবা নামক স্থানের ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে নিয়ে আসে। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তা পাঠিয়েছেন। নবী ﷺ-এর আদেশে এখানেই তা স্থাপন করা হয়। এরপর আমি দেখেছি, এর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এর উপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং এখানে (দাঁড়িয়ে) রুকু' করেছেন। এরপর পিছনের দিকে নেমে এসে মিস্রের গোড়ায় সিজদা করেছেন এবং (এ সিজদা) পুনরায় করেছেন, এরপর সালাত শেষ করে সমবেত লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন : হে লোক সকল! আমি এটা এ জন্য করেছি যে, তোমরা যেন আমার ইক্তিদা করতে এবং আমার সালাত শিখে নিতে পার।

[৪৭২] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جَذَعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا وَضِعَ لَهُ الْمَنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجَذَعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي حَقَّصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا .

৮৭২ সায়ীদ ইব্ন আবু মারযাম (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মসজিদে নব্বীতে) এমন একটি (খেজুর গাছের) খুঁটি ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে নবী করীম ﷺ দাঁড়াতে। এরপর যখন তাঁর জন্য মিস্বর স্থাপন করা হল, আমরা তখন খুঁটি থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত ক্রন্দন করার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি নবী করীম ﷺ মিস্বর থেকে নেমে এসে খুঁটির উপর হাত রাখলেন।

৮৭৩ আদম ইব্ন ইয়াস (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে মিস্বরের উপর থেকে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে আসে সে যেন গোসল করে নেয়।

৪৮১. بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ قَائِمًا

৫৮১. অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে খুত্বা দেওয়া। আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন।

৮৭৬ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ قَائِمًا يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ .

৮৭৪ উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারিরী (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। এরপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতে। যেমন তোমরা এখন করে থাক।

৪৮২. بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتَقْبَالَ النَّاسَ الْإِمَامُ إِذَا خُطِبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْإِمَامَ

৫৮২. অনুচ্ছেদ : খুত্বার সময় মুসাল্লীগণের ইমামের দিকে আর ইমাম মুসাল্লীগণের দিকে মুখ করা। ইব্ন উমর ও আনাস (রা.) ইমামের দিকে মুখ করতেন।

৮৭৫ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ .

৮৭৫ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন মিস্বরের উপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম।

৫৮৮. بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ
 مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ السَّمْدَرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ
 أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ، فَأَشَارَتْ
 بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى نَعَمٍ، قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِدًّا حَتَّى
 تَجْلَانِي الْغَشَى وَالْإِلَى جَنْبِي قَرِيبَةً فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَسْبُ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمَدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ قَالَتْ وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مَا
 قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوجِيَ
 إِلَيْكُمْ تُفْتَتُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ يُؤْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقَالُ لَهُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا
 الرَّجُلِ، فَمَا الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 وَالْهُدَى فَاْمَنَّا وَآجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَقْنَا فَيَقَالُ لَهُ نَمَّ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ
 أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقَالُ لَهُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا
 فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُفْلِظُ عَلَيْهِ

৫৮৯. অনুচ্ছেদ : খুত্বায় আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মা বা 'দু' বলা । ইক্রিমা (র.) ইবন
 আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন । মাহমুদ (র.)....আস্মা
 বিন্ত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদিন) আয়িশা (রা.)-
 এর নিকট গমন করি । লোকজন তখন সালাত আদায় করছিলেন । আমি জিজ্ঞাসা
 করলাম, লোকদের কি হয়েছে ? তখন তিনি মাথা দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা
 করলেন । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি কোন নিদর্শন ? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা
 করে, ইয়া বললেন । (এরপর আমি ও তাঁদের সংগে সালাতে যোগ দিলাম) তারপর
 রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, আমি প্রায় অজ্ঞান হতে
 যাচ্ছিলাম । আমার পার্শ্বেই একটি চামড়ার মশকে পানি রাখা ছিল । আমি সেটা
 খুললাম এবং আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম । এরপর যখন সূর্য উজ্জল হয়ে
 উঠলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত সমাপ্ত করলেন এবং লোকজনের উদ্দেশ্যে
 খুত্বা পেশ করলেন । প্রথমে তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন । এরপর

বললেন, আম্মা বা'দু। আসমা (রা.) বলেন, তখন কয়েকজন আনসারী মহিলা শোরগোল করছিলেন। তাই আমি চুপ করাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। এরপর আয়িশা (রা.)—কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি নবী করীম ﷺ কি বললেন? আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি বলেছেন, এমন কোন জিনিষ নেই যা আমাকে দেখানো হয়নি আমি এ জায়গা থেকে সব কিছুই দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, তোমাদেরকে কবরে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তিনি বলেছেন, সে ফেতনার কাছা—কাছি ফিতনায় ফেলা হবে। (অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে)। তোমাদের প্রত্যেককে (কবরে) উঠানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ) সম্পর্কে তুমি কি জান? তখন মু'মিন অথবা মুকিন (নবী ﷺ এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে) বলবে, তিনি হলেন, আল্লাহর রাসূল, তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর আমরা ঈমান এনেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন তাঁকে বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে থাক, যেহেতু তুমি নেককার। তুমি যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ তা আমরা অবশ্যই জানতাম। আর মুনাফিক বা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) (এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ সম্পর্কে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে)—তাকেও প্রশ্ন করা হবে যে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? উত্তরে সে বলবে, আমি কিছুই জানি না। অবশ্য মানুষকে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনছি, আমিও তাই বলতাম। হিশাম (র.) বলেন, ফাতিমা (রা.) আমার নিকট যা বলেছেন, তা সবটুকু আমি উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি। তবে তিনি ওদের প্রতি যে কঠোরতা করা হবে তাও উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِمَالٍ أَوْ سَبْتٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رَجُلًا وَتَرَكَ رَجُلًا فَلَبَّغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيَ وَلَكِنْ أُعْطِيَ أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَمِّ ، وَأَكُلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ، فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ حُمَرَ النِّعَمِ تَابَعَهُ يُونُسُ .

৮৭৬ মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র.).....আমর ইবন তাগলিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু মাল বা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী উপস্থিত করা হলো তিনি তা বন্টন করে দিলেন। বন্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে বাদ দিলেন। তারপর তাঁর নিকট সংবাদ পৌছলো যে, যাদের তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন : আম্মা বা'দ। আল্লাহর শপথ! আমি কোন লোককে দেই আর কোন লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না, সে যাকে আমি দেই, তার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে আমি এমন লোকদের দেই যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিপ্সা দেখতে পাই; আর কিছু লোককে আল্লাহ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ রেখেছেন, তাদের সে অবস্থার উপর ন্যস্ত করি। তাদের মধ্যে আমর ইবন তাগলিব একজন। বর্ণনাকারী আমর ইবন তাগলিব (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীর পরিবর্তে আমি লাল উটও পসন্দ করি না।

৮৭৭ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بَكِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ الثَّلِيلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَجُلًا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ تَتَشَهَّدُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ لِكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْرُضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا تَابَعَهُ يُونُسُ .

৮৭৭ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একরাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চাইতে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসুল্লী-গণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। এরপর বললেনঃ আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরয করে দেওয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অসমর্থ হয়ে পড়।

৪৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ تَابِعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَا بَعْدُ تَابِعَهُ الْعَدْنِيُّ عَنْ سَفْيَانَ فِي أَمَا بَعْدُ .

৮৭৮ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুমাইদ সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সন্ধ্যায় সালাতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করলেন। আর যথাযথভাবে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, ‘আম্মা বা’দ’।

৪৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِيِّ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَا بَعْدُ تَابِعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

৮৭৯ আবুল ইয়ামান (র.).....মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন। এরপর আমি তাঁকে তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করার পর বলতে শুনলাম, ‘আম্মা বা’দ’।

৪৮৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغُسَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُنْبَرَ وَكَانَ آخِرُ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مَلْحَقَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعَصَايَةِ دَسِمَةٍ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ فَتَأْبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقْلُونَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ .

৮৮০ ইসমায়ীল ইবন আবান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মিস্বরের উপর আরোহণ করলেন। এ ছিল তাঁর জীবনের শেষ মজলিস। তিনি বসেছিলেন, তাঁর দু’ কাঁধের উপর বড় চাদর জড়ানো ছিল এবং মাথায় বাঁধা ছিল কালো পট্টি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন, হে লোক সকল ! তোমরা আমার নিকট আস। লোকজন তাঁর নিকট একত্র হলেন। এরপর তিনি বললেন : ‘আম্মা বা’দ’। শুনে রাখ, এ আনসার গোত্র সংখ্যায় কমতে থাকবে এবং অন্য লোকেরা সংখ্যায় বাড়তে থাকবে। কাজেই যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং সে এর সাহায্যে কারো ক্ষতি বা উপকার করার সুযোগ পাবে, সে যেন এই আনসারদের সং লোকদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেয়।

৫৪৬. بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৪. অনুচ্ছেদ : জুম্মা' আর দিন দু' খুত্বার মাঝে বসা ।

۸۸۱ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا .

৮৮১ মুসাদ্দাদ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দু' খুত্বা দিতেন আর দু' খুত্বার মাঝে বসতেন ।

৫৪৫. بَابُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ : মনোযোগসহ খুত্বা শোনা ।

۸۸۲ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمِثْلَ الْمُهْجَرِ كَمِثْلِ الَّذِي يُهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدَى بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّأَ صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ .

৮৮২ আদম (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, জুম্মা' আর দিন মসজিদের দরওয়াযায় ফিরিশ্তাগণ অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমণকারীদের নাম লিখতে থাকেন । যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে । এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে । তারপর আগমণকারী ব্যক্তি মুরগী দানকারীর ন্যায় । এরপর আগমণকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায় । তারপর ইমাম যখন বের হন তখন ফিরিশ্তাগণ তাঁদের দফতর বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগ সহ খুত্বা শোনতে থাকেন ।

৫৪৭. بَابُ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ : ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলে তাকে দু' রাকা'আত সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া ।

۸۸۳ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَأَرَكُمُ .

৮৮৩ আবু নুমান (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক)

জুমু'আর দিন নবী ﷺ লোকদের সামনে খুত্বা দিচ্ছিলেন। এমনি সময় এক ব্যক্তি আগমণ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না, তিনি বললেন, উঠ, সালাত আদায় করে নাও।

৫৮৭. بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامَ يَخْطُبُ صَلَّيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

৫৮৭. অনুচ্ছেদ : ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় যিনি মসজিদে আসবেন তার সংক্ষেপে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করা।

৮৮৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .

৮৮৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্বা দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না, তিনি বললেনঃ উঠ, দু'রাকা'আত সালাত আদায় করে নাও।

৫৮৮. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

৫৮৮. অনুচ্ছেদ : খুত্বায় দু'হাত উঠানো।

৮৮৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْكَرَاعُ وَهَلْكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا .

৮৮৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (পানির অভাবে) ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল বকরীও মরে যাচ্ছে। কাজেই আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তখন তিনি দু'হাত প্রসারিত করলেন এবং দু'আ করলেন।

৫৮৯. بَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৯. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন খুত্বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ।

৮৮৬ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ

يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَأَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السُّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِثْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَطَرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْآخِرَى وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَغَرِقَ الْمَالُ فَأَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السُّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُوبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاءَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ .

৮৮৬ ইব্রাহীম ইবন মুন্যির (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যুগে একবার দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু' হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখিনি। যার হাত্ত আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দু'আ শেষে) তিনি দু' হাত (এখনও)নামান নি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খন্ড উঠে আসল। তারপর তিনি মিসর থেকে অবতরণ করেন নাই, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর (পবিত্র) দাঁড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ক্রমাগত দু'দিন এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। (পরবর্তী জুমু'আর দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ী ঘর ধ্বংসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি দু' হাত তুললেন এবং বললেন : হে আল্লাহ্ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু'আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খন্ডের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন, আর সেখান-কার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেলে এবং কানাত উপত্যকার পানি এক মাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগল, তখন (মদীনার) চতুর্পাশের যে কোন অঞ্চল হতে যে কেউ এসেছে, সে এ মুঘলধারে বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।

৫৯০. بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَتَمَّتَ فَقَدْ لَفَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَنْصَبُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ

৫৯০. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো। যদি কেউ তার সাথীকে (মুসল্লীকে বলে) চুপ থাক, তাহলে সে একটি অনর্থক কথা বললো। সালমান ফারেসী (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম কথা বলবেন, তখন চুপ থাকবে।

৪৪৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتُ لَصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

৮৮৭ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুম'আর দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে বলবে চুপ থাক, অথচ ইমাম খুত্বা দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে ।

৫৭১. بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৫৯২. অনুচ্ছেদ : জুম'আর দিনের সে মুহূর্তটি ।

৪৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَقُلُّهَا .

৮৮৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুম'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু চায়, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত ।

৫৭২. بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

৫৯২. অনুচ্ছেদ : জুম'আর সালাতে কিছু মুসল্লী যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যান তা হলে ইমাম ও অবশিষ্ট মুসল্লীগণের সালাত জায়য হবে ।

৪৪৯ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ بَيْتَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَقْبَلْتَ غَيْرُ تَحْمِلُ طَعَامًا فَانْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَابَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا .

৮৮৯ মু'আবিয়া ইব্ন আমর (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর সংগে (জুমু'আর) সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় খাদ্য দ্রব্য বহনকারী একটি উটের কাফিলা হাযির হল এবং তারা (মুসল্লীগণ) সে দিকে এত বেশী মনোযোগী হলেন যে, নবী ﷺ এর সংগে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল : **وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا** : এবং যখন তারা ব্যবসা বা খেল তামাশা দেখতে পেল। তখন সে দিকে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল।” (সূরা জুমু'আ)

৫৯৩. بَابُ الصَّلَاةِ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

৫৯৩. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর (ফরয সালাতের) আগে ও পরে সালাত আদায় করা।

৮৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

৮৯০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের পূর্বে দু' রাকা'আত ও পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর নিজের ঘরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর জুমু'আর দিন নিজের ঘরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না। (ঘরে গিয়ে) দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

৫৯৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

৫৯৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : “অতঃপর যখন সালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।”

৮৯১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَتْ فَيْثَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبَعَاءَ فِي مَرْزَعَةٍ لَهَا سَلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أَصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَيَكُونُ أَصُولُ السَّلْقِ عَرْقُهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنَسْلُمُ عَلَيْهَا فَتَقْرِبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَتَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِبَطْعَامِهَا ذَلِكَ .

৮৯১ সায়ীদ ইব্ন আবু মারযাম (র.).....সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বসবাসকারিণী জনৈকা মহিলা একটি ছোট নহরের পাশে ক্ষেতে বীটের চাষ করতেন। জুমু'আর দিনে সে বীটের মূল তুলে এনে রান্নার জন্য ডেগে চড়তেন এবং এর উপর এক মুঠো যবের আটা দিয়ে রান্না

করতেন। তখন এ বীট মূলই এর গোশত (গোশতের বিকল্প) হয়ে যেত। আমরা জুমু'আর সালাত থেকে ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিতাম। তিনি তখন খাদ্য আমাদের সামনে পেশ করতেন এবং আমরা তা খেতাম। আমরা সে খাদ্যের আশায় জুমু'আ বারে উদহীব থাকতাম।

৮৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بِهِذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৮৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, জুমু'আর (সালাতের) পরই আমরা কায়লুলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিন্দ্রা) এবং দুপুরের আহাৰ্য গ্রহণ করতাম।

৫৯০. بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৫৯৬. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর পরে কায়লুলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিন্দ্রা)।

৮৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقَبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْغَزَارِيُّ حَمِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كُنَّا نَبْكَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ .

৮৯৩ মুহাম্মদ ইব্ন উক্বা শায়বানী (র.).....ছমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.) বলেছেন : আমরা জুমু'আর দিন সকালে যেতাম তারপর (সালাত শেষে) কায়লুলা করতাম।

৮৯৪ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ .

৮৯৪ সাঈদ ইব্ন আবু মারইয়াম (র.)..সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সংগে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম। তারপর হতো কায়লুলা।

৫৯৬. أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوُتِفُوا لَكُمْ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، إِنْ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُبِينًا .

৫৯৬. অনুচ্ছেদ : খাওফের সালাত (শত্রুভীতি অবস্থায় সালাত)। মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেনঃ আর যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তখন সালাত 'কসর' করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সংগে সালাত কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সংগে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারপর তারা সিজ্দা করলে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে। অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয় নাই, তারা তোমার সংগে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর এক সংগে ঝাপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা : ১০১-১০২)।

৮৯৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَغْنَى صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدِ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَثْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৮৯৫ আবু ইয়ামান (র.).....ও 'আইব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন অর্থাৎ খাওফের সালাত? তিনি বললেন, আমাকে সালিম (র.) জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। একদল তাঁর সঙ্গে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্য একটি দল শত্রুর প্রতি মুখোমুখি অবস্থান করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সংগে যারা ছিলেন তাঁদের নিয়ে রুকু' ও দু'টি সিজ্দা করলেন। এরপর এ দলটি যারা সালাত আদায় করেনি, তাঁদের স্থানে চলে গেলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে এগিয়ে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সংগে এক রুকু' ও

দু' সিজ্দা করলেন এবং পরে সালাম ফিরালেন। এরপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে একটি রুকু' ও দু'টি সিজ্দা (সহ সালাত) শেষ করলেন।

৫৭৭. بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلًا قَائِمًا

৫৯৭. অনুচ্ছেদ : পদাতিক বা আরোহী অবস্থায় খাওফের সালাত।

৮৭৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا .

৮৯৬ সায়ীদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.).....নাবি' (র.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনার মতো উল্লেখ করেছেন যে, সৈন্যরা যখন পরস্পর (শক্রমিত্র) মিলিত হয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে আরো বলেছেন যে, যদি সৈন্যদের অবস্থা এর চেয়ে গুরুতর হয়ে যায়, তা হলে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে।

৫৭৮. بَابُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

৫৯৮. অনুচ্ছেদ : খাওফের সালাতে মুসল্লিগণের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দিবে।

৮৭৭ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

৮৯৭ হাইওয়া ইব্ন শুরাইহ্ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে (ইক্তিদা করে) দাঁড়ালেন। তিনি তাক্বীর বললেন, তারাও তাক্বীর বললেন, তিনি রুকু' করলেন, তারাও তাঁর সঙ্গে রুকু' করলেন। এরপর তিনি সিজ্দা করলেন এবং তারাও তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন যারা তাঁর সংগে সিজ্দা করছিলেন তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের ভাইদের পাহারা দিতে লাগলেন। তখন অপর দলটি এসে তাঁর সঙ্গে রুকু' করলেন। এভাবে সকলেই সালাতে অংশগ্রহণ করলেন। অথচ একদল অপর দলকে পাহারাও দিলেন।

৫৭৭. بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاصَصَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيُّاُ الْفَتْحِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلُّوا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ آخَرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلُّوا رَكَعَةً وَسَجَدَتَيْنِ لَا يَجُزُّ عَنْهُمَا التَّكْبِيرُ وَوَقْفُ خَيْرُهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاصَصَةِ حِصْنٍ تَسْتُرُ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَتَحَنُّنًا مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسٌ وَمَا يَسْرُنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

৬৯৯. অনুচ্ছেদ : দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় সালাত । ইমাম আওয়ামী (র.) বলেন, যদি অবস্থা এমন হয় যে, বিজয় আসন্ন কিন্তু শত্রুদের ভয়ে সৈন্যদের (জামা'আতে) সালাত আদায় করা সম্ভব নয়, তা হলে সবাই একাকী ইশারায় সালাত আদায় করবে। আর যদি ইশারায় আদায় করতে না পার তবে সালাত বিলম্বিত করবে। যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয় বা তারা নিরাপদ হয়। তারপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবে। যদি (দু'রাকা'আত) আদায় করতে সক্ষম না হয় তা হলে একটি রুকু' ও দু'টি সিজদা (এক রাকা'আত) আদায় করবে। তাও সম্ভব না হলে শুধু তাকবীর বলে সালাত শেষ করা জাযিয় হবে না বরং নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করবে। মাকহুল ও (র.) এ মত পোষণ করতেন। আনাস ইবন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, (একটি যুদ্ধে) ভোরবেলা তুসতার দুর্গের উপর আক্রমণ চলছিলো এবং যুদ্ধ প্রচণ্ডরূপে ধারণ করে, ফলে সৈন্যদের সালাত আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সূর্য উঠার বেশ পরে আমরা সালাত আদায় করেছিলাম। আর আমরা তখন আবু মুসা (রা.)-এর সাথে ছিলাম, পরে সে দুর্গে আমরা জয় করে ছিলাম। আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন সে সালাতের বিনিময়ে দুনিয়া ও তার সব কিছুতেও আমাকে খুশী করতে পারবে না।

৮৭৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ عَمْرُؤُ يَوْمَ الْاُخْتَدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَزَلَّ إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا .

৮৯৮ ইয়াহুইয়া (ইবন জাফর) (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন উমর (রা.) কুরাইশ গোত্রের কাফিরদের মন্দ বলতে বলতে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে, অথচ আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি। তখন নবী ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! আমিও তা এখনও আদায় করতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি মদীনার বুতহান উপত্যকায় নেমে উযু করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

৬০০. بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَأْيًا وَإِيمَاءً وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْقَوَازِمِ صَلَاةَ شُرْهُبِيلَ بْنِ السَّمِطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تَخَوَّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

৬০০. অনুচ্ছেদ : শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় সালাত আদায় করা। ওয়ালীদ (র.) বলেছেন, আমি ইমাম আওয়াযী (র.)-এর কাছে শুরাহ্বীল ইবন সিমত (র.) ও তাঁর সংগীগণের সাওয়ার অবস্থায় তাঁদের সালাতের উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, সালাত ফাওত হওয়ার আশংকা থাকলে আমাদের কাছে এটাই প্রচলিত নিয়ম। এর দলিল হিসেবে ওয়ালীদ (র.) নবী ﷺ-এর নির্দেশ পেশ করেন : “তোমাদের কেউ যেন বণী কুরায়যায় (এলাকায়) পৌঁছার আগে আসরের সালাত আদায় না করে”।

৮৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّيْ حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيْ لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

৮৯৯ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে আমাদেরকে বললেন, বনী কুরাইযা এলাকায় পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। কিন্তু অনেকের পথিমধ্যেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না-পৌঁছে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা সালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া) নবী ﷺ-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি।

৬০১. بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْفَلَاسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

৬০১. অনুচ্ছেদ : তাক্বীর বলা, ফজরের সালাত সময় হওয়া মাত্র আদায় করা এবং শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ ও যুদ্ধাবস্থায় সালাত ।

৯০০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِفَلَاسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّيْلِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةٌ لِدِخْيَةِ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِثْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمَّهَرَهَا قَالَ أَمَّهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ .

৯০০ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) ফজরের সালাত অঙ্গকার থাকতে আদায় করলেন। এরপর সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বললেন : আল্লাহ আক্বার, খায়বার ধ্বংস হোক! যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হয় কতই না মন্দ! তখন তারা (ইয়াহুদীরা) বের হয়ে গলির মধ্যে দৌড়াতে লাগল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মাদ ও তাঁর খাম্বীস এসে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, খাম্বীস হচ্ছে, সৈন্য-সামন্ত। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উপর জয়লাভ করেন। তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করলেন এবং নারী-শিশুদের বন্দী করলেন। তখন সাফিয়া প্রথমত দিহইয়া কালবীর এবং পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অংশে পড়ল। তারপর তিনি তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর মুক্তিদানকে মাহররূপে গণ্য করেন। আবদুল আযীয (র.) সাবিত (রা.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, তাঁকে কি মাহর দেওয়া হয়েছিল? তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁর মুক্তিই তাঁর মাহর, আর মুচকি হাঁসলেন।

کتابُ الْعِیدَيْنِ
অধ্যায় : দু' ঈদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

অধ্যায় : দু' ঈদ

৬০২. بَابُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجْمُلِ فِيهِ

৬০২. অনুচ্ছেদ : দু' ঈদ ও এতে সুন্দর পোষাক পরা ।

৯০১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تَبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَغْ هَذِهِ تَجْمُلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُقُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَا خَلَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةٍ دِشْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَا خَلَقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبِعْهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ .

৯০১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাজারে বিক্রি হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা নিয়ে উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি এটি কিনে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সংগে সাক্ষাতকালে এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : এটি তো তার পোষাক, যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। এ ঘটনার পর উমর (রা.) আব্দুল্লাহর যত দিন ইচ্ছা ততদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন, উমর (রা.) তা গ্রহণ করেন এবং সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি তো বলেছিলেন, এটা তার পোষাক যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। অথচ আপনি এ জুব্বা আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি এটি বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে তোমার প্রয়োজন মিটাও।

৬.৩. بَابُ الْحِرَابِ وَالذَّرْقِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬০৩. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা ।

৯.২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَغْنِيَانِ بَغْنَاءٍ بَعَثْتُ فَأَضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ مِنْ مِزْمَارَةِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعَهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزَتْهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالذَّرْقِ وَالْحِرَابِ فَأَمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمَّا قَالَ تَشْتَتِهَيْنِ تَنْظُرَيْنِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَأَاهُ خَدِيءٌ عَلَى خَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلَّتْ قَالَ حَسْبُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَذْهَبِي .

৯০২ আহমদ ইবন ঈসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার কাছে এলেন তখন আমার নিকট দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবু বকর (রা.) এলেন, তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র (দফ) বাজান হচ্ছে নবী ﷺ-এর কাছে! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। তারপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয় করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করতে ছিলে তা করতে থাক, হে বণু আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি দেখা শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও।

৬.৪. بَابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ

৬০৪. অনুচ্ছেদ : মুসলিমগণের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি ।

৯.৩ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَتَخَرَّ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا .

৯০৩ হাজ্জাজ (ইব্ন মিন্‌হাল) (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমাদের আজকের এ দিনে আমরা যে কাজ প্রথম শুরু করব, তা হল সালাত আদায় করা। এরপর ফিরে আসব এবং কুরবানী করব। তাই যে একরূপ করে সে আমাদের রীতিনীতি সঠিকভাবে পালন করল।

৯০৪ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغْنِيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا .

৯০৪ উবাইদ ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আযিশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন আমার ঘরে) আবু বকর (রা.) এলেন তখন আমার নিকট আনসার দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বলেন, তারা কোন পেশাগত গায়িকা ছিল না। আবু বকর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র। আর এটি ছিল ঈদের দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব রয়েছে আর এ হলো আমাদের আনন্দ।

৬০৫. بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

৬০৬. অনুচ্ছেদ : ঈদুল ফিতরের দিন বের হওয়ার আগে আহার করা।

৯০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ وَقَالَ مُرْجَأُ بْنُ رِجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَأْكُلُهُنَّ وَثَرًا .

৯০৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক রিওয়াযাতে আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা বেজোড় সংখ্যক খেতেন।

৬০৬. بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ النُّحْرِ

৬০৬. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন আহার করা।

৯০৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ

الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرْتُ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَهُ قَالَ وَعِدْتِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ فَرَحُصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا أَدْرِي أَبْلَغْتَ الرُّخْصَةَ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا .

৯০৬ মুসান্নাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সালাতের আগে যে যবেহ্ করবে তাকে আবার যবেহ্ (কুরবানী) করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আজকের এদিন গোশত খাওয়ার আকাংখা করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অবস্থা উল্লেখ করল। তখন নবী করীম ﷺ যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বলল, আমার নিকট এখন ছয় মাসের এমন একটি মেস শাবক আছে, যা আমার কাছে দু'টি হুস্তপুস্ত বক্রীর চাইতেও বেশী পসন্দনীয়। নবী করীম ﷺ তাকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি দিলেন। অবশ্য আমি জানি না, এ অনুমতি তাকে ছাড়া অন্যদের জন্যও কি না ?

৯০৭ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسْكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسْكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالَ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ أَكْلٍ وَشَرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ أَتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَأْنُكَ شَاءَ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفْتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯০৭ উসমান (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল আযহার দিন সালাতের পর আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দান করেন। খুত্বায় তিনি বলেন : যে আমাদের মত সালাত আদায় করল এবং আমাদের মত কুরবানী করল, সে কুরবানীর রীতিনীতি যথাযথ পালন করল। আর যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করল তা সালাতের আগে হয়ে গেল, কিন্তু এতে তার কুরবানী হবে না। বারাআ-এর মামা আবু বুরদাহ্ ইব্ন নিয়ার (রা.) তখন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার জানামতে আজকের দিনটি পানাহারের দিন। তাই আমি পসন্দ করলাম যে, আমার ঘরে সর্বপ্রথম যবেহ্ করা হোক আমার বক্রীই। তাই আমি আমার বক্রীটি যবেহ্ করেছি এবং সালাতে আসার পূর্বে তা দিয়ে নাশতাও করেছি। নবী করীম ﷺ বললেনঃ তোমার বক্রীটি গোশতের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করা হয়েছে। তখন তিনি আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের কাছে এমন একটি ছয় মাসের মেস শাবক আছে যা আমার কাছে দু'টি বক্রীর চাইতেও পসন্দনীয়। এটি (কুরবানী দিলে) কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

৬.৭. بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مُنْبِرٍ

৬০৭. অনুচ্ছেদ : মিসর না নিয়ে ঈদগাহে গমন ।

৯০৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَّاصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى قَائِلًا شَرُّ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيُعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيهِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبَةٍ نَجَبَنِي فَأَرْتَفَعُ فَخُطِبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ لَهُ غَيْرْتُمْ وَاللَّهِ ، فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ ، فَقَالَ أَنْ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ .

৯০৮ সায়ীদ ইবন আবু মারযাম (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গমন করে সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হল সালাত। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারী করতেন। তারপর তিনি ফিরে যেতেন। আবু সায়ীদ (রা.) বলেন, লোকেরা বরাবর এ নিয়মই অনুরসরণ করে আসছিল। অবশেষে যখন মারওয়ান মদীনার আমীর হলেন, তখন ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন ঈদগাহে পৌছলাম তখন সেখানে একটি মিসর দেখতে পেলাম, সেটি কাসীর ইবন সাল্ত (রা.) তৈরী করেছিলেন। মারওয়ান সালাত আদায়ের আগেই এর উপর আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। আমি তাঁর কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুত্বা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম! তোমরা (রাসূলের সুনাত) পরিবর্তন কর ফেলেছ। সে বলল, হে আবু সায়ীদ! তোমরা যা জানতে, তা গত হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বলল, লোকজন সালাতের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই আমি খুত্বা সালাতের আগেই দিয়েছি।

৬০৮. ۞ بَابُ الْمَشِيِّ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

৬০৮. অনুচ্ছেদ : পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারীতে আরোহণ করে ঈদের জামা'আতে যাওয়া এবং আযান ও ইকামত ছাড়া খুত্বার পূর্বে সালাত আদায় করা ।

৯০৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

৯০৯ ইব্রাহীম ইব্ন মুন্ঘির (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্রের দিন সালাত আদায় করতেন । আর সালাত শেষে খুত্বা দিতেন ।

৯১০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤْذَنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُؤْذَنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فَاتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرُهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنْ ذَلِكَ لَحَقَّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا .

৯১০ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্রের দিন বের হতেন । এরপর খুত্বার আগে সালাত শুরু করেন । রাবী বলেন, আমাকে আতা (র.) বলেছেন যে, ইব্ন যুবায়র (রা.) এর বায়'আত গ্রহণের প্রথম দিকে ইব্ন আব্বাস (রা.) এ বলে লোক পাঠালেন যে, ঈদুল ফিত্রের সালাতে আযান দেওয়া হত না এবং খুত্বা দেওয়া হতো সালাতের পরে । জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাত আদায় করলেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিলেন । যখন নবী ﷺ খুত্বা শেষ করলেন, তিনি (মিস্বর থেকে) নেমে মহিলাগণের (কাতারে) কাছে আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন । তখন তিনি বিলাল (রা.)-এর হাতে ভর করেছিলেন এবং বিলাল (রা.) তাঁর কপড় জড়িয়ে ধরলে, মহিলাগণ এতে সাদাকার বস্তু দিতে লাগলেন । আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এখনো যরুরী মনে করেন যে, ইমাম খুত্বা শেষ করে মহিলাগণের নিকট এসে তাদের নসীহত করবেন ? তিনি বললেন, নিশ্চয় তা তাদের জন্য অবশ্যই যরুরী । তাদের কি হয়েছে যে, তাঁরা তা করবে না ?

৬.৭. بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

৬০৯. অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতের পর খুত্বা ।

৯১১ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَائِفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

৯১১ আবু আসিম (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.)-এর সঙ্গে সালাতে হাযির ছিলাম। তাঁরা সবাই খুত্বার আগে সালাত আদায় করতেন।

৯১২ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِثْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

৯১২ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবু বকর এবং উমর (রা.) উভয় ঈদের সালাত খুত্বার পূর্বে আদায় করতেন।

৯১৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رُكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ ثَلَاثِينَ الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسَخَابَهَا .

৯১৩ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরে দু' রাকাত সালাত আদায় করেন। এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। তারপর বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মহিলাগণের কাছে এলেন এবং সাদাকা খুদানের জন্য তাদের নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁরা দিতে লাগলেন। কেউ দিলেন আংটি, আবার কেউ দিলেন গলার হার।

৯১৪ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ أَوَّلَ مَا نَبِّدْنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَرِّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَرْدَةَ بْنُ نِبَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسْنَةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُؤْفَى أَوْ تَجْزَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯১৪ আদম (র.).....বারাআ ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আজকের এ দিনে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সালাত আদায় করা। এরপর আমরা (বাড়ী) ফিরে আসব এবং কুরবানী করব। কাজেই যে ব্যক্তি তা করল, সে আমাদের নিয়ম পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করল, তা শুধু গোশত বলেই গন্য হবে, যা সে পরিবারবর্গের জন্য আগেই করে ফেলেছে। এতে কুরবানীর কিছুই নেই। তখন আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা.) নামক এক আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো (আগেই) যবেহু করে ফেলেছি। এখন আমার নিকট এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষের চাইতে উৎকৃষ্ট। তিনি বললেন, সেটির স্থলে এটাকে যবেহু করে ফেল। তবে তোমার পর অন্য কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

৬১. **بَابُ مَا يَكُونُهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ، وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدِ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا**

৬১০. অনুচ্ছেদ : ঈদের জামা'আতে এবং হারাম শরীফে অস্ত্রবহণ নিষিদ্ধ। হাসান বাসরী (র.) বলেছেন, শত্রুর ভয় ব্যতীত ঈদের দিনে অস্ত্র বহণ করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

৯১৫ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السَّكِينِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَسِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَتَزَيَّتْ فَتَزَعَّتْهَا وَذَلِكَ بِمَنْى فَبَلَغَ الْحَجَّاجُ فَجَعَلَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتُ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يَحْمِلُ فِيهِ وَأَنْخَلْتُ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُنْخَلُ فِي الْحَرَمِ .

৯১৫ যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আবু সুকাইন (র.).....সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা.)-এর সংগে ছিলাম যখন বর্ষার অগ্রভাগ তাঁর পায়ের তলদেশে বিদ্ধ হয়েছিল। ফলে তাঁর পা রেকাবের সাথে আটকে গিয়েছিল। আমি তখন নেমে সেটি টেনে বের করে ফেললাম। এ ঘটে ছিল মিনায়। এ সংবাদ হাজ্জাজের নিকট পৌছলে তিনি তাঁকে দেখতে আসেন। হাজ্জাজ বললো, যদি আমি জানতে পারতাম কে আপনাকে আঘাত করেছে, (তাকে আমি শাস্তি দিতাম)। তখন ইবন উমর (রা.) বললেন, তুমিই আমাকে আঘাত করেছ। সে বলল, তা কি ভাবে? ইবন উমর (রা.) বললেন, তুমিই সেদিন (ঈদের দিন) অস্ত্র ধারণ করেছ, যে দিন অস্ত্র ধারণ করা হত না। তুমিই অস্ত্রকে হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়েছ, অথচ হারাম শরীফে কখনো অস্ত্র প্রবেশ করা হয় না।

৯১৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجُ .

৯১৬ আহমদ ইবন ইয়াকুব (র.)..সায়ীদ ইবন আস (রা.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.)-এর নিকট হাজ্জাজ এলো। আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো, তিনি কেমন আছেন? ইবন উমর (রা.) বললেন, ভাল। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো, আপনাকে কে আঘাত করেছে? তিনি বললেন, আমাকে সে ব্যক্তি আঘাত করেছে, যে সে দিন অস্ত্র ধারণের আদেশ দিয়েছে, যে দিন তা ধারণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ হাজ্জাজ।

৬১১. بَابُ التَّكْبِيرِ إِلَى الْعِيدِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَعْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

৬১১. অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতের জন্য সকাল সকাল রওয়ানা হওয়া। আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা.) বলেছেন, আমরা চাশতের সালাতের সময় ঈদের সালাত সমাপ্ত করতাম।

৯১৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ قَالَ إِنْ أَوْلَ مَا نَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلٌ لَاهِلُهُ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَرِّ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسْنَةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ إِذْ بَحَثَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯১৭ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....বারাআ ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল সালাত আদায় করা। তারপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়ম পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের আগেই যবেহ করবে, তা শুধু গোশতের জন্যই হবে, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তখন আমার মামা আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো সালাতের আগেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে এখন আমার নিকট এমন একটি মেঘশাবক আছে যা 'মুসিন্না' মেঘের চাইতেও উত্তম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : তার স্থলে এটিই (কুরবানী) করে নাও। অথবা তিনি বললেন : এটিই যবেহ কর। তবে তুমি ব্যতীত আর কারো জন্যই মেঘশাবক যথেষ্ট হবে না।

১. মুসিন্না অর্থ যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে।

৬১২. **بَابُ فَعْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَادَّكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ**

৬১২. অনুচ্ছেদ : তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের ফযীলত । ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, **وَالْأَيَّامُ** দ্বারা (যিলহাজ্জ মাসের) দশ দিন বুঝায় এবং **أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ** দ্বারা ‘আইয়ামুত তাশরীক’ বুঝায় । ইব্ন উমর ও আবু হুরায়রা (রা.) এই দশ দিন তাক্বীর বলতে বলতে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাদের তাক্বীরের সঙ্গে অন্যরাও তাক্বীর বলত । মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র.) নফল সালাতের পরেও তাক্বীর বলতেন ।

৯১৮ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ**

৯১৮ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল, অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম । তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয় ? নবী করীম ﷺ বললেন : জিহাদও নয় । তবে সে ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জ্ঞান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না ।

৬১৩. **بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمَعْنَى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَى تَكْبِيرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمَعْنَى تِلْكَ الْأَيَّامِ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمَشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مِثْمُونَةً يُكَبِّرُ يَوْمَ النُّحْرِ وَكُنُ النَّسَاءِ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْلًا إِلَى التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ**

৬১৩. অনুচ্ছেদ : মিনা-এর দিনগুলোতে এবং সকালে আরাফায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলা । উমর (রা.) মিনায় নিজের তাবুতে তাক্বীর বলতেন । মসজিদের লোকেরা তা শুনে

১. এ তাঁর নিজস্ব মত । অন্যান্য ইমামগণের মতে শুধু ফরয সালাতের পরেই তাক্বীর বলতে হয় ।

তারাও তাক্বীর বলতেন এবং বাজারের লোকেরাও তাক্বীর বলতেন। ফলে সমস্ত মিনা তাক্বীরের আওয়াযে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। ইবন উমর (রা.) সে দিনগুলোতে মিনায় তাক্বীর বলতেন এবং সালাতের পরে, বিছানায়, খীমায়, মজলিসে এবং চলার সময় এ দিনগুলোতে তাক্বীর বলতেন। মাইমূনা (রা.) কুরবানীর দিন তাক্বীর বলতেন এবং মহিলারা আবান ইবন উসমান ও উমর ইবন আবদুল আযীয (র.)-এর পিছনে তাশরীকের রাতগুলোতে মুসজিদে পুরুষদের সংগে সংগে তাক্বীর বলতেন।

৯১৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ الثَّلَاثَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَلْبِي الْمُلَبِّي لَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ .

৯১৯ আবু নু'আইম (র.).....মুহাম্মদ ইবন আবু বকর সাকাফী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সকাল বেলা মিনা থেকে যখন আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর নিকট তালবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে কিরূপ করতেন? তিনি বলেন, তালবিয়া পাঠকারী তালবিয়া পড়ত, তাকে নিষেধ করা হতো না। তাক্বীর পাঠকারী তাক্বীর পাঠ করত, তাকেও নিষেধ করা হতো না।

৯২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُوْمِرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبَكْرَ مِنْ خَدْرِهَا حَتَّى نَخْرِجَ الْحَيْضَ فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ فَيَكْبِرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدَعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ .

৯২০ মুহাম্মদ (র.).....উম্মে আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হত। এমন কি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাক্বীরের সাথে তাক্বীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত- তারা আশা করত সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা।

১১৬. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬১৪. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন বর্ষা সামনে পুতে সালাত আদায়।

৯২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرَكِّزُ الْحَرَبَةَ قَدَامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يَصَلِّي .

৯২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিন নবী করীম ﷺ-এর সামনে বর্ষা পুতে দেওয়া হত। তারপর তিনি সালাত আদায় করতেন।

৬১০. بَابُ حَمْلِ الْفَنَزَةِ أَوْ الْحَرَبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬১০. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ইমামের সামনে বল্লম অথবা বর্শা বহন করা ।

৯২২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُ إِلَى الْمُصَلَّى وَالْفَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْمِلُ وَتَنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

৯২২ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সকাল বেলায় ঈদগাহে যেতেন, তখন তাঁর সামনে বর্শা বহন করা হতো এবং তাঁর সামনে ঈদগাহে তা স্থাপন করা হতো এবং একে সামনে রেখে তিনি সালাত আদায় করতেন ।

৬১১. بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحَيْضِ إِلَى الْمُصَلَّى

৬১১. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের এবং ঋতুমতীদের ঈদগাহে গমন ।

৯২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ زَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى .

৯২৩ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র.).....উম্মে আতীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে) যুবতী ও পর্দানশীন মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আদেশ করা হত । আইয়ুব-(র.) থেকে হাফসা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণ আলাদা থাকতেন ।

৬১২. بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

৬১২. অনুচ্ছেদ : বালকদের ঈদগাহে গমন ।

৯২৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ .

৯২৪ আমর ইবন আব্বাস (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে ঈদুল ফিতর বা আযহার দিন বের হলাম । তিনি সালাত আদায় করলেন । এরপর খুত্বা

দিলেন। তারপর মহিলাগণের কাছে গিয়ে তাঁদের উপদেশ দিলেন, তাঁদের নসীহত করলেন এবং তাঁদেরকে সাদাকা দানের নির্দেশ দিলেন।

৬১৮. **بَابُ اسْتِثْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُقَابِلَ النَّاسِ**

৬১৮. অনুচ্ছেদ : ঈদের খুত্বা দেওয়ার সময় মুসল্লীগণের দিকে ইমামের মুখ করে দাঁড়ানো।

আবু সায়ীদ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন।

৯২০ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنْ أَوَّلَ نُسُكُنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَفَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَلُهُ لِأَمْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذْعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسْنَةٍ قَالَ أَذْبَحَهَا وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بِعَدَاكَ .

৯২৫ আবু নু'আইম (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ ঈদুল আযহার দিন বাকী (নামক কবরস্থানে) গমন করেন। তারপর তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন এরপর আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং তিনি বলেন, আজকের দিনের প্রথম ইবাদাত হল সালাত আদায় করা। এরপর (বাড়ী) ফিরে গিয়ে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এদ্রপ করবে সে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে। আর যে এর পূর্বেই যবেহ করবে তা হলে তার যবেহ হবে এমন একটি কাজ, যা সে নিজের পরবারবর্গের জন্যই তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে, এর সাথে কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। তখন এক ব্যক্তি (আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি (তো সালাতের পূর্বেই) যবেহ করে ফেলেছি। এখন আমার নিকট এমন একটি মেঘশাবক আছে যা পূর্ণবয়স্ক মেঘের চাইতে উত্তম। (এটা কুরবানী করা যাবে কি?) তিনি বললেন, এটাই যবেহ কর। তবে তোমার পর আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

৬১৯. **بَابُ الْعِلْمِ بِالْمُصَلَّى**

৬১৯. অনুচ্ছেদ : ঈদগাহে চিহ্ন রাখা।

৯২৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشْهَدَتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَكَانِي مِنَ الصَّغِيرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرٍ بِنِ الصَّلَاتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ

وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتَهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيَهُنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبٍ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ .

৯২৬ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি নবী করীম ﷺ-এর সংগে কখনো ঈদে উপস্থিত হয়েছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। যদি তাঁর কাছে আমার মর্যাদা না থাকত তা হলে কম বয়সী হওয়ার কারণে আমি ঈদে উপস্থিত হতে পারতাম না। তিনি বের হয়ে কাসীর ইবন সালতের গৃহের কাছে স্থাপিত নিশানার কাছে এলেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর খুত্বা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাগণের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর সংগে বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং দান সাদাকা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাগণের নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলাল (রা.)-এর কাপড়ে দান সামগ্রী ফেলতে দেখলাম। এরপর তিনি এবং বিলাল (রা.) নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।

৬২০. بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

৬২০. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন মহিলাগণের প্রতি ইমামের উপদেশ দেওয়া।

৯২৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَاتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بِاسِطٌ ثَوْبُهُ يَلْقَى فِيهِ النِّسَاءَ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ رُكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تَلْقَى فَتَحَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيَذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَقْعُلُونَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْفُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعُكَ الْآيَةَ ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَا يَذَرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسِطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنْ فِدَاءُ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِينَ الْفَتْخَ وَالْأَخَوَاتِمْ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتْخُ الْخَوَاتِمْ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

৯২৭ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন নাসর (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন, পরে খুত্বা দিলেন। খুত্বা শেষে নেমে

মহিলাগণের নিকট আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল (রা.)-এর হাতের উপর ভর দিয়ে ছিলেন এবং বিলাল (রা.) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে ধরলেন। মহিলাগণ এতে দান সামগ্রী ফেলতে লাগলেন (আমি ইব্ন জুরাইজ) আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি ঈদুল ফিতরের সাদাকা ? তিনি বললেন না, বরং এ সাধারণ সাদাকা যা তাঁরা ঐ সময় দিচ্ছিলেন। কোন মহিলা তাঁর আর্থট দান করলে অন্যান্য মহিলাগণও তাঁদের আর্থট দান করতে লাগলেন। আমি আতা (র.)-কে (আবার), জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাগণকে উপদেশ দেওয়া কি ইমামের জন্য জরুরী ? তিনি বললেন, অবশ্যই, তাদের উপর তা জরুরী। তাঁদের (ইমামগণ) কি হয়েছে যে, তাঁরা এরূপ করবেন না ? ইব্ন জুরাইজ (র) বলেছেন, হাসান ইব্ন মুসলিম (র.) তাউস (র) এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর সংগে ঈদুল ফিতরে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা খুত্বার আগে সালাত আদায় করতেন, পরে খুত্বা দিতেন। নবী ﷺ বের হলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তিনি হাতের ইশারায় (লোকদের) বসিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তাদের কাতার ফাঁক করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের কাছে এলেন। বিলাল (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখন নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন : لَا يَأْتِيَهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبْتَغِينَ - هه নবী ! যখন ঈমানদার মহিলাগণ আপনার নিকট এ শর্তে বায়'আত করতে আসেন.....(সূরা মুমতাহিনা : ১২)। এ আয়াত শেষ করে নবী ﷺ তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ বায়'আতের উপর আছ ? তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা বলল, হাঁ, সে ছাড়া আর কেউ এর জবাব দিল না। হাসান (র.) জানেন না, সে মহিলা কে ? এরপর নবী ﷺ বললেন : তোমরা সাদাকা কর। সে সময় বিলাল (রা.) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক, আসুন, আপনারা দান করুন। তখন মহিলাগণ তাঁদের ছোট-বড় আংটি গুলো বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। আবদুর রায্যাক (র.) বলেন, 'الفتح' হলো বড় আংটি যা জাহেলী যুগে ব্যবহৃত হত।

৬২১. بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

৬২১. অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য মহিলাগণের ওড়না না থাকলে।

۹۲۸ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَاتَيْتُهَا فَحَدَّثْتُ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى نُدَاوِي الْكَلِمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ، فَقَالَ لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتَ فِى كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبَى وَقَلَّمَا ذَكَرْتَ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَالَتْ بِأَبَى قَالَ لِيَخْرُجْ

الْعَوَاتِقُ نَوَاتِ الْخُؤَرِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَنَوَاتِ الْخُؤَرِ شَكُّ أَيُّوبَ وَالْحَيْضُ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى
وَلَيْشَهِدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحَيْضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ
عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا .

৯২৮ আবু মা'মার (র.).....হাফসা বিন্ত সীরীন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ঈদের দিন আমাদের যুবতীদের বের হতে নিষেধ করতাম। একবার জনৈক মহিলা এলেন এবং বনু খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর ভগ্নিপতি নবী ﷺ-এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তাঁর বোনও স্বামীর সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন, (মহিলা বলেন) আমার বোন বলেছেন, আমরা রঙ্গুদের সেবা করতাম, আহতদের শুশ্রূষা করতাম। একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমাদের কারো ওড়না না থাকে, তখন কি সে বের হবে না? নবী ﷺ বললেন : এ অবস্থায় তার বান্ধবী যেন তাকে নিজ ওড়না পরিধান করতে দেয় এবং এভাবে মহিলাগণ যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফসা (রা.) বলেন, যখন উম্মে আতিয়া (রা.) এলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি এসব ব্যাপারে কিছু শুনছেন? তিনি বললেন হাঁ, হাফসা (র.) বলেন, আমার পিতা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উৎসর্গিত হোক এবং তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই এ কথা বলতেন। তাঁবুতে অবস্থান-কারিনী যুবতীগণ এবং ঋতুমতী মহিলাগণ যেন বের হন। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ যেন সালাতের স্থান থেকে সরে থাকেন। তারা সকলেই যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফসা (র.) বলেন, আমি তাকে বললাম, ঋতুমতী মহিলাগণও? তিনি বললেন, হাঁ ঋতুমতী মহিলা কি আরাফাত এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না?

৬২২. بَابُ اعْتِزَالِ الْحَيْضِ الْمُصَلَّى

৬২২. অনুচ্ছেদ : ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণের পৃথক অবস্থান।

৯২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ أُمُّرْنَا
أَنْ نَخْرُجَ فَنَخْرُجَ الْحَيْضُ وَالْعَوَاتِقُ وَذَاتِ الْخُؤَرِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوِ الْعَوَاتِقُ نَوَاتِ الْخُؤَرِ ، فَأَمَّا
الْحَيْضُ فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ .

৯২৯ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.).....উম্মে আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের দিন) আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঋতুমতী, যুবতী এবং তাঁবুতে অবস্থানকারিনী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। ইব্ন আওন (র.)-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, অথবা তাঁবুতে অবস্থানকারিনী যুবতী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। অতঃপর ঋতুমতী মহিলাগণ মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করতেন। তবে ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করতেন।

৬২২. بَابُ النُّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النُّحْرِ بِالمُصَلَّى

৬২৩. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন ঈদগাহে নাহর ও যবেহ ।

৯২০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى .

৯৩০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে নাহর করতেন কিংবা যবেহ করতেন ।

৬২৬. بَابُ كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

৬২৪. অনুচ্ছেদ : ঈদের খুত্বার সময় ইমাম ও লোকদের কথ বলা এবং খুত্বার সময় ইমামের নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে ।

৯২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نَسَكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسِكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَكَ شَاءَ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطَعَمْتُ أَهْلِي وَجِئَرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكَ شَاءَ لَحْمٍ قَالَ فَإِنْ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي، قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯৩১ মুসাদ্দাদ (র.).....বারাআ ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন সালাতের পর রাসূলুলাহ ﷺ আমাদের সামনে খুত্বা দিলেন । খুত্বায় তিনি বললেন, যে আমাদের মত সালাত আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করবে, তার কুরবানী যথার্থ বলে গণ্য হবে । আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে তার সে কুরবানী গোশত খাওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না । তখন আবু বুরদাহ ইবন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলালাহ! আল্লাহর কসম! আমি তো সালাতে বের হবার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি । আমি ভেবেছি যে, আজকের দিনটি তো পানাহারের দিন । তাই আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি । আমি নিজে খেয়েছি এবং আমার পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদেরকেও আহার করায়েছি । তখন রাসূলুলাহ ﷺ বললেন : ওটা গোশত খাওয়ার বকরী ছাড়া আর কিছু হয়নি । আবু বুরদা (রা.) বলেন, তবে আমার নিকট এমন একটি মেঘ শাবক আছে যা দু'টো

(গোশ্বত খাওয়ার) বকরীর চেয়ে ভাল। এটা কি আমার পক্ষে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার পরে অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

৯৩২ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْرَانِ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَإِمَّا قَالَ فَقَرُّ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ فَرَخُصَ لَهُ فِيهَا .

৯৩২ হামিদ ইবন উমর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, তারপর খুত্বা দিলেন। এরপর নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। তখন আনসারগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুলাহ! আমার প্রতিবেশীরা ছিল উপবাসী অথবা বলেছেন দরিদ্র। তাই আমি সালাতের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে আমার নিকট এমন মেঘশাবক আছে যা দু'টি হুস্তপুস্ত বকরীর চাইতেও আমার নিকট অধিক পসন্দ সহ। নবী করীম ﷺ তাকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করেন।

৯৩৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ .

৯৩৩ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....জুন্দাব ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, এরপর খুত্বা দেন। তারপর যবেহ করেন এবং তিনি বলেন : সালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ করবে তাকে তার স্থলে আর একটি যবেহ করতে হবে এবং যে যবেহ করেনি, আল্লাহর নামে তার যবেহ করা উচিত।

৬২৫. بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

৬২৬. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ফিরার সময় যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসে।

৯৩৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو تَمِيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاصِعٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ .

৯৩৪ মুহাম্মদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার সময়) ভিন্ন পথে আসতেন। ইউনুস ইবন মুহাম্মদ (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস

বর্ণনায় আবু তুমাইলা ইয়াহুইয়া (র.) এর অনুসরণ করেছেন। তবে জাবির (রা.) থেকে হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

৬২২. **بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ وَالْقَرْىَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ**
هَذَا عِيدُنَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَأَمْرَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنُ أَبِي عَثْبَةَ بِالزَّوْجَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَيْنَهُ وَصَلَّى
كَمَلَّةِ أَهْلِ الْخَضِرِ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ
الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّي رَكَعَتَيْنِ .

৬২৩. অনুচ্ছেদ : কেউ ঈদের সালাত না পেলে সে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে। মহিলা এবং যারা বাড়ী ও পল্লীতে অবস্থান করে তারাও এরূপ করবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন : হে মুসলিমগণ! এ হলো আমাদের ঈদ। আর আনাস ইবন মালিক (রা.) যাবিয়া নামক স্থানে তাঁর আযাদকৃত গোলাম ইবন আবু উত্বাকে এ আদেশ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিদের নিয়ে শহরের অধিবাসীদের ন্যায় তাক্বীরসহ সালাত আদায় করেন এবং ইকরিমা (র.) বলেছেন, গ্রামের অধিবাসীরা ঈদের দিন সমবেত হয়ে ইমামের ন্যায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে। আতা (র.) বলেন, যখন কারো ঈদের সালাত ছুটে যায় তখন সে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে।

৯৩০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مَنَى تَدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشِّرٌ بِثَوْبِهِ فَاتَّهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّمَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مَنَى ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَرْنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُهُمْ أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمَنِ .

৯৩৫ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা.) তাঁর নিকট এলেন। এ সময় মিনার দিবসগুলোর এক দিবসে তাঁর নিকট দু'টি মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল, নবী করীম ﷺ তাঁর চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন। তখন আবু বকর (রা.) মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন। তারপর নবী করীম ﷺ মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবু বকর ! ওদের বাঁধা দিও না। কেননা, এসব ঈদের দিন। আর সে দিনগুলো ছিল মিনার দিন। আয়িশা (রা.) আরো বলেছেন, হাবশীরা

যখন মসজিদে (এর প্রাঙ্গণে) খেলাধুলা করছিল, তখন আমি তাদের দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি, নবী করীম ﷺ আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। উমর (রা.) হাবশীদের ধমক দিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ওদের ধমক দিও না। হে বণু আরফিদা! তোমরা যা করছিলে তা নিচিন্তে কর।

৬২৭. **بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَقَالَ أَبُو الْمَعْلَى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ**

৬২৭. অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করা। আবু মু'আল্লা (র.) বলেন, আমি সায়ীদ (রা.)-কে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ঈদের পূর্বে সালাত আদায় করা মাকরুহ মনে করতেন।

৯৩৬ **حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ .**

৯৩৬ আবুল ওয়ালীদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ঈদুল ফিত্রের দিন বের হয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তিনি এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি।

كِتَابُ الْوِثْرِ

অধ্যায় : বিত্ৰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْوُتْرِ

অধ্যায় : বিত্ৰ

৬২৮. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ

৬২৮. অনুচ্ছেদ : বিত্ৰের বিবরণ ।

৯২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرُّكْعَتَيْنِ فِي الْوُتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ .

৯৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : রাতের সালাত দু' দু' (রাক'আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হওয়ার আশংকা করে, সে যেন এক রাক'আত মিলিয়ে সালাত আদায় কর নেয়। আর সে যে সালাত আদায় করল, তা তার জন্য বিত্ৰ হয়ে যাবে। নافع (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বিত্ৰ সালাতের এক ও দু' রাক'আতের মাঝে সালাম ফিরাতে। এরপর কাউকে কোন প্রয়োজনীয় কাজের নির্দেশ দিতেন।

৯২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَأَضْطَجَعَتْ فِي عَرْصٍ وَسَادَةٍ وَأَضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَتَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَنْ مَعْلَقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي لِمَصْنَعَتِ مِثْلِهِ ، فَقُمْتُ

إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَصْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

৯৩৮ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটান। (তিনি বলেন) আমি বালিশের প্রস্থের দিক দিয়ে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার সেটির দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে শয়ন করলেন। নবী করীম ﷺ রাতের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। এরপর তিনি জাহাজ হলেন এবং চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করেন। পরে তিনি সূরা আলে-ইমরানের (শেষ) দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বুলন্ত মশকের নিকট গেলেন এবং উত্তমরূপে উষু করলেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর মতই করলাম এবং তাঁর পাশেই দাঁড়লাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার কান ধরলেন। এরপর তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর তিনি বিত্ৰ আদায় করলেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুআযযিন তাঁর কাছে এলো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বের হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

৯৩৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَصَرَّفَ فَأَرْكَعْ رَكْعَةً تُؤْتِرُكَ مَا صَلَّيْتَ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْتُنَا أَنَا سَأَ مُنْذُ أَذْرَكُنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَإِنْ كَلَّا لَوَاسِعَ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ .

৯৩৯ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের সালাত দু' দু' রাকা'আত করে। তারপর যখন তুমি সালাত শেষ করতে চাইবে, তখন এক রাকা'আত আদায় করে নিবে। তা তোমার পূর্ববর্তী সালাতকে বিত্ৰ করে দিবে। কাসিম (র.) বলেন, আমরা সাবালক হয়ে লোকদের তিন রাকা'আত বিত্ৰ আদায় করতে দেখছি। উভয় নিয়মেরই অবকাশ রয়েছে। আমি আশা করি এর কোনটিই দোষনীয় নয়।

৯৪০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُروَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ أَحَدِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ تَغْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السُّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ .

৯৪০ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। এ ছিল তাঁর রাত্রিকালীন সালাত। এতে তিনি এমন দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার আগে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারে এবং ফজরের সালাতের আগে তিনি আরো দু' রাকা'আত পড়তেন। তারপর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন, সালাতের জন্য মুআয্বিনের আসা পর্যন্ত।

৬২৭. بَابُ سَاعَاتِ الْوَيْتْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَيْتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

৬২৭. অনুচ্ছেদ : বিতরের সময়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী ﷺ আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিত্র আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

৯৪১ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مِثْلِي مِثْلِي وَيُوتِرُ بِرُكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأَذْنَيْهِ ، قَالَ حَمَادُ أَيْ سُرْعَةً .

৯৪১ আবু নু'মান (র.).....আনাস ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা.)-কে বললাম, ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আতে আমি কিরাআত দীর্ঘ করব কি না, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, নবী ﷺ রাতে দু' দু' রাকা'আত করে সালাত আদায় করতেন এবং এক রাকা'আতে মিলিয়ে বিত্র পড়তেন। এরপর ফজরের সালাতের পূর্বে তিনি দু' রাকা'আত এমন সময় আদায় করতেন যেন একামতের শব্দ তাঁর কানে আসছে। রাবী হাম্মাদ (র.) বলেন, অর্থাৎ দ্রুততার সাথে। (সংক্ষিপ্ত কিরাআতে)

৯৪২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّ اللَّيْلِ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ .

৯৪২ উমর ইবন হাফস (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সকল অংশে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) বিত্র আদায় করতেন আর (জীবনের) শেষ দিকে সাহরীর সময় তিনি বিত্র আদায় করতেন।

৬২৮. بَابُ إِيقَاطِ النَّبِيِّ ﷺ أَفْلَهُ بِالْوَيْتْرِ

৬২৮. অনুচ্ছেদ : বিতরের জন্য নবী করীম ﷺ কর্তৃক তাঁর পরিবারবর্গকে জাগানো।

৯৪৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ .

৯৪৩ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (রাতে) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে ঘুমিয়ে থাকতাম। এরপর তিনি যখন বিত্ৰ পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমিও বিত্ৰ আদায় করে নিতাম।

৬৩১. بَابُ لِيَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتَرًا

৬৩১. অনুচ্ছেদ : রাতের সর্বশেষ সালাত যেন বিত্ৰ হয়।

৯৪৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا .

৯৪৪ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : বিত্ৰকে তোমাদের রাতের শেষ সালাত করবে।

৬৩২. بَابُ الْوُتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

৬৩২. অনুচ্ছেদ : সাওয়ারী জন্তুর উপর বিত্ৰের সালাত।

৯৪৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمْ خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْيَسْرَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدَ حَسَنَةً فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

৯৪৫ ইসমায়ীল (র.).....সায়ীদ ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-এর সঙ্গে মক্কার পথে সফর করছিলাম। সায়ীদ (র.) বলেন, আমি যখন ফজর হওয়ার আশংকা করলাম, তখন সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লাম এবং বিত্ৰের সালাত আদায় করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, ভোর হওয়ার আশংকা করে নেমে বিত্ৰ আদায় করেছি। তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠের পিঠে (আরোহী অবস্থায়) বিত্ৰের সালাত আদায় করতেন।

৬৩৩. অনুচ্ছেদ : সফর অবস্থায় বিত্ন ।

৯৪৬ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সফরে ফরয সালাত ব্যতীত তাঁর সাওয়্যারীতে থেকেই ইশারায় রাতের সালাত আদায় করতেন। সাওয়্যারী যে দিকেই ফিরুক না কেন, আর তিনি বাহনের উপরেই বিতর আদায় করতেন।

৬৩৪. অনুচ্ছেদ : রুকু'র আগে ও পরে কুনুত পাঠ করা ।

৯৪৭ মুসাদ্দাদ (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ফজরের সালাতে নবী করীম পাঠাতেন সহাবায়ে কুনূত পড়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে জিজ্ঞেসা করা হলো তিনি কি রুকু'র আগে কুনূত পড়েছেন ? তিনি বললেন, কিছুদিন রুকু'র পরে পড়েছেন।

৯৪৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আসিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে কনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কনূত অবশ্যই পড়া হত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। রুকু'র আগে না পরে ? তিনি বললেন, রুকু'র আগে। আসিম (র.) বললেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার বরাত দিয়ে বলেছেন যে, আপনি বলেছেন, রুকু'র পরে। তখন আনাস (রা.) বলেন, সে ভুল

বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু'র পরে এক মাস ব্যাপি কুনূত পাঠ করেছেন। আমার জানা মতে, তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল, যাদের কুররা (অভিজ্ঞ ক্বারীগণ) বলা হতো মুশরিকদের কোন এক কাউমের উদ্দেশ্যে পাঠান। এরা সেই কাউম নয়, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বদু'আ করেছিলেন। বরং তিনি এক মাস ব্যাপি কুনূতে সে সব কাফিরদের জন্য বদু'আ করেছিলেন যাদের সাথে তাঁর চুক্তি ছিল এবং তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ক্বারীগণকে হত্যা করেছিল।

৯৪৭ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قُنْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكَوَانٍ .

৯৪৯ আহমাদ ইবন ইউনুস (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মাস ব্যাপি রি'ল ও যাকুওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে নবী ﷺ কুনূতে দু'আ পাঠ করেছিলেন।

৯৫০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ .

৯৫০ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাগরিব ও ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করা হত।

كِتَابُ الْإِسْتِشْقَاءِ

অধ্যায় : বৃষ্টির জন্য
দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় : বৃষ্টির জন্য দু'আ

৬২৫. بَابُ الْأِسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأِسْتِسْقَاءِ

৬৩৬. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির জন্য দু'আ এবং দু'আর উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ-এর বের হওয়া।

৯০১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي وَحَوْلَ رِجَالِهِ .

৯৫১ আবু নু'আইম (র.)..... আব্বাদ ইবন তামীম (র.) তাঁর চাচা (আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে বের হলেন এবং তাঁর চাদর পাটালেন।

৬২৬. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَيْنِي يُوسُفُ

৬৩৬. অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর দু'আ ইউসুফ (আ.)-এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত (এদের উপরেও) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন।

৯০২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْثَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ مِشْأَمٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَيْنِي يُوسُفُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الصَّبْحِ .

৯৫২ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন শেষ রাক'আত থেকে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ! আইয়্যাশ ইবন আবু রাবী'আহকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! সালামা ইবন হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! দুর্বল মু'মিনদেরকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর আপনার শাস্তি কঠোর করে দিন। হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ.)-এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় (এদের উপরে) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন। নবী করীম ﷺ আরো বললেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। ইবন আবু যিনাদ (র.) তাঁর পিতা থেকে বলেন, এ সমস্ত দু'আ ফজরের সালাতে ছিল।

৯৫৩ حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِثْبَارًا قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعُ كَسْبَعٍ يُوسُفَ فَأَخَذْتَهُمْ سَنَةً حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجَيْفَ وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ فَأَتَاهُ أَبُو سَفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصَلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى فَاَلْبِطْشَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتْ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ .

৯৫৩ হুমাইদী ও উসমান ইবন আবু শাইবা (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন লোকদেরকে ইসলাম বিমুখ ভূমিকায় দেখলেন, তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ.)-এর যামানার সাত বছরের (দুর্ভিক্ষের) ন্যায় তাদের উপর সাতটি বছর দুর্ভিক্ষ দিন। ফলে তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ আপতিত হল যে, তা সব কিছুই ধ্বংস করে দিল। এমন কি মানুষ তখন চামড়া, মৃতদেহ এবং পচা ও গলিত জানোয়ারও খেতে লাগল। ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থা এতদূর চরম আকার ধারণ করল যে, কেউ যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন সে ধূয়া দেখতে পেত। এমনতাবস্থায় আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণ পূর্বে) নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তো আল্লাহর আদেশ মেনে চল এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার আদেশ দান কর। কিন্তু তোমার কাউমের লোকেরা তো মরে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :..... “فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى” “আপনি সে দিনটির অপেক্ষায় থাকুন যখন আকাশ সুস্পষ্ট ধূয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে..... সেদিন আমি প্রবলভাবে তোমাদের পাকড়াও করব।” (৪৪ : ১০-১৬) আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, সে কঠিন আঘাত এর দিন ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। ধূয়াও দেখা গেছে, আঘাতও এসেছে। আর মক্কার মুশ্রিকদের নিহত ও প্রেফতারের

যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে সূরা রুম-এর এ আয়াতও (রুমবাসী দশ বছরের মধ্যে পারসিকদের উপর আবার বিজয় লাভ করবে)।

৬২৭. بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْأِسْتِشْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

৬৩৭. অনুচ্ছেদ : অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ আবেদন।

৯০৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلرَّامِلِ

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ
يَسْتَسْقَى فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَحْبِيشَ كُلَّ مِزَابٍ

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلرَّامِلِ .

৯৫৪ আমার ইবন আলী (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা.)-কে আবু তালিব-এর কবিতাটি পাঠ করতে শুনেছি,

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلرَّامِلِ - ১

উমর ইবন হামযা (র.)..... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর বৃষ্টির জন্য দু'আ রত অবস্থায় আমি তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে তাকালাম এবং কবির এ কবিতাটি আমার মনে পড়লো। আর তাঁর (মিস্বর থেকে) নামতে না নামতেই প্রবল বেগে মীযাব^২ থেকে পানি প্রবাহিত হতে দেখলাম। আর এ হলো আবু তালিবের কবিতা।

৯০৫ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

الْثَمْنِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ .

৯৫৫ হাসান ইবন মুহাম্মদ (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা.)

১. তিনি শুভ্র তীর চেহারার অসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হতো। তিনি ইয়াতীমদের আহার দানকারী আর বিধবাদের হিফায়তকারী।

২. মীযাব - ছাদ থেকে পানি নামার নালী।

অনাবৃষ্টির সময় আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর উসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! (প্রথমে) আমরা আমাদের নবী করীম ﷺ-এর অসিলা দিয়ে দু'আ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবী করীম ﷺ-এর চাচার উসিলা দিয়ে দু'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দু'আর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হত।

৬২৮. بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৩৮. অনুচ্ছেদ : ইসতিস্কায় চাদর উল্টানো।

৯৫৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَشْفَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

৯৫৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন এবং নিজের চাদর উল্টিয়ে দেন।

৯৫৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَشْفَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عِيْنَةَ يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ وَلَكِنَّهُ وَهُمْ لَنْ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ مَا زِنُ الْأَنْصَارِ .

৯৫৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে নিজের চাদরখানি উল্টিয়ে নিলেন এবং দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইব্ন উয়াইনা (র.) বলতেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) হলেন, আযানের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবী। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ ইনি হলেন, সেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসিম মায়িনী, যিনি আনসারের মায়িন গোত্রের লোক।

৬৩৯. بَابُ اِنْتِقَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا اِثْنَيْكَ مُحَارِمُ اللَّهِ

৬৩৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর মাখলুকের মধ্য থেকে কেউ তাঁর মর্যাদাপূর্ণ বিধানসমূহের সীমালংঘন করলে মহিমময় প্রতিপালক কর্তৃক দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি প্রদান।

৬৪০. بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

৬৪০. অনুচ্ছেদ : জামে' মসজিদে বৃষ্টির জন্য দু'আ।

৯৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وَجَاهُ الْمُنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثَنَا ، قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قُرْعَةٍ وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلَمٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعْتُ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلَ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرْتُ ثُمَّ امْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمَسِّكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْأَجَامِ وَالظَّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكُ فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا أَدْرِي .

৯৫৮ মুহাম্মাদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জুম্মা'আর দিন মিম্বরের সোজাসুজি দরওয়াযা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশে মেঘমালা, মেঘের চিহ্ন বা কিছুই দেখতে পাইনি। অথচ সালা'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘর বাড়ী ছিল না। আনাস (রা.) বলেন, হঠাৎ সালা'আ পর্বতের পিছন থেকে ঢালের মত মেঘ বেরিয়ে এল এবং তা মধ্য আকাশে পৌছে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। তারপর বর্ষণ শুরু হল। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। তারপর এক ব্যক্তি পরবর্তী জুম্মা'আর দিন সে দরওয়াযা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করুন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়; টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস (রা.) বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা (মসজিদ থেকে বেরিয়ে) রোদে চলতে লাগলাম। শরীক (র.) (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কি আগের সে লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না।

৬৬১. بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

৬৪৯. অনুচ্ছেদ : কিব্বার দিকে মুখ না করে জুমু'আর খুত্বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা ।

৯৫৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَغْفِرْ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْنِنَا ، اللَّهُمَّ اغْنِنَا ، اللَّهُمَّ اغْنِنَا ، قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قُرْعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ الثَّرَسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ امْطَرَتْ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكَ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهْوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَا أَدْرِي .

৯৫৯ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন দারুল কাযা (বিচার কাজ সমাধার স্থান)-এর দিকের দরওয়াযা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুকরাও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বলেন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ থেকে ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল। আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরওয়াযা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দু' হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের

উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকার অভ্যন্তরে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস (রা.) বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম। (রাবী) শরীক (র.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কি আগের সেই লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না।

৬৪২. بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمُتَبَرِّ

৬৪২. অনুচ্ছেদ : মিশরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ।

৯৬০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَدَعَا فَمَطَرْنَا فَمَا كُنَّا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَازِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَنْقَطِعُ يَمِينَنَا وَشِمَالَنَا يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ .

৯৬০ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন খুত্বা দিচ্ছিলেন। এ সময় একজন লোক এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি তখন দু'আ করলেন। ফলে এত অধিক বৃষ্টি হল যে, আমাদের নিজ নিজ ঘরে পৌঁছতে পারছিলাম না। এমনকি পরের জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকল। আনাস (রা.) বলেন, তখন সে লোকটি অথবা অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি সরিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন দেখতে পেলাম, মেঘ ডানে ও বামে বিভক্ত হয়ে বৃষ্টি হতে লাগল, মদীনাবাসীর উপর বর্ষণ হচ্ছিল না।

৬৪৩. بَابُ مَنْ اِكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৪৩. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির দু'আর জন্য জুমু'আর সালাতকে যথেষ্ট মনে করা।

৯৬১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمَطَرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهْدَمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللَّهَ يُسْكِنُهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ

اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثُّوبِ .

৯৬১ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, গৃহপালিত পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি দু'আ করলেন। ফলে সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। তারপর সে ব্যক্তি আবার এসে বলল, (অতি বৃষ্টির কারণে) ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা অচল হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। তখন মদীনা থেকে মেঘ এমনভাবে কেটে গেল, যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

٦٤٤. بَابُ الدَّاعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ مِنْ كَثَرَةِ الْمَطَرِ

৬৪৪. অনুচ্ছেদ : অধিক বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দু'আ করা।

٩٦٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الثَّوَابِشِي وَانْقَطَعَتِ السَّبِيلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَطَرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدَمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ وَهَلَكَتِ الثَّوَابِشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ عَلَى رُؤُسِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثُّوبِ .

৯৬২ ইসমায়ীল (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! পশুগুলো মারা যাচ্ছে, এবং রাস্তাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন। ফলে সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। এরপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ঘরবাড়ী ধ্বংস পড়েছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন : হে আল্লাহ! পাহাড়ের চূড়ায়, টিলায়, উপত্যকায় এবং বনাঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। তারপর মদীনার আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

٦٤٥. بَابُ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوَّلْ رِدَاءُهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৬৪৫. অনুচ্ছেদ : বলা হয়েছে, জুমু'আর দিন বৃষ্টির জন্য দু'আ করার সময় নবী ﷺ তাঁর চাঁদর উল্টান নি।

৯৬৩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَاَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَكَ الْمَالُ وَجَهَدَ الْعِيَالُ فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي وَيَسْتَسْقِي وَيَسْتَسْقِي وَكَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ حَوْلَ رِدَاءٍ هُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

৯৬৩ হাসান ইবন বিশর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার এবং পরিবার পরিজনের দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ করে। তখন তিনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী একথা বলেন নি, তিনি (আল্লাহর রাসূল ﷺ) তাঁর চাদর উন্টিয়ে ছিলেন এবং এও বলেন নি, তিনি কিবলামুখী হয়েছিলেন।

৬৬৬. بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَهُمْ لَمْ يَرْدَهُمْ

৬৪৬. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির জন্য ইমামকে দু'আ করার অনুরোধ করা হলে তা প্রত্যাখ্যান না করা।
৯৬৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَوَاشِيُّ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَ الْمَوَاشِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ .

৯৬৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট (বৃষ্টির জন্য) দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করলেন। ফলে এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হতে থাকল। এরপর একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! পাহাড়ের উপর, টিলার উপর, উপত্যকা এলাকায় এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। ফলে মদীনা থেকে মেঘ এরূপভাবে কেটে গেল যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

৬৬৭. بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

৬৪৭. অনুচ্ছেদ : দূর্ভিক্ষের সময় মুশরিকরা মুসলিমদের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন করলে।

৯৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَلُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَآكَلُوا أَلْمِيتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتُ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ فَقَرَأَ فَارْتَقَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَزَادَ اسْبَاطُ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَقُوا الْغَيْثَ فَأُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَ النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَأَنْحَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسَقُوا النَّاسَ حَوْلَهُمْ .

৯৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র.).....ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণে দেরী করছিল, তখন নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। পরিণামে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ এমনভাবে গ্রাস করল যে, তারা বিনাশ হতে লাগল এবং মৃতদেহ ও হাড়গোড় খেতে লাগল। তখন আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি তো আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে থাক। অথচ তোমার কাউম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তুমি মহান আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তখন তিনি তিলাওয়াত করলেন, فَارْتَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, “তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের যে দিন আসমানে প্রকাশ্য ধূয়া দেখা দিবে।” তারপর (আল্লাহ যখন তাদের বিপদমুক্ত করলেন তখন) তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে গেল। এর পরিণতি স্বরূপ আল্লাহর এ বাণী : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى “যেদিন আমি কঠোরভাবে পাকড়াও করব অর্থাৎ বদরের দিন। মানসূর (র.) থেকে (বর্ণনাকারী) আসবাত (র.) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেন। ফলে লোক-জনের উপর বৃষ্টিপাত হয় এবং অবিরাম সাতদিন পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকে। লোকেরা অতিবৃষ্টির বিষয়টি পেশ করল। তখন নবী ﷺ দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। তারপর তাঁর মাথার উপর থেকে মেঘ সরে গেল। তাঁদের পার্শ্ববর্তী লোকদের উপর বর্ষিত হল।

৬৬৮. بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

৬৪৮. অনুচ্ছেদ : অধিক বর্ষনের সময় এ রূপ দু'আ করা “যেন পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি হয় আমাদের এলাকায় নয়।”

৯৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ ثَوْمٌ جُمُعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ

اللَّهُ يَسْقِيْنَا فَقَالَ اللَّهُ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَأَيُّمَ اللَّهُ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً مِنْ سَحَابٍ تَنْشِئُ سَحَابَةً
وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنِ الْمُنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلَهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ
يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهْدَمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ
اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَكَشَطَتِ الْمَدِينَةُ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا وَلَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَتَطَرَّتْ إِلَى
الْمَدِينَةِ وَأَنَهَا لَفِي مِثْلِ الْأَكِيلِ .

৯৬৬ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র.).....আনাস (ইবন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, গাছপালা লাল হয়ে গিয়েছে এবং পশুগুলো মারা যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। এভাবে দু'বার বললেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ হলো। তিনি (রাসূলুল্লাহ) মিম্বর থেকে নেমে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন তিনি চলে গেলেন, তখন থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকে। তারপর যখন তিনি (দাঁড়িয়ে) জুমু'আর খুত্বা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা উচ্চস্বরে তাঁর নিকট নিবেদন করল, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হচ্ছে, রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের থেকে তিনি বৃষ্টি বন্ধ করেন। তখন নবী ﷺ মৃদু হেঁসে বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। তখন মদীনার আকাশ মুক্ত হলো আর এর আশে পাশে বৃষ্টি হতে লাগল। মদীনায় তখন এক ফোঁটা বৃষ্টিও হচ্ছিল না। আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মদীনা যেন মেঘ মুকুটের মাঝে শোভা পাচ্ছিল।

٦٤٩ بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى
رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِثْبَرٍ فَاسْتَقْفَرُوا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يَقُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَرَأَى
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ ﷺ

৬৪৯. অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে ইস্তিসকার দু'আ করা। আবু নু'আইম (র.) যুহায়র (র.)-এর মাধ্যমে আবু ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) বের হলেন এবং, বারআ ইবন আযিব ও যায়দ ইবন আরকাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গে বের হলেন। তিনি মিম্বর ছাড়াই পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সংগে

নিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর ইস্তিগফার করে আযান ও ইকামাত ব্যতীত সশব্দে কিরাআত পড়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। (রাবী) আবু ইসহাক (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (আনসারী) (রা.) নবী ﷺ -কে দেখেছেন। (কাজেই তিনিও একজন সাহাবী)।

৯৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوْلَ رِءَاءِ هُ فَاسْقُوا .

৯৬৭ আবুল ইয়ামান (র.).....আব্বাদ ইবন তামীম (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁর চাচা নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে তাঁদের জন্য বৃষ্টির দু'আর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়েই আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে নিজ চাদর উলটিয়ে দিলেন। এরপর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

৬৫০. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৫০. অনুচ্ছেদ : ইস্তিসকায় সশব্দে কিরাআত পাঠ।

৯৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوْلَ رِءَاءِ هُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

৯৬৮ আবু নু'আইম (র.).....আব্বাদ ইবন তামীম (রা.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বৃষ্টির দু'আর জন্য বের হলেন, কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন এবং নিজের চাদরখানি উল্টে দিলেন। তারপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তিনি উভয় রাকা'আতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করলেন।

৬৫১. بَابُ كَيْفَ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

৬৫১. অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন।

৯৬৯ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوْلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوْلَ رِءَاءِ هُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

৯৬৯ আদম (র.).....আব্বাদ ইবন তামীম (রা.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী

যেদিন বৃষ্টির দু'আর উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আমি তা দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকদের দিকে তাঁর পিঠ ফিরালেন এবং কিব্লামুখী হয়ে দু'আ করলেন। এরপর তিনি তাঁর চাদর উল্টে দিলেন। তারপর আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তিনি উভয় রাকা'আতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন।

৬৫২. بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ رَكَعَتَيْنِ

৬৫২. অনুচ্ছেদ : ইসতিস্কার সালাত দু' রাকা'আত।

৯৭০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

৯৭০ কুতাইবা ইব্ন সাইদ (র.).....আব্বাদ ইব্ন তামীম (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন এবং চাদর উল্টিয়ে নিলেন।

৬৫৩. بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

৬৫৩. অনুচ্ছেদ : ঈদগাহে ইসতিস্কা।

৯৭১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عُبَادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ قَالَ سَفْيَانُ فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِينُ عَلَى الشِّمَالِ .

৯৭১ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আব্বাদ ইব্ন তামীম (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইসতিস্কার জন্য ঈদগাহর ময়দানে গমন করেন। তিনি কিব্লামুখী হলেন, এরপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাঁর চাদর উল্টিয়ে নিলেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, আবু বকর (রা.) থেকে মাসউদী (রা.) আমাকে বলেছেন, তিনি (চাদর পাল্টানোর ব্যাখ্যায়) বলেন, ডান পাশ বাঁ পাশে দিলেন।

৬৫৪. بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৫৪. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির জন্য দু'আর সময় কিব্লামুখী হওয়া।

৯৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ

أَنَّ عَبْدَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّيُ
وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِءَاءَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ هَذَا مَا زِنِي
وَالْأَوَّلُ كُوفِي هُوَ ابْنُ يَزِيدَ .

৯৭২ মুহাম্মদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন য়াদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন দু'আ করলেন অথবা দু'আ করার ইচ্ছা করলেন তখন কিব্লামুখী হলেন এবং তাঁর চাদর উলটিয়ে নিলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, এ (হাদীসের বর্ণনাকারী) আবদুল্লাহ্ ইবন য়াদ তিনি মাযিন গোত্রীয়। আগের হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন কুফী এবং তিনি ইবন ইয়াযিদ।

৬৫৫. بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْإِسْتِشْقَاءِ

৬৫৬. অনুচ্ছেদ : ইসতিস্কায ইমামের সঙ্গে লোকদের হাত উঠানো।

৯৭৩ قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ
يَدْعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا فَمَارَلْنَا نُمَطِرُ حَتَّى كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْآخِرَى فَاتَى
الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمَنْعَ الطَّرِيقُ بَشِقَ أَيْ مَلٌّ وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكَ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ .

৯৭৩ আইয়ুব ইবন সুলায়মান (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (অনাবৃষ্টিতে) পশুগুলো মরে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন মারা যাচ্ছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আর জন্য দু'হাত উঠালেন। লোকজনও দু'আর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল, এমন কি পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি হতে থাকল। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মুসাফির ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। 'بَشِقَ'-এর অর্থ ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। ওয়ায়সী (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে-ছিলেন, এমন কি আমরা তাঁর বগলের গুদ্রতা দেখতে পেয়েছি।

৬৫৬. بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ يَدِهِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৫৬. অনুচ্ছেদ : ইস্তিসকায় ইমামের হাত উঠানো ।

৯৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ نِشْرَ مَنْ دُعَاهُ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّىٰ يَرَىٰ بَيَاضَ إِبْطِطِهِ .

৯৭৪ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইসতিস্কা ব্যতীত অন্য কোথাও দু'আর মধ্যে হাত উঠাতেন না।^১ তিনি হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের গুহ্রতা দেখা যেত ।

৬৫৭. بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا امْطَرَتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَصَيْبِ الْمَطَرِ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابٌ وَأَصَابَ يَصُوبُ

৬৫৭. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টিপাতের সময় কি পড়তে হয় । ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, কুরআনের আয়াত ' كَصَيْبٍ ' অর্থ বৃষ্টি । অন্যরা বলেছেন ' صَيْبٍ ' শব্দটি ' صَابٌ ' এর মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন ।

৯৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنِ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمُرُوزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيْبًا نَافِعًا تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ .

৯৭৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আমিষা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি দেখলে বলতেন, হে আল্লাহ! মুঘলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও । কাসিম ইবন ইয়াহুইয়া (র.) উবায়দুল্লাহর সূত্রে তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন এবং উকাইল ও আওয়াযী (র.) নাফি' (র.) থেকে তা বর্ণনা করেছেন ।

৬৫৮. بَابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّىٰ يَتَحَادَرَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ

৬৫৮. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টিতে কেউ এমনভাবে ভিজে যাওয়া যে, দাঁড়ি বেয়ে পানি ঝরলো ।

৯৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ

১. ইসতিস্কা ছাড়া অন্যান্য স্থানে নবী ﷺ হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন সহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত । এস্থলে হাত উঠাতেন না দ্বারা বেশী উর্ধ্বে হাত উঠাতেন না বুঝানো হয়েছে ।

عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ أَمْثَالُ وَجَاعِ الْعِيَالِ فَأَدْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ
يَسْقِينَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَرْعَةٌ قَالَ فَتَارَ سَحَبٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ
عَنْ مُنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي بَيْنَهُ
إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخَرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدِمُ الْبَنَاءَ وَغَرِقَ أَمْثَالُ فَادَعُ
اللَّهُ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ
السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا ،
قَالَ فَلَمْ يَجِبْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ .

৯৭৬ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার লোকেরা অনাবৃষ্টিতে পতিত হল। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মিসরে দাঁড়িয়ে জুমু'আর খুত্বা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অনাবৃষ্টিতে) ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত। আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আর জন্য) তাঁর দু' হাত তুললেন। সে সময় আকাশে একখণ্ড মেঘও ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, হঠাৎ পাহাড়ের মত বহু মেঘ একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসর থেকে অবতরণের পূর্বে বৃষ্টি শুরু হলো। এমনকি আমি দেখলাম, নবী ﷺ-এর দাড়ি মুবারক বেয়ে বৃষ্টির পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী আরো বলেন সেদিন, তার পরের দিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হল। তারপর সে বেদুঈন বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অতি বৃষ্টিতে) ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সম্পদ ডুবে গেল, আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর দু'হাত তুলে বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। এরপর তিনি হাত দিয়ে আকাশের যে দিকে ইঙ্গিত করলেন, সে দিকের মেঘ কেটে গেল। এতে সমগ্র মদীনার আকাশ মেঘ মুক্ত চালের মত হয়ে গেল এবং কানাত উপত্যকায় এক মাস ধরে বৃষ্টি প্রবাহিত হতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন যে অঞ্চল থেকে লোক আসত, কেবল এ অতিবৃষ্টির কথাই বলাবলি করত।

৬০৭. بَابُ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

৬৬৯. অনুচ্ছেদ : যখন বায়ু প্রবাহিত হয়।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ

مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ

[৯৭৭] সাঈদ ইব্ন আবু মারযাম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হত তখন নবী ﷺ -এর চেহারা তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। (অর্থাৎ চেহারা আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠত)।

৬৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالصَّبَا

৬৬০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উক্তি, “আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে”।

[৯৭৮] حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَمْلِكْتَ عَادَ بِالذَّبُورِ .

[৯৭৮] মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

৬৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ

৬৬১. অনুচ্ছেদ : ভূমিকম্প ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

[৯৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْبُضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الثَّمَالُ فَيَفِيضُ .

[৯৭৯] আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কালেম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। হারজ খুন-খারাবী। তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে।

[৯৮০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتْنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

[৯৮০] মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে (সিরিয়া) ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। নবী ﷺ বললেন: হে আল্লাহ! আমাদের শামদেশে ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা তখন বলল,

আমাদের নজদেও। রাবী বলেন, নবী ﷺ তখন বললেন : সেখানে তো রয়েছে ভূমিকম্প ও ফিতনা-ফাসাদ আর শয়তানের শিং^১ সেখান থেকেই বের হবে।

৬৬২. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُكْرَكُمْ**

৬৬২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের উপজীব্য করেছ”। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, ‘রিয়ক’ দ্বারা এখানে ‘কৃতজ্ঞতা’ বুঝানো হয়েছে।

৯৮১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ .

৯৮১ ইসমায়ীল (র.)...যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বৃষ্টিপাতের পরে আমাদের নিয়ে হুদাইবিয়ায় ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর নবী ﷺ ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন : তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন, (আল্লাহ বলেছেন) আমার কিছুসংখ্যক বান্দা অবিশ্বাসী হয়ে গেল। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর ফয়ল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্র উদয়ের ফলে (বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে) সে ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

৬৬৩. **بَابُ لَا يَذَرِي مَتَى يَجِيءُ الْطَرُّ إِلَّا اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ**

৬৬৩. অনুচ্ছেদ : কখন বৃষ্টি হবে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, পাঁচটি এমন বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

৯৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ

فِي الْأَرْحَامِ ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى
يَجِيءُ الْمَطَرُ .

৯৮২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন :
গায়বের কুঞ্জি হল পাঁচটি, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। ১. কেউ জানে না যে, আগামীকাল কী
ঘটবে। ২. কেউ জানে না যে মায়ের গর্ভে কী আছে। (৩) কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী
অর্জন করবে। ৪. কেউ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে। ৫. কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে।

كِتَابُ الْكُسُوفِ

অধ্যায় : সূর্যগ্রহণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْكُسُوفِ

অধ্যায় : সূর্যগ্রহণ

১১৬. بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

৬৬৪. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় সালাত ।

৯৮৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْرُ رِداءُهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ .

৯৮৩ আমর ইব্ন আওন (র.).....আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম, এ সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সূর্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেনঃ কারো মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন এ অবস্থা কেটে যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে।

৯৮৪ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا .

৯৮৪ শিহাব ইবন আব্বাদ (র.).....আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে।

৯৮৫ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

৯৮৫ আসবাগ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কাজেই তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখবে তখনই সালাত আদায় করবে।

৯৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعَيْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ .

৯৮৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় যে দিন (তার পুত্র) ইবরাহীম (রা.) ইন্তিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বলতে লাগল, ইবরাহীম (রা.) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।

৬৬৬. بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

৬৬৬. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় সাদাকা করা।

৯৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ نَوْنُ الْإِقْلَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ نَوْنُ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعِ الْآخَرِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ

تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتُ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ، ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزِنِي أُمَّتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

৯৮৭ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় কিয়াম করেন, এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকু' করেন। এরপর পুনরায় (সালাতে) তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়াম চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি রুকু' করেন এবং এ রুকু'ও দীর্ঘ করেন। তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং সিজদাও দীর্ঘক্ষণ করেন। এরপর তিনি প্রথম রাকা'আতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকা'আতে করেন এবং যখন সূর্য প্রকাশিত হয় তখন সালাত শেষ করেন। এরপর তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্বা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেনঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সাদাকা প্রদান করবে। এরপর তিনি আরো বলেনঃ হে উম্মাতে মুহাম্মদী! আল্লাহর কসম, আল্লাহর কোন বান্দা যিনা করলে কিংবা কোন নারী যিনা করলে, আল্লাহর চাইতে বেশী অপসন্দকারী কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তা হলে তোমরা অবশ্যই কম হাঁসতে এবং বেশী কাঁদতে।

৬৬৬. بَابُ النَّذَاءِ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فِي الْكُسُوفِ

৬৬৬. অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফের জন্য 'আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহ্বান।

৯৮৮ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ بْنُ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيُّ الدِمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُوْدِيَ أَنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً .

৯৮৮ ইসহাক (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় যখন সূর্যগ্রহণ হলো, তখন (সালাতে সমবেত হওয়ার জন্য) 'আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহ্বান জানানো হলো।

বুখারী শরীফ (২)—৩৩

৬৬৭. بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ خُطِبَ النَّبِيُّ ﷺ

৬৬৭. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় ইমামের খুত্বা। আয়িশা ও আসমা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ খুত্বা দিয়েছিলেন।

৯৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَكَبَّرَ فَأَقْرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ قَالَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَأَفْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرٌ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ قَالَ أَجَلَ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ السَّنَةَ .

৯৮৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর ও আহমাদ ইবন সালিহ (র.).....নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবৎকালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি মসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। তিনি তাকবীর বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। এরপর তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকু'তে থাকলেন। এরপর 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী। তারপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং দীর্ঘ রুকু' করলেন, তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি বললেন : 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' এরপর সিজদায় গেলেন। তারপর তিনি পরবর্তী রাকা'আতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সিজদার সাথে চার রাকা'আত পূর্ণ করলেন। তাঁর সালাত শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি

নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখনই তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে সালাতের দিকে গমন করবে। রাবী বর্ণনা করেন, কাসীর ইব্ন আব্বাস (র.) বলতেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে আয়িশা (রা.) থেকে উরওয়া (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাই আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভাই (আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর) তো মদীনায় যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেদিন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাকা'আত সালাত আদায়ের অতিরিক্ত কিছু করেননি। তিনি বললেন, তা ঠিক, তবে তিনি নিয়ম অনুসারে ভুল করেছেন।

৬৬৮. بَابُ مَنْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَخَسَفَ الْقَمَرُ

৬৬৮. অনুচ্ছেদ : 'কাসাফাতিশ্ শামসু' বলবে, না 'খাসাফাতিশ্ শামসু' বলবে? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'ওয়া খাসাফাল কামারু'।

৯৯০ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ آدْنَى مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سَجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .

৯৯০ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.).....নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় সালাত আদায় করেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। এরপর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন। এরপর মাথা তুললেন, আর 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে আগের মতই দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা আগের কিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন, তবে এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তিনি শেষ রাকা'আতে প্রথম রাকা'আতের অনুরূপ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি খুত্বা দিলেন। খুত্বায় তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা ভীত বিহ্বল অবস্থায় সালাতের দিকে গমন করবে।

৬৬৭. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُخَوِّفُ اللَّهَ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৬৭. অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ এর উক্তি : আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যগ্রহণ দিয়ে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। আবু মুসা (আশ'আরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

৯৯১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتُ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ .

৯৯১ কুতাইবা ইবন সাযীদ (র.)..... আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। তবে এ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবদুল ওয়ারিস, শু'আইব, খালিদ ইবন আবদুল্লাহ, হাম্মাদ ইবন সালাম (র.) ইউনুস (র.) থেকে 'এ দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন' বাক্যটি বর্ণনা করেননি; আর মুসা (র.) মুবারক (র.) স্থলে হাসান (র.) থেকে ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবু বাকরা (রা.) নবী ﷺ থেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ এ দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। আশ'আস (র.) হাসান (র.) থেকে ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৭. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

৬৭০. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়া।

৯৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بَثْتِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْعَذِبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحَجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ

قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَأَنْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّنُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৯৯২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....নবী করীম ﷺ এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলো। সে আয়িশা (রা.)-কে বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন। এরপর আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। পরে কোন এক সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময় ফিরে আসেন এবং কামরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তারপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করেন পরে মাথা তুলে দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম আগের কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর আবার তিনি দীর্ঘ রুকু' করেন, তবে এ রুকু' আগের রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং সিজদায় গেলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর দীর্ঘ রুকু' করলেন। এ রুকু' প্রথম রাক'আতের রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন এবং এ কিয়াম আগের কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর আবার রুকু' করলেন এবং তা প্রথম রাক'আতের রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। পরে মাথা তুললেন এবং সিজদায় গেলেন। এরপর সালাত শেষ করলেন। আল্লাহর যা ইচ্ছা তিনি তা বললেন এবং কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য উপস্থিত লোকদের নির্দেশ দেন।

৬৭১. بَابُ طَوِيلِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

৬৭১. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে দীর্ঘ সিজদা করা।

৯৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُوذِيَ أَنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جَلَسَ عَنْ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا .

৯৯৩ আবু নু'আইম (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন 'আস-সালাতু জামিআতুন' বলে ঘোষণা দেয়া হয়। নবী করীম

তখন এক রাকা'আতে দু'বার রুকু' করেন, এরপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আতেও দু'বার রুকু' করেন এরপর বসেন আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, এ সালাত ব্যতীত এত দীর্ঘ সিজদা আমি কখনও করিনি।

৬৭২. **بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةٍ زَمَزَمَ وَجَمَعَ عَلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ**

৬৭২. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণ-এর সালাত জামা'আতে আদায় করা। ইবন আব্বাস (রা.) লোকদেরকে নিয়ে যমযমের সুফফায় সালাত আদায় করেন এবং আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) জামা'আতে সালাত আদায় করেছেন। ইবন উমর (রা.) গ্রহণে-এর সালাত আদায় করেছেন।

৯৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَيْنَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ انْكَعَكَتْ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاولْتُ عَنْقُودًا وَلَوْ أَصْبَبْتَهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرِ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَظْطَعُ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِمْ قِيلَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ، قَالَ يَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

৯৯৬ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সালাত আদায় করেন এবং তিনি সূরা বাকারা পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর দীর্ঘ রুকু' করেন। তারপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি

দীর্ঘ রুকু' করলেন। তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সিজদা করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু' করেন, তবে তা আগের রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু' করেন, তবে তা প্রথম রুকু' অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং সালাত শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা থেকে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন : আমি তো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আগুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। এরপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রীলোক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কী কারণে? তিনি বললেন : তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহুসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, এরপর সে তোমার থেকে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে বলে ফেলে, তোমার থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।

৬৭৩. بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

৬৭৩. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সংগে মহিলাদের সালাত।

৯৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُثَنَّرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةً فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ ، قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّيَنِي الْغَشَى فَجَعَلْتُ أَسْبُ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّهُ وَاتَّيَّ عَلَى ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيَقَالُ لَهُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤْمِنِ لَا أَدْرِي أَى ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجْتَبَيْنَا

وَأَمَّا وَاتَّبَعْنَا فَيَقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنَّ كُنْتَ لَمُوقِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ .

৯৯৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....আসমা বিন্ত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় আমি নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.)-এর নিকট গেলাম। তখন লোক-জন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল। তখন আয়িশা (রা.) ও সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে? তখন তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং 'সুবহানাল্লাহ্' বললেন। আমি বললাম, এ কি কোন নিদর্শন? তখন তিনি ইশারায় বললেন, হাঁ। আসমা (রা.) বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন কি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে) আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়লাম এবং মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ আমি এ স্থান থেকে দেখতে পেলাম, যা এর আগে দেখিনি, এমন কি জান্নাত এবং জাহান্নাম। আর আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা বলেছেন তার কাছাকাছি ফিতনায় লিপ্ত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ('মিস্লা' ও 'কারীবান') দু'টির মধ্যে কোন্টি আসমা (রা.) বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই। তোমাদের এক একজনকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি জান? তখন মু'মিন (ঈমানদার) অথবা 'মুকিন' (বিশ্বাসী) বলবেন- বর্ণনাকারী বলেন যে, আসমা (রা.) 'মু'মিন' শব্দ বলেছিলেন, না 'মুকীন' তা আমার স্মরণ নেই, তিনি হলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা এতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি ও তাঁর অনুসরণ করেছি। এরপর তাঁকে বলা হবে, তুমি নেককার বান্দা হিসেবে ঘুমিয়ে থাক। আমরা অবশ্যই জানতাম যে, নিশ্চিতই তুমি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলে। আর মুনাফিক কিংবা সন্দেহকারী বর্ণনাকারী বলেন, আসমা (রা.) 'মুনাফিক' না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই, সে শুধু বলবে, আমি কিছুই জানি না। আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনছি এবং আমিও তাই বলেছি।

৬৭৬. بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعِتَاقَةَ فِي الْكُفُوفِ الشَّمْسِ

৬৭৬. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা পসন্দনীয়।

۹۹۶ حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ

ﷺ بِالْعِتَاقَةِ فِي كُفُوفِ الشَّمْسِ .

৯৯৬ রাবী 'ইবন ইয়াহুয়া (র.).....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৭৫. بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

৬৭৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদে সূর্যগ্রহণের সালাত ।

৯৭৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْعَذِبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحَجَرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سَجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ ، أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৯৯৭ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করতে এল। মহিলাটি বলল, আল্লাহ্ আপনাকে কবরের আযাব থেকে পানাহ দিন। তারপর আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেওয়া হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই কবর আযাব থেকে। পরে একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি ফিরে এলেন, তখন ছিল সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হজরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর দীর্ঘ রুকু' করলেন। তারপর মাথা তুলে আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ রুকু' করেন। তবে এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর তিনি আবার দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন, তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর দীর্ঘ রুকু' করেন। অবশ্য এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন। এ সিজদা প্রথম সিজদার চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সালাত আদায় শেষ করেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই বললেন। পরিশেষে তিনি সবাইকে কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেন।

বুখারী শরীফ (২)—৩৪

৬৭৬. ১৭৭. بَابُ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُغْبِرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

৬৭৬. অনুচ্ছেদ : কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। আবু বাকরা, মুগীরা, আবু মুসা, ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রা.) এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

৯৯৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

৯৯৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো মৃত্যুর ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

৯৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ نُونٌ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ نُونٌ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِنَّ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .

৯৯৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আযিশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। নবী করীম ﷺ তখন দাঁড়ালেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি কিরাআত দীর্ঘ করেন। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করেন। তারপর তিনি মাথা তুলেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়েন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চাইতে কম ছিল। আবার তিনি রুকু' করেন এবং রুকু' দীর্ঘ করেন। তবে এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুলেন এবং দু'টি সিজদা করেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতেও অনুরূপ করেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে হয় না। আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এ হল দু'টি নিদর্শন; যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সালাতের দিকে গমন করবে।

৬৭৭. بَابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬৭৭. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহর যিকর। এ বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন।

১০০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرِعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَدُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافِرِعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدَعَائِهِ وَاسْتَغْفَارِهِ .

১০০০ মুহাম্মদ ইবন আলা (র.).....আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল, তখন নবী করীম ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলেন এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকা করছিলেন। এরপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চাইতে দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম, রুকু' ও সিজদা সহকারে সালাত আদায় করলেন। আর তিনি বললেন : এগুলো হল নিদর্শন যা আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত বিহবল অবস্থায় আল্লাহর যিকর, দু'আ এবং ইস্তিগ্ফারের দিকে অগ্রসর হবে।

৬৭৮. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ قَالَ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৭৮. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় দু'আ। এ বিষয়ে আবু মুসা ও আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০০১ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَلِيقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَدَعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلَ .

১০০১ আবুল ওয়ালীদ (র.).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (এর পুত্র) ইব্রাহীম (রা.) যে দিন ইনতিকাল করেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা বলল, ইব্রাহীম (রা.)-এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টোর গ্রহণ হয়

না। কাজেই যখন তোমরা এদের গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তাদের গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দু'আ করবে এবং সালাত আদায় করতে থাকবে।

৬৭৭. **بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُتُوبِ أَمَّا بَعْدُ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُعْتَذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ فَانصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَعَمِدَ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ .**

৬৭৭ অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের খুত্বায় ইমামের “আম্মা-বা‘দু” বলা। আবু উসামা (র.) বলেন, হিশাম (র.)....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন আর এদিকে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি খুত্বা দিলেন। এতে তিনি প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি বললেন : ‘আম্মা বা‘দু’।

৬৭৮. **بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ .**

৬৮০ অনুচ্ছেদ : চন্দ্রগ্রহণের সালাত।

১০০২ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .**

১০০২ **মাহমুদ (র.).....আবু বাক্রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। তখন তিনি দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন।**

১০০৩ **حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ .**

১০০৩ **আবু মা'মার (র.).....আবু বাক্রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। তিনি বের হয়ে তাঁর চাদর টেনে টেনে মসজিদে পৌঁছলেন এবং লোকজনও তাঁর কাছে একত্রিত হল। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এরপর সূর্যগ্রহণ মুক্ত**

হলে তিনি বললেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টোর গ্রহণ ঘটে না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম ﷺ এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রা.)-এর ওফাত হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে বলাবলি করছিল।

৬৮১. بَابُ الرُّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ الطَّوْلُ

৬৮১. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে প্রথম রাক'আত হবে দীর্ঘতর।

১০০৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الْأُولَى طَوْلُ .

১০০৪ [মাহমুদ ইবন গাইলান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় লোকদের নিয়ে দু'রাক'আতে চার রুকু' সহ সালাত আদায় করেন। প্রথমটি (রাক'আত দ্বিতীয়টির চাইতে) দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

৬৮২. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

৬৮২. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে সশব্দে কিরাআত পাঠ।

১০০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَةٍ تَهَادَا فَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةٍ تَكْبِيرَ فَرَكَعَ

وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَتَقَدَّمَ

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الْوَلِيدُ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُمَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ

شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ

إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَجَلُ إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ تَابِعَهُ سَلِيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَسَفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الْجَهْرِ .

১০০৫ [মুহাম্মদ ইবন মিহরান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

সূর্যগ্রহণের সালাতে তাঁর কিরাআত সশব্দে পাঠ করেন। কিরাআত সমাপ্ত করার পর তাকবীর বলে রুকু' করেন। যখন রুকু' থেকে মাথা তুললেন, তখন বললেন, 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' তারপর এ গ্রহণ-এর সালাতেই তিনি আবার কিরাআত পাঠ করেন এবং চার রুকু' ও চার সিজ্দাসহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী আওয়াযী (র.) ও অন্যান্য রাবীগণ বলেন, যুহরী (র.)-কে উরওয়া (র.)-এর মাধ্যমে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি একজনকে 'আস্-সালাতু জামিয়াতুন' বলে ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হন এবং চার রুকু' ও চার সিজ্দাসহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। ওয়ালীদ (র.) বলেন, আমাকে আবদুর রাহমান ইব্ন নামির আরো বলেন যে, তিনি ইব্ন শিহাব (র.) থেকে অনুরূপ শুনেছেন যুহরী (র.) বলেন, যে, আমি উরওয়াকে (র.) বললাম, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (র.) এরূপ করেন নি। তিনি যখন মদীনায় গ্রহণ-এর সালাত আদায় করেন, তখন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। উরওয়া (র.) বললেন, হাঁ, তিনি নিয়ম অনুসরণে ভুল করেছেন। সুলাইমান ইব্ন কাসীর (র.) যুহরী (র.) থেকে সশব্দে কিরাআতের ব্যাপারে ইব্ন কাসীর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَبْوَابُ سَجُودِ الْقُرْآنِ

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা

৬৮৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتُهَا

৬৮৩. অনুচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা ও এর পদ্ধতি ।

১০০৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَ كَافِرًا .

১০০৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় সূরা আন-নাজ্‌ম তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি সিজ্দা করেন এবং একজন বৃদ্ধ লোক ছাড়া তাঁর সঙ্গে সবাই সিজ্দা করেন। বৃদ্ধ লোকটি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, আমার জন্য এ যথেষ্ট। আমি পরবর্তী যমানায় দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

৬৮৪. بَابُ سَجْدَةِ تَنْزِيلِ السُّجْدَةِ

৬৮৪. অনুচ্ছেদ : সূরা তানযীলুস-সাজ্দা-এর সিজ্দা ।

১০০৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي إِسْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَلَمْ تَنْزِيلِ السُّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ .

১০০৭ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার ফজরের সালাতে..... الْم تَنْزِيلُ السُّجْدَةِ এবং..... عَلَى الْإِنْسَانِ সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।

৬৮৫. بَابُ سَجْدَةِ م

৬৮৬. অনুচ্ছেদ : সূরা সোয়াদ-এর সিজ্দা।

১০০৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا .

১০০৮ সুলায়মান ইবন হারব ও আবুন-নু'মান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা সোয়াদ এর সিজ্দা অত্যাবশ্যক সিজ্দাসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। তবে নবী করীম ﷺ-কে আমি তা তিলাওয়াতের পর সিজ্দা করতে দেখেছি।

৬৮৭. بَابُ سَجْدَةِ النُّجْمِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৮৬. অনুচ্ছেদ : সূরা আন নাজ্জের সিজ্দা। ইবন আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

১০০৯ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النُّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَتْلِ كَافِرًا .

১০০৯ হাফস ইবন উমর (র.).....আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী করীম ﷺ সূরা আন নাজ্জ তিলাওয়াত করেন, এরপর সিজ্দা করেন। তখন উপস্থিত লোকদের এমন কেউ বাকী ছিল না, যে তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করেনি। কিন্তু এক ব্যক্তি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে বলল, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। (আবদুল্লাহ (রা.) বলেন) পরে আমি এ ব্যক্তিকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

৬৮৭. بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى وَضُوءٍ

١٠١٠
 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ .

٦٨٨. بَابُ مَنْ قَرَأَ السُّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

٦٨٩. بَابُ سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

www.bjilibrary.com

১০১২ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ .

১০১৩ মুসলিম ও মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবু হুরায়রা (রা.)-কে দেখলাম, তিনি إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং সিজ্দা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবু হুরায়রা! আমি কি আপনাকে সিজ্দা করতে দেখিনি? তিনি বললেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে সিজ্দা করতে না দেখলে সিজ্দা করতাম না।

৬৯০. بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِيَتِمِّمَ بَيْنَ هَذِهِمُوهُو غُلَامٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا

৬৯০. অনুচ্ছেদ : তিলাওয়াতকারীর সিজ্দার কারণে সিজ্দা করা। তামীম ইব্ন হাযলাম নামক এক বালক সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলে ইব্ন মাসউদ (রা.) তাঁকে (সিজ্দা করতে আদেশ করে) বলেন, এ ব্যাপারে তুমিই আমাদের ইমাম।

১০১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدًا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ .

১০১৪ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার আমাদের সামনে এমন এক সূরা তিলাওয়াত করলেন, যাতে সিজ্দার আয়াত রয়েছে। তাই তিনি সিজ্দা করলেন এবং আমরাও সিজ্দা করলাম। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছিলেন না।

৬৯১. بَابُ إِزْدِهَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ

৬৯১. অনুচ্ছেদ : ইমাম যখন সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন লোকের ভীড়।

১০১৫ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عَنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَتَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدًا لِحَبْثِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ .

১০১৫ বিশর ইব্ন আদম (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সিজ্দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করতাম। এতে এত ভীড় হতো যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিজ্দা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না।

৬৯২. بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السُّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِهَذَا غَدَوْنَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا السُّجْدَةُ مِنْ اسْتَمْعَها وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فَإِذَا سَجَدَتْ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا الْقَاصِرَ

৬৯২. অনুচ্ছেদ : যারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তিলাওয়াতের সিজ্দা ওয়াজিব করেন নি। ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সিজ্দার আয়াত শুনল কিন্তু এর জন্য সে বসেনি (তার কি সিজ্দা দিতে হবে?) তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর সে যদি তা শোনার জন্য বসতো (তা হলে কি) তাকে সিজ্দা করতে হত? (বুখারী (র.) বলেন,) যেন তিনি তার জন্য সিজ্দা ওয়াজিব মনে করেন না। সালমান (ফারিসী) (রা.) বলেছেন, আমরা এ জন্য (সিজ্দার আয়াত শোনার জন্য) আসি নি। উসমান (ইব্ন আফ্ফান) (রা.) বলেছেন, যে মনোযোগসহ সিজ্দার আয়াত শোনে শুধু তার উপর সিজ্দা ওয়াজিব। যুহরী (র.) বলেছেন, পবিত্র অবস্থা ছাড়া সিজ্দা করবে না। যদি তুমি আবাসে থেকে সিজ্দা কর, তবে কিব্লামুখী হবে। যদি তুমি সাওয়ার অবস্থায় হও, তবে যে দিকেই তোমার মুখ হোক না কেন, তাতে তোমার কোন দোষ নাই। আর সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (র.) বক্তার বক্তৃতায় সিজ্দার আয়াত শোনে সিজ্দা করতেন না।

১০১৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْهَدَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُثَنَّبِ بِسُورَةِ النُّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السُّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ

الْجُمُعَةِ الْقَابِلَةِ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسَّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا ائْتِمَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السَّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ .

১০১৬ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.).....উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক জুমু'আর দিন মিশরে দাড়িয়ে সূরা নাহুল তিলাওয়াত করেন। এতে যখন সিজ্দার আয়াত এল, তখন তিনি মিশর থেকে নেমে সিজ্দা করলেন এবং লোকেরাও সিজ্দা করল। এভাবে যখন পরবর্তী জুমু'আ এল, তখন তিনি সে সূরা পাঠ করেন। এতে যখন সিজ্দার আয়াত এল, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সিজ্দা করবে সে ঠিকই করবে, যে সিজ্দা করবে না তার কোন গুনাহ নেই। তার বর্ণনায় (বর্ণনাকারী বলেন) আর উমর (রা.) সিজ্দা করেন নি। নafi' (র.) ইবন উমর (রা.) থেকে আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সিজ্দা ফরয করেন নি, তবে আমরা ইচ্ছা করলে সিজ্দা করতে পারি।

৬৭৩. بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ لَسَجْدَ بِهَا

৬৯৬. অনুচ্ছেদ : সালাতে সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজ্দা করা।

১০১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

১০১৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আবু হুরায়রা (রা.)-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করেছিলাম। তিনি সালাতে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরা তিলাওয়াত করে সিজ্দা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কী? তিনি বললেন, এ সূরা তিলাওয়াতের সময় আবুল কাসিম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর পিছনে আমি এ সিজ্দা করেছিলাম। তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এ ভাবে আমি সিজ্দা করতে থাকব।

৬৭৪. بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلْسَّجُودِ مِنَ الزَّحَامِ

৬৯৮. অনুচ্ছেদ : ভীড়ের কারণে সিজ্দা দিতে জায়গা না পেলে।

১০১৮ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ لِحْيَتِهِ .

১০১৮ সাদাকা (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন এমন সূরা তিলাওয়াত করতেন যাতে সিজ্দা রয়েছে, তখন তিনি সিজ্দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করতাম। এমন কি (ভীড়ের কারণে) আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পেত না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الْقَصِيرِ الصَّلَاةِ

সালাতে কসর করা

১১০. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصِيرِ وَكَمْ يُعِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

৬৯৬. অনুচ্ছেদ : কসর সম্পর্কে বর্ণনা এবং কতদিন অবস্থান পর্যন্ত কসর করবে।

১০১৯ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَتَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا .

১০১৯ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং সালাত কসর করেন। কাজেই (কোথাও) আমরা উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চাইতে বেশী হলে পুরোপুরি সালাত আদায় করি।

১০২০ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

১০২০ আবু মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সংগে মক্কা থেকে মদীনায গমন করি, আমরা মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাকাত আত, দু'রাকাত আত সালাত আদায় করেছেন। (রাবী বলেন) আমি (আনাস (রা.)-কে বললাম, আপনারা মক্কায কত দিন ছিলেন তিনি বললেন, আমরা সেখানে দশ দিন ছিলাম।

১. এখানে বর্ণনাকারী মক্কা বিজয়কালীন মক্কায অবস্থানের দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা (র.) এ মতপোষণ করেন যে, পনের দিনের ইকামতের নিয়াত করলে সালাত পূরা করবে, কসর নয়।
২. এ হলো বিদায় হজ্জের সময়ের বর্ণনা।

৬১৬. بَابُ صَلَاةِ بَيْنِي

৬৯৬. অনুচ্ছেদ : মিনায় সালাত ।

১০২১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَعَ عَثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا .

১০২১ মুসাদ্দাদ (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ আবু বাকর এবং উমর (রা.)-এর সংগে মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছি। উসমান (রা.)-এর সঙ্গেও তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু' রাকা'আত আদায় করেছি। তারপর তিনি পূর্ণ সালাত আদায় করতে লাগলেন।

১০২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَتَيْنَا أَبَا إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ أَمِنْ مَا كَانَ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ .

১০২২ আবুল ওয়ালীদ (র.)..... হারিসা ইবন ওয়াহব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিরাপদ অবস্থায় আমাদেরকে নিয়ে মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন।

১০২৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ .

১০২৩ কুতায়বা (র.)..... ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রাহমান ইবন ইয়াযীদ (র.)-কে বলতে শুনেছি, উসমান ইবন আফ্ফান (রা.) আমাদেরকে নিয়ে মিনায় চার রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-কে বলা হলো, তিনি প্রথমে 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে মিনায় দু' রাকা'আত পড়েছি, হযরত আবু বাকর (রা.)-এর সংগে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি এবং উমর ইবন খাতাব (রা.)-এর সংগে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি। কতই না ভাল হতো যদি চার রাকা'আতের পরিবর্তে দু'রাকা'আত মাকবুল সালাত হতো।

৬১৭. بَابُ كَمَا أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ

৬৯৭. অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জে কত দিন অবস্থান করেছিলেন ?

১০২৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لَصَبَحٍ رَابِعَةٍ يَلْبُثُونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ .

১০২৪ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ (যিল হাজ্জের) ৪র্থ তারিখ সকালে (মক্কায়) আগমণ করেন এবং তাঁরা হাজ্জের জন্য তালবীয়া পাঠ করতে থাকেন। তারপর তিনি তাঁদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁরা এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নন। হাদীস বর্ণনায় আতা (র.) আবুল আলিয়াহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৯৮. بَابُ فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَسَمَى النَّبِيُّ ﷺ السَّفَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بَرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسَخًا

৬৯৮. অনুচ্ছেদ : কত দিনের সফরে সালাত কসর করবে। এক দিন ও এক রাতের সফরকে নবী করীম ﷺ সফর বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা.) চার 'বুর্দ' অর্থাৎ ষোল ফারসাখ দূরত্বে কসর করতেন এবং সাওম পালন করতেন না।

১০২৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .

১০২৫ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কোন মহিলাই যেন মাহরাম পুরুষকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।

১০২৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১০২৬ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কোন মহিলার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে, সে যেন তিন দিনের সফর না করে। আহমাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

১. এক ফারসাখ হলো- তিন মাইল। —আইনী।

বুখারী শরীফ (২)—৩৬

۱০২৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ تَابِعُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسَهِيلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১০২৭ আদম (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে মহিলা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে এক দিন ও এক রাত্রির পথ সফর করা জাযিয় নয়। ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাসীর সুহাইল ও মালিক (র.).....হাদীস বর্ণনায় ইবন আবু যিব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৭৭৭. بَابُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبَيْتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا

৬৯৯. অনুচ্ছেদ : যখন নিজ আবাসস্থল থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে। আলী (রা.) বের হওয়ার পরই কসর করলেন। অথচ তাঁকে বলা হল, এ তো কূফা। তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত কূফায় প্রবেশ না করি।

১০২৮ حَدَّثَنَا نَعِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِ وَأَبِي إِسْحَقٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

১০২৮ আবু নু'আইম (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সগুণ মদীনায় যুহরের সালাত চার রাকা'আত আদায় করেছি এবং যুল-হলাইফায় আসরের সালাত দু' রাকা'আত আদায় করেছি।

১০২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَلْصَلَاةُ أَوَّلُ مَا فُطِرْتُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبُ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأَتَمُّ صَلَاةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بِأَلْ عَائِشَةَ تَنْتَمُ قَالَ تَأَوَّلْتُ مَا تَأَوَّلَ عُمَانُ .

১০২৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় সালাত দু' রাকা'আত করে ফরয করা হয় তারপর সফরে সালাত সে ভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় সালাত পূর্ণ (চার রাকা'আত) করা হয়েছে। যুহরী (র.) বলেন, আমি উরওয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (মিনায়) আয়িশা (রা.) কেন সালাত পূর্ণ আদায় করতেন? তিনি বললেন, উসমান (রা.) যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, আয়িশা (রা.) তা গ্রহণ করেছেন।

৭০০. بَابُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

৭০০. অনুচ্ছেদ : সফরে মাগরিবের সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা ।

১০৩০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَزَادَ اللَّيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَزْدَلِفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَآخِرَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى إِمْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرُّ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرُّ حَتَّى سَارَ مِثْلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبِثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيُهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

১০৩০ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেছেন, এমন কি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) সফরের ব্যস্ততার সময় অনুরূপ করতেন। অপর এক সূত্রে সালিম (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (র.) আরও বলেন, ইব্ন উমর (রা.) তাঁর স্ত্রী সাফীয়া বিন্ত আবু উবাইদ-এর দুঃসংবাদ পেয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেন। আমি তাঁকে বললাম, সালাতের সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, চলতে থাক। আমি আবার বললাম, সালাত ? তিনি বললেন, চলতে থাক। এমন কি (এ ভাবে) দু' বা তিন মাইল অগ্রসর হলেন। এরপর নেমে সালাত আদায় করলেন। পরে বললেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে সফরের ব্যস্ততার সময় এরূপভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ্ (রা.) আরো বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের সালাত (দেবী করে) আদায় করেছেন এবং তা তিন রাকা'আতই আদায় করেছেন। মাগরিবের সালাম ফিরিয়ে কিছু বিলম্ব করেই ইশার ইকামাত দেওয়া হত এবং দু' রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন। কিন্তু ইশার পরে গভীর রাত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না।

৭.০১. بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

৭০১. অনুচ্ছেদ : সাওয়াবীর উপরে সাওয়াবী যে দিকে মুখ করে সেদিকে ফিরে নফল সালাত আদায় করা।

১.৩১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

১০৩১ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে দেখেছি, তাঁর সাওয়াবী যে দিকেই ফিরেছে, তিনি সে দিকেই সালাত আদায় করেছেন।

১.৩২ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১০৩২ আবু নু'আইম (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাওয়াবর থাকাবস্থায় কিব্লা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করেছেন।

১.৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ وَيَوْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১০৩৩ আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (র.).....নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.) তাঁর সাওয়াবীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন এবং এর উপর বিত্রও আদায় করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

৭.০২. بَابُ الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

৭০২. অনুচ্ছেদ : জন্তুর উপর ইশারায় সালাত আদায় করা।

১.৩৪ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَأْسِهِ أَيْمَانًا تَوَجَّهَتْ يَوْمَئِذٍ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১০৩৪ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) সফরে সাওয়াবী যে দিকেই ফিরেছে সে দিকেই মুখ ফিরে ইশারায় সালাত আদায় করতেন এবং আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

৭.৩. ۷.۳. بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

৭০৩. অনুচ্ছেদ : ফরয সালাতের জন্য সাওয়ারী থেকে অবতরণ করা ।

১০৩৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رِبْعَةَ أَنْ عَامِرَ بْنَ رِبْعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ بِرَأْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ تَوَجُّهُهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يَبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ تَوَجُّهُهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

১০৩৫ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আমির ইবন রাবী'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় মাথা দিয়ে ইশারা করে সে দিকেই সালাত আদায় করতেন যে দিকে সাওয়ারী ফিরত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতে এরূপ করতেন না। সাহিম (র.).....সালিম (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (রা.) সফরকালে রাতের বেলায় সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন, কোন্ দিকে তাঁর মুখ রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করতেন না এবং ইবন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীর উপর নফল সালাত আদায় করেছেন, সাওয়ারী যে দিকে মুখ ফিরিয়েছে সে দিকেই এবং তার উপর বিতর ও আদায় করেছেন। কিন্তু সাওয়ারীর উপর ফরয সালাত আদায় করতেন না।

১০৩৬ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১০৩৬ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় পূর্ব দিকে ফিরেও সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সাওয়ারী থেকে নেমে যেতেন এবং কিবলামুখী হতেন।

৭.৪. ۷.৪. بَابُ صَلَاةِ التَّطَرُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

৭০৪. অনুচ্ছেদ : গাধার উপর নফল সালাত আদায় করা ।^১

১. উঠ, গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি প্রাণীর উপর সাওয়ারী হয়ে ভ্রমণরত অবস্থায় কিবলা ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করা বৈধ কিন্তু ফরয সালাত নয়।

۱.৩৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلَنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ أَوَلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

১০৩৭ আহমদ ইবন সায়ীদ (র.).....আনাস ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা.) যখন শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। আইনুত তামর (নামক) স্থানে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তাঁকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। অর্থাৎ কিবলার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাকে তো দেখলাম কিব্লা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না।

৭.০. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبَرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

৭০৬. অনুচ্ছেদ : সফরকালে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল সালাত আদায় না করা।

১.৩৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ سَافِرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُصَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللَّهُ جَلُّ ذِكْرِهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১০৩৮ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.).....হাফস ইবন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা.) একবার সফর করেন এবং বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাহচর্যে থেকেছি, সফরে তাঁকে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : “নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” (সূরা আহযাব : ২১১)

১.৩৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَيْشَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

১০৩৯ মুসাদ্দাদ (র.).....হাফস ইবন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে থেকেছি, তিনি সফরে দু'রাক'আতের অধিক নফল আদায় করতেন না। আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর এ রীতি ছিল।

৭০৬. بَابُ مَنْ تَلَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكَعَتِي الْفَجْرِ

৭০৬. অনুচ্ছেদ : সফরে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল আদায় করা। সফরে নবী ﷺ ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করেছেন।

১০৬০. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَتَانَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أَمْ هَانِيزٍ ذَكَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَحْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

১০৪০ হাফস ইবন উমর (র.).....ইবন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, উম্মে হানী (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম ﷺ-কে সালাতুয্ যুহা (পূর্বাহ্ন এর সালাত) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানাননি। তিনি (উম্মে হানী (রা.)) বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে এর চাইতে সখ্ক্ষিণ্ড কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি, তবে তিনি রুকু' ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন। লায়স (র.) আমির (ইবন রাবীআ') (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাতের বেলা সফরে বাহনের পিঠে বাহনের গতিমুখী হয়ে নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

১০৬১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يَوْمِي بِرَأْسِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১০৪১ আবুল ইয়ামান (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সফরে) তাঁর বাহনের পিঠে এর গতিমুখী হয়ে মাথার দ্বারা ইশারা করে নফল সালাত আদায় করতেন। আর ইবন উমর (রা.)ও তা করতেন।

৭০৭. بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৭. অনুচ্ছেদ : সফরে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা।

১০৬২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَتَابَعَهُ عَلَى بْنِ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصِ عَنْ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ .

১০৪২ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন দ্রুত সফর করতেন, তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। ইব্রাহীম ইবন তাহম্বান (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ইশা একত্রে আদায় করতেন। আর হুসাইন (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরকালে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং আলী ইবন মুবারক ও হারব (র.).....আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় হুসাইন (র.)-এর অনুসরণ করেছেন যে, নবী ﷺ একত্রে আদায় করেছেন।

৭.৮. بَابُ هَلْ يُؤْذَنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৮. অনুচ্ছেদ : মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলে আযান দিবে, না ইকামাত ?

১০৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَيَبْنِي الْعِشَاءَ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيُهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرُكْعَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسُجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

১০৪৩ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে দেখেছি যখন সফরে তাঁকে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হত, তখন মাগরিবের সালাত এত বিলম্বিত করতেন যে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.)ও দ্রুত সফরকালে অনুরূপ করতেন। তখন ইকামতের পর মাগরিব তিন রাকা'আত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। তারপর অল্প সময় অপেক্ষা করেই ইশা-এর ইকামাত দিয়ে তা

দু'রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন। এ দু'য়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় করতেন না এবং ইশার পরেও না। অবশেষে মধ্যরাতে (তাহজ্জুদের জন্য) উঠতেন।

১০৪৪ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ ابْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ مَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

১০৪৪ ইসহাক (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে এ দু' সালাত একত্রে আদায় করতেন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশা।

৭.৭. ۷. ۹. بَابُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭০৯. অনুচ্ছেদ : সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের সালাত আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা। এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে।

১০৪৫ حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪৫ হাসসান ওয়াসেতী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত (পূর্ব পর্যন্ত) যুহর বিলম্বিত করতেন এবং উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর (সফর শুরু করার আগেই) সূর্য ঢলে গেলে যুহর আদায় করে নিতেন। এরপর (সফরের উদ্দেশ্যে) আরোহণ করতেন।

৭১. ۷. ۱. بَابُ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

৭১০. অনুচ্ছেদ : সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর শুরু করলে যুহরের সালাত আদায় করে সাওয়ারীতে আরোহণ করা।

১০৪৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪৬ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহরের সালাত বিলম্বিত করতেন। তারপর অবতরণ করে দু' সালাত একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার আগেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে যুহরের সালাত আদায় করে নিতেন। তারপর বাহনে আরোহণ করতেন।

৭১১. بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

৭১১. অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির সালাত।

১০৪৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا .

১০৪৭ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন এবং এক দল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন তিনি বসে পড়ার জন্য তাদের প্রতি ইশারা করলেন। তারপর সালাত শেষ করে তিনি বললেনঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। কাজেই তিনি রুকু' করলে তোমরা রুকু' করবে এবং তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে।

১০৪৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فُخْشِشَ أَوْ فُجْجِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১০৪৮ আবু নু'আইম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এতে আঘাত লেগে তাঁর ডান পাশের চামড়া ছিলে গেল। আমরা তাঁর রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হলে তিনি বসে সালাত আদায় করলেন। আমরাও বসে সালাত আদায় করলাম। পরে তিনি বললেনঃ ইমাম তো নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্যে। কাজেই তিনি তাক্বীর বললে, তোমরাও তাক্বীর বলবে, রুকু' করলে তোমরাও রুকু' করবে, তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে। তিনি যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে তখন তোমরা বলবে 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ'।

১০৪৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ .

১০৪৯ ইসহাক ইবন মানসুর ও ইসহাক (ইবন ইব্রাহীম) (র.).....ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তবে তা-ই উত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে, তার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে আদায় করবে তার জন্য বসে আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব।

৭১২. بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيْمَاءِ

৭১২. অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির ইশারায় সালাত আদায়।

১০৫০ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَاهُنَا .

১০৫০ আবু মা'মার (র.).....ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন: যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল সে উত্তম আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করল তার জন্য দাঁড়ান ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে সালাত আদায় করল, তার জন্য বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আমার মতে এ হাদীসে 'নাইম' (নিদ্রিত) এর দ্বারা 'মুস্তাজি' (শুয়া) অবস্থা বুঝানো হয়েছে।

৭১৩. بَابُ إِذَا لَمْ يُطِيقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْإِقْبَالَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ رَجُلًا

৭১৩. অনুচ্ছেদ : বসে সালাত আদায় করতে না পারলে কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায়

করবে। আতা (র.) বলেন, কিব্লার দিকে মুখ করতে অক্ষম ব্যক্তি যে দিকে সম্ভব সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে।

১০৫১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكَتَبُ عَنْ ابْنِ بَرِيذَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنَ بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .

১০৫১ আবদান (র.).....ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন : দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে; যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে।

৭১৬. بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ رَجَدَ خِلْفًا تَعَمَّ مَا بَقِيَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرُكْعَتَيْنِ قَاعِدًا

৭১৬. অনুচ্ছেদ : বসে সালাত আদায় করলে সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা একটু হাল্কাবোধ করলে, বাকী সালাত (দাঁড়িয়ে) পূর্ণভাবে আদায় করবে। হাসান (র.) বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে দু' রাকা'আত সালাত বসে এবং দু' রাকা'আত দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারে।

১০৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا رَسَّوَلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسْنُ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ .

১০৫২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অধিক বয়সে পৌছার আগে কখনো রাতের সালাত বসে আদায় করতে দেখেননি। (বার্ধক্যের) পরে তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকু' করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রায় ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করে রুকু' করতেন।

১০৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَةِ نَحْوِ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا

وَمَوْقَانِمُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى
تَحَدَّثَ مَعِيَ وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ .

১০৫৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে সালাত আদায় করতেন। বসেই তিনি কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তাঁর কিরাআতের প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করতেন, তারপর রুকু' করতেন ; পরে সিজ্দা করতেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও অনুরূপ করতেন। সালাত শেষ করে তিনি লক্ষ্য করতেন, আমি জাহত থাকলে আমার সাথে বাক্যালাপ করতেন আর ঘুমিয়ে থাকলে তিনিও শুয়ে পড়তেন।

كِتَابُ التَّهَجُّدِ

অধ্যায় : তাহাজ্জুদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ التَّحَجُّدِ

অধ্যায় : তাহাজ্জুদ

৭১৬. بَابُ التَّحَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

৭১৬. অনুচ্ছেদ : রাতে তাহাজ্জুদ (ঘুম থেকে জেগে) সালাত আদায় করা । মহান আল্লাহর বাণীঃ “আর আপনি রাতের এক অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য” ।

১০৫৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ قِيَمِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمِيَّةٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৫৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতেন, তখন দু'আ পড়তেন - “ইয়া আল্লাহ! আপনার ই
বুখারী শরীফ (২) — ৩৮

জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নিয়ামক এবং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিক আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনিই চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য ; আপনার সাক্ষাত সত্য ; আপনার বাণী সত্য ; জান্নাত সত্য ; জাহান্নাম সত্য ; নবীগণ সত্য ; মুহাম্মাদ ﷺ সত্য, কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পন করলাম ; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম ; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার দিকেই রুজু' করলাম ; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিগু হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, অথবা (অপর বর্ণনায়) আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। সুফিয়ান (র.) বলেছেন, (অপর সূত্রে) আবদুল করীম আবু উমাইয়া (র.) তাঁর বর্ণনায় 'وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ' (অংশটুকু) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৭১৬. بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৬. অনুচ্ছেদ : রাত জেগে ইবাদত করার ফযীলত।

১০৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَمَنَّتْ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَاقْصُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَنتُ غُلَامًا وَكَنتُ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَانَ مَلَكَ يَأْخُذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْ عَرَفْتَهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِينَا مَلِكَ أُخْرَ فَقَالَ لِي لَمْ تَرَ عَقَصَتُهَا عَلَى حَفْصَةٍ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا .

১০৫৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ও মাহমুদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবিতকালে কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে বর্ণনা করত। এতে আমার মনে আকণ্ঠা জাগলো যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করব। তখন আমি যুবক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমি মসজিদে ঘুমাতাম।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্তা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কুপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় পাড় বাঁধানো। তাতে দু'টি খুঁটি রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন কতক লোক, যাদের আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, আমি জাহান্নাম থেকে আব্বাহর নিকট পানাহ চাই। তিনি বলেন, তখন অন্য একজন ফিরিশ্তা আমাদের সংগে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। এরপর হাফসা (রা.) তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেনঃ আবদুল্লাহ কতই ভাল লোক! যদি রাত জেগে সে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত! এরপর থেকে আবদুল্লাহ (রা.) খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

৭১৭. بَابُ طَوْلِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৭. অনুচ্ছেদ : রাতের সালাতে সিজ্জাদা দীর্ঘ করা।

۱۰۵۶ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ يَسْجُدُ السُّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَنَادِيُّ لِلصَّلَاةِ .

১০৫৬ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাহাজ্জুদে) এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং তা ছিল তাঁর (স্বাভাবিক) সালাত। সে সালাতে তিনি এক একটি সিজ্জাদা এত পরিমাণ (দীর্ঘায়িত) করতেন যে, তোমাদের কেউ (সিজ্জাদা থেকে) তাঁর মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারত। আর ফজরের (ফরয) সালাতের আগে তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি ডান কাঁতে শুইতেন যতক্ষণ না সালাতের জন্য তাঁর কাছে মুআযযিন আসতো।

৭১৮. بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

৭১৮. অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির তাহাজ্জুদ আদায় না করা।

۱۰۵۷ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً لَيْلَتَيْنِ .

১০৫৭ আবু না'আইম (র.).....জুন্দাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এক রাত বা দু' রাত তিনি (তাহাজ্জুদ সালাতের উদ্দেশ্যে) উঠেন নি।

۱০৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَتَزَلَّتْ وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى .

১০৫৮ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র.).....জুনদাব ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাময়িকভাবে জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম নবী ﷺ-এর দরবারে হাযিরা থেকে বিরত থাকেন। এতে জৈনকা কুরাইশ নারী বলল, তার শয়তানটি তাঁর কাছে আসতে দেয়ী করছে। তখন নাযিল হল- “শপথ পূর্বাহের ও রজনীর! যখন তা হয় নিব্বুম। আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি।” (সূরা দুহা)।

৭১৭. بَابُ تَحْرِيطِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِبَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

৭১৭. অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতের প্রতি নবী ﷺ-এর উৎসাহ প্রদান, অবশ্য তিনি তা ওয়াজিব করেন নি। নবী ﷺ তাহাজ্জুদ সালাতে উৎসাহ দানের জন্য একরাতে ফাতিমা ও আলী (রা.)-এর ঘরে গিয়েছিলেন।

১০৫৯ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِذْرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوَقِّظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرَاتِ يَارُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ .

১০৫৯ ইবন মুকাতিল (র.).....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন : সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে কত না ফিতনা নাযিল করা হল! আজ রাতে কত না (রাহমাতের) ভান্ডারই নাযিল করা হল! কে জাগিয়ে দিবে হুজরাগুলোর বাসিন্দাদের ? ওহে! শোন, দুনিয়ার অনেক বস্ত্র পরিহিতা আখিরাতে বিবস্ত্রা হয়ে যাবে।

১০৬০ حَدَّثَنَا أَبُو الْإِيْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَفَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفُسُنَا بَيْنَ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مَوْلٍ يَضْرِبُ فَخْذَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

১০৬০ আবুল ইয়ামান (র.).....আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-এর কাছে এসে বললেন : তোমরা কি সালাত আদায় করছ না ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে মরযী করবেন, জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোন প্রত্যোত্তর করলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন- **وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدًّا** “মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।”

১০৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا .

১০৬১ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আমল করা পসন্দ করতেন, সে আমল কোন কোন সময় এ আশংকায় ছেড়েও দিতেন যে, লোকেরা সে আমল করতে থাকবে, ফলে তাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো চাশতের সালাত আদায় করেন নি। আমি সে সালাত আদায় করি।

১০৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

১০৬২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন, কিছু লোক তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলো। পরবর্তী রাতেও তিনি সালাত আদায় করলেন এবং লোক আরো বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় কিংবা চতুর্থরাতে লোকজন সমবেত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন না। সকাল হলে তিনি বললেন : তোমাদের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাদের কাছে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে শুধু এ আশংকাই আমাকে বাধা দিয়েছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। আর ঘটনাটি ছিল রামাযান মাসের (তারাবীহর সালাতের)।

১. হযরত আয়িশা (রা.) একথা তাঁর জানা অনুসারে বলেছেন। উম্মু হানী (রা.)-এর রিওয়াযাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাশত আদায় প্রমাণিত আছে। —আইনী।

৭২০. **بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى تَفْطُرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُورُ الشَّقُوقُ أَنْفَطَرَتْ أَنْشَقَتْ**

৭২০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ—এর তাহাজ্জুদের সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর উভয় কদম মুবারক ফুলে যেতো। আয়িশা (রা.) বলেছেন, এমনকি তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। (কুরআনের শব্দ) ‘الْفُطُورُ’ অর্থ ‘ফেটে যাওয়া’ ‘انْفَطَرَتْ’ ‘ফেটে গেল’।

۱. ৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ أَوْ لَيَصِلِي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

১০৬৩ আবু নু'আইম (র.).....মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রি জাগরণ করতেন অথবা রাবী বলেছেন, সালাত আদায় করতেন; এমন কি তাঁর পদযুগল অথবা তাঁর দু' পায়ের গোছা ফুলে যেত। তখন এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হল, এত কষ্ট কেন করছেন? তিনি বলতেন, তাই বলে আমি কি একজন শুকরগুয়ার বান্দা হব না?

৭২১. **بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السُّحْرِ**

৭২১. অনুচ্ছেদ : সাহরীর সময় যে ঘুমিয়ে পড়েন।

۱. ৬৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

১০৬৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সালাত হল দাউদ (আ.)-এর সালাত। আর আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হল দাউদ (আ.)-এর সিয়াম। তিনি (দাউদ (আ.)) অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন, এক দিন করতেন না।

۱. ৬৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ

إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

১০৬৫ আবদান (র.).....মাসরুক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ-এর কাছে কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন ? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।

۱. ۶۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَثِ عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى .

১০৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.).....আশ'আস (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ মোরগের ডাক শুনে উঠতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

۱. ۶۷ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا تَغْنِي النَّبِيُّ ﷺ .

১০৬৭ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ই সাহরীর সময় হতো। তিনি নবী ﷺ সম্পর্কে এ কথা বলেছেন।

۷۲۲. بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنْمَ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

৭২২. অনুচ্ছেদ : সাহরীর পর ফজরের সালাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা।

۱. ۶৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لَأَنْتَ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَقَدَرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

১০৬৮ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এবং যয়দ ইব্ন সাবিত (রা.) সাহরী খেলেন। যখন তারা দু' জন সাহরী সমাপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। (কাতাদা (র.) বলেন) আমরা আনাস ইব্ন মালিক (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সাহরী সমাপ্ত করা ও (ফজরের) সালাত শুরু করার মধ্যে কি পরিমাণ সময় ছিল ? তিনি বললেন, কেউ পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এ পরিমাণ সময়।

৭২৩. بَابُ طَوْلِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

৭২৩. অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সালাত দীর্ঘায়িত করা ।

১.৬৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوَاءٍ ، قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَاذَرَ النَّبِيُّ ﷺ .

১০৬৯ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.)..... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতে আমি নবী ﷺ-এর সত্বে সালাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে ফেলেছিলাম। (আবু ওয়াইল (র.) বলেন) আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন? তিনি বললেন, ইচ্ছা করেছিলাম, বসে পড়ি এবং নবী ﷺ-এর ইকতিদা ছেড়ে দেই।

১০৭০ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوُصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ .

১০৭০ হাফস ইব্ন উমর (র.)..... হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ (দাঁত) পরিষ্কার করে নিতেন।

৭২৪. بَابُ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

৭২৪. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সালাত কিরূপ ছিল এবং রাতে তিনি কত রাকাত সালাত আদায় করতেন?

১০৭১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتَرَتْ بِوَاحِدَةٍ .

১০৭১ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলেন, একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! রাতের সালাতের (আদায়ের) পদ্ধতি কি? তিনি বললেন : দু' রাকাত করে। আর ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকাত আত মিলিয়ে বিতর আদায় করে নিবে।

১০৭২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ .

১০৭২ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সালাত ছিল তের রাকা'আত অর্থাৎ রাতে। (তাহাজ্জুদ ও বিতরসহ)।

১০৭৩ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَوَاحِدِي عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ.

১০৭৩ ইসহাক (র.).....মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) ব্যতিরেকে সাত বা নয় কিংবা এগার রাকা'আত।

১০৭৪ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

১০৭৪ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা তের রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, বিতর এবং ফজরের দু রাকা'আত (সুন্নাত)ও এর অন্তর্ভুক্ত।

৭২৫. بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَتَوَمُّعِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ مِنْ أَشَدِّ وَطْأٍ وَأَقْوَمَ قِيْلًا، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، وَقَوْلُهُ: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأَخْرُوجُنَّ يُخْرِجُونَّ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُنَّ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ وَطَاءَ قَالَ مَوَاطَاةُ الْقُرْآنِ أَشَدُّ مَوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ لِيُوَاطِئُوا لِيُؤَافِقُوا.

৭২৬. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর ইবাদাতে রাত জাগরণ এবং তাঁর ঘুমানো আর রাত জাগার যুতুটুক রহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী : “হে বস্তাবৃত! (ইবাদাতে) রাত

জাণ্ডন কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধেক রাত অথবা তার কিছু কম সময়। অথবা এর চাইতেও কিছু বাড়িয়ে নিন। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন, ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর করে। আমি আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরুভার বাণী, অবশ্য রাতের উপাসনা প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং বাক্য পূরণে সঠিক। দিবাভাগে রয়েছে আপনার জন্য দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৭৩ : ১-৭৩) এবং তাঁর বাণী : তিনি (আল্লাহ) জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না। অতএব, আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কাজেই, কুরআন থেকে যতটুকু সহজ-সাধ্য তিলাওয়াত কর। সালাত কায়ম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মংগলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রীম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। এটিই উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহান। অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭৩ : ২০)। ইবন আক্বাস (রা.) বলেন, হাবশী ভাষার ‘نَسْنَأُ’ শব্দটির অর্থ ‘قَامَ’ (উঠে দাড়া) আর ‘وِطَاءٌ’ শব্দের অর্থ হল— কুরআনের অধিক অনুকূল। অর্থাৎ তাঁর কান, চোখ এবং হৃদয়ের বেশী অনুকূল এবং তাই তা কুরআনের মর্ম অনুধাবনে অধিকতর উপযোগী। ‘لِيُؤَاطُوا’ শব্দের অর্থ হল ‘যাতে তারা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে’।

۱০৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَانِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ ، تَابَعَهُ سَلِيمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ .

১০৭৫ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন মাসে সিয়াম পালন করতেন না। এমন কি আমরা ধারণা করতাম যে, সে মাসে তিনি সিয়াম পালন করবেন না। আবার কোন কোন মাসে সিয়াম পালন করতে থাকতেন, এমন কি আমাদের ধারণা হত যে, সে মাসে তিনি সিয়াম ছাড়বেন না। তাঁকে তুমি সালাত রত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেতে। সুলাইমান ও আবু খালিদ আহমার (র.) হুমাইদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন জাফর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৭২৬. بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

৭২৬. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলা সালাত আদায় না করলে গ্রীবাদেশে শয়তানের গ্রহী বেধে দেওয়া ।

১০৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانٍ .

১০৭৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে উয়ূ করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, তারপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।

১০৭৭ حَدَّثَنَا مُؤْمَلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا قَالَ أَمَا الَّذِي يَتْلُو رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

১০৭৭ মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র.).....সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেছেন, যে ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ লোক যে কুরআন শরীফ শিখে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।

৭২৭. بَابُ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بِالِ الشَّيْطَانِ فِي أَدْنِهِ

৭২৭. অনুচ্ছেদ : সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়।

১০৭৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ .

১০৭৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ - এর সামনে এক ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করা হল- সকাল বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, সালাতের জন্য (যথা সময়ে) জাযত হয়নি, তখন তিনি (নবী ﷺ) ইরশাদ করলেন : শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে।

৭২৮. بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ أَيْ مَا يَنَامُونَ وَيَاسْأَحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ

৭২৮. অনুচ্ছেদ : রাতের শেষভাগে দু'আ করা ও সালাত আদায় করা। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন : রাতের সামান্য পরিমাণ (সময়) তাঁরা নিদ্রারত থাকেন, শেষ রাতে তাঁরা ইসতিগ্ফার করেন। (সূরা আয-যারিয়াত : ১৮)।

১০৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .

১০৭৯ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন : কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে ? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার কাছে চাইবে ? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ? আমি তাকে ক্ষমা করব।

৭২৭. بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ وَقَالَ سَلْمَانُ لِأَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ قُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ

৭২৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমিয়ে থাকে এবং শেষ অংশকে (ইবাদাত দ্বারা) প্রাণবন্ত রাখে। সালমান (রা.) আবু দারদা (রা.)-কে (রাতের প্রথমাংশে) বললেন, (এখন) ঘুমিয়ে পড়, শেষ রাত হলে তিনি বললেন, (এখন) উঠে পড়। (বিষয়টি অবগত হয়ে) নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : সালমান যথার্থ বলেছে।

۱০৮০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَتَى الْمُؤَذِّنُ وَتَبَّ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ .

১০৮০ আবুল ওয়ালীদ ও সুলাইমান (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল ? তিনি বললেন, তিনি প্রথমাংশে ঘুমাতেন, শেষাংশে জেগে সালাত আদায় করতেন। এরপর তাঁর শয্যায় ফিরে যেতেন, মুআযযখিন আযান দিলে দ্রুত উঠে পড়তেন, তখন তাঁর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় উযু করে (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যেতেন।

৭২. بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

৭৩৫. অনুচ্ছেদ : রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে নবী ﷺ -এর রাত জেগে ইবাদাত।

১০৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتَرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

১০৮১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু সালামা ইবন আবদুর রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকা'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। ভূমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকা'আত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বিতরের আগে ঘুমিয়ে থাকেন ? তিনি ইরশাদ করলেন : আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।

১০৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبَّرَ قَرَأَ جَالِسًا ,

فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ هُنَّ ثُمَّ رَكَعَ .

১০৮২ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের কোন সালাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে কিরাআত পড়তে দেখিনি। অবশ্য শেষ দিকে বার্বাক্যে উপনীত হলে তিনি বসে কিরাআত পড়তেন। যখন (আরম্ভকৃত) সূরার ত্রিশ চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সে পরিমাণ কিরাআত পড়ার পর রুকু' করতেন।

৭২১. بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৭৩১. অনুচ্ছেদ : রাতে ও দিনে তাহারাৎ (পবিত্রতা) হাসিল করার ফযীলত এবং উযু করার পর রাতে ও দিনে সালাত আদায়ের ফযীলত।

১০৮৩ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَاصِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِّيَ .

১০৮৩ ইসহাক ইব্ন নাসর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একদিন ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনে পেয়েছি। বিলাল (রা.) বললেন, দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তাহারাৎ ও পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাৎ দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। আমার কাছে এর চাইতে (অধিক) আশাব্যঞ্জক হয়, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করিনি।

৭২২. بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

৭৩২. অনুচ্ছেদ : ইবাদাতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়।

১০৮৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِرِزْبٍ فَإِذَا فَتَرْتُ تَعَلَّقْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حُلُوهُ لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلَانَةٌ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَامِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا .

১০৮৪ আবু মা'মার (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (মসজিদে) প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দু'টি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ রশিটি কি কাজের জন্য? লোকেরা বললো, এটি যায়নাবের রশি, তিনি (ইবাদত করতে করতে) অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করলেনঃ না, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রফুল্লতা ও সজীবতা থাকা পর্যন্ত ইবাদাত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যেন সে বসে পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আসাদের এক মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আগমণ করলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ মহিলাটি কে? আমি বললাম, অমুক। তিনি রাতে ঘুমান না। তখন তাঁর সালাতের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি (নবী ﷺ) বললেন : রেখে দাও। সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকাই তোমাদের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা (সাওয়াব প্রদানে) বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়।

৭২৩. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

৭৩৩. অনুচ্ছেদ : রাত জেগে ইবাদাতকারীর ঐ ইবাদাত বাদ দেওয়া মাকরুহ।

১০৮৫ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدُ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ وَقَالَ هِشَامُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ .

১০৮৫ আব্বাস ইবন হুসাইন ও মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদাত করত, পরে রাত জেগে ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে। হিশাম (র.).....আবু সালামা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৩৪. অনুচ্ছেদ :

১০৮৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفَعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنْ لِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلِلْهَلِكِ حَقٌّ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمْ .

১০৮৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবুল আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন : আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি রাত ভর ইবাদাতে জেগে থাক, আর দিনভর সিয়াম পালন কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা আমি করে থাকি। তিনি ইরশাদ করলেন : একথা নিশ্চিত যে, তুমি এমন করতে থাকলে তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার দেহের অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার পরিজনেরও অধিকার রয়েছে। কাজেই তুমি সিয়াম পালন করবে এবং বাদও দেবে। আর জেগে ইবাদাত করবে এবং ঘুমাবেও।

৭৩৫. بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

৭৩৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে তাঁর ফযীলত।

১০৮৭ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةٍ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتَجِيبَ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبِلَتْ صَلَاتُهُ .

১০৮৭ সাদাকা ইবন ফাযল (র.).....উবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে এ দু'আ পড়ে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এক আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হাম্দ আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত। তারপর বলে, ইয়া আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। বা (অন্য কোন) দু'আ করে, তাঁর দু'আ কবুল করা হয়। এরপর উযু করে (সালাত আদায় করলে) তার সালাত কবুল করা হয়।

১০৮৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقْصُ فِي قِصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَالَكُمْ لَا يَقُولُ الرُّفْتُ يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ :

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْلُو كِتَابَهُ * إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
أَرَأَنَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا * بِهِ مُوْتِنَاتُ أَنْ مَا قَالَ وَأَقْبَعُ
بَيِّتٌ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ * إِذَا اسْتَنْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْأَمْضَاجُ
تَابَعَهُ عَقِيلٌ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১০৮৮ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....হায়সাম ইবন আবু সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর ওয়াহ বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তোমাদের এক ভাই অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) অনর্থক কথা বলেন নি।^১

“আর আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছেন আল্লাহর রাসূল, যিনি আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন, যখন উদ্ভাসিত হয় ভোরের আলো। গোমরাহীর পর তিনি আমাদের হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, তাই আমাদের হৃদয়সমূহ, তাঁর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী যে তিনি যা বলেছেন তা অবশ্য সত্য। তিনি রাত কাটান শয্যা থেকে পার্শ্বকে দূরে সরিয়ে রেখে, যখন মুশরিকরা শয্যাগুলোতে নিদ্রামগ্ন থাকে।”

আর উকাইল (র.) ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। যুবায়দী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রেও তা বর্ণনা করেছেন।

১০৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ بِيَدِي قِطْعَةً اسْتَبْرَقَ فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَانَ اثْنَيْنِ اتَّيَانِي أَرَادَ أَنْ يَذْمَبَا إِلَى النَّارِ فَتَقَالَفَا مَلَكٌ فَقَالَ لَمْ تُرْعَ خَلِيًّا عَنْهُ فَقَصَصْتُ حَفْصَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى رُؤْيَايَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقْصُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ .

১. আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) আনসারী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসায় রচিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি। তিনি মুতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

১০৮৯ আবু নু'মান (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর সময়ে আমি (এক রাতে) স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার হাতে একখন্ড মোটা রেশমী কাপড় রয়েছে এবং যেন আমি জান্নাতের যে কোন স্থানে যেতে ইচ্ছা করছি। কাপড় (আমাকে) সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যচ্ছে। অপর একটি স্বপ্নে আমি দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্তা আমার কাছে এসে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তখন অন্য একজন ফিরিশ্তা তাঁদের সামনে এসে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। (আর ঐ দু'জনকে বললেন) তাকে ছেড়ে দাও। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.) আমার স্বপ্নদ্বয়ের একটি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন : আব্দুল্লাহ্ কত ভাল লোক! যদি সে রাতের বেলা সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত। এরপর থেকে আব্দুল্লাহ্ (রা.) রাতের এক অংশে সালাত আদায় করতেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (তাঁদের দেখা) স্বপ্ন বর্ণনা দিলেন। লাইলাতুল কাদর রামাযানের শেষ দশকের সপ্তম রাতে। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি মনে করি যে, (লাইলাতুল কাদর শেষ দশকে হওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের স্বপ্নগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদরের অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন তা (রামাযানের) শেষ দশকে অনুসন্ধান করে।

৭৩৬. بَابُ الْمَدَامَةِ عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ

৭৩৬. অনুচ্ছেদ : ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আত নিয়মিত আদায় করা।

১০৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَرَكَعَتَيْهِ جَالِسًا وَرَكَعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ يَنْ وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا أَبَدًا .

১০৯০ আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন, এরপর আট রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এবং দু' রাকা'আত আদায় করেন বসে। আর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন আযান ও ইকামাত-এর মধ্যবর্তী সময়ে। এ দু'রাকা'আত তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না।

৭৩৭. بَابُ الضُّجْعَةِ عَلَى الشَّقِ الْأَيْمَنِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ

৭৩৭. অনুচ্ছেদ : ফজরের দু' রাকা'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া।

১০৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّ الْأَيْمَنِ .

১০৯১ আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের দু'রাকা'আত সালাত আদায় করার পর ডান কাতে শুইতেন।

৭২৮. بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرُّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

৭৩৮. অনুচ্ছেদ : দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাহ) এর পর কথাবার্তা বলা এবং না শোয়া ।
 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعْتُ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ .

১০৯২ [বিশ্ব ইবন হাকাম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (ফজরের সুন্নাহ) সালাত আদায় করার পর আমি জেগে থাকলে, তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (জামা'আতের সময় হয়ে যাওয়ার) অবগতি প্রদান পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে শ্বাসতেন ।

৭২৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُذَكَّرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَابْنِ ذَرٍّ وَأَنْسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
 وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فَقَّهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا
 يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ

৭৩৯. অনুচ্ছেদ : নফল সালাত দু' রাকা'আত করে আদায় করা । মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, বিষয়টি আমার আবু যারর, আনাস, জাবির ইবন যায়িদ (রা.) এবং ইকরিমা ও যুহরী (র.) থেকেও উল্লেখিত হয়েছে । ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আনসারী (র.) বলেছেন, আমাদের শহরের (মদীনার) ফকীহগণকে দিনের সালাতে প্রতি দু'রাকা'আত শেষে সালাম করতে দেখেছি ।

১০৯৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ
 الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ
 وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ،
 اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أُمْرِي وَأَجَلِهِ
 فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
 أُمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أُمْرِي وَأَجَلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي
 قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ .

১০৯৩ কুতাইবা (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সব কাজে ইস্তিখারাহ্^১ শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নয় এমন দু'রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়ে : “ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার ইল্মের ওয়াসীলায় আপনার কাছে (উদ্দীষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার কুদরতের ওয়াসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই আর আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা, আপনিই (সব কিছুতে) ক্ষমতা রাখেন, আমি কোন ক্ষমতা রাখি না; আপনিই (সব বিষয়ে) অবগত আর আমি অবগত নই; আপনিই গায়েব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ইয়া আল্লাহ্! আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসাবে যদি এ কাজটি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন তা হলে আমার জন্য তার ব্যবস্থা করে দিন। আর তা আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন আর যদি এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসাবে আমার জন্য ক্ষতি হয় বলে জানেন; তা হলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রাখুন; তা যেখানেই হোক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে রাযী থাকার তৌফিক দিন। তিনি ইরশাদ করেন ‘هَذَا الْمَشْرُ’ তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

১০৯৪ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ الزُّرْقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ .

১০৯৪ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু কাতাদা ইবন রিব'আ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকা'আত সালাত (তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ) আদায় করার আগে বসবে না।

১০৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

১০৯৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর চলে গেলেন।

১০৯৬ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ

১. সালাত ও দু'আর মাধ্যমে উদ্দীষ্ট বিষয়ের কল্যাণ চাওয়া।

الْجُمُعَةِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

১০৯৬ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুহরের আগে দু' রাকা'আত, যুহরের পরে দু' রাকা'আত, জুমু'আর পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পরে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছি।

১০৭৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ .

১০৯৭ আদম (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুত্বা প্রদান কালে ইরশাদ করলেন : তোমরা কেউ এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলে, যখন ইমাম (জুমু'আর) খুত্বা দিচ্ছেন, কিংবা মিম্বরে আরোহণের জন্য (ছজরা থেকে) বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে তখন যেন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।

১০৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَتَى ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوذَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ رَكَعَتَيِ الضُّحَى وَقَالَ عِشْبَانُ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَا أَمْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَقْنَا وَرَأَاهُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ .

১০৯৮ আবু নু'আইম (র.)..... মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা.) এর বাড়ীতে এসে তাঁকে খবর দিল, এই মাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি অগ্রসর হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছেন। বিলাল (রা.) দরওয়াযার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি বললাম, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফের ভিতরে সালাত আদায় করেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন স্থানে? তিনি বললেন, দু'স্তম্বের মাঝখানে।^১ এরপর তিনি বেরিয়ে এসে কা'বার সামনে দু' রাকা'আত সালাত

১. কোন কোন রেওয়াযাতে যুহর ও জুমু'আর ফরযের আগে চার রাকা'আত বর্ণিত হয়েছে, সে অনুসারে হানাফী মাযহাব মতে যুহর ও জুমু'আর ফরযের আগে চার রাকা'আত সুন্নাত আদায় করা হয়।

২. কা'বা শরীফের অভ্যন্তরের সারিতে ছয়টি স্তম্ব রয়েছে। সামনের সারিতে দু'টি স্তম্ব ডানে এবং একটি স্তম্ব বামে রেখে দাঁড়ালে তা দরওয়াযা বরাবরে সামনের দু' স্তম্বের মাঝখানে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দরওয়াযা বরাবর অগ্রসর হয়ে দেয়ালের কাছে সালাত আদায় করেছিলেন।

আদায় করলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ আমাকে দু' রাকা'আত সালাতুয্ যুহা (চাশ্ত-এর সালাত)-এর আদেশ করেছেন। ইতবান (ইবন মালিক আনসারী) (রা.) বলেন, একদিন বেশ বেলা হলে নবী করীম ﷺ আবু বাকুর এবং উমার (রা.) আমার এখানে আগমণ করলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম আর তিনি (আমাদের নিয়ে) দু' রাকা'আত সালাত (চাশ্ত) আদায় করলেন।

৭৪০. بَابُ الْحَدِيثِ يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ

৭৪০. অনুচ্ছেদ : ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের পর কথাবার্তা বলা।

১০৭৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعْتُ ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنْ بَعْضُهُمْ يَرَوِيهِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَلِكَ .

১০৯৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (ফজরের আযানের পর) দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সজাগ থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (ডান) কাতে শয়ন করতেন। (বর্ণনাকারী আলী বলেন,) আমি সুফিয়ান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কেউ এ হাদীসে (দু' রাকা'আত স্থলে) ফজরের দু' রাকা'আত রেওয়ায়েত করে থাকেন। (এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ?) সুফিয়ান (র.) বললেন, এটা তা-ই।

৭৪১. بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ وَمَنْ سَعَاهُمَا تَطَوُّعًا

৭৪১. অনুচ্ছেদ : ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের হিফায়ত আর যারা এ দু' রাকা'আতকে নফল বলেছেন।

১১০০ حَدَّثَنَا بَيَّانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ .

১১০০ বায়ান ইবন আমর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন নফল সালাতকে ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের ন্যায় অধিক হিফায়ত ও গুরুত্ব প্রদানকারী ছিলেন না।

৭৬২. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৭৪২. অনুচ্ছেদ : ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতে কতটুকু কিরাআত পড়া হবে ।

১১০১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالُكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১১০১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তের রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এরপর সকালে (ফজরের) আযান শোনার পর সর্ফক্ষিণ্ড (কিরাআতে) দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন ।

১১০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ .

১১০২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আহুমাদ ইব্ন ইউনুস (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের (ফরয) সালাতের আগের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) এত সর্ফক্ষিণ্ড করতেন এমনকি আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন ?

৭৬৩. بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

৭৪৩. অনুচ্ছেদ : ফরয সালাতের পর নফল সালাত ।

১০০৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ ، وَحَدَّثَنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَابْنُ أَبِي نَافِعٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ .

১১০৩ মুসাদ্দাদ (র.).....উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণে আমি যুহরের আগে দু' রাকা'আত, যুহরের পর দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর দু' রাকা'আত, ইশার পর

দু' রাকা'আত এবং জুমু'আর পর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছি। তবে মাগরিব ও ইশার পরের সালাত তিনি তাঁর ঘরে আদায় করতেন। ইব্ন উমর (রা.) আরও বলেন, আমার বোন (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.) আমাকে হাদীস গুনিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ ফজর হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। (ইব্ন উমর (রা.) বলেন,) এটি ছিল এমন একটি সময়, যখন আমরা কেউ নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির হতাম না। (তাই সে সময়ের আমল সম্পর্কে উম্মুহাতুল মু'মিনীন অধিক জানতেন)। কাসীর ইব্ন ফরকাদ ও আইয়ুব (র.) নাফি' (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। ইব্ন আবুয যিনাদ (র.) বলেছেন, মুসা ইব্ন উক্বা (র.) নাফি' (র.) থেকে ইশার পরে তাঁর পরিজনের মধ্যে কথাটি বর্ণনা করেছেন।

৭৪৪. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْكُتُوبَةِ

৭৪৪. অনুচ্ছেদ : ফরযের পর নফল সালাত আদায় না করা।

১১০৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَالٍ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظَنُّهُ أَخَرَ الظُّهْرَ وَعَجَلَ الْعَصْرَ وَعَجَلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَأَنَا أَظَنُّهُ .

১১০৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আট রাকা'আত একত্রে যুহর ও আসরের এবং সাত রাকা'আত একত্রে মাগরিব-ইশার আদায় করেছি। (তাই সে ক্ষেত্রে যুহর ও মাগরিবের পর সুন্নাহ আদায় করা হয়নি)। আমর (র.) বলেন, আমি বললাম, হে আবুশ শাস! আমার ধারণা, তিনি যুহর শেষ ওয়াক্তে এবং আসর প্রথম ওয়াক্তে আর ইশা প্রথম ওয়াক্তে ও মাগরিব শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমিও তাই মনে করি।

৭৪৫. بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

৭৪৫. অনুচ্ছেদ : সফরে সালাতুয-যুহা (চাশ্ত) আদায় করা।

১১০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَوْبَةَ عَنْ مُدْرِكِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْثَّانِي ﷺ قَالَ لَا إِخَالَه .

১১০৫ মুসাদ্দাদ (র.).....যুওয়াররিক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি চাশ্ত-এর সালাত আদায় করে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা.) তা আদায় করতেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আবু বকর (রা.)? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ? তিনি বললেন, আমি তা মনে

করি না। (আমার মনে হয় তিনিও তা আদায় করতেন না, তবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না)।

১১.৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرَ أَمْ هَانِيٍّ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرِ صَلَاةَ قَطٍ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

১১০৬ আদম (র.)..... আবদুর রাহমান ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হানী (রা.) (নবী করীম ﷺ-এর চাচাত বোন) ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম ﷺ-কে চাশতের সালাত আদায় করতে দেখেছেন, এরূপ আমাদের কাছে কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি উম্মে হানী (রা.) অবশ্য বলেছেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বাহ্নে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন। (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁকে) অনুরূপ সৎক্ষিপ্ত সালাত (আদায় করতে) দেখি নি। তবে কিরাআত সৎক্ষিপ্ত হলেও তিনি রুকু' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করছিলেন।

৭৪৬. بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَأَاهُ وَاسِعًا

৭৪৬. অনুচ্ছেদ : যারা চাশত-এর সালাত আদায় করেন না, তবে বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন (বাধ্যতামূলক মনে করেন না)।

১১.৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سَبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأَسْبِحُهَا .

১১০৭ আদম (র.)..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চাশত-এর সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি। তবে আমি তা আদায় করে থাকি।

৭৪৭. بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ قَالَ عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৪৭. অনুচ্ছেদ : মুকীম অবস্থায় চাশত-এর সালাত আদায় করা। ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.) বিষয়টি নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন।

১১.৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْجَرِيرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرْوَخَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَنَوْمٌ عَلَى وَثَرٍ .

১১০৮ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নবী করীম ﷺ) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়াত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, আমৃত্যু তা আমি পরিত্যাগ করব না। (কাজ তিনটি হল) ১. প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম (পালন করা), ২. সালাতুয-যোহা (চাশত এর সালাত আদায় করা) এবং ৩. বিতর (সালাত) আদায় করে ঘুমান।

১১০৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكَعَتَيْنِ ، وَقَالَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بْنُ جَارُودٍ لَأَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

১১০৯ আলী ইবনুল জা'দ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক স্থলদেহী আনসারী নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আরম্ভ করলেন, আমি আপনার সংগে (জামা'আতে) সালাত আদায় করতে পারি না। তিনি নবী করীম ﷺ -এর উদ্দেশ্যে খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং একটি চাটাই এর এক অংশে (কোমল ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে) পানি ছিটিয়ে (তা বিছিয়ে) দিলেন। তখন তিনি (নবী করীম ﷺ) -এর উপরে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। ইবন জারুদ (র.) (নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে) আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন (তবে কি) নবী করীম ﷺ চাশত-এর সালাত আদায় করতেন? আনাস (রা.) বললেন, সেদিন ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁকে এ সালাত আদায় করতে দেখিনি।

৭৬৪. بَابُ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

৭৪৮. অনুচ্ছেদ : যুহরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত।

১১১০ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ .

১১১০ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ থেকে আমি দশ রাকা'আত সালাত আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ কল্প রেখেছি। যুহরের আগে দু' রাকা'আত পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত তাঁর ঘরে, ইশার পরে দু' রাকা'আত তাঁর ঘরে এবং দু' রাকা'আত সকালের (ফজরের) সালাতের আগে। ইবন উমর (রা.) বলেন,) আর সময়টি ছিল এমন,

যখন নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে (সাধারণত) কোন ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত না। তবে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুআযযিন আযান দিতেন এবং ফজর (সুবহে-সাদিক) উদিত হত তখন নবী ﷺ দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

১১১১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ تَابِعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ .

১১১১ মুসাদ্দাদ (র.).....আযিশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের আগে চার রাকা'আত এবং (ফজরের আগে) দু'রাকা'আত সালাত (কখনো) ছাড়তেন না। ইবন আবু আদী ও আমর (র.) ও'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইয়াহুইয়া (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৭৪৯. بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৭৪৯. অনুচ্ছেদ : মাগরিবের আগে সালাত।

১১১২ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَزْنِيُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

১১১২ আবু মা'মার (র.).....আবদুল্লাহ মুযানী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : তোমরা মাগরিবের (ফরযের) আগে (নফল) সালাত আদায় করবে; (এ কথাটি তিনি তিনবার ইরশাদ করলেন) লোকেরা আমলকে সুন্নাতের মর্যাদায় গ্রহণ করতে পারে, এ কারণে তৃতীয়বারে তিনি বললেন : এ তার জন্য যে ইচ্ছা করে।

১১১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكُعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ .

১১১৩ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র.).....মারসাদ ইবন আবদুল্লাহ ইয়াযানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উক্বা ইবন জুহানী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, আবু তাহীম (র.) সম্পর্কে এ কথা বলে কি আমি আপনাকে বিস্মিত করে দিব না যে, তিনি মাগরিবের (ফরয) সালাতের আগে দু'রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করে থাকেন। উক্বা (রা.) বললেন, (এতে বিস্মিত হওয়ার কি

আছে ?) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে তো আমরা তা আদায় করতাম। আমি প্রশ্ন করলাম, তা হলে এখন কিসে আপনাকে বিরত রাখছে ? তিনি বললেন, কর্মব্যস্ততা।

৭৫০. **بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَهُ أَنَسُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ**

৭৫০. অনুচ্ছেদ : নফল সালাত জামা'আতে আদায় করা। এ বিষয়ে আনাস ও আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১১৪ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةٌ مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بَثْرِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فَرَزَعَهُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُنْتُ أَصَلِّيُ لِقَوْمِي بَيْنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَإِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قَبْلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَتَكْرَهُ بَصْرِي وَإِنْ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِي مَكَانًا اتَّخَذَهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ آيُنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَّقْنَا وَرَأَى فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ تُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ أَهْلَ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَتَأَبَّ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكُ لَا أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذَاكَ إِلَّا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَا نَحْنُ فَوَ اللَّهُ لَا نَرَى وَدُهُ وَلَا حَدِيثُهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوْفِي فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ أَرْضِ الرُّومِ فَأَتَوْهَا عَلَى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتُ قَطُّ فَكَبَّرُ ذَاكَ عَلَى فَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَى أَنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفَلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِثْبَانَ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ

وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقُلْتُ فَأَمَلْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ فَإِذَا عَتَبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّيَ لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ .

১১১৪ ইসহাক (র.).....ইবন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহমুদ ইবন রাবী‘ আনসারী (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (শৈশবে তাঁর দেখা) নবী করীম ﷺ-এর কথা তাঁর ভাল স্মরণ আছে এবং নবী করীম ﷺ তাঁদের বাড়ীর কূপ থেকে (পানি মুখে নিয়ে বরকতের জন্য) তার মুখমণ্ডলে যে ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন সে কথাও তার ভাল স্মরণ আছে। মাহমুদ (র.) বলেন, যে, ইত্বান ইবন মালিক আনসারী (রা.)-কে (যিনি ছিলেন বদর জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে উপস্থিত বদরী সাহাবীগণের অন্যতম) বলতে শুনেছেন যে, আমি আমার কাওম বনু সালিমের সালাতে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (কাওমের মসজিদের) মধ্যে বিদ্যমান একটি উপত্যকা। উপত্যকা বৃষ্টি হলে আমার মসজিদ গমনে অন্তরায় সৃষ্টি করতো। এবং এ উপত্যকা অতিক্রম করে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হতো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরম্ভ করলাম, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আমি আমার দৃষ্টিশক্তির ঘাট্টি অনুভব করছি (এ ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে প্রাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই আমার একান্ত আশা যা আপনি শুভাগমন করে (বরকত স্বরূপ) আমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করবেন; আমি সে স্থানটিকে মুসাল্লা (সালাতের স্থানরূপে নির্ধারিত) করে নিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, অচিরেই তা করবো। পরের দিন সূর্যের উত্তাপ যখন বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা.) (আমার বাড়ীতে) তাকরীফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম, তিনি উপবেশন না করেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘরের কোন জায়গায় আমার সালাত আদায় করা তুমি পসন্দ কর? যে স্থানে তাঁর সালাত আদায় করা আমার মনঃপূত ছিল, তাঁকে আমি সে স্থানের দিকে ইশারা করে (দেখিয়ে) দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তাঁর সালাম ফেরানোর সময় আমরাও সালাম ফিরলাম। এরপর তাঁর উদ্দেশ্য যে খাযীরা প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা আহ্বারের জন্য তাঁর প্রত্যগমনে আমি বিলম্ব ঘটলাম। ইতিমধ্যে মহল্লার লোকেরা আমার বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানের সংবাদ শুনে পেয়ে তাঁদের কিছু লোক এসে গেলেন। এমন কি আমার ঘরে অনেক লোকের সমাগম ঘটলো। তাঁদের একজন বললেন, মালিক (ইবন দুখায়শিন) করল কি? তাকে দেখছি না যে? তাঁদের একজন জবাব দিলেন, যে মুনাফিক! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : এমন কথা বলবে না। তুমি কি লক্ষ্য করছ না, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করেছে। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। তবে আল্লাহর কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও অল্লাপ-আলোচনা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করে। মাহমুদ (রা.) বলেন, এক যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে একদল লোকের কাছে বর্ণনা করলাম তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু আইয়ুব (আনসারী) (রা.) ছিলেন। তিনি সে যুদ্ধে ওফাত পেয়েছিলেন। আর ইয়াযীদ ইব্ন মু‘আবিয়া (রা.) রোমানদের দেশে তাদের আর্মীর ছিলেন। আবু আইয়ুব (রা.) আমার বর্ণিত হাদীসটি অস্বীকার করে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যে কথা বলেছ তা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ফলে তা আমার কাছে ভারী মনে হল। তখন আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যদি এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি আমাকে নিরাপদ রাখেন, তাহলে আমি ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.)-কে তাঁর কাউমের মসজিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো, যদি তাঁকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যাই। এরপর আমি ফিরে চললাম এবং হাজ্জ কিংবা উমরার নিয়্যাতে ইহরাম করলাম। তারপর সফর করতে করতে আমি মদীনায উপনীত হয়ে বনু সালিম গোত্রে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম ইত্বান (রা.) যিনি তখন একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্যক্তি কাউমের সালাতে ইমামতি করছেন। তিনি সালাত শেষ করলে আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং আমার পরিচয় দিয়ে উক্ত হাদীস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি প্রথমবারের মতই অবিকল হাদীসখানা আমাকে শুনালেন।

৭৫১. بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

৭৫১. অনুচ্ছেদ : নফল সালাত ঘরে আদায় করা।

১১১৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ .

১১১৫ আবুল আ‘লা ইব্ন হাম্মাদ (রা.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা তোমাদের কিছু কিছু সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করবে, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না। আবদুল ওহাব (রা.) আইউব (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওহাইব (রা.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৭৫১. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

৭৫১. (ক) অনুচ্ছেদ : মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে সালাতের ফযীলত।

১১১৬ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ قُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرِيْعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ غَزَاً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

১১১৬ হাফস ইবন উমর (র.).....কাযআ' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী (রা.)-কে চারটি (বিষয়) বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ-এর সংগে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অন্য সূত্রে আলী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল এবং মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করবে না)।

১১১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالُكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رِبَاحٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

১১১৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চাইতে উত্তম।

৭০২. بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءَ

৭৫২. অনুচ্ছেদ : কুবা মসজিদ^১।

১১১৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدُمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدُمُهَا ضُحَى فَيَطُوفُ بِالنَّبِيِّ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلُّ سَبْتٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُودُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا .

১১১৮ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা.) দু' দিন ব্যতীত অন্য সময়ে চাশতের সালাত আদায় করতেন না, যে দিন তিনি মক্কায় আগমণ করতেন, তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি চাশতের সময় মক্কায় আগমণ করতেন। তিনি বায়তুল্লাহ তায়য়াফ করার পর মাকামে ইব্রাহীম-এর পিছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর যে দিন তিনি কুবা

১. কুবা মসজিদ : মসজিদে নব্বী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত মদীনায় প্রথম মসজিদ এবং মদীনায় হিজরাতকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম অবস্থান স্থল।

মসজিদে গমণ করতেন। তিনি প্রতি শনিবার সেখানে গমণ করতেন এবং সেখানে সালাত আদায় না করে বেরিয়ে আসা অপসন্দ করতেন। নাফি' (র.) বলেন, তিনি (ইবন উমর (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবা মসজিদ যিয়ারত করতেন— কখনো আরোহী হয়ে, কখনো পায়ে হেটে। নাফি' (র.) বলেন, তিনি (ইবন উমর (রা.) তাঁকে আরো বলতেন, আমি আমার সাথীগণকে যেমন করতে দেখেছি তেমন করব। আর কাউকে আমি দিন রাতের কোন সময়ই সালাত আদায় করতে বাধা দিই না, তবে তাঁরা যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় (সালাত আদায়ের) ইচ্ছা না করে।

৭৫২. بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

৭৫৩. অনুচ্ছেদ : প্রতি শনিবার যিনি কুবা মসজিদে আসেন।

১১১৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ .

১১১৯ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো আরোহণ করে। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-ও তা-ই করতেন।

৭৫৪. بَابُ اثْنَانِ مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

৭৫৪. অনুচ্ছেদ : পায়ে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে কুবা মসজিদে আসা।

১১২০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا زَادَ ابْنُ تَمِيمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ .

১১২০ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে আসতেন। ইবন নুমাইর (র.) নাফি' (র.) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ সেখানে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

৭৫৫. بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

৭৫৫. অনুচ্ছেদঃ কবর (রওযা শরীফ) ও (মসজিদে নব্বীর) মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত।

১১২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِثْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ .

১১২১ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ-মায়িনী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও মিথর-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

১১২২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِثْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِثْبَرِي عَلَى حَوْضِي .

১১২২ মুসাদ্দাদ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও মিথরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান আর আমার মিথর অবস্থিত (রয়েছে) আমার হাউয (কাউসার)-এর উপরে।

৭৫৬. بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

৭৫৬. অনুচ্ছেদঃ বায়তুল মুকাদ্দাস-এর মসজিদ।

১১২৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنِي وَانْقَنَنْتِي قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ نَوْ مُحَرَّمٌ وَلَا صَوْمٌ فِي يَوْمَيْنِ افْطَرِ وَالْأَصْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي .

১১২৩ আবুল ওয়ালীদ (র.).....যিয়াদের আযাদকৃত দাস কাযা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী (রা.)-কে নবী করীম ﷺ থেকে চারটি বিষয় বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমাকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেছেন : মহিলারা স্বামী কিম্বা মাহরাম^১ ব্যতীত দু'দিনের দূরত্বের পথে সফর করবে না। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনগুলোতে সিয়াম পালন নেই। দু' (ফরয) সালাতের পর কোন (নফল ও সুন্নাত) সালাত নেই। ফজরের পর সূর্যোদয় (সম্পন্ন) হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। এবং ১. মাসজিদুল হারাম, (কা'বা শরীফ ও সংলগ্ন মসজিদ) ২. মাসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ) এবং ৩. আমার মসজিদ (মদীনার মসজিদে নব্বী) ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) হাওদা বাঁধা যাবে না। (সফর করবে না)

১. মাহরাম : স্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম এমন সম্পর্কযুক্ত পুরুষ যেমন - দাদা, বাবা, ভাই, ভাতীজা, মামা, চাচা, শশুর ইত্যাদি।

۷۵۷. بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ مَوْضِعَ أَبُو اسْحَقَ قَلَنْسُوْتُهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُصْفِهِ الْأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ يَحْكُ جُلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا .

৭৫৭. অনুচ্ছেদঃ সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ সালাতের মধ্যে হাতের সাহায্য করা । ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সালাতের মধ্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা (প্রয়োজনে সালাত সংশ্লিষ্ট কাজে) সাহায্য নিতে পারে । আবু ইসহাক (র.) সালাতরত অবস্থায় তাঁর টুপী নামিয়ে রেখেছিলেন এবং তা তুলে মাথায় দিয়ে-ছিলেন । আলী (রা.) (সালাতে) সাধারণত তাঁর (ডান হাতের) পাঞ্জা বাম হাতের কজির উপরে রাখতেন, তবে কখনো শরীর চুলকাতে হলে বা কাপড় ঠিক করে নিতে হলে তা করে নিতেন ।

১১২৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَأَضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَأَضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاهْلُهُ فِي طَوْلِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ خَوَاتِيمِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مَعْلَقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَآخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ أَضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

১১২৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটালেন । তিনি বলেন, আমি বালিশের প্রস্থের দিকে শুয়ে পড়লাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সহধর্মিনী বালিশের দৈর্ঘ্যে শয়ন করলেন । এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যরাত তার কিছু আগ বা পর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন । তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠে বসলেন এবং দু'হাতে মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের আমেজ দূর করলেন । এরপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন । পরে একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এর পানি

দ্বারা উত্তমরূপে উষু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও উঠে পড়লাম এবং তিনি যেক্রপ করেছিলেন, আমিও সেক্রপ করলাম। এরপর আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপরে রেখে আমার ডান কানে মোচড়াতে লাগলেন (এবং আমাকে তাঁর পিছন থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।) তিনি তখন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর (শেষ দু' রাকা'আতের সাথে আর এক রাকা'আত দ্বারা বেজোড় করে) বিতর আদায় করে শুয়ে পড়লেন। অবশেষে (ফজরের জামা'আতের জন্য) মুআযযিন এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সথক্ষিপ্ত (কিরাআতে) দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাতে) আদায় করলেন। এরপর (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যান এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন।

৭০৮. بَابُ مَا يَنْتَهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

৭৫৮. অনুচ্ছেদ : সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া।

১১২৫ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنْ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا .

১১২৫ ইবন নুমায়র (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-কে তাঁর সালাত রত অবস্থায় সালাম করতাম; তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। পরে যখন আমরা নাজাশীর নিকট থেকে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে (সালাত রত অবস্থায়) সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিলেন না এবং পরে ইরশাদ করলেন : সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

১১২৬ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سَفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১২৬ ইবন নুমায়র (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১২৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شَبِيلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو وَالشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ إِنَّا كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَكْلِمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْآيَةِ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ .

১১২৭ ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র.).....যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা

নবী করীম ﷺ-এর সময়ে সালাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সংগীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হল- **حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْاِيَةِ** “তোমরা তোমাদের সালাতসমূহের সংরক্ষণ কর ওনিয়মানুবর্তীতারক্ষা কর; বিশেষত মধ্যবর্তী (আসর) সালাতে, আর তোমরা (সালাতে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হও।” (২ : ২৩৮) এরপর থেকে আমরা সালাতে নিরব থাকতে আদিষ্ট হলাম।

৭৫৭. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

৭৫৯. অনুচ্ছেদ : সালাতে পুরুষদের জন্য যে ‘তাসবীহ’ ও ‘তাহমীদ’ বৈধ।

১১২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحَانتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَمَّ النَّاسُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشْفُقُهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَذَرُونَنِي مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيحُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا التَّفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى :

১১২৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বনু আমর ইব্ন আওফ এর মধ্যে মীমাংসা কর্তব্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন, ইতিমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত হল। তখন বিলাল (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, নবী করীম ﷺ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি লোকদের সালাতে ইমামতি করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমরা চাও। তখন বিলাল (রা.) সালাতের ইকামত বললেন, আবু বকর (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। ইতিমধ্যে নবী করীম ﷺ তালীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ ‘তাসবীহ’ করতে লাগলেন। সাহল (রা.) বললেন, তাসবীহ কি তা তোমরা জান? তা হল ‘তাসবীহ’ (তালি বাজান)। আবু বকর (রা.) সালাত অবস্থায় এদিক সেদিক লক্ষ্য করতেন না। মুসল্লীগণ অধিক তালি বাজালে তিনি সে দিকে লক্ষ্য করামাত্র নবী করীম ﷺ -কে কাতারে দেখতে পেলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে ইশারা করলেন-যথাস্থানে থাক। আবু বকর (রা.) তখন দু'হাত তুলে আল্লাহ তা'আলার হামদ বর্ণনা করলেন এবং পিছু হেঁটে চলে এলেন। নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন।

১. ‘তাসবীহ’ (تصفيق) এক হাতের তালু দ্বারা অন্য হাতের তালুতে আঘাত করা।

৭৬০. بَابُ مَنْ سَمَى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَمَوْلَا لَا يَعْلَمُ

৭৬০. অনুচ্ছেদ : সালাতে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কারো নাম নিলো অথবা কাউকে সালাম করল অথচ সে তা জানেও না।

১১২৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمَّى وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ أَلَسَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَلَسَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

১১২৯ আমর ইব্ন ইসা (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সালাতের (বৈঠকে) আত্‌তাহিয়াতুবলতাম, তখন আমাদের একে অপরকে সালামও করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে ইরশাদ করলেন : তোমরা বলবে..... التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ “যাবতীয় মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহরই জন্য। হে (মহান) নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত (বর্ষিত) হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সালিহ বান্দাদের প্রতি; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।” কেননা, তোমরা এরূপ করলে আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল সালিহ বান্দাকে তোমরা যেন সালাম করলে।

৭৬১. بَابُ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

৭৬১. অনুচ্ছেদ : সালাতে মহিলাদের ‘তাসফীক’।

১১৩০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

১১৩০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাসবীহ-সুবহানাল্লাহ বলা। তবে মহিলাদের বেলায় ‘তাসফীক’।

১১৩১ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ .

১১৩১ ইয়াহইয়া (র.).....সাহুল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সালাতে (দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে) পুরুষদের বেলায় 'তাসবীহ' আর মহিলাদের বেলায় তাসফীহ ।

৭৬২. بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৬২. অনুচ্ছেদ : উদ্ভূত কোন কারণে সালাতে থাকা অবস্থায় পিছনে চলে আসা অথবা সামনে এগিয়ে যাওয়া । এ বিষয়ে সাহুল ইবন সা'দ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ।

১১৩২ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُونسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمْ فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ اتِمُّوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَارْحَى السِّتْرَ وَتَوَقَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১১৩২ বিশ্বর ইবন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিমগণ সোমবার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের দিন) ফজরের সালাতে ছিলেন, আবু বকর (রা.) তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন । নবী করীম ﷺ আশিরা (রা.)-এর হজরার পর্দা সরিয়ে তাঁদের দিকে তাকালেন । তখন তাঁরা সারিবদ্ধ ছিলেন । তা দেখে তিনি মৃদু হাসলেন । তখন আবু বকর (রা.) তাঁর গোড়ালির উপর ভর দিয়ে পিছে সরে আসলেন । তিনি ধারণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্য আসার ইচ্ছা করছেন । নবী করীম ﷺ কে দেখার আনন্দে মুসলিমগণের সালাত ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল । তখন তিনি সালাত সুসম্পন্ন করার জন্য তাদের দিকে হাতে ইশারা করলেন । এরপর তিনি হজরায় প্রবেশ করেন এবং পর্দা ছেড়ে দেন আর সে দিনই তাঁর ওফাত হয় ।

৭৬৩. بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي صَلَاةٍ

৭৬৩. অনুচ্ছেদ : মা তার সালাত রত সন্তানকে ডাকলে ।

১১৩৩ حَدَّثَنَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَادَتْ امْرَأَةً ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَا جَرِيْعُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّيْ وَصَلَاتِيْ قَالَتْ
 يَا جَرِيْعُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّيْ وَصَلَاتِيْ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ لَا يَمُوْتُ جَرِيْعٌ حَتّٰى
 يَنْظُرَ فِىْ وَجْهِ اَلْحَيَامِيْسِ وَكَانَتْ تَلْوِىْ اِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاغِيَةً تَرْغَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيْلَ لَهَا مِنْ هَذَا الْوَلَدِ
 قَالَتْ مِنْ جَرِيْعٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جَرِيْعُ اَيْنَ هَذِهِ اَلَّتِىْ تَزْعُمُ اَنْ وَلَدَهَا لِىْ قَالَ يَا بَابُوْسُ مَنْ اَبُوْكَ
 قَالَ رَاغِى الْغَنَمِ .

১১৩৩ লাইস (র.) বলেন, জা'ফর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মহিলা তার ছেলেকে ডাকল। তখন তার ছেলে গীর্জায় ছিল। বলল, হে জুরাইজ! ছেলে মনে মনে বলল, ইয়া আল্লাহ! (এক দিকে) আমার মা (এর ডাক) আর (অপর দিকে) আমার সালাত! মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার মা আর আমার সালাত! মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার মা ও আমার সালাত। মা (বিরক্ত হয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ! পতিতাদের সামনে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত যেন জুরাইজের মৃত্যু না হয়। এক রাখালিনী যে বকরী চরাতে, সে জুরাইজের গীর্জায় আসা যাওয়া করত। সে একটি সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—এ সন্তান কার ঔরষজাত? সে জবাব দিল, জুরাইজের ঔরষের। জুরাইজ তাঁর গীর্জা থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় সে মেয়েটি, যে বলে যে, তার সন্তানটি আমার? (সন্তানসহ মেয়েটিকে উপস্থিত করা হলে, নিজে নির্দোষ প্রমাণের উদ্দেশ্যে শিশুটিকে লক্ষ্য করে) জুরাইজ বলেন, হে বাবুস! তোমার পিতা কে? সে বলল, বকরীর অমুক রাখাল।

৭৬৪. بَابُ مَسْحِ اَلْحَمَانِ فِى الصَّلَاةِ

৭৬৪. অনুচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে কংকর সরানো।

১১৩৪ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُعِيْقِيْبُ اَنْ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ
 فِى الرَّجْلِ يَسُوْى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةٌ .

১১৩৪ আবু নু'আইম (র.).....মু'আইকীব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সিজদার স্থান থেকে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তা হলে একবার।

৭৬৫. بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِى الصَّلَاةِ لِلْسُّجُوْدِ

৭৬৫. অনুচ্ছেদ : সালাতে সিজদার জন্য কাপড় বিছানো।

১১৩৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ حَدَّثَنَا غَالِبُ الْعَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمْكِنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১১৩৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে তার চেহারা (কপাল) স্থির রাখতে সক্ষম না হলে সে তার কাপড় বিছিয়ে উহার উপর সিজদা করত।

৭৬৬. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

৭৬৬. অনুচ্ছেদ : সালাতে যে কাজ জাযিয়।

১১৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُمِدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتَهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا .

১১৩৬ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)...আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সালাত আদায়কালে আমি তাঁর কিব্বার দিকে পা ছড়িয়ে রাখতাম; তিনি সিজদা করার সময় আমাকে খোঁচা দিলে আমি পা সরিয়ে নিতাম; তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।

১১৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيَْادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدُّ عَلَى لِقْطَعِ الصَّلَاةِ عَلَى فَأَمَكَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتْهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوْتِفَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سَلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَوْلُهُ اللَّهُ خَاسِئًا قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ فَذَعَتْهُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَقَتْهُ وَذَعَتْهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ يَوْمَ يَدْعُونَ أَيْ يَدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَذَعَتْهُ إِلَّا أَنَّهُ كَذًا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ .

১১৩৭ মাহমুদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একবার সালাত আদায় করার পর বললেন : শয়তান আমার সামনে এসে আমার সালাত বিনষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করল। তখন আব্দুল্লাহ পাক আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন, আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সকাল বেলা উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন সুলাইমান (আ.)-এর এ দু'আ আমার মনে পড়ে গেল, رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا... "ইয়া রব! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমার পরে

আর কেউ না হয়”। তখন আল্লাহ্ তাকে (শয়তানকে) অপমানিত করে দূর করে দিলেন। নযর ইব্ন শুমা'ইল (র.) বলেন, ‘فَدَعَتْ’ শব্দটি ‘ذال’ সহ অর্থাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম এবং ‘فَدَعَتْ’ আল্লাহর কালাম ‘يَوْمَ يَدْعُونُ’ থেকে অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সঠিক হল তবে ‘فَدَعَتْ’ তবে ع ও ت অক্ষর দু'টি তাশদীদ সহ পাঠ করেছেন।

৭৬৭. بَابُ إِذَا انْقَلَبَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنَّ أَخْذًا لَوْثُهُ يَتَّبِعُ السَّارِقَ وَيَدْعُ الصَّلَاةَ

৭৬৭. অনুচ্ছেদ : সালাতে থাকাকালে পশু ছুটে গেলে। কাতাদা (র.) বলেন, কাপড় যদি (চুরি করে) নিয়ে যাওয়া হয়, তবে সালাত ছেড়ে দিয়ে চোরকে অনুসরণ করবে।

۱۱۳۸ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نَقَاتِلُ الْخَوَرِثَةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ نَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِحَامٌ دَابَّتْ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتَّبِعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَفْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانِي وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَةَ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أَرَا جِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَاهَا تَرْجِعَ إِلَى مَا لَفِيهَا فَيَشْقَى عَلَيَّ .

১১৩৮ আদম (র.).....আযরাক ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আহওয়ায শহরে হাক্করী (খারিজী) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমরা নহরের তীরে ছিলাম তখন সেখানে এক ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করতে লাগল আর তার বাহনের লাগাম তার হাতে রয়েছে। বাহনটি (ছুটে যাওয়ার জন্য) টানাটানি করতে লাগল, তিনিও তার অনুসরণ করতে লাগলেন। রাবী শু'বা (র.) বলেন, তিনি ছিলেন (সাহাবী) আবু বারযাহ আসলামী (রা.)। এ অবস্থা দেখে এক খারিজী বলে উঠলো, ইয়া আল্লাহ্! এ বৃদ্ধকে কিছু করুন। বৃদ্ধ সালাত শেষ করে বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছয়, সাত কিংবা আট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সহজীকরণ লক্ষ্য করেছি। আমার বাহনটির সাথে আগপিছ হওয়া বাহনটিকে তার চারণ ভূমিতে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা, তাতে আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে।

۱۱۳۹ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةَ طُورٍ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ أَخْذُ

قَطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي
تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو بْنُ لُحَيْرٍ وَهُوَ الَّذِي سَبَّ السَّوَابِ .

১১৩৯ মুহাম্মদ ইবন মুকাভিল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সালাতে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন, এরপর রুকু' করলেন, আর তা দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকু' থেকে মাথা তুলেন এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন। পরে রুকু' সমাপ্ত করে সিজদা করলেন। দ্বিতীয় রাক'াতেও এরূপ করলেন। তারপর বললেন : এ দু'টি (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমরা তা দেখলে গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে। আমি আমার এ স্থানে দাঁড়িয়ে, আমাকে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা সবই দেখতে পেয়েছি। এমন কি যখন তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছিলেন তখন আমি দেখলাম যে, জান্নাতের একটি (আংগুর) গুচ্ছ নেওয়ার ইচ্ছা করছি। আর যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলেন আমি দেখলাম সেখানে আমার ইবন লুহাইকে যে সায়িবাহ^১ প্রথা প্রবর্তন করেছিল।
জাহান্নাম,

৭৬৮. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبَصَاقِ وَالْتَفْعِ فِي الصَّلَاةِ وَيُذَكَّرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَفَخَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ

৭৬৮. অনুচ্ছেদ : সালাতে থাকাবস্থায় থু থু ফেলা ও ফুঁ দেওয়া। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সূর্য গ্রহণের সালাতের সিজদার সময় ফুঁ দিয়েছিলেন।
১১৪০ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَلَ أَحَدَكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّعَنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ .

১১৪০ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মসজিদের কিব্লার দিকে নাকের শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে মসজিদের লোকদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : আল্লাহ পাক তোমাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছেন, কাজেই তোমাদের কেউ সালাতে থাকাকালে থুথু ফেলেবে না বা রাবী বলেছেন, নাক ঝাড়বে না। একথা বলার পর তিনি (মিস্বর থেকে) নেমে এসে নিজের হাতে তা ঘষে ঘষে পরিস্কার করলেন। এবং ইবন উমর (রা.) বলেন, তোমাদের কেউ যখন থু থু ফেলে তখন সে যেন তার বা দিকে ফেলে।

১. السَّوَابِ বহুবচন, একবচনে السَّائِبَةُ - অর্থ বিমুক্ত, পরিত্যক্ত, বাধনমুক্ত। জাহিলী যুগে দেব-দেবীর নামে উট ছেড়ে দেওয়ার কু-প্রথা ছিল। এসব উটের দুধ পান করা এবং তাকে বাহনরূপে ব্যবহার করা অবৈধ মনে করা হত।

১১৪১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

১১৪১ মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন তো সে তার রবের সাথে নিবিড় আলাপে মশগুল থাকে। কাজেই সে যেন তার সামনে বা ডানে থু থু না ফেলে; তবে (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে।

১১৪২ . ۷۶۹. بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৬৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত সালাতে হাততালি দেয় তার সালাত নষ্ট হয় না। এ বিষয়ে সাহল ইবন সা'দ (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

১১৪৩ . ۷۷. بَابُ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّيِّ تَقَدَّمَ أَوْ ائْتَنَزَرَ فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

৭৭০. অনুচ্ছেদ : মুসল্লীকে আগে বাড়তে অথবা অপেক্ষা করতে বলা হলে সে যদি অপেক্ষা করে তবে এতে দোষ নেই।

১১৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوا أَرْزَمِهِمِ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

১১৪২ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন এবং তাঁরা তাদের লুঙ্গি ছোট হওয়ার কারণে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাই মহিলাগণকে বলা হল, পুরুষগণ সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা (সিজদা থেকে) মাথা তুলবে না।

১১৪৩ . ۷۷۱. بَابُ لَا يَرُدُّ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ

৭৭১. অনুচ্ছেদ : সালাতে সালামের জবাব দিবে না।

১১৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ

اللَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْلِمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَى فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا .

১১৪৩ আবদুল্লাহ ইব্ন আবু শায়বাহ (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর সালাত রত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনি আমাকে সালামের জওয়াব দিতেন। আমরা (আবিসিনিয়া থেকে) ফিরে এসে তাঁকে (সালাতরত অবস্থায়) সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না এবং পরে বললেন : সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

১১৪৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَى فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِي مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১১৪৪ আবু মা'মার (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠালেন, আমি গেলাম এবং কাজটি সেরে ফিরে এলাম। এরপর নবী ﷺ-কে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না। এতে আমার মনে এমন খটকা লাগল যা আল্লাহই ভাল জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে নবী ﷺ আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনি জওয়াব দিলেন না। ফলে আমার মনে প্রথমবারের চাইতেও অধিক খটকা লাগল। (সালাত শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জওয়াব দিলেন এবং বললেন : সালাতে ছিলাম বলে তোমার সালামের জওয়াব দিতে পারিনি। তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিব্লা থেকে ভিন্মুখী ছিলেন।

৭৭২. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ

৭৭২. অনুচ্ছেদ : কিছু ঘটলে সালাতে হাত তোলা।

১১৪৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ بَنَى عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ بَقْعًا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ فِي أَتَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِإِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُوْمَ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالُ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشْفُهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلُ التَّصْفِيحِ هُوَ التَّصْفِيحُ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ اتَّفَقَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَأَى هُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا أَكُمُ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّفَقَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৪৫ কুতাইবা (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল যে, কুবায় বনু আমর ইবন আওফ গোত্রে কোন ব্যাপার ঘটেছে। তাদের মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর! রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্মব্যস্ত রয়েছেন। এদিকে সালাতের সময় উপস্থিত। আপনি কি লোকদের ইমামতী করবেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রা.) সালাতের ইকামত বললেন এবং আবু বকর (রা.) এগিয়ে গেলেন এবং তাকবীর বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ তখন তাসফীহ করতে লাগলেন। সাহল (রা.) বলেন, তাসফীহ মানে তাসফীক (হাতে তালি দেওয়া) তিনি আরো বললেন, আবু বকর (রা.) সালাতে এদিক সেদিক তাকাতে না। মুসল্লীগণ বেশী (হাত চাপড়াতে শুরু) করলে, তিনি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে ইশারায় সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন। তখন আবু বকর (রা.) তাঁর দু'হাত তুললেন এবং আল্লাহর হাম্দ বর্ণনা করলেন। তারপর পিছু হেঁটে পিছনে চলে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মুসল্লীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে বললেন : হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে? সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাত চাপড়াতে শুরু কর কেন? হাত চাপড়ানো তো মেয়েদের জন্য। সালাতে রত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে পুরুষরা সুবহানল্লাহ বলবে। তারপর তিনি আবু বকর (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে সালাত আদায়ে বাধা দিল?

আবু বকর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ইবন আবু কুহাফার জন্য সংগত নয়।^১

৭৭২. بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

৭৭৩. অনুচ্ছেদ : সালাতে কোমরে হাত রাখা।

১১৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى

عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৪৬ আবু নু'মান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ করা হয়েছে। হিশাম ও আবু হিলাল (র.) ইবন সীরীন (র.)-এর মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১৬৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

১১৪৭ আমর ইবন আলী (র.).....আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে লোকদের নিষেধ করা হয়েছে।

৭৭৪. بَابُ تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي لَأَجْهَزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

৭৭৪. অনুচ্ছেদ : সালাতে মুসল্লীর কোন বিষয় চিন্তা করা। উমর (রা.) বলেছেন, আমি সালাতের মধ্যে আমার সেনাবাহিনী বিন্যাসের চিন্তা করে থাকি।^২

১১৬৮ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وَجْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعْجِبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تَبْرًا عِنْدَنَا فَكَّرْتُ أَنْ يُمَسِّيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

১১৪৮ ইসহাক ইবন মানসুর (র.).....উকবা ইবন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম করেই তিনি দ্রুত উঠে তাঁর কোন

১. আবু কুহাফা, আবু বকর (রা.)-এর পিতা।

২. জিহাদ এবং আখিরাতে কাজ বিধায় বিশেষ পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রা.) সালাতে এরূপ চিন্তা করেছেন।

এক সহধর্মিণীর কাছে গেলেন, এরপর বেরিয়ে এলেন। তাঁর দ্রুত যাওয়া আসার ফলে (উপস্থিত) সাহাবীগণের চেহারায় বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি বললেন : সালাতে আমার কাছে রাখা একটি সোনার টুকরার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায় বা রাতে তা আমার কাছে থাকবে আমি এটা অপসন্দ করলাম। তাই, তা বন্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ছিলাম।

১১৬৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِبِينَ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثَوَّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا مَكَثَ أَقْبَلَ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ أَذْكَرُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১১৪৯ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : সালাতের আযান হলে শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে সে আযান শুনে না পায়। তখন তার পশ্চাদ-বায়ু নিঃসরণ হতে থাকে। মুআযযিন আযান শেষে নিরব হলে সে আবার এগিয়ে আসে। আবার ইকামত বলা হলে পালিয়ে যায়। মুআযযিন (ইকামত) শেষ করলে এগিয়ে আসে। তখন সে মুসল্লীকে বলতে থাকে, (ওটা) স্মরণ কর, যে বিষয় তার স্মরণে ছিল না শেষ পর্যন্ত সে কত রাকাত সালাত আদায় করল তা মনে করতে পারে না। আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র.) বলেছেন, তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থায় পড়লে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় যেন দু'টি সিজদা করে। একথা আবু সালামা (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছেন।

১১৫০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ النَّاسُ أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ أَلَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ لَكِنْ أَنَا أَدْرِي قَرَأَ سُورَةَ كَذًا وَكَذَا .

১১৫০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বেশী হাদীস বর্ণনা করেছে। এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ গতরাতে ইশার সালাতে কোন সূরা পড়েছেন? লোকটি বলল, আমি জানি না। আমি বললাম, কেন, তুমি কি সে সালাতে উপস্থিত ছিলে না? সে বলল, হ্যাঁ, ছিলাম। আমি বললাম, কিন্তু আমি জানি তিনি অমুক অমুক সূরা পড়েছেন।

৭৭৫. بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّهُوِّ إِذَا قَامَ مِنْ رُكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ

৭৭৫. অনুচ্ছেদ : ফরয সালাতে দু' রাকা'আতের পর দাঁড়িয়ে পড়লে সিজদায়ে সহু প্রসঙ্গে ।

১১৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৫১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সালাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর আগে তাকবীর বলে বসে বসেই দু'টি সিজ্দা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

১১৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ .

১১৫২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের দু'রাকা'আত আদায় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকা'আতের পর তিনি বসলেন না। সালাত শেষ হয়ে গেলে তিনি দু'টি সিজ্দা করলেন এবং এরপর সালাম ফিরালেন।

৭৭৬. بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

৭৭৬. অনুচ্ছেদ : সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলে ।

১১৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَرِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

১১৫৩ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, এ

প্রশ্ন কেন ? (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি তো পাঁচ রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন! অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্দা করলেন।

৭৭৭. **بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِي رُكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سَجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ**

৭৭৭. অনুচ্ছেদ : দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকা'আতে সালাম ফিরিয়ে নিলে সালাতের সিজ্দার ন্যায় তার চাইতে দীর্ঘ দু'টি সিজ্দা করা।

১১৫৪ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ نَوَالِيدُ الصَّلَاةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْقَصْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَحَقُّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمُقَرَّبِ رُكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

১১৫৪ আদম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের নিয়ে যুহর বা আসরের সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সালাত কি কম হয়ে গেল ? নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে যা বলছে, তা কি ঠিক ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি আরও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। পরে দু'টি সিজ্দা করলেন। সা'দ (রা.) বলেন, আমি উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.)-কে দেখেছি, তিনি মগরিবের দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং কথা বললেন। পরে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে দু'টি সিজ্দা করলেন। এবং বললেন, নবী করীম ﷺ এরূপ করেছেন।

৭৭৮. **بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ السُّهُورِ وَسَلَّمْ أَنْسَ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ**

৭৭৮. অনুচ্ছেদ : সিজ্দায়ে সহুর পর তাশাহুদ না পড়লে। আনাস (রা.) ও হাসান (বাসরী) (র.) সালাম ফিরিয়েছেন। কিন্তু তাশাহুদ পড়েননি। কাতাদা (র.) বলেছেন, তাশাহুদ পড়বে না।

১১৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السُّخْتِيَانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ نَوَالِيدُ الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ نَوَالِيدُ فَقَالَ النَّاسُ

نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ .

১১৫৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাকা'আত আদায় করে সালাত শেষ করলেন। যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সালাত কি কম করে দেওয়ার হয়েছে, না কি আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? মুসল্লীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে আরও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বললেন, পরে সিজদা করলেন, স্বাভাবিক সিজদার মতো বা তার চেয়ে দীর্ঘ। এরপর তিনি মাথা তুললেন।

۱۱۵۶ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتِي السُّهُوِ تَشْهَدُ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১১৫৬ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....সালামা ইবন আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ (ইবন সীরীন) (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সিজদায়ে সহর পর তাশাহুদ আছে কি? তিনি বললেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে তা নেই।

৭৭৭. بَابُ مَنْ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتِي السُّهُوِ

৭৭৯. অনুচ্ছেদ : সিজদায়ে সহুতে তাকবীর বলা।

۱۱۵۷ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ابْنِ إِسْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَثُرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةٍ فِي مَقْدَمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يَكْلِمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانَ النَّاسِ فَقَالُوا أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ نَوَالِيدَيْنِ فَقَالَ أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرْتَ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرْ قَالَ بَلَى قَدْ نَسَيْتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ .

১১৫৭ হাফস ইবন উমর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বিকালের কোন এক সালাত দু' রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তা ছিল আসরের সালাত। তারপর মসজিদের একটি কাঠ খন্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং উহার উপর হাত রাখলেন। মুসল্লীগণের ভিতরে সামনের দিকে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) ও ছিলেন। তাঁরা উভয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়া-কারী মুসল্লীগণ বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, সালাত কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? কিন্তু এক ব্যক্তি, যাকে নবী

١١٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ كَمَا كَانَ مَأْنَسِي مِنَ الْجُلُوسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ .

٧٨٠. بَابُ إِذَا لَمْ يَذَرِيْكُمْ صَلَّيْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

١١٥٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ادْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا تَوَبَّ بِهَا ادْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبَتُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

www.bjilibrary.com

শুনতে না পায় আর তার পশ্চাদ-বায়ু সশব্দে নির্গত হতে থাকে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে এগিয়ে আসে। আবার সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হলে সে পিঠ ফিরিয়ে পালায়। ইকামত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমন কি সে সালাত রত ব্যক্তির মনে ওয়াসুওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, যা তার স্মরণে ছিল না। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারে না। তাই, তোমাদের কেউ তিন রাকা'আত বা চার রাকা'আত সালাত আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করবে।

৭৮১. **بَابُ السُّهُوِّ فِي الْفَرَضِ وَالْتَطَوُّعِ وَسَجْدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وَثَرِهِ**

৭৮১. অনুচ্ছেদ : ফরয ও নফল সালাতে ভুল হলে। ইবন আব্বাস (রা.) বিতরের পর দু'টি সিজ্দা (সহ) করেছেন।

১১৬০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১১৬০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে। তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করে।

৭৮২. **بَابُ إِذَا كَلِمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَاشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ**

৭৮২. অনুচ্ছেদ : সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ তার সংগে কথা বললে এবং তা শুনে যদি সে হাত দিয়ে ইশারা করে।

১১৬১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَدَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلِّهَا عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ تَصَلِّيَتَهُمَا وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَثُرَ أَضْرِبُ النَّاسِ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ

سَلَّ أُمُّ سَلَمَةَ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَوْنُوْنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِثِدِي نِسْوَةً مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْمِي بِجَنَبِهِ قَوْلِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَارَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَخِرْنِي عَنْهُ فَفَعَلْتُ الْجَارِيَةَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَخَرْتُ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتُ عَنْ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ .

১১৬১ ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলাইমান (র.).....কুরাইব (র.) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস, মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (রা.) তাঁকে আযিশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে আসরের পরের দু' রাকা'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা খবর পেয়েছি যে, আপনি সে দু' রাকা'আত আদায় করেন, অথচ আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, নবী করীম ﷺ সে দু' রাকা'আত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) সংবাদ আরও বললেন যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে এ সালাতের কারণে লোকদের মারধোর করতাম। কুরাইব (র.) বলেন, আমি আযিশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁদের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা কর। (কুরাইব (র.) বলেন) আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাঁদের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে আযিশা (রা.)-এর কথা জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে আযিশা (রা.)-এর কাছে যে বিষয় নিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে পুনরায় উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা (রা.) বললেন, আমিও নবী করীম ﷺ-কে তা নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ তারপর তাঁকে তা আদায় করতেও দেখেছি। একদিন তিনি আসরের সালাতের পর আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন আমার কাছে বনু হারাম গোত্রের আনসারী কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমি বাঁদীকে এ বলে তাঁর কাছে পাঠালাম যে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, উম্মে সালামা (রা.) আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনাকে (আসরের পর সালাতের) দু' রাকা'আত নিষেধ করতে শুনেছি; অথচ দেখছি, আপনি তা আদায় করেছেন? যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন, তাহলে পিছনে সরে থাকবে, বাঁদী তা-ই করল। তিনি ইশারা করলেন, সে পিছনে সরে থাকল। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবু উমায়্যার কন্যা! আসরের পরের দু' রাকা'আত সালাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। আবদুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। তাদের কারণে যুহরুর পরের দু' রাকা'আত আদায় করা থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দু' রাকা'আত সে দু' রাকা'আত।

১. ঘটনাটি একবারের হলেও নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যের কারণে তা নিয়মিত সালাতে পরিণত হয়। কারণ, নবী ﷺ কোন আমল একবার শুরু করলে তা নিয়মিত করতেন।

৭৪২. بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৮৩. অনুচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে ইশারা করা । কুরাইব (র.) উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ।

۱۱۶۲ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانُوا يَبْنِيهِمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنْاسٍ مَعَهُ فَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَبَسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُؤْمَ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّفْتَ فَاذًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ أَتْقَهُ قَرَى وَرَأَى هُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا التَّفْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشْرْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৬২ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....সাহল ইবন সাদ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এর কাছে সংবাদ পৌছে যে, বনু আমর ইবন আওফ-এ কিছু ঘটেছে। তাদের মধ্যে আপোস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর! রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গিয়েছে, আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামতি করতে প্রস্তুত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রা.) ইকামত বললেন এবং আবু বকর (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে লোকদের জন্য তাকবীর বললেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতারের ভিতর দিয়ে হেঁটে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তখন হাততালি দিতে লাগলেন। আবু বকর (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, সালাতে এদিক সেদিক তাকাতে না। মুসল্লীগণ যখন অধিক পরিমাণে হাততালি দিতে লাগলেন, তখন

তিনি সেদিকে তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইশারা করে সালাত আদায় করতে থাকার নির্দেশ দিলেন। আবু বকর (রা.) দু'হাত তুলে আল্লাহর হামদ বর্ণনা করলেন এবং পিছনের দিকে সরে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে মুসল্লীগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে, সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে থাক কেন? হাততালি তো মেয়েদের জন্য। কারো সালাতের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কারণ, কেউ অন্যকে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে শুনলে অবশ্যই সেদিকে লক্ষ্য করবে। তারপর তিনি বললেন, হে আবু বকর! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বাধা দিল? আবু বকর (রা.) বললেন, কুহাফার ছেলের জন্য এ সমীচীন নয় যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

১১৬২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّيُ قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ أَيْةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ .

১১৬৩ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.)..... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, আর লোকেরাও সালাতে দাঁড়ানো ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের অবস্থা কি? তখন তিনি তাঁর মাথা দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, ইহা কি নিদর্শন? তিনি আবার তাঁর মাথার ইশারায় বললেন, হাঁ।

১১৬৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا .

১১৬৪ ইস্মায়ীল (র.)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ঘরে বসে সালাত আদায় করছিলেন। একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের প্রতি ইশারা করলেন, বসে যাও। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তিনি রুকু' করলে তোমরা রুকু' করবে; আর তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ
অধ্যায় : জানাযা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় : জানাযা

৭৮৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقِيلَ لَوَيْلُ ابْنِ مَتْبَعِ الْيَسَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا لَا أَسْنَانُ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانُ فَتُحِلَّ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحْ لَكَ

৭৮৪. অনুচ্ছেদ : জানাযা সম্পর্কিত হাদীস এবং যার শেষ কালাম ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ ।
ওয়াহ্‌হাব ইবন মুনাব্বিহ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে যে কোন চাবির দাঁত থাকে।
তুমি দাঁত যুক্ত চাবি আনতে পারলে তোমার জন্য (জান্নাতের) দরজা খুলে দেওয়া হবে। অন্যথায় তোমার জন্য খোলা হবে না।

১১৬৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْذَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي أَمْرٌ مِنْ رَبِّي فَأُخْبِرُنِي أَوْ قَالَ بَشَرُنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ .

১১৬৫ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.)..... আবু যার (গিফারী) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন আগন্তুক (হযরত জিব্রীল (আ.) আমার রব-এর কাছ থেকে এসে আমাকে খবর দিলেন অথবা তিনি বলেছিলেন, আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি

বললাম, যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন : যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।

১১৬৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১১৬৬ উমর ইব্ন হাফস (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে আল্লাহর সংগে শিরক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে আল্লাহর সংগে কোন কিছুর শিরক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৭৮০. بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَانِزِ

৭৮৫. অনুচ্ছেদ : জানাযায় অনুগমনের নির্দেশ।

১১৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدٍ بْنَ مِقْرَنٍ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَانِزِ وَعِيَادَةِ الْحَرِيضِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ أُنْيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالْدِّيْبَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ .

১১৬৭ আবুল ওয়ালীদ (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাতটি বিষয়ে আমাদের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে আমাদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন- ১. জানাযার অনুগমন করতে, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোজ-খবর নিতে, ৩. দাওয়াত দাতার দাওয়াত কবুল করতে, ৪. মাযলুমকে সাহায্য করতে, ৫. কসম থেকে দায়মুক্ত করতে, ৬. সালামের জওয়াব দিতে এবং ৭. হাঁচিদাতাকে (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলে) খুশী করতে। আর তিনি নিষেধ করেছেন- ১. রূপার পাত্র, ২. সোনার আংটি, ৩. রেশম, ৪. দীবাজ, ৫. কাস্‌সী (কেস্‌ রেশম), ৬. ইস্তিব্রাক (তসর জাতীয় রেশম) ব্যবহার করতে।^১

১১৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى

১. এ হাদীসে নিষেধকৃত ছয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম বিষয়টি এই কিতাবের 'সোনার আংটি' অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

الْمُسْلِمِ خَمْسُ رُدِّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجَابَةُ الدُّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ .

১১৬৮ মুহাম্মদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি : ১. সালামের জওয়াব দেওয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেওয়া, ৩. জানাযার অনুগমন করা, ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচ-দাতাকে খুশী করা। আবদুর রাযযাক (র.) আমার ইবন আবু সালামা (র.) এর অনুসরণ করেছেন। আবদুর রাযযাক (র.) বলেন, আমাকে মা'মার (র.)-এরূপ অবহিত করেছেন এবং এ হাদীস সালামা (র.) উকাইল (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৮৬. بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفْنِهِ

৭৮৬. অনুচ্ছেদ : কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

১১৬৯ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتَهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرْسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَنِيمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُسْجَى بِبُرْدٍ حَبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ يَا أَبِى أَنْتَ يَا نَبِىُّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَتَشْهَدُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ..... إِلَى الشَّاكِرِينَ وَاللَّهُ لَكَانَ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ بَشْرًا إِلَّا يَتْلُوهَا .

১১৬৯ বিশ্বর ইবন মুহাম্মদ (র.).....আবু সালামা (র.) বলেন, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) আমাকে বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের খবর পেয়ে) আবু বকর (রা.) 'সুনহ'-এ অবস্থিত তাঁর বাড়ী থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোন কথা না বলে আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ দিকে অগ্রসর

হলেন। তখন তিনি একখানি 'হিবরাহ' ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। আবু বকর (রা.) নবী ﷺ -এর মুখমন্ডল উন্মুক্ত করে তাঁর উপর বৃকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া নাবী আল্লাহ! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি কবুল করেছেন। আবু সালামা (রা.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (তারপর) আবু বকর (রা.) বেরিয়ে এলেন। তখন উমর (রা.) লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন, বসে পড়ুন। তিনি তা মানলেন না। আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন, বসে পড়ুন, তিনি তা মানলেন না। তখন আবু বকর (রা.) কালিমা-ই-শাহাদাতের দ্বারা (বক্তব্য) আরম্ভ করলেন। লোকেরা উমর (রা.)-কে ছেড়ে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। আবু বকর (রা.) বললেন.....আমমা বা'দ, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ ﷺ এর ইবাদত করতে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যই ইনতিকাল করেছেন। আর যারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে, নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, অমর। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِلَى الشَّاكِرِينَ অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র..... শাকিরীন পর্যন্ত। (৩ : ১১৪) আল্লাহর কসম, মনে হচ্ছিল যেন আবু বকর (রা.)-এর তিলাওয়াত করার পূর্ব পর্যন্ত লোকদের জানাই ছিল না যে, আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন। এখনই যেন লোকেরা আয়াতখানি তার কাছ থেকে পেলেন। প্রতিটি মানুষকেই তখন ঐ আয়াত তিলাওয়াত করতে শোনা গেল।

১১৭০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اقْتَسَمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبِياتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَلَمَّا تُوَفِّيَ وَغَسِلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهِدَتْنِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهُ إِنِّي لَا رَجَوْلَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهُ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَ اللَّهُ لَا أُرْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا .

১১৭০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (রা.).....আনসারী মহিলা ও নবী করীম ﷺ এর কাছে বাই'আত-কারী উম্মুল আলা (রা.) থেকে বর্ণিত, (হিজরতের পর) কুরআর মাধ্যমে মুহাজিরদের বন্টন করা হচ্ছিল। তাতে উসমান ইবন মাযউন (রা.) আমাদের ভাগে পড়লেন, আমরা (সাদরে) তাঁকে আমাদের বাড়ীতে স্থান দিলাম। এক সময় তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর মৃত্যু হল। যখন তাঁর মৃত্যু হল এবং তাঁকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবুস- সাযিব, আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আপনার সম্বন্ধে

١١٧١ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَقِيلٍ مَا يَفْعَلُ بِهِ وَتَابَعَهُ شُعَيْبُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ .

১১৭১ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.) লায়স (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর নাফি' ইব্ন ইয়াযীদ (র.) উকাইল (র.) সূত্রে বলেন- 'مَا يَفْعَلُ بِهِ' তার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে? শু'য়াইব, আমর ইব্ন দীনার ও মা'মার (র.) উকাইল (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

١١٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنِّكِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ التُّوبَ عَنْ وَجْهِهِ ابْكِي وَيَتَهَوَّنِي عَنْهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْتَهَانِي فَجَعَلْتُ عَمَّتِي فَاطِمَةَ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَظْلُهُ بِاجْتِهَاتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُثَنِّكِرِ سَمِعَ جَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১১৭২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (উহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আবদুল্লাহ্ (রা.) শহীদ হয়ে গেলে আমি তাঁর মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু নবী করীম ﷺ আমাকে নিষেধ করেন নি। আমার ফুফী ফাতিমা (রা.)ও কাঁদতে লাগলেন। এতে নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কাঁদ বা না-ই কাঁদ (উভয় সমান) তোমরা তাকে তুলে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। ইব্ন জুরাইজ (র.) মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা (রা.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٨٧. بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْحَيَّاتِ بِنَفْسِهِ

৭৮৭. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানো ।

১. অর্থাৎ প্রথম বর্ণনায় রয়েছে 'مَا يُفْعَلُ بِهِ' - আমার সংগে কি ব্যবহার করা হবে ? আর দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে 'مَا يُفْعَلُ بِهِ' তাঁর সংগে কি ব্যবহার করা হবে ?

১১৭৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

১১৭৩ ইসমায়ীল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নাজাশী যে দিন মারা যান সেদিন-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবন্ধ করে চার তাকবীর আদায় করলেন।

১১৭৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنْ عَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتَذَرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفُتِحَ لَهُ .

১১৭৪ আবু মা'মার (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মৃত্যু মুহুরের অবস্থা বর্ণনায়) বললেন : যায়দ (রা.) পতাকা বহন করেছে তারপর শহীদ হয়েছে। তারপর জা'ফর (রা.) (পতাকা) হাতে নিয়েছে; সেও শহীদ হয়। তারপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) (পতাকা) ধারণ করে এবং সেও শহীদ হয়। এ সংবাদ বলছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) পরামর্শ ছাড়াই (পতাকা) হাতে তুলে নেয় এবং তাঁর দ্বারা বিজয় সূচিত হয়।

৭৮৮. بَابُ الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَذْنَتُمُونِي

৭৮৮. অনুচ্ছেদ : জানাযার সংবাদ দেওয়া। আবু রাফি' (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে কেন খবর দিলে না?

১১৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ إِسْحَاقُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَعْلَمُونِي قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلُمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَاتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১১৭৫ মুহাম্মদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেল। যার অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ খোঁজ-খবর নিতেন। তার মৃত্যু হয় এবং রাতেই লোকেরা তাঁকে দাফন

করেন। সকাল হলে তাঁরা (এ বিষয়ে) নবী করীম ﷺ-কে অবহিত করেন। তিনি বললেন : আমাকে সংবাদ দিতে তোমাদের কিসে বাধা দিল ? তারা বলল, তখন ছিল রাত এবং ঘোর অন্ধকার। তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমরা পসন্দ করিনি। তিনি ঐ ব্যক্তির কবরের কাছে গেলেন এবং তাঁর উপর সালাতে জানাযা আদায় করলেন।

৭৮৯. **بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحْتَسَبَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَبْشِرِ الصَّابِرِينَ**

৭৮৯. অনুচ্ছেদ : সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়াবের আশায় সবর করার ফযীলত। আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আর সবরকারীদের সুসংবাদ প্রদান করুন”।

১১৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا ادَّخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ .

১১৭৬ আবু মামার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিমের তিনটি সন্তান সাবালিগ হওয়ার আগে মারা গেলে তাদের প্রতি তাঁর রহমত স্বরূপ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।

১১৭৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوْعَظْنُ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ

الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَقَالَ شَرِيكَ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو

صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ .

১১৭৭ মুসলিম (র.).....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয় করলেন, আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তারপর তিনি একদিন তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন : যে স্ত্রীলোকের তিনটি সন্তান মারা যায়, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। তখন এক মহিলা প্রশ্ন করলেন, দু' সন্তান মারা গেলে ? তিনি বললেন, দু' সন্তান মারা গেলেও। শরীক (র.) আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যারা বালিগ হয়নি।

১১৭৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلْجِ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّ الْقَسَمُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ

اللَّهُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

১১৭৮ আলী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিমের

বুখারী শরীফ (২)—৪৬

তিনটি (নাবালিগ) সন্তান মারা গেল, তারপরও সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে-এমন হবে না। তবে শুধু কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন- আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : **وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** "তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।"

৭৭. **بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ أَصْبِرِي**

৭৯০. অনুচ্ছেদ : কবরের কাছে কোন মহিলাকে বলা, সবর কর।

১১৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرَةِ عِنْدَ قَبْرِ وَهَى تَبْكِي فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَأَصْبِرِي .

১১৭৯ আদম (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কবরের কাছে উপস্থিত এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন কাঁদছিল। তখন তিনি বললেন : আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর।

৭৭১. **بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوَضْوِئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَنْطِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا وَقَالَ سَعِيدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ**

৭৯১. অনুচ্ছেদ : বরই পাতার পানি দ্বারা মৃতকে গোসল ও উষু করানো। ইবন উমর (রা.) সাঈদ ইবন যায়িদ (রা.) এক (মৃত) পুত্রকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন, তাকে বহন করলেন এবং জানাযার সালাত আদায় করলেন অথচ তিনি (নতুন) উষু করেন নি। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, জীবিত ও মৃত কোন অবস্থায়ই মুসলিম অপবিত্র নয়। সা'দ (রা.) বলেন, (মৃতদেহ) অপবিত্র হলে আমি তা স্পর্শ করতাম না আর নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন অপবিত্র হয় না।

১১৮০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَفَّيْتُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنِ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذْنِنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقَّوهُ فَقَالَ اشْمِعْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ .

১১৮০ ইসমায়ীল ইবন আবদুল্লাহ (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্

পাঠ্য
আল-হাদীছ
৩৩৩

-এর কন্যা (যায়নাব (রা.))-এর ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন : তোমরা তাকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিয়ে বললেন : এটি তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

৭৭২. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وَتَرَا

৭৯২. অনুচ্ছেদ : বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেওয়া মুস্তাহাব।

১১৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَأَذِنْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَالَقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وَتَرَا وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدُؤَا بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১১৮১ মুহাম্মদ (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব (রা.))-এর ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন : তোমরা তাকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে, তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিকে দিয়ে বললেন : এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ুব (র.) বলেছেন, হাফসা (র.) আমাকে মুহাম্মদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তবে তাঁর হাদীসে রয়েছে যে, তাকে বে-জোড় সংখ্যায় গোসল দিবে। আরও রয়েছে, তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার করে আরো তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং তার উয়ূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।” তাতে একথাও রয়েছে—(বর্ণনাকারিণী) উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) বলেছেন, আমরা তার চুলগুলি আঁচড়ে তিনটি বেণী করে দিলাম।

৭৭৩. بَابُ يُبْدَأُ بِمِيَامِنِ الْمَيِّتِ

৭৯৩. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির (গোসল) ডান দিক থেকে শুরু করা।

১১৮২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ

عَطِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِينِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا .

১১৮২ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে ইরশাদ করেন : তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং উয়র স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

৭৭৬. بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

৭৯৪. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির উয়র স্থানসমূহ।

১১৮৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غُسِلْنَا بِبَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا ابْدَأُوا بِمَيَامِينِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ .

১১৮৩ ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র.).....উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব রা.)-কে গোসল দিতে যাচ্ছিলাম, গোসল দেওয়ার সময় তিনি আমাদের বলেন : তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং উয়র স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

৭৭৭. بَابُ هَلْ تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

৭৯৫. অনুচ্ছেদ : পুরুষের ইয়ার দিয়ে মহিলার কাফন দেওয়া যায় কি ?

১১৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تَوَفَّيْتُ بِبَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَفَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ .

১১৮৪ আবদুর রহমান ইবন হাম্মাদ (র.).....উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যার ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের বললেন : তোমরা তাকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর কোমর থেকে তাঁর চাদর (খ্লে দিয়ে) বললেন : এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরিণত দাও।

৭৭৮. بَابُ يَجْعَلُ الْكَافُّدُ فِي آخِرِهِ

৭৯৬. অনুচ্ছেদ : গোসলে কর্পুর ব্যবহার করবে শেষবারে।

১১৮৫ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تَوَفَّيْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنْنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১১৮৫ হামিদ ইবন উমর (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হল। নবী করীম ﷺ সেখানে গেলেন এবং বললেন : তোমরা তাঁকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর (অথবা তিনি বলেন) ‘কিছু কর্পূর’ ব্যবহার করবে। গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) বলেন, আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ুব (র.) হাফসা (র.) সূত্রে উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি (উম্মে আতিয়াহ্ রা.) বলেছেন, তিনি ইরশাদ করেছিলেন : তাঁকে তিন, পাঁচ, সাত বা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। হাফসা (র.) বলেন, আতিয়াহ্ (রা.) বলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলকে তিনটি বেণী বানিয়ে দেই।

৭৭৭. بَابُ نَقْضِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْقُضَ شَعْرَ الْمَيِّتِ

৭৯৭. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের চুল খুলে দেওয়া। ইবন সীরীন (র.) বলেছেন, মৃতের চুল খুলে দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

১১৮৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১১৮৬ আহমদ (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যার মাথার চুল তিনটি বেণী করে দেন। তাঁরা তা খুলেছেন, এরপর তা ধুয়ে তিনটি বেণী করে দেন।

৭৭৮. بَابُ كَيْفِ الْأَشْعَارِ لِلْمَيْتِ وَقَالَ أَحْسَنُ الْخِرَافَةِ الْخَامِسَةُ تُشَدُّ بِهَا الْفَخَذَيْنِ وَالْوَرَكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

৭৯৮. অনুচ্ছেদ : মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে। হাসান (র.) বলেছেন, পঞ্চম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কাম্বীসের নীচে উরুদ্বয় ও নিতম্বদ্বয় বেঁধে দিবে।

১১৮৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ قَدِمَتْ ابْصُرَةً تَبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تَدْرِكْهُ فَحَدَّثْتَنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعِلْنِ فِي الْأَخِرَةِ كَأَفْوَرًا فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنْنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ وَلَا أَذْرِي أَىُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤَزَرَ .

১১৮৭ আহমদ (র.).....আইয়ুব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন সীরীন (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আনসারী মহিলা উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) আসলেন, যিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে বাইয়াতকারীদের অন্যতম। তিনি তাঁর এক ছেলে দেখার জন্য দ্রুততার সাথে বাসরায় এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে পাননি। তখন তিনি আমাদের হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের কাছে তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা তাঁকে তিনবার, পাঁচবার, অথবা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। আর শেষবারে কর্পুর দিও। তোমরা শেষ করে আমাদের জানাবে। তিনি বলেন, আমরা যখন শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : এটাকে তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। উম্মে আতিয়াহ্ (রা.)-এর বেশী বর্ণনা করেন নি। (আইয়ুব (র.) বলেন) আমি জানি না, নবী করীম ﷺ-এর কোন কন্যা ছিলেন? তিনি বলেন, 'اشعار' অর্থ গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। সীরীন (র.) মহিলা সম্পর্কে এইরূপই আদেশ করতেন যে, ভিতরের কাপড় (চাদরের মত পূর্ণ শরীরে) জড়িয়ে দিবে ইয়ারের মত ব্যবহার করবে না।

৭৭৯. بَابُ مَا يُجْعَلُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

৭৯৯. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের চুলকে তিনটি বেণী করা।

১১৮৮ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُدَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكَيْعُ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِبَتَهَا وَقَرْنَيْهَا .

১১৮৮ কাবীসা (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কন্যার কেশগুচ্ছ বেণী পাকিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ তিনটি বেণী। ওয়াকী' (র.) বলেন, সুফিয়ান (র.) বলেছেন, মাথার সামনের অংশে একটি বেণী এবং দু' পাশে দু'টি বেণী।

৪০০. ۸.۰. بَابُ يُلْقَى شَعْرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

৮০০. অনুচ্ছেদ : মহিলার চুল তিনটি বেণী করে তার পিছনে রাখা।

১১৮৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تُوَفِّيتُ أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَتَرَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَأَجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنْنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا .

১১৮৯ মুসাদ্দাদ (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইনতিকাল হলে। তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন : তোমরা তাকে বরই পাতার পানি দিয়ে বে-জোড় সংখ্যক তিনবার পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে ততোধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর অথবা তিনি বলেছিলেন কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলগুলো তিনটি বেণী করে পিছনে রেখে দিলাম।

৪০১. ৪.০.۱. بَابُ الثَّيَابِ الْبَيْضِ لِلْكُفْنِ

৮০১. অনুচ্ছেদ : কাফনের জন্য সাদা কাপড়।

১১৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيَاضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِمْ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

১১৯০ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তিনখানা ইয়ামানী সাহুলী সাদা সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

৪০২. ৪.০.২. بَابُ الْكُفْنِ فِي ثَوْبَيْنِ

৮০২. অনুচ্ছেদ : দু' কাপড়ে কাফন দেওয়া।

১১৯১ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفُ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوَقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحْنَطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيًا .

১১৯১ আবু নু'মান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে ওয়াকুফ অবস্থায় হঠাৎ তার উটনী থেকে পড়ে যায়। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল। (এতে সে মারা যায়)। তখন নবী ﷺ বললেন : তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মাথা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উথিত হবে।

৪. ৮. ২. بَابُ الْحَنْطِ لِلْمَيِّتِ

৮০৩. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

১১৯২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقَصَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقَعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحْنَطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيًا .

১১৯২ কুতাইবা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে আরাফাতে ওয়াকুফ (অবস্থান) কালে হঠাৎ তার সাওয়ারী থেকে পড়ে যায়। ফলে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেন, দ্রুত মৃত্যুযুখে ফেলে দিল। (ফলে তিনি মারা গেলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও; তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করবে না। কেননা, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উথিত করবেন।

৪. ৮. ৪. بَابُ كَيْفَ يُكْفَنُ الْمُحْرِمُ

৮০৪. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন দেওয়া হবে।

১১৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

১. ইহরাম অবস্থায় যে দু'আ পাঠ করা হয়.....اللَّهُمَّ لِيكَ...এ দু'আকে তালবিয়া বলে।

وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمْسُوهُ طَبِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْـُٔى عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبَدًا .

১১৯৩ আবু নু'মান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির উট তার ঘাড় মটকে দিল। (ফলে সে মারা গেল)। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। সে ছিল ইহ্রাম অবস্থায়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে মুলাব্বিদ^১ অবস্থায় উঠাবেন।

١١٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو وَائُيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ راحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرُو فَأَقْعَصَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوبُ يَلْبِئِي وَقَالَ عَمْرُو مَلَبِئِي .

১১৯৪ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে আরাফাতে অবস্থান করছিল। সে তার সাওয়ারী থেকে পড়ে গেল। (পরবর্তী অংশের বর্ণনায়) আইয়ুব (র.) বলেন, ‘فَأَنصَبْتُ’ তার ঘাট মটকে দিল। আর আমর (র.) বলেন, ‘فَأَنصَبْتُ’ তাকে দ্রুত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিল। ফলে সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু’ কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা, তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করা হবে-এ অবস্থায় যে, আইয়ুব (র.) বলেছেন, সে তালবিয়া পাঠ করছে আর আমর (র.) বলেন, সে তালবিয়া পাঠরত।

٨٠٥. بَابُ الْكُفْنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكْفُ أَوْ لَا يُكْفُ وَمَنْ كَفَّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

৮০৫. অনুচ্ছেদ : সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন কামীস দিয়ে কাফন দেওয়া এবং কামীস ব্যতীত কাফন দেওয়া।

١١٩٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تُوْفِيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنُهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ فَقَالَ أَذْنِي أَصْلَى عَلَيْهِ فَاذَنْتُهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ

১. **মূলশিদ্দি :** মাথার চুল এলোমেলো না হওয়ার জন্য মোম জাতীয় আঠালাে দব্য ব্যবহারকারী, এখানে ইহ্রামরত অবস্থা বন্ধান হয়েচে।

خَيْرَتَيْنِ قَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ
فَنَزَلَتْ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا .

১১৯৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (মুনাফিক সর্দার) এর মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি সাহাবী ছিলেন) নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি তা দিয়ে আমার পিতার কাফন পরাতে ইচ্ছা করি। আর আপনি তার জানাযা পড়বেন এবং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। নবী করীম ﷺ নিজের জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন : আমাকে সংবাদ দিও, আমি তার জানাযা আদায় করব। তিনি তাঁকে সংবাদ দিলেন। যখন নবী করীম ﷺ তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছা করলেন, তখন উমর (রা.) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেন নি? তিনি বললেন : আমাকে তো দু'টির মধ্যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) আপনি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য মাগফিরাত কামনা করুন বা মাগফিরাত কামনা না-ই করুন (একই কথা) আপনি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন; কখনো আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না। কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন, তারপর নাযিল হল : “তাদের কেউ মারা গেলে কখনও আপনি তাদের জানাযা আদায় করবেন না।”

১১৯৬ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَ مَادْفِنٍ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ .

১১৯৬ মালিক ইব্ন ইস্মায়ীল (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে দাফন করার পর নবী করীম ﷺ তার (কবরের) কাছে এলেন এবং তাকে বের করলেন। তারপর তার উপর থুথু দিলেন, আর নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন।

১০. ৬. بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

৮০৬. অনুচ্ছেদ : কামীস ব্যতীত কাফন।

১১৯৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

১১৯৭ আবু নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে তিন খানি সুতী সাদা সাহুলী (ইয়ামনী) কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

১১৯৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আযিশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, তাতে কামীস ও পাগড়ী ছিল না। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আবু নু'আইম (র.) 'فرد' শব্দটি বলেন নি। আর আবদুল্লাহ ইবন ওয়ালীদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় 'فرد' শব্দটি বলেছেন।

৮০৭. অনুচ্ছেদ : পাগড়ী ব্যতীত কাফন ।

১১৯৯ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে তিনখানা সাদা সাহুলী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোন কামীস ও পাগড়ী ছিল না।

৮০৮. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া। আতা, যুহরী, আমর ইব্ন দীনার এবং কাতাদা (র.) একথা বলেছেন। আমর ইব্ন দীনার (র.) আরও বলেছেন, সুগন্ধিও সমস্ত সম্পদ থেকে দিতে হবে। ইব্রাহীম (র.) বলেছেন, (সম্পদ থেকে) প্রথমে কাফন তারপর ঋণ পরিশোধ, তারপর ওয়াসিয়াত পূরণ করতে হবে। সুফিয়ান (র.) বলেছেন, কবর ও গোসল দেওয়ার খরচও কাফনের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٠٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يَكْفِي فِيهِ إِلَّا بَرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْرَةٌ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يَكْفِي فِيهِ إِلَّا بَرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ

১২০০ আহমদ ই বন মুহাম্মদ মাক্কী (র.).....সা'দ (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.)-কে খাবার দেওয়া হল। তখন তিনি বললেন, মুস্ আব ইবন উন্নাইর (রা.) শহীদ হন আর তিনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন অথচ তাঁর কাফনের জন্য একখানি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। হামযা (রা.) বা অপর এক ব্যক্তি শহীদ হন, তিনিও ছিলেন আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ, অথচ তাঁর কাফনের জন্যও একখানি চাদর ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই আমার আশংকা হয়, আমাদের নেক আমলের বিনিময় আমাদের এ পার্থিব জীবনে আগেই দেয়া হল। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন।

৮০৯. অনুচ্ছেদ : একখানা কাপড় ব্যতীত আর কোন কাপড় পাওয়া না গেলে ।

١٢٠١ حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بَطْعَامَ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قَتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كَفَنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رَجُلَاهُ وَإِنْ غُطِيَ رَجُلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقَتْلَ حَمْرَةَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ .

১২০১ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, একদা আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.)-কে খাদ্য পরিবেশন করা হল, তখন তিনি সিয়াম পালন করছিলেন। তিনি বললেন, মুস'আব ইব্ন উমাইর (রা.) শহীদ হন। তিনি ছিলেন, আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। (অথচ) তাঁকে এমন একখানা চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হল যে, তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর দু' পা ঢাকলে মাথা বাইরে থাকে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে পড়ে, তিনি আরও বলেছিলেন, হামযা (রা.) শহীদ হন। তিনিও ছিলেন আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। তারপর আমাদের জন্য পৃথিবীতে অত্যধিক প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে। আশংকা হয় যে, আমাদের নেক আমলগুলো (এর বিনিময়) আমাদের আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাদ্যও পরিহার করলেন।

٨١٠. بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَّنَا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

৮১০. অনুচ্ছেদ : মাথা বা পা আবৃত করা যায় এতটুকু ব্যতীত অন্য কোন কাফন না পাওয়া গেলে, তা দিয়ে কেবল মাথা ঢাকা হবে।

১২.২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ حَدَّثَنَا خُبَابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ وَمِنَّا مَنْ أَتْبَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا قَتْلَ يَوْمٍ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْأَذْخِرِ .

১২০২ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র.).....খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সংগে মদীনা হিজরত করেছিলাম, এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর দরবারে নির্ধারিত হয়ে আছে। তারপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিছু তাঁরা তাঁদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যান নি। তাঁদেরই একজন মুস'আব ইব্ন উমাইর (রা.) আর আমাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছেন যাদের অবদানের ফল পরিপক্ব হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। মুস'আব (রা.) উহদের দিন শহীদ হলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য এমন একখানি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু' পা ঢেকে দিলে তাঁর মাথা বাইরে থাকে। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর দু' খানা পায়ের উপর ইখ্বির দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

১১১. بَابُ مَنْ اسْتَعَدَّ الْكَفْنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

৮১১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ এর যামানায় যে নিজের কাফন তৈরী করে রাখল, অথচ তাঁকে এতে নিষেধ করা হয়নি।

১২.৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَسْجُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ فَجِئْتُ لَأَكْسُوْكَهَا فَاتَّخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّا إِذَا رَأَهُ فَحَسَنَّا فَلَا نَقَالَ أَكْسَيْنَاهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لَتَكُونَ كَفْنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفْنُهُ .

১২০৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ এর কাছে একখানা বুরদাহ (চাদর) নিয়ে এলেন যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল। সাহল (রা.) বললেন, তোমরা জান, বুরদাহ কি? তারা বলল, চাদর। সাহল (রা.) বললেন, ঠিকই। মহিলা বললেন, চাদরখানি

আমি নিজ হাতে বুনেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি তা ইয়াররূপে পরিধান করে আমাদের সামনে তাশরীফ আনেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, বাহ! এ যে কত সুন্দর। আমাকে তা পড়ার জন্য দান করুন। সাহাবীগণ বললেন, তুমি ভাল কর নি। নবী ﷺ তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছেন; তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা আমার কাফন হয়। সাহল (রা.) বলেন, শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই হয়েছিল।

৪১২. بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزِ

৮১২. অনুচ্ছেদ : জানাযার পিছনে মহিলাদের অনুগমন।

১২০৪ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهَذِيلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَيْتُنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

১২০৪ কাবীসা ইবন উক্বা (র.).....উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার অনুগমন করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয়নি।

৪১৩. بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

৮১৩. অনুচ্ছেদ : স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য স্ত্রীলোকের শোক প্রকাশ।

১২০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عُلَقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوْفِيَ ابْنُ لَامٍ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصَفْرَةَ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نَهَيْتُنَا أَنْ نَحْدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ .

১২০৫ মুসাদ্দাদ (র.).....মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে আতিয়াহ (রা.)-এর এক পুত্রের ইন্তিকাল হল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনিয়ে ব্যবহার করলেন, আর বললেন, স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

১২০৬ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصَفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَتَمَسَّحَتْ بِهَا وَزَارَعِيهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১২০৬ হুমাইদী (র.).....যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শাম (সিরিয়া) থেকে আবু সুফিয়ান (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌছল, তার তৃতীয় দিন উম্মে হাবীবা (রা.) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনলেন এবং তাঁর উভয় গাল ও বাহুতে মাখলেন। তারপর বললেন, অবশ্য আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি আমি নবী করীম ﷺ কে একথা বলতে না শোনতাম যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। অবশ্য স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

১২০৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَيْشٍ حِينَ تُوْفِي أَخَوَهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَالِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُتَنَبِّرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১২০৭ ইস্মায়ীল (র.).....যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা.)-র কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (হালাল)। তারপর যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা.)-এর ভাইয়ের মৃত্যু হলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি কিছু সুগন্ধি আনিয়ে তা ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন, সুগন্ধি ব্যবহারে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবু যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জাযিয় নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (পালন করবে)।

৪১৬. بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

৮১৪. অনুচ্ছেদ : কবর যিয়ারত।

১২০৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ قَالَ انْتَقِي اللَّهَ وَأَصْبِرِي قَالَتِ إِلَيْكَ عَنِّي إِنَّكَ لَمْ تَصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى .

১২০৮ আদম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। নবী ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মুসিবত আসেনি। তিনি নবী ﷺ-কে চিনতে পারেন নি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী ﷺ। তখন তিনি নবী ﷺ-এর দ্বারের হাথির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয় করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন : সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই।

৪১০. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُعَذَّبُ السَّعِيَّةُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النُّوحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ رَأْمٌ وَكُلُّكُمْ مَسْـُٔولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تَزِدْ وَارِدَةً وَتَزِدْ أُخْرَى وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَى جِئَلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا وَمَا يَرْخُصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ أَدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمَهِا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৮১৫. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়, যদি বিলাপ করা তার অভ্যাস হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম : ৬) এবং নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কিন্তু তা যদি তার অভ্যাস না হয়ে থাকে তা হলে তার বিধান হবে যা আয়িশা (রা.) উদ্ধৃত করেছেন : নিজ বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা ফাতির : ১৮)। আর এ হলো আল্লাহ পাকের এ বাণীর ন্যায়- “কোন (প্তন্যহের) বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি কাকেও তা বহন করতে আহ্বান করে তবে তা থেকে এর কিছুই বহন করা হবে না। (সূরা ফাতির : ১৮)। আর বিলাপ ছাড়া

কান্নার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেনঃ অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করা হলে সে খুনের অপরাধের অংশ প্রথম আদম সন্তান (কাবিল) এর উপর বর্তাবে।

আর তা এ কারণে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি যে খুনের প্রবর্তন করেছে।

১২০৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ أَنْ ابْنَالِي قُبِضَ فَأَتَيْنَا فَارَسَلَ يَقْرِي السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَارْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّقُ قَالَ حَسْبُهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَهَا شَنْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

১২০৯ আবদান ও মুহাম্মদ (র.).....উসামা ইব্ন যয়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কন্যা (যায়নাব) তাঁর খিদমতে লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাকে) সালাম দিবে এবং বলবে : আল্লাহরই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই সে যেন সবার করে এবং সাওয়াবের আশায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইব্ন উবাদা, মু'আয ইব্ন জাবাল, উবাই ইব্ন কা'ব, যয়দ ইব্ন সাবিত (রা.) এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তুলে দেওয়া হল। তখন তার জ্ঞান হঠাৎট করছিল। রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি এ বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (আওয়ায হচ্ছিল)। আর নবী ﷺ -এর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একি ? তিনি বললেন : এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার অন্তরে আমানত রেখেছেন। আর আল্লাহ পাক তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।

১২১০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَأَنْزَلَ قَالَ فَتَزَلَّ فِي قَبْرِهَا .

১২১০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক কন্যা (উম্মে কুলসুম রা.)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ বুখারী শরীফ (২)—৪৮

কবরের পাশে বসেছিলেন। আনাস (রা.) বলেন, তখন আমি তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরতে দেখলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে আজ রাতে জী মিলন করে নি? আবু তালহা (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে তুমি (কবরে) অবতরণ কর। রাবী বলেন, তখন তিনি (আবু তালহা (রা.)) তাঁর কবরে অবতরণ করলেন।

১২১১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُيَيْدٍ اللَّهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تَوَفَّيْتُ ابْنَةَ لَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْقَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعِمْرُو بْنِ عَثْمَانَ أَلَا تَنْتَهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الثَّمِيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمْرَةٍ فَقَالَ أَذْهَبَ فَاَنْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرُّكْبُ قَالَ فَانْظَرْتُ فَإِذَا صُهِيبٌ فَآخَبَرْتُهُ فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهِيبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهِيبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَأَخَاهُ وَأَصَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهِيبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الثَّمِيَّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ لَيُعَذَّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِدْ وَازِرَةً وَزِدْ أُخْرَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهِ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا .

১২১১ আবদান (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন আবু মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কায় উসমান (রা.)-এর এক কন্যার ওফাত হল। আমরা সেখানে (জানাযায়) শরীক হওয়ার জন্য গেলাম। ইবন উমর এবং ইবন আব্বাস (রা.)ও সেখানে হাযির হলেন। আমি তাঁদের দু'জনের মাঝে বসা ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলাম, পরে অন্যজন এসে আমার পাশে বসলেন। (কান্নার আওয়ায শুনে) ইবন উমর (রা.) আমার ইবন উসমানকে বললেন, তুমি কেন কাঁদতে নিষেধ করছ না? কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়। তখন ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, উমর (রা.)ও এ রকম কিছু বলতেন। এরপর ইবন আব্বাস

(রা.) বর্ণনা করলেন, উমর (রা.)-এর সাথে মক্কা থেকে ফিরছিলাম। আমরা বায়দা (নামক স্থানে) পৌছলে উমর (রা.) বাবলা গাছের ছায়ায় একটি কাফেলা দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, গিয়ে দেখো তো এ কাফেলা কারা? ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম সেখানে সুহাইব (রা.) রয়েছেন। আমি তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন, তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। আমি সুহাইব (রা.)-এর নিকটে আবার গেলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সংগে সাক্ষাত করুন। এরপর যখন উমর (রা.) (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) তাঁর কাছে এসে এ বলে কাঁদতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে উমর (রা.) তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মৃত ব্যক্তির জন্য তার আপন জনের কোন কোন কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে আযাব দেওয়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, উমর (রা.)-এর ওফাতের পর আয়িশা (রা.)-এর কাছে আমি উমর (রা.)-এর এ উক্তি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ উমর (রা.)-কে রহম করুন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা বলেন নি যে, আল্লাহ্ ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তিকে, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দিবেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে। এরপর আয়িশা (রা.) বললেন, আল্লাহর কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট (ইরশাদ হয়েছে): 'বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না'। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ্ই (বান্দাকে) হাসান এবং কাঁদান। রাবী ইব্ন আবু মুলাইকা (র.) বলেন, আল্লাহর কসম! (একথা শুনে) ইব্ন উমর (রা.) কোন মন্তব্য করলেন না।

১২১২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيٍّ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتَعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا .

১২১১ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহুদী মেয়েলোকের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন তিনি বললেন: তারা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে। অথচ তাকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

১২১৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صَهَيْبٌ يَقُولُ وَأَخَاهُ قَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَلَمِيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ .

১২১৩ ইসমায়ীল ইব্ন খলীল (র.)..... আবু বুরদার পিতা (আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর (রা.) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) হায়! আমার ভাই! বলতে লাগলেন। উমর (রা.) বললেন, তুমি কি জান না, যে নবী করীম ﷺ বলেছেন: জীবিতদের কান্নার কারণে অবশ্যই মৃতদের আযাব দেওয়া হয়?

৪১৬. **بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّبَاحَةِ عَلَى الْمَمَيَّةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سَلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ وَالنَّقْعُ الثَّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَقْلَقَةُ الصَّوْتُ**

৮১৬. অনুচ্ছেদ : মৃতের জন্য বিলাপ অপসন্দনীয়। উমর (রা.) বলেন, আবু সুলাইমান (খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.)-এর জন্য) তাঁর (পরিবার পরিজনকে) কাঁদতে দাও। যতক্ষণ ‘নَقْع’ (নাক্) কিংবা ‘لَقْلَقَةٌ’ (লাকলাকা) না হয়। নাক্ হল, মাথায় মাটি নিক্ষেপ, আর ‘লাকলাকা’ হল, চিৎকার।

১২১৬ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ كَذَبَ عَلَى لَيْسَ كَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ .

১২১৮ আবু নু'আইম (র.).....মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। (মুগীরা (রা.) আরও বলেছেন,) আমি নবী ﷺ-কে আরও বলতে শুনেছি, যে (মৃত) ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে বিলাপকৃত বিষয়ের উপর আযাব দেওয়া হবে।

১২১৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَمَيَّةُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ تَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ أَدُمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَمَيَّةُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ .

১২১৫ আবদান (র.).....উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য কৃত বিলাপের বিষয়ের উপর কবরে আযাব দেওয়া হয়। আবদুল আ'লা (র.)..... কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনায় আবদান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। আদম (র.) শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়।

৪১৭. **بَابُ**

৮১৭. অনুচ্ছেদ :

১২১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدَرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئْتُ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مِثْلَ بِهِ حَتَّى وَضِعَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَجَى ثَوْبًا

فَذَهَبَتْ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَفَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَفَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَانِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَظْلُهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعَ .

১২১৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে অংগ প্রত্যংগ কর্তিত অবস্থায় নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাখা হল। তখন একখানি কাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি তাঁর উপর থেকে আবরণ উন্মোচন করতে আসলে, আমার কাওমের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। পুনরায় আমি আবরণ উন্মুক্ত করতে থাকলে আমার কাওমের লোকেরা (আবার) আমাকে নিষেধ করল। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তাকে উঠিয়ে নেওয়া হল। তখন তিনি এক রোদনকারিনীর আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? লোকেরা বলল, আমরের মেয়ে অথবা (তারা বলল,) আমরের বোন। তিনি বললেন, কান্দো কেন? অথবা বলেছেন, কেন্দো না। কেননা, তাকে উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাঁদের পাখা বিস্তার করে তাকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।

১১৮. بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُبُوبَ

৮১৮. অনুচ্ছেদ : যারা জামার বুক ছিড়ে ফেলে তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।
 ১২১৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا زَيْدُ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُبُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৭ আবু নু'আইম (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যারা (মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিড়ে ফেলে এবং জাহিলীয়াত যুগের মত চীৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

১১৯. بَابُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

৮১৯. অনুচ্ছেদ : সা'দ ইব্ন খাওলা (রা.)-এর প্রতি নবী ﷺ-এর শোক প্রকাশ।
 ১২১৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا نَوْمَالٍ وَلَا يَرِيئُنِي إِلَّا ابْنَةُ أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ

لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِيهِ امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أَزْدَدْتُ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ
 تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرَبَكَ أُخْرُونَ اللَّهُمَّ آمُضْ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ
 لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خُوَلَةَ يَرْتِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

১২১৮ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আসতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে আরয করলাম, আমার রোগ চরমে পৌছেছে আর আমি সম্পদশালী। একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার ওয়ারিস নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার আরয করলাম, তা হলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদের অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া মানুষের কাছে হাত পাতার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমন কি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে) আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের থেকে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাক, তা হলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তা ছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইবন খাওলার জন্য (এ বলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল।

৪২০. بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْخُلُقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَفَقِشَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجَرٍ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا
 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِفَةِ
 وَالْحَالِفَةِ وَالشَّاقَةِ

৮২০. অনুচ্ছেদ : মুসীবতে মাথা মুড়ানো নিষেধ। হাকাম ইবন মুসা (র.) আবু বুরদা ইবন আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মুসা আশ'আরী (রা.) কঠিন রোগে

আক্রান্ত হলেন। এমন কি তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মাথা তাঁর পরিবারস্থ কোন এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোন জওয়াব দিতে পারছিলেন না। চেতনা ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সংগে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ পরিবারে
আমরা চিৎকার
করার সময় সম্পর্ক স্থির করেছেন। রাসূলুল্লাহ পরিবারে
আমরা চিৎকার
করার সময় সে সব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন—যারা চিৎকার করে কাঁদে, যারা মাথা মুড়ায় এবং যারা জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে।

৪২১. **بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ**

৮২১. অনুচ্ছেদ : যারা গাল চাপড়ায় তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

১২১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার(র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম পরিবারে
আমরা চিৎকার
করার সময় ইরশাদ করেছেন : যারা শোকে গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিড়ে ফেলে ও জাহিলীয়াত যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

৪২২. **بَابُ مَا يَنْتَهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ**

৮২২. অনুচ্ছেদ : বিপদকালে হায়, খুৎস বলা ও জাহিলীয়াত যুগের মত চিৎকার করা নিষেধ।

১২২০ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২২০ উমর ইবন হাফস (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী পরিবারে
আমরা চিৎকার
করার সময় ইরশাদ করেছেন : যারা (শোকে) গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিড়ে ফেলে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয় তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

৪২২. **بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرِفُ فِيهِ الْحَزْنَ**

৮২৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুসীবতকালে এমনভাবে বসে পড়ে যে, তার মধ্যে দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

۱২২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ ابْنَ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحَزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَانِرِ الْبَابِ شَقَّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْتَهِمْنَ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ قَالَ وَاللَّهِ غَلَبَنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْتِ فِي أَفْوَهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرَعَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২২১ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (মুতা-র যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) নবী ﷺ এর খিদমতে (যায়িদ) ইবন হারিসা, জাফর ও ইবন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌছল, তখন তিনি (এমনভাবে) বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আমি (আয়িশা (রা.) দরওয়াজার ফাঁক দিয়ে তা দেখছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জাফর (রা.)-এর পরিবারের মহিলাদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে (কান্দতে) নিষেধ করেন, লোকটি চলে গেলো এবং দ্বিতীয়বার এসে (বলল) তারা তাঁর কথা মানেনি। তিনি ইরশাদ করলেন : তাঁদেরকে নিষেধ করো। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁরা আমাদের হার মানিয়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তখন নবী ﷺ (বিরক্তির সাথে) বললেন: তা হলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তোমার নাকে ধূলি মিলিয়ে দেন।^১ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ পালন করতে পারনি। অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিরক্ত করতেও কসূর করনি।

۱২২২ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَزَنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ .

১২২২ আমর ইবন আলী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (বীর-ই-মাউনার ঘটনায়) ক্বারী (সাহাবীগণের) শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ (ফজরের সালাতে) একমাস যাবত কুনূত-ই-নাযিলা^২ পড়েছিলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি আর কখনো এর চাইতে অধিক শোকাভিভূত হতে দেখিনি।

১. ‘أَرَعَمَ اللَّهُ’ : আরবী ব্যবহারে বাক্যটি তোমাকে অপসন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন করুন ও তোমাকে লজ্জিত, অপমানিত করুন, অর্থে ব্যবহৃত।
২. কুনূত-ই-নাযিলা : মুসলমানদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সার্বিক বিপদকালে ফজরের সালাতে দ্বিতীয় রাকা‘আতের রুকু‘র পর দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে বিশেষ দু‘আ পড়েছেন, (মুক্তাদীগণ আমীন আমীন, বলতে থাকেন) এ দু‘আকে কুনূত-ই-নাযিলা বলা হয়।

৪২৪. بَابُ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ حُزْنُهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْطُبِيُّ الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَقَالَ يَغْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّمَا أَشْكُو بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

৮২৪. অনুচ্ছেদ : মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ না করা । মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র.) বলেন, অস্থিরতা হচ্ছে মন্দ বাক্য উচ্চারণ করা, কুধারণা পোষণ করা । ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেছেন : “আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি ।”

১২২৩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَشْتَكِي ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ ، فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَتَحْتَهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَّأَتْ نَفْسُهُ وَارْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَّاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَتْ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ .

১২২৩ বিশ্ব ইবন হাকাম (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) তিনি বলেন, আবু তালহা (রা.)-এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাবী বলেন, সে মারা গেল। তখন আবু তালহা (রা.) বাড়ীর বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন যে, ছেলেটি মারা গেছে, তখন তিনি কিছু প্রস্তুতি নিলেন।^১ এবং ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন। আবু তালহা (রা.) বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, তার আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে। আবু তালহা (রা.) ভাবলেন, তাঁর স্ত্রী সত্য বলেছেন। রাবী বলেন, তিনি রাত যাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন। তিনি বাইরে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী তাঁকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর সংগে (ফজরের) সালাত আদায় করলেন। তারপর নবী ﷺ-কে তাঁদের রাতের ঘটনা জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : আশা করা যায়, আল্লাহ পাক তোমাদের এ রাতে বরকত দিবেন। সুফিয়ান (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি (আবু তালহা (রা.) দম্পতির নয়জন সন্তান দেখেছি, তাঁরা সবাই কুরআন সম্পর্কে দক্ষ ছিলেন।

১. যাতে স্বামী ব্যাপারটি বুঝতে না পারেন তজ্জন্য তিনি নিজেই শিশুটির গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করলেন, অথবা স্বামীর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন, অথবা স্বামীর সংলাভের জন্য সাজ-সজ্জার প্রস্তুতি নিলেন।

৪২৫. **بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى** وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِعَمَ الْعِدْلَانِ وَنِعَمَ الْعِلَاقَةُ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَقَوْلُهُ: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.

৮২৫. অনুচ্ছেদ : বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর। উমর (রা.) বলেন, কতই না উত্তম দুই ঈদল এবং কতই না উত্তম ইলাওয়াহ্ ১ (আল্লাহর বাণী) : “যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তাঁরা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে করুণা, রাহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭) আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, আর নিশ্চিতভাবে এ কাজ বিনীতদের ব্যতীত অন্য সকলের জন্য সুকঠিন। (সূরা বাকারা : ৪৫)

১২২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى.

১২২৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর।

৪২৬. **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّا بِكُمْ لَمَحْزُونُونَ** وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ

৮২৬. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ এর বাণী : তোমার কারণে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। ইবন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, (বিপদে) চোখ অশ্রুসজল হয়, হৃদয় হয় ব্যথিত।

১২২৫ حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَبَّانٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظَنُورًا لِإِبْرَاهِيمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ

১. উটের পিঠের দুই পার্শ্বের বোঝাকে ঈদলান বলা হয় এবং তার উপরে মধ্যবর্তী স্থানে যে বোঝা রাখা হয় তাকে ইলাওয়াহ্ বলা হয়।

فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذَرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحِمَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২২৫ হাসান ইব্ন আবদুল আযীয (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী-তনয়) ইব্রাহীম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তাঁকে নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আর একদিন) আমরা তার (আবু সায়ফ-এর) বাড়ীতে গেলাম। তখন ইব্রাহীম (রা.) মুমূর্ষ অবস্থায়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উভয় চোখ থেকে অশ্রু বরতে লাগল। তখন আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর আপনিও? (কান্দছেন?) তখন তিনি বললেন : ইব্ন আওফ, এ হচ্ছে মায়ী-মমতা। তারপর পুনঃবার অশ্রু বরতে থাকল, এরপর তিনি বললেন : অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পসন্দ করেন। আর হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। মুসা (র.).....আনাস (রা.) নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৪২৭. بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

৮২৭. অনুচ্ছেদ : পীড়িত ব্যক্তির কাছে কান্নাকাটি করা।

۱۲২৬ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ أَلَمَ الْعَيْنِ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ .

১২২৬ আসবাণ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইব্ন উবাদাহ (রা.) রোগাক্রান্ত হলেন। নবী ﷺ, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস

এবং আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.)-কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে পরিজন-বেষ্টিত দেখতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে! তাঁরা বললেন, না। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তখন নবী ﷺ কেঁদে ফেললেন। নবী ﷺ-এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন : শুনে রাখ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে আযাব দিবেন না। তিনি আযাব দিবেন এর কারণে (এ বলে) জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন। আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিজনের বিলাপের কারণে তাকে আযাব দেওয়া হয়। উমর (রা.) এ (ধরণের কান্নার) কারণে লাঠি দ্বারা প্রহার করতেন, কংকর নিক্ষেপ করতেন বা মাটি ছুড়ে মারতেন।

৪২৮. ۸۲۸. بَابُ مَا يَنْهَى عَنِ النُّوحِ وَالْبُكَاءِ وَالزُّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

৮২৮. অনুচ্ছেদ : কান্না ও বিলাপ নিষিদ্ধ হওয়া এবং তাতে বাধা প্রদান করা।

۱۲۲۷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعَفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَطْلُعُ مِنْ شِقِّ الْبَابِ فَتَأْتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعَفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ مَنْ فَاَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يَطِيعْنَهُ فَاَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنِي أَوْ غَلَبْنَا الشُّكَّ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَوْشَبٍ فَرَزَعْتُ أَنْ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاحْثُ فِي أَقْصَاهُمِنْ مِنَ التُّرَابِ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২২৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন হাওশাব (র.).....আমিলা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) যায়দ ইবন হারিসা, জা'ফর এবং আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাত লাভের খবর পৌছলে নবী ﷺ বসে পড়লেন; তাঁর মধ্যে শোকের চিহ্ন প্রকাশ পেল। আমি (আমিলা (রা.) দরওয়াযার ফাঁক দিয়ে ঝুঁকে তা দেখছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে সম্বোধন করেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ্! জা'ফর (রা.)-এর (পরিবারের) মহিলাগণের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তাঁদের নিষেধ করার জন্য তাকে আদেশ করলেন। সেই ব্যক্তি চলে গেলেন। পরে এসে বললেন, আমি তাঁদের নিষেধ করেছি। তিনি উল্লেখ করলেন যে, তারা তাঁকে মানেনি। তিনি তাঁদের নিষেধ করার জন্য দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি চলে গেলেন এবং আবার এসে বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই তাঁরা আমাকে (বা বলেছেন আমাদেরকে) হার মানিয়েছে। আমিলা (রা.) বলেন, নবী ﷺ বললেন, তা হলে তাঁদের মুখে মাটি ছুড়ে মারো। (আমিলা (রা.) বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ তোমার নাক ধুলি

মিশ্রিত করুন। আল্লাহর কসম! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা করতে পারছ না আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিরক্ত করতেও কসুর করো নি।

১২২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنْتَوَحَ فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسٍ نِسْوَةٍ أُمِّ سَلِيمٍ وَأُمِّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٌ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةٌ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى .

১২২৮ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহাব (র.).....উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বাই'আত গ্রহণকালে আমাদের কাছ থেকে এ অংগীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (কোন মৃতের জন্য) বিলাপ করব না।.....আমাদের মধ্য হতে পাঁচজন মহিলা উম্মু সলাইম, উম্মুল 'আলা, আবু সাব্রাহর কন্যা মু'আযের স্ত্রী, আরো দু'জন মহিলা বা মু'আযের স্ত্রী ও আরেকজন মহিলা ব্যতীত কোন নারীই সে অংগীকার রক্ষা করে নি।

৪২৭. بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

৮২৯. অনুচ্ছেদ : জানাযার জন্য দাঁড়ানো।

১২২৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تَخْلِفَكُمْ قَالَ سَفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ الْحَمِيدِيُّ حَتَّى تَخْلِفَكُمْ أَوْ تَوَضَّعَ .

১২২৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আমির ইবন রাবী'আ (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা (যেতে) দেখলে তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। হুমায়দী আরও উল্লেখ করেছেন, তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া বা মাটিতে নামিয়ে রাখা পর্যন্ত।

৪৩০. بَابُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

৮৩০. অনুচ্ছেদ : জানাযার জন্য দাঁড়ানো হলে কখন বসবে।

১২৩০ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تَوَضَّعَ .

১২৩০ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে, এরপর যারা তার অনুগামী হবে, তারা তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

১২৩১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ .

১২৩১ আহমদ ইবন ইউনুস (র.).....সায়ীদ মাক্বুরী (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি জানাযায় শরীক হলাম। (সেখানে) আবু হুরায়রা (রা.) মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং তাঁরা জানাযা নামিয়ে রাখার আগেই বসে পড়লেন। তখন আবু সায়ীদ (রা.) এগিয়ে এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, দাঁড়িয়ে পড়ুন! আল্লাহর কসম! ইনি (আবু হুরায়রা (রা.) তো জানেন যে, নবী ﷺ ঐ কাজ করতে (জানাযা নামিয়ে রাখার আগে বসতে) নিষেধ করেছেন। তখন আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।

৪২১. بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاجِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أَمْرًا لِقِيَامِ

৮৩১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমন করবে, সে লোকদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না আর বসে পড়লে তাকে দাঁড়াবার আদেশ করা হবে।

১২৩২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ .

১২৩২ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আমর ইবন রাবী'আ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ জানাযা যেতে দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে, বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে যায়, অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার পূর্বে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়।

৪২২. بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ

৮৩২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইয়াহুদীর জানাযা দেখে দাঁড়ায়।

১২৩৩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا .

[১২৩৩] মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। নবী ﷺ তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ্! এ তো এক ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেন : তোমরা যে কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে।

[১২৩৪] حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنْثَلٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا * وَقَالَ أَبُو حَمْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسُ يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ .

[১২৩৪] আদম (র.).....আবদুর রাহমান ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহল ইব্ন হুনাইফ ও কায়স ইব্ন সা'দ (রা.) কাদেসিয়াতে বসেছিলেন, তখন লোকেরা তাঁদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। (তা দেখে) তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হল, এটা তো এ দেশীয় জিন্মী ব্যক্তির (অমুসলিম সংখ্যালঘু)-র জানাযা। তখন তাঁরা বললেন, (একবার) নবী ﷺ এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, এটা তো এক ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি এরশাদ করলেন : সে কি মানুষ নয়? আবু হামযা (র.)..... ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহল এবং কায়স (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁরা দু'জন বললেন, আমরা নবী ﷺ এর সংগে ছিলাম। যাকারিয়া (র.) সূত্রে ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আবু মাসউদ ও কায়স (রা.) জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন।

৮২২. بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

৮৩৩. অনুচ্ছেদ : পুরুষরা জানাযা বহণ করবে মহিলারা নয়।

[১২৩৫] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِمْتُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْمُبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ .

১২৩৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)..... আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং পুরুষরা তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন সে নেক্কার হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর নেক্কার না হলে সে বলতে থাকে, হায় আফসূস! তোমরা এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

৪২৪. بَابُ السَّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ، وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْتُمْ مُشْبِعُونَ فَأَمْشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مِنْهَا

৮৩৪. অনুচ্ছেদ : জানাযার কাজ দ্রুত সম্পাদন করা। আনাস (রা.) বলেন, তোমরা (জানাযাকে) বিদায় দানকারী। অতএব, তোমরা তার সামনে, পিছনে এবং ডানে বামে চলবে। অন্যান্যরা বলেছেন, তার কাছে কাছে (চলবে)।

১২৩৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرُ تَقْدِمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১২৩৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি অকল্যাণ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেলছ।

৪২৫. بَابُ قَوْلِ الْحَمِيتِ وَهُوَ عَلَى الْجَنَازَةِ قَدِمُونِي

৮৩৫. অনুচ্ছেদ : খাটিয়ায় থাকাকালে মৃত ব্যক্তির উক্তি : আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল।

১২৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَضِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَغِقَ .

১২৩৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী

১. 'الجنزة' শব্দটির প্রথম অক্ষর জ্বীম- 'যবর' বিশিষ্ট হলে তার অর্থ-জানাযা, মৃত ব্যক্তি, লাশ, আর প্রথম অক্ষর 'যের' বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে, জানাযা বহনের খাটিয়া বা খাট।

করীম ^{দুঃখিত} বলতেন : যখন জানাযা (খাটিয়ায়) রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে নেক্কার হলে, তখন বলতে থাকে আমাকে সামনে এগিয়ে দাও। আর নেক্কার না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসুস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্য সজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

১২৩৬. بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

৮৩৬. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতের ইমামের পিছনে দু' বা তিন কাতারে দাঁড়ানো।

১২৩৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَتَبْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّلَاثِ .

১২৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ^{দুঃখিত} (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর জানাযা আদায় করেন। আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

১২৩৭. بَابُ الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ

৮৩৭. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতের কাতার।

১২৩৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيِّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

১২৩৯ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ^{দুঃখিত} তাঁর সাহাবীগণকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ শোনালেন, পরে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হলে তিনি চার তাক্বীরে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন।

১২৪০ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى قَبْرِ مَنْبُذٍ فَصَفَّوهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

১২৪০ মুসলিম (র.).....শাবী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী যিনি নবী ^{দুঃখিত} এর সংগে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ^{দুঃখিত} একটি পৃথক কবরের কাছে গমন করলেন এবং লোকদের কাতারবদ্ধ করে চার তাক্বীরের সংগে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন। (শায়বানী (র.) বলেন) আমি শাবী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ হাদীস আপনাকে কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা.)।

১২৪১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تُوْفِيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمُّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَقْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صَفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي .

১২৪১ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন : আজ হাবশা দেশের (আবিসিনিয়ার) একজন নেককার লোকের ওফাত হয়েছে, তোমরা এসো তাঁর জন্য (জানায়ার) সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, আমরা তখন কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে নবী ﷺ (জানায়ার) সালাত আদায় করলেন, আমরা ছিলাম কয়েক কাতার। আবু যুবাইর (র.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জাবির (রা.) বলেছেন, আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

৪২৮. بَابُ صَفُوفِ الصَّبِيَّانِ مَعَ الرَّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

৮৩৮. অনুচ্ছেদ : জানায়ার সালাতে পুরুষদের সাথে বালকদের কাতার।

۱۲৪۲ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْثًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلَا أَذْنَتُمُونِي قَالُوا دَفَنَاهُ فِي ظِلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১২৪২ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক (ব্যক্তির), কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, একে কখন দাফন করা হল? সাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁকে রাতের আঁধারে দাফন করেছিলাম, তাই আপনাকে জাগানো পসন্দ করিনি। তখন তিনি (সেখানে) দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িলাম। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর (জানায়ার) সালাত আদায় করলেন।

৪২৯. بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِهَا وَقَالَ صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ سَيِّئًا هِيَ صَلَاةٌ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحْلَقَهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضَوْهُمْ لِقَرَأَتِهِمْ وَإِذَا أَحَدٌ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ السَّمَاءَ وَلَا يَتَيَّمُّ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَنَّبِ يَكْبُرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَكْبِيرُ الْوَاحِدَةِ اسْتِفْتَا حُ الصَّلَاةِ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ

৮৩৯. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতের নিয়ম । নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে.... । তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সংগীর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর । নবী ﷺ একে সালাত বলেছেন, (অথচ) এর মধ্যে রুকু' ও সিজদা নেই এবং এতে কথা বলা যায় না, এতে রয়েছে তাকবীর ও তাসলীম । ইবন উমর (রা.) পবিত্রতা ছাড়া (জানাযার) সালাত আদায় করতেন না । এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কালে এ সালাত আদায় করতেন না । (তাকবীর কালে) দু' হাত উত্তোলন করতেন । হাসান (বাসরী) (র.) বলেন, আমি সাহাবীগণকে এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তাঁদের জানাযার সালাতের (ইমামতের) জন্য তাঁকেই অধিকতর যোগ্য মনে করা হত, যাকে তাঁদের ফরয সালাতসমূহে (ইমামতের) জন্য তাঁরা পসন্দ করতেন । ঈদের দিন (সালাত কালে) বা জানাযার সালাত আদায় কালে কারো অঙ্কু নষ্ট হয়ে গেলে, তিনি পানি তাল্লাশ করতেন, তায়ান্মুম করতেন না । কেউ জানাযার কাছে পৌঁছে, লোকদের সালাত রত দেখলে তাকবীর বলে তাতে শামীল হয়ে যেতেন । ইবন মুসায়্যাব (র.) বলেছেন, দিনে হোক বা রাতে, বিদেশে হোক কিংবা দেশে (জানাযার সালাতে) চার তাকবীরই বলবে । আনাস (রা.) বলেছেন, (প্রথম) এক তাকবীর হল সালাত এর উদ্বোধন । আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনও তার জন্য সালাত (জানাযা) আদায় করবে না । (সূরা তাওবা) এ ছাড়াও জানাযার সালাতে রয়েছে একাধিক কাতার ও ইমাম (খাকার রিধান) ।

۱۲۴۳ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكَ عَلَى قَبْرِ مَنْبُذٍ فَأَمَّا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

১২৪৩ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি তোমাদের নবী ﷺ -এর সংগে একটি পৃথক কবরের পাশ দিগ্ধে যাচ্ছিলেন । তিনি (নবী ﷺ) ইমামতি করলেন, আমরা তাঁর পিছনে কাতার করলাম এবং সালাত আদায় করলাম । (শায়বানী (র.) বলেন,) আমরা (শা'বীকে) জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আমর! আপনাকে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা.) ।

فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ .

১২৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ও আহমাদ ইব্ন শাবীব ইব্ন সায়্যীদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত (সাওয়াব), আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু' কীরাত (সাওয়াব)। জিজ্ঞাসা করা হল দু' কীরাত কি ? তিনি বললেন, দু' টি বিশাল পর্বত সমতুল্য।

৪৬২. بَابُ صَلَاةِ الصَّيْبَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

৮৪২. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতে বয়স্কদের সাথে বালকদেরও শরীক হওয়া।

১২৪৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوا هَذَا دُفْنٌ أَوْ دُفِنْتَ الْبَارِحَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .

১২৪৬ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কবরের কাছে তাশরীফ আনেন। সাহাবাগণ বললেন, একে গতরাতে দাফন করা হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

৪৬২. بَابُ صَلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالمُصَلِّي وَالْمَسْجِدِ

৮৪৩. অনুচ্ছেদ : মুসল্লা (ঈদগাহ বা যানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানে) এবং মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা।

১২৪৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِاخِيكُمْ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَفَّ بِهِم بِالْمُصَلِّي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

১২৪৭ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর মৃত্যুর দিনই আমাদের তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানান এবং ইরশাদ করেন : তোমরা তোমাদের ভাই-এর (নাজাশীর) জন্য ইস্তিগফার কর। আর ইব্ন শিহাব সায়্যীদ ইব্ন

মুসান্নাব (র.) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে মুসান্নাব কাভার করলেন, এরপর চার তাকবীর আদায় করেন।

۱۲۴۸ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ .

১২৪৮ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এর কাছে (খায়বারের) ইয়াহুদীরা তাদের এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোককে হাযির করল, যারা যিনা করেছিল। তখন তিনি তাদের উভয়কে (রজম করার) নির্দেশ দেন। মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের কাছে তাদের দু' জনকে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করা হল।

۸۴۴. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتْ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتْ فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ: الْاَهْلُ وَجَنُوا مَا فَتَقْنَا ، فَاجَابَهُ الْاُخْرَى بَلْ يَنْسَوْنَ فَاَنْقَلَبُوا

৮৪৪. অনুচ্ছেদ : কবরের উপরে মসজিদ বানানো অপসন্দনীয়। হাসান ইবন হাসান ইবন আলী (রা.)-এর ওফাত হলে তাঁর স্ত্রী এক বছর যাবৎ তাঁর কবরের উপর একটি কুব্বা (তৌর) স্থাপন করে রাখেন, পরে তিনি সেটা উঠিয়ে নেন। তখন লোকেরা (অদৃশ্য) আওয়াজ দাতাকে বলতে শুনলেন, ওহে ! তারা কি হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছে ? অপর একজন জওয়াব দিল না, বরং নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে ?

۱۲۴۹ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَابْرَزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا .

১২৪৯ উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা (র.).....আমিলা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন : ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আত্মাহুঁর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। আমিলা (রা.) বলেন, সে আশংকা না থাকলে তাঁর (নবী ﷺ -এর) কবরকে উন্মুক্ত রাখা হত, কিন্তু আমার আশংকা যে, (খুলে দেয়া হলে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে।

৪১৫. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النِّفَاسِ إِذَا مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا

৮৪৫. অনুচ্ছেদ : নিফাস অবস্থায় মারা গেলে তার জানাযার সালাত ।

১২৫০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَّهَا .

১২৫০ মুসাদ্দাদ (র.).....সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৪১৬. بَابُ أَيَّنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

৮৪৬. অনুচ্ছেদ : নারী ও পুরুষের (জানাযার সালাতে) ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

১২৫১ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا عَنْ سَمُرَةَ بَنٍ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَّهَا .

১২৫১ ইমরান ইবন মায়সারা (র.).....সামুরা ইবন জুন্দাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৪১৭. بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا ، وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّيْنَا بِهَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلِ الْقَبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ

৮৪৭. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতে চার তাকবীর বলা। হুমাঈদ (র.) বলেন, আনাস (রা.) একবার আমাদের নিয়ে (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, তিনবার তাকবীর বললেন, এরপর সালাম ফিরালেন। এ বিষয় তাঁকে অবহিত করা হলে, তিনি কিব্লামুখী হয়ে চতুর্থ তাকবীর আদায় করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন।

১২৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

১২৫২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

(আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানালেন এবং সাহাবীগণকে নিয়ে জানাযার সালাতের স্থানে চার তাক্বীর আদায় করলেন।

١٢٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى أَصْحَمَةَ النُّجَاشِيَّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ أَصْحَمَةَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ .

১২৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} (আবিসিনিয়াবাদশাহ) আসহাম-নাজাশীর জানাঘা সালাত আদায় করলেন, তাতে তিনি চার তাকবীর বললেন। ইয়াযীদ ইব্ন হারুন ও আবদুস সামাদ (র.) সালীম (র.) থেকে 'আসহাম' শব্দ বর্ণনা করেন।

٨٤٨. بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَقَالَ أَحْسَنُ يقرأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِيبًا وَسَلَفًا وَاجْرَأْ

৮৪৮. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা। হাসান (র.) বলেছেন, শিশুর জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে এবং এ দু'আ পড়বে اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلْفًا وَأَجْرًا হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্র-গামী এবং উত্তম বিনিময় সাব্যস্ত করুন।

١٢٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِقَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ .

১২৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার ও মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র.).....তলহা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা তিলওয়াত করলেন এবং (সন্ধ্যার শেষে) বললেন, (আমি এমন করলাম) যাতে সবাই জানতে পারে যে, তা (সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা) জানাযার সালাতে সন্ধ্যাত (একটি পদ্ধতি)।

٨٤٩. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

৮৪৯. অনুচ্ছেদ : দাফনের পর কবরকে সামনে রেখে (জানাযার) সালাত আদায় ।

১২৫৫ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَثْبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

১২৫৫ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.).....শাবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে এমন এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সংগে একটি পৃথক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের ইমামতি করলেন এবং তাঁরা তাঁর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলেন। (রাবী) বলেন) আমি শাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আমর! আপনার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)।

১২৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا اذْنَعْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذًّا وَكَذَا تَصْنَتُهُ قَالَ نَحْقَرُوهُ شَأْنَهُ قَالَ فَذَلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১২৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন ফাযল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কালবর্ণের এক পুরুষ বা এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল। কিন্তু নবী ﷺ তার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন নি। একদিন তার কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটির কি হল? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো মারা গিয়েছে। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন? তাঁরা বললেন, সে ছিল এমন এমন (তার) ঘটনা উল্লেখ করলেন। রাবী বলেন, তাঁরা (যেন) তাকে খাট করে দেখলেন। নবী ﷺ বললেন : আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। রাবী বলেন, তখন তিনি তার কবরের কাছে তাকরীফ এনে তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করলেন।

৪৫০. بَابُ الْأَمِيَّتِ يَسْمَعُ خُفْقَ النِّعَالِ

৮৫০. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তি (দাফনকারীদের) জুতার শব্দ স্নতে পায়।

১২৫৭ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ ح قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبَدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ رُخَاءِ الشَّرِيفِ (২) —৫১

الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَا دَرِيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصْبِحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ .

১২৫৭ আয়্যাশ ও খলীফা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় (এতটুকু দূরে যে,) তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার কাছে দু' জন ফিরিশ্তা এসে তাকে বসিয়ে দেন। এরপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? তখন সে বলবে, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ পাক তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। নবী ﷺ বলেন : তখন সে দু'টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। (তবে) অন্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। এরপর তার দু' কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুণ্ডর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করা হবে, এতে সে চিৎকার করে উঠবে, মানুষ ও জীন্স ব্যতীত তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

৪০১. بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدُّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

৮৫১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস বা অনুরূপ কোন স্থানে দাফন হওয়া পসন্দ করেন।

১২০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَردَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْتَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْبٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ آتَى رَبِّي ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَإِلَّا فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَتِّيبِ الْأَحْمَرِ .

১২৫৮ মাহমুদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মুসা (আ.) এর কাছে পাঠানো হল। তিনি তাঁর কাছে আসলে, মুসা (আ.) তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। (এতটুকু তাঁর চোখ বেরিয়ে গেল।) তখন মালাকুল মাওত তাঁর প্রতিপালক এর দরবারে ফিরে গিয়ে বললেন,

আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ্ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, আবার গিয়ে তাঁকে বল, তিনি একটি ঝাঁড়ের পিঠে তাঁর হাত রাখবেন, তখন তাঁর হাত যতটুকু আবৃত করবে, তার সম্পূর্ণ অংশের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। মূসা (আ.) এ শুনে বললেন, হে আমার রব! তারপর কি হবে? আল্লাহ্ বললেন : তারপর মৃত্যু। মূসা (আ.) বললেন, তা হলে এখনই আমি প্রস্তুত। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় বাইতুল মুকাদ্দাসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এখন আমি সেখানে থাকলে অবশ্যই পাথরের পাশে লাল বালুর টিলার নিকটে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

৪৫২. بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدَفْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا

৮৫২. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলা দাফন করা। আবু বকর (রা.)-কে রাতে দাফন করা হয়েছিল।

১২৫৭ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بَلِيلَةً قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا فَلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ .

১২৫৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র.)..ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে রাজিকালে দাফন করার পর তার (জানাজার) সালাত আদায় করার জন্য নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (দাফনকৃত ব্যক্তির কবরের পাশে) গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন তিনি লোকটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, এ লোকটি কে? তাঁরা জবাব দিলেন, অমুক গত রাতে তাকে দাফন করা হয়েছে। তখন তাঁরা সকলে তার (জানাজার) সালাত আদায় করলেন।

৪৫৩. بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

৮৫৩. অনুচ্ছেদ : কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা।

১২৬০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَاهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ ، وَكَانَتْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اتَّأَتْ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أُولَئِكَ شِرَارُ

الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .

[১২৬০] ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর অসুস্থতাকালে তাঁর এক সহধর্মিণী হাবশা দেশে তাঁর দেখা 'মারিয়া' নামক একটি গীর্জার কথা আলোচনা করলেন। (উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে) উম্মে সালামা এবং উম্মে হাবিবা (রা.) হাবশায় গিয়েছিলেন। তারা ঐ গীর্জাটির সৌন্দর্য এবং তাতে রক্ষিত চিত্রসমূহের বিবরণ দিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা তুলে বললেন : সে সব দেশের লোকেরা তাদের কোন পুণ্যবান ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর সমাধিতে মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে সে সব চিত্র অংকন করত। তারা হলো, আল্লাহর দরবারে নিকৃষ্ট মাখলুক।

৪৫৪. بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

৮৫৪. অনুচ্ছেদ : মেয়েলোকের কবরে যে অবতরণ করে।

[১২৬১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يَقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَاتَّزَلْتُ فِي قَبْرِهَا فَفَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا فَقَبَّرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحُ أَرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ لِيَقْتَرِفُوا أَى لِيَكْتَسِبُوا .

[১২৬১] মুহাম্মদ ইবন সিনান (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক কন্যার দাফনে হাযির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের পাশেই বসেছিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হয়নি? আবু তালহা (রা.) বলেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাঁর কবরে নেমে পড়, তখন তিনি তাঁর কবরে নেমে গেলেন এবং তাঁকে দাফন করলেন।

৪৫৫. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

৮৫৫. অনুচ্ছেদ : শহীদদের জন্য জানাযার সালাত।

[১২৬২] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى مُؤَلَّاهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَنْتِهِمْ فِي دِمَانِهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

১২৬২ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উহদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্র করতেন। এরপর জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত? দু' জনের মধ্যে এক জনের দিকে ইশারা করা হলে তাঁকে কবরে আশে রাখতেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হব। তিনি রক্তমাখা অবস্থায় তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাঁদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের (জানাযার) সালাতও আদায় করা হয়নি।

১২৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبِرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا .

১২৬৩ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....উক্বা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বের হলেন এবং উহদে পৌঁছে মৃতের জন্য যেরূপ (জানাযার) সালাত আদায় করা হয় উহদের শহীদানের জন্য অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। এরপর ফিরে এসে মিষারে তাশরীফ রেখে বললেন : আমি হবো তোমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর কসম! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই আমার হাউয (হাউয-ই-কাউসার) দেখছি। আর অবশ্যই আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। অথবা (রাবী বলেছেন) পৃথিবীর চাবিগুচ্ছ আর আল্লাহর কসম! তোমরা আমার পরে শিরক করবে এ আশংকা আমি করি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা যে, তোমরা পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

৪০৬. بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالْثَلَاثَةِ فِي قَبْرِ

৮৫৬. অনুচ্ছেদ : একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করা।

১২৬৪ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ .

১২৬৪ সায়ীদ ইবন সুলাইমান (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ উহদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একত্র করে দাফন করেছিলেন।

৪০৭. بَابُ مَنْ لَمْ يَزِغْ غَسْلَ الشَّهَدَاءِ

৮৫৭. অনুচ্ছেদ : যারা শহীদগণকে গোসল দেওয়ার অভিমত পোষণ করেন না।

১২৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغْسِلَهُمْ .

১২৬৫ আবুল ওয়ালীদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তাঁদেরকে তাঁদের রক্ত সহ দাফন কর। অর্থাৎ উহদের যুদ্ধের দিন শহীদগণের সম্পর্কে আর তিনি তাঁদের গোসলও দেন নি।

৪৫৪. بَابُ مَنْ يُقَدِّمُ فِي اللَّحْدِ ، وَسَمَى اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَانِبٍ مُلْحَدٌ مُلْتَحَدٌ مَعْدِلٌ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرْبًا

৮৫৮. অনুচ্ছেদ : কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র.) বলেন, একদিকে ঢালু করে গর্ত করা হয় বলে 'লাহদ' নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক যালিমই 'মুলহিদ (ঝগড়াটে) ' مُلْتَحَدٌ ' অর্থ হল পাশ কাটিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার স্থান। আর কবর সমান হলে তাকে বলা হয় 'যারীহ' (সিন্দুক কবর)।

১২৬৬ حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مَنْ قَتَلَ أَحَدًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخَذَ الْقُرْآنَ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسِلَهُمْ وَأَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أَحَدٍ أَى هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخَذَ الْقُرْآنَ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُنْتُ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১২৬৬ ইবন মুকাতিল (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্রে দাফন করার ব্যবস্থা করে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত? যখন তাঁদের একজনের দিকে ইশারা করা হত, তখন তিনি তাঁকে প্রথমে কবরে রাখতেন, আর বলতেন : আ মি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। (কিয়ামতে) তিনি তাঁদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদের জানাযার সালাতও আদায় করেন নি। তাঁদের গোসলও দেননি। রাবী আওয়ায়ী (র.) যুহরী (র.) সূত্রে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদ যুদ্ধের শহীদগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করতেন, তাঁদের মাঝে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে, তিনি তাঁকে তাঁর সংগীর আগে কবরে রাখতেন। জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতা ও চাচাকে একখানি পশমের তৈরী নকশা করা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল (আর সুলাইমান ইবন কাসীর (র.) সূত্রে যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির (রা.) থেকে শুনেছেন।

৪০৭. بَابُ الْأَذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

৮৫৯. অনুচ্ছেদ : কবরের উপরে ইখ্বির বা অন্য কোন ঘাস দেওয়া।

۱۲۶۷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَا يَخْتَلِي خَلَامًا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لِقَطَّتِهَا إِلَّا لِمُعَرَّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْأَذْخِرَ لِمَا غَنَيْنَا وَقَبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخِرَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِقَبُورِنَا وَبَيُوتِنَا وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَبَيُوتِهِمْ .

১২৬৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাওশাব (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ পাক মক্কাকে হারাম (সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এলাকা) সাব্যস্ত করেছেন। আমার পূর্বে তা, কারো জন্য হালাল (বৈধ ও উন্মুক্ত এলাকা) ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য তা হালাল হবে না। আমার জন্য একটি দিনের (মক্কা বিজয়ের দিন) কিছু সময় হালাল করা হয়েছিল। কাজেই তার ঘাস উৎপাটন করা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সেখানে পড়ে থাকা (হারানো)। বস্তু উঠিয়ে নেওয়া যাবে না, তবে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা প্রদানকারীর জন্য (অনুমতি থাকবে)। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, তবে ইখ্বির ঘাস, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য এবং আমাদের কবরগুলির জন্য প্রয়োজন। তখন তিনি বললেন : ইখ্বির ব্যতীত। আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের কবর ও বাড়ী ঘরের জন্য। আর আবান ইবন সালিহ (র.) সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে আমি অনুরূপ বলতে শুনেছি আর মুজাহিদ (র.) ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে বলেন, তাদের কর্মকার ও ঘর-বাড়ীর জন্য।

৪১০. بَابُ مَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْقَبْرِ وَالْحَدِيدَ لِمَا

৮৬০. অনুচ্ছেদ : কোন কারণে মৃত ব্যক্তিকে (লাশ) কবর বা লাহুদ থেকে বের করা যাবে কি?

۱২৬৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدٍ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ الْبَيْسَ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْبَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ قَمِيصَهُ مَكْفَاءَةً لِمَا صَنَعَ .

১২৬৮ আশী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই (মুনাফিক সর্দারকে) কবর দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (কবরের) কাছে আসলেন এবং তিনি তাকে বের করার নির্দেশ দিলে তাকে (কবর থেকে) বের করা হল। তখন তিনি তাকে তাঁর (নিজের) দু' হাঁটুর উপরে রাখলেন, নিজের (মুখের) লালা (তার উপরে ফুঁকে) দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ্ সমধিক অবগত। সে আব্বাস (রা.)-কে একটি জামা পরতে দিয়েছিল। আর সুফিয়ান (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিধানে তখন দু'টি জামা ছিল। আবদুল্লাহ্ (ইবন উবাই)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার (পবিত্র) দেহের সাথে জড়িয়ে থাকা জামাটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন। সুফিয়ান (র.) বলেন, তারা মনে করেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁর জামা আবদুল্লাহ্ (ইবন উবাই)-কে পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার কৃত (ইহসানের) বিনিময় স্বরূপ।

১২৬৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أَحَدُ دَعَائِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَلَّا مَا أُرَانِي إِلَّا مُقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يَقْتُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزُّ عَلَى مِثْلِكَ غَيْرِ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ عَلَى دَيْنَا فَاَقْضِ وَاسْتَوْصِرْ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخَرِ فَاسْتَخَرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَا غَيْرَ أَذْنِهِ .

১২৬৯ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হল, তখন রাতের বেলা আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন, আমার এমনই মনে হয় যে, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে যারা প্রথমে শহীদ হবেন, আমি তাঁদের মধ্যে একজন হব। আর আমি আমার (মৃত্যুর) পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত তোমার চাইতে অধিকতর প্রিয় কাউকে রেখে যাচ্ছি না। আমার বিশ্বাস করব রয়েছে। তুমি তা পরিশোধ করবে। তোমার বোনদের ব্যাপারে সদোপদেশ গ্রহণ করবে। (জাবির (রা.) বলেন) পরদিন সকাল হলে (আমরা দেখলাম যে) তিনিই প্রথম শহীদ। তাঁর কবরে আর একজন সাহাবীকে তাঁর সাথে দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্য একজনের সাথে

(একই) কবরে তাঁকে রাখা আমার মনে ভাল লাগল না। তাই ছয় মাস পর আমি তাঁকে (কবর থেকে) বের করলাম এবং দেখলাম যে, তাঁর কানে সামান্য চিহ্ন ব্যতীত তিনি সেই দিনের মতই (অক্ষত ও অবিকৃত) রয়েছেন, যে দিন তাঁকে (কবরে) রেখেছিলাম।

১২৮০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَحْيَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٍ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ .

১২৭০ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে আরেকজন শহীদকে দাফন করা হলে আমার মন তাতে তুষ্ট হতে পারল না। অবশেষে আমি তাঁকে (কবর থেকে) বের করলাম এবং একটি পৃথক কবরে তাঁকে দাফন করলাম।

৪১১. بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقْ فِي الْقَبْرِ

৮৬১. অনুচ্ছেদ : কবরকে লাহুদ (বগলী) ও শাক্ক (সিন্দুক) বানানো।

১২৮১. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِيَمَانِهِمْ وَلَمْ يُغْسِلْهُمْ .

১২৭১ আবদান (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উহদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে লাহুদ কবরে রাখতেন। তারপর ইরশাদ করেন : কিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্তমাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি।

৪১২. بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفَلَا يَقْرَأُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشَرِيحُ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْإِسْلَامَ يَلُودُوا لَا يُطْلَى

৮৬২. অনুচ্ছেদ : বালক (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেলে তার জন্য জানাযা সালাত আদায় করা হবে কি? বালকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা যাবে বুখারী শরীফ (২)—৫২

কি? হাসান, গুরাইহ, ইব্রাহীম ও কাতাদা (র.) বলেছেন, পিতামাতার কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সন্তান মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর মায়ের সাথে ‘মুস্‌তায়’আফীন’ (দুর্বল ও নির্যাতিত জামা‘আত)—এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁকে তাঁর পিতা (আব্বাস) এর সাথে তাঁর কাওমের (মুশরিকদের) ধর্মে গণ্য করা হত না। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইসলাম বিজয়ী হয়, বিজিত হয় না।

১২৭২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ عِنْدَ أَطْمٍ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَتَنْظُرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَضَهُ وَقَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَا ثَيْبِيُّ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلَطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُ فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِيُّ بَنٍ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتَلِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَارَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَغْنَى فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتَنَفَّى بِجُنُودِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافٍ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكْتَهُ بَيْنَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَضَهُ رَمْزَةً أَوْ زَمْزَمَةً وَقَالَ عَقِيلٌ رَمْزَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْزَةٌ .

১২৭২ আবদান (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা.) নবী ﷺ এর সংগে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইব্ন সাইয়াদ-এর (বাড়ীর) দিকে গেলেন। তাঁরা তাকে (ইব্ন সাইয়াদকে) বন্দি মাগালা দুর্গের পাশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলারত পেলেন। তখন ইব্ন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। সে নবী ﷺ এর আগমণ অনুভব করার আগেই নবী ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল? ইব্ন সাইয়াদ তাঁর দিকে দৃষ্টি করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। এরপর সে নবী ﷺ -কে বলল,

আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল ? তখন নবী ﷺ তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : আমি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর তিনি তাকে (ইব্ন সাইয়াদকে) জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি দেখে থাক ? ইব্ন সাইয়াদ বলল, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমণ করে থাকে। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন : আমি একটি বিষয়ে তোমার থেকে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। (বলতো সেটি কি ?) ইব্ন সাইয়াদ বলল, তা হচ্ছে 'الدُّخُ' আদ-দুখু। তখন তিনি ইরশাদ করলেন : তুমি লাক্ষিত হও! তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমর (রা.) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : যদি সে সে-ই (অর্থাৎ মাসীহ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তা হলে তাকে কাবু করার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হবে না। আর যদি সে সে-ই (দাজ্জাল) না হয়, তা হলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই। রাবী সালিম (র.) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) ঐ খেজুর বাগানের দিকে গমন করলেন। যেখানে ইব্ন সাইয়াদ ছিল। ইব্ন সাইয়াদ তাকে দেখে ফেলার আগেই ইব্ন সাইয়াদের কিছু কথা তিনি শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নবী ﷺ তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে গুয়ে থাকতে দেখলেন। যার ভিতর থেকে তার গুনগুন আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। ইব্ন সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেল যে, তিনি খেজুর (গাছের) কান্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে চলছেন। সে তখন ইব্ন সাইয়াদকে ডেকে বলল, ও সাফ! (এটি ইব্ন সাইয়াদের ডাক) নাম। এই যে, মুহাম্মাদ! তখন ইব্ন সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : সে (ইব্ন সাইয়াদের মা) তাকে (যথাবস্থায়) থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেতো।

সু'আইব (র.) তাঁর হাদীসে 'فَرَفَضَهُ' বলেন, এবং সন্দেহের সাথে বলেন, 'زَمَرَمَهُ' অথবা 'زَمَرَمَهُ' এবং উকাইল (র.) বলেছেন, 'زَمَرَمَهُ' আর মা'মার বলেছেন 'زَمَرَمَهُ'।

۱۲۷۳ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطْعِمَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ .

১২৭৩ সুলাইমান ইব্ন হার্ব (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী বালক, নবী ﷺ-এর খিদমত করত, সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ তাকে দেখার জন্য আসলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসে তাকে বললেন : তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, সে তখন তার পিতার দিকে তাকাল, সে তার কাছেই ছিল, পিতা তাকে বলল, আবুল কাসিম (নবী ﷺ-এর কুনিয়াত) এর কথা

১. زَمَرَمَهُ 'زَمَرَمَهُ' 'زَمَرَمَهُ' 'زَمَرَمَهُ' শব্দগুলি সমার্থকবোধক। অর্থাৎ অস্পষ্ট ও গুনগুন শব্দ।

মেনে নাও, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ইরশাদ করলেন : যাবতীয় প্রশংসা সে আদ্বাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।

۱২৭৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ .

১২৭৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার মা (লুবাবাহ বিনত হারিস) মুসতাহ'আফীন (দুর্বল, অসহায়) এর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি ছিলাম না-বালিগ শিশুদের মধ্যে আর আমার মা ছিলেন মহিলাদের মধ্যে।

۱২৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لِغِيَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدْعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبَوَهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهْلَ صَارِحًا صَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهْلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ فَإِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَحْدِثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودِيَّةً أَوْ يَنْصَرَانِيَّةً أَوْ يُمَجْسَانِيَّةً كَمَا تَنْتَجِ الْبَيْهَمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْآيَةُ .

১২৭৫ আবুল ইয়ামান (র.).....শু'আইব (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইবন শিহাব (র.) বলেছেন, নবজাত শিশু মারা গেলে তাদের প্রত্যেকের জানাযার সালাত আদায় করা হবে। যদিও সে কোন ভ্রষ্টা মায়ের সন্তানও হয়। এ কারণে যে, সে সন্তানটি ইসলামী ফিত্রাত (তাওহীদ) এর উপর জন্মলাভ করেছে। তার পিতামাতা ইসলামের দাবীদার হোক বা বিশেষভাবে তার পিতা। যদিও তার মা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হয়। নবজাত শিশু স্বরবে কেঁদে থাকলে তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে। আর যে শিশু না কাঁদবে, তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে না। কেননা, সে অপূর্ণাঙ্গ সন্তান। কারণ, আবু হুরায়রা (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিত্রাতের উপর। এরপর তার মা-বাপ তাকে ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোন কানকাটা দেখতে পাও ? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিত্রাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাপ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রষ্ট ধর্মী বানিয়ে ফেলে) পরে আবু হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন : فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْآيَةُ আদ্বাহর দেওয়া ফিত্রাতের অনুসরণ কর যে ফিত্রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন.....। (সূরা রুম : ৩০)।

۱২৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِ أَوْ يَنْصَرَانِ أَوْ يُمَجْسَانِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ .

১২৭৬ আবদান (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্রাতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা বা মাজসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুস্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? এরপর আবু হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন : فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ আত্মাহুঁর দেওয়া ফিত্রাতের অনুসরণ কর, যে ফিত্রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দীন। (সূরা রুম : ৩০)।

৪১২. بَابُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

৮৬৩. অনুচ্ছেদ : মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুকালে (কালিমা-ই-তাওহীদ) ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ উচ্চারণ করলে।

১২৭৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلَ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بَيْتَ طَالِبٍ يَا عَمُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرَعْبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْزِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودُ أَنْ يَتْلِكَ الْمُعَالَاةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ أَخْرِ مَا كَلِمَتَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَاللَّهِ لَا سَتَغْفِرُونَ لَكَ مَا لَمْ آتِهِ عَنْكَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الْآيَةُ .

১২৭৭ ইসহাক (র.).....সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালিব এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবু জাহ্ল ইবন হিশাম ও আবদুল্লাহ ইবন আবু উমায়্যা ইবন মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন : চাচাজান! ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কালিমা পাঠ করুন, তা হলে এর

আসীলায় আমি আল্লাহর সমীপে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারব। আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবু উমায়্যা বলে উঠল, ওহে আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হবে? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে কালিমা পেশ করতে থাকেন, আর তারা দু'জনও তাদের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অবশেষে আবু তালিব তাদের সামনে শেষ কথাটি যা বলল, তা এই যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছে, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তবুও আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক নাযিল করেন : **الَايَةُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ** নবীর জন্য সংগত নয়..... (সূরা তাওবা : ১১৩)।

৪৬৪. **بَابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْسَى بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَدَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَنْزِعْهُ يَا غُلَامُ فَإِنَّمَا يُظْلَهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شِبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّتِي يَثْبُ قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَطْلُوعٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرِ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقَبْرِ**

৮৬৪. অনুচ্ছেদ : কবরের উপরে খেজুরের ডাল পুতে দেয়া। বুরাইদা আসলামী (রা.) তাঁর কবরে দু'টি খেজুরের ডাল পুতে দেওয়ার ওয়াসিয়াত করেছিলেন। আবদুর রাহমান (ইব্ন আবু বকর) (রা.)—এর কবরের উপরে একটি তাঁবু দেখতে পেয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) বললেন, হে বালক! ওটা অপসারিত কর, কেননা একমাত্র তার আমলই তাঁকে ছায়া দিতে পারে। খারিজা ইব্ন যায়দ (র.) বলেছেন, আমার মনে আছে, উসমান (রা.)—এর খিলাফাতকালে যখন আমরা তরুণ ছিলাম তখন উসমান ইব্ন মাজউন (রা.)—এর কবর লাফিয়ে অতিক্রমকারীকেই আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ লক্ষবিদ মনে করা হত। আর উসমান ইব্ন হাকীম (র.) বলেছেন, খারিজা (র.) আমার হাত ধরে একটি কবরের উপরে বসিয়ে দিলেন এবং তার চাচা ইয়াযীদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি বলেন, কবরের উপরে বসা মাকরুহ তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে, যেখানে বসে পেশাব পায়খানা করে। আর নাফি' (র.) বলেছেন, ইব্ন উমর (রা.) কবরের উপরে বসতেন।

১২৭৮ **حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَثِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ**

لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْقَبْرِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَسَا .

১২৭৮ ইয়াহুইয়া (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দু'টির বাসিন্দাদের আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন : এদের দু' জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে অথচ তাদের এমন ওনাহর জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না (যা থেকে বিরত থাকা) দুঃস্বপ্ন ছিল। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না আর অপরজন চোখলখুরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'ভাগে বিভক্ত করলেন, তারপর প্রতিটি কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন এরাপ করলেন? তিনি বললেন : ডাল দু'টি না শুকান পর্যন্ত আশা করি তাদের আযাব হাল্কা করা হবে।

৪৬৫. بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدَّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثِ الْقُبُورِ بَعَثَتْ أَثِيرَتْ بَعَثَتْ حَوْضِي أَي جَعَلَتْ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ الْأَيْفَاضُ الْإِسْرَاعُ وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى نَصَبِ يَوْمِضُونَ إِلَى شَرْ مَنصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ وَالنَّصَبُ وَاحِدٌ وَالنَّصَبُ مَصْدَرٌ يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ يَنْسَلُونَ يَخْرُجُونَ

৮৬৫. অনুচ্ছেদ : কবরের পাশে কোন মুহাদ্দিস এর ওয়ায করা আর তার সংগীদের তার আশেপাশে বসা। (মহান আল্লাহর বাণী :) 'يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ' - তারা কবর থেকে বের হবে। (সূরা মা'আরিজ : ৪৩) 'الاجدث' অর্থ কবরসমূহ। (এবং সূরা ইনফিতারে) 'بَعَثَتْ' অর্থ উন্মোচিত হবে 'بَعَثَتْ حَوْضِي' - অর্থ আমি (হাওযের) নিচের অংশকে উপরে তুলে দিয়েছি। 'الْأَيْفَاضُ' অর্থ দ্রুত গতিতে চলা। আমাশ (র.) - এর কিরাআত হলো 'يَوْمِضُونَ إِلَى شَرْ مَنصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ' এর অর্থ হলো তারা স্থাপিত কোন বস্তুর দিকে দ্রুত গতিতে চলে। আর 'النَّصَبُ' একবচন আর 'النَّصَبُ' মাসদার-ক্রিয়া মূল। (সূরা কাফ এর ৪২ আয়াতে) 'يَوْمُ الْخُرُوجِ' বেরিয়ে আসার দিন। অর্থাৎ 'مِنَ الْقُبُورِ' কবর থেকে। (আর সূরা আশ্বিয়ার ৯৬ আয়াতে) 'يَنْسَلُونَ' অর্থ 'বের হয়ে ছুটে আসবে'।

عُمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَثُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ

১২৮০ মুসাদ্দাদ (র.).....সাবিত ইব্ন যাহ্নাক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের (অনুসারী হওয়ার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হলফ করে ^১ সে যেমন বলল, তেমনই হবে আর যে ব্যক্তি কোন ধারালো লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করে তাকে তা দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.) বলেন, জারীর ইব্ন হাযিম (র.) আমাদের হাদীস গুলিয়েছেন হাসান (র.) থেকে, তিনি বলেন, জুন্দাব (রা.) এই মসজিদে আমাদের হাদীস গুলিয়েছেন, আর তা আমরা ভুলে যাই নি এবং আমরা এ আশংকাও করিনি যে, জুন্দাব (র.) নবী ﷺ এর নামে মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির (দেহে) যখম ছিল, সে আত্মহত্যা করল। তখন আল্লাহ পাক বললেন, আমার বান্দা তার প্রাণ নিয়ে আমার সাথে তাড়াহুড়া করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

১২৮১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ .

১২৮১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) বর্শা বিধতে থাকবে।

৮১৭. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُتَأَفِّقِينَ وَالْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ رَوَاهُ ابْنُ عُمرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

৮৬৭. অনুচ্ছেদ : মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করা এবং মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা মাকরুহ হওয়া। (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বিষয়টি রেওয়ায়েত করেছেন।

১২৮২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولٍ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبَّتْ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّصَلَى عَلَى ابْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا أَعَدَدَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ آخِرَ عَنِّي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثُرَتْ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خَيْرْتُ فَأَخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَفَقِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انصَرَفَ فَلَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَاتَانِ مِنْ بَرَاءَةِ : وَلَا تُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ

১. যেমন কেউ এ ভাবে হলফ করল যে, সে যদি অমুক কাজ করে কিংবা অমুক কাজ না করে তা হলে সে ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান অথবা.....

مَاتَ أَبَدًا... وَهُمْ فَاسِقُونَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرَأْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

১২৮২ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুনাফিক সর্দার) আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল^১ মারা গেলে তার জানাযার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আহ্বান করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ইব্ন উবাই-র জানাযার সালাত আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন (আপনার শানে এবং ঈমানদারদের সম্পর্কে) এই এই কথা বলেছে। এ বলে আমি তার উজ্জ্বল গুণে পুনরাবৃত্তি করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাঁসি দিয়ে বললেন, উমর, সরে যাও! আমি বারবার আপত্তি করলে তিনি বললেন, আমাকে (তার সালাত আদায় করার ব্যাপারে) ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যদি জানতাম যে, সন্তর বারের অধিক মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করা হবে তা হলে আমি অবশ্যই তার চাইতে অধিক বার মাফ চাইতাম। উমর (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূরা বারাতের এ দু'টি আয়াত নাযিল হল وَلَا تَصْلَحْ لَاحِدٌ. তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার সালাত আদায় করবেন না। এমতাবস্থায় যে তারা ফাসিক। (আয়াত : ৮৪) রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে আমার ঐ দিনের দুঃসাহসিক আচরণ করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত।

১১৮. بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى النَّبِيِّ

৮৬৮. অনুচ্ছেদ : মৃতব্যক্তির সম্পর্কে লোকদের সদগুণ আলোচনা।

১২৮৩ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاتُّنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَاتُّنُوا عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجِبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجِبَتْ قَالَ هَذَا أَتُّنْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَتُّنْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .

১২৮৩ আদম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেল। একটু পরে তাঁরা অপর একটি জানাযা অতিক্রম করলেন। তখন তাঁরা তার নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। (এবারও) নবী ﷺ বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেল। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আরম্ভ করলেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) কি ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন : এ (প্রথম) ব্যক্তি

১. মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহর পিতার নাম ছিল উবাই, আর মাতার নাম ছিল সালুল। তাই তাকে ইব্ন সালুলও বলা হত।

সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা তো পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সাক্ষী।

۱۲۸۴ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَتْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّ بِأُخْرَى فَأَتْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مَرُّ بِالثَّالِثَةِ فَأَتْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَخَذَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَكَلَيْتُ قَالَ وَكَلَيْتُ فَقُلْنَا وَإِثْنَانِ قَالَ وَإِثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ .

১২৮৪ আফ্ফান ইব্ন মুসলিম (র.).....আবুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায়া আসলাম, তখন সেখানে একটি রোগ (মহামারী আকারে) ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) এর কাছে বসেছিলাম। এ সময় তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করল। তখন জানাযার লোকটি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল। উমর (রা.) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর অপর একটি (জানাযা) অতিক্রম করল, তখন সে লোকটি সম্পর্কেও প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল। (এবারও) তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর তৃতীয় একটি (জানাযা) অতিক্রম করল, লোকটি সন্ধে নিন্দাসূচক মন্তব্য করা হল। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন, আমি তেমনই বলেছি, যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন, যে কোন মুসলমান সম্পর্কে চার ব্যক্তি ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। উমর (রা.) বলেন তখন আমরা বলেছিলাম, তিন জন হলে? তিনি বললেন, তিনজন হলেও। আমরা বললাম, দু'জন হলে? তিনি বললেন, দু'জন হলেও। তারপর আমরা একজন সম্পর্কে আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করি নি।

۸۶۹ . بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُ اللَّهِ : وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهُونُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهُونُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ : سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ، وَقَوْلُهُ : وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ، أَنْخَلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ .

৮৬৯. অনুচ্ছেদ : কবর আযাব প্রসংগে। আল্লাহ পাকের বাণীঃ-**وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي**
غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيَهُمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنِّ
 আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালিমরা মৃত্যু যাত্নায় থাকবে এবং ফিরিশ্-
 তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে
 অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। (সূরা আল-আন'আম : ৯৩) আবু আবদুল্লাহ
 (ইমাম বুখারী (র.)) বলেন, 'الْهُنُّ' অর্থ 'الْهُوَانُ' অর্থাৎ অবমাননা। (আর সূরা
 আল-ফুরকানের ৬৩ আয়াতে) 'الْهُنُّ' অর্থ 'الرَّفَقُ' অর্থাৎ নম্রতা। আল্লাহ পাকের
 বাণী : **سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرْتَوْنَ اِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيْمٍ** অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার
 (বারবার) শাস্তি দিব। পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে। (সূরা তাওবাঃ
 ১০১) এবং তাঁর বাণী : **وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ اِلَآئِهَ** আর নিকৃষ্ট (কঠিন) শাস্তি ফের'আউন
 গোষ্ঠিকে ঘিরে ফেলল, সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় জাহান্নামের
 সামনে, আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে) ফির'আউন
 গোষ্ঠিকে প্রবিশ্ট কর কঠিন শাস্তিতে (সূরা মু'মিন : ৪৫-৪৬)

১২৮০ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ
 عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْعَدَ مُؤْمِنٌ فِي قَبْرِهِ أَتَىٰ ثُمَّ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَنْتَبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ .

১২৮৫ হাফস ইবন উমর (র.).....বারাআ ইবন আযিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি
 বলেন, মু'মিন ব্যক্তিকে যখন তার কবরে বসানো হয় তখন তার কাছে উপস্থিত করা হবে ফিরিশ্-
 তাগণকে। তারপর (ফিরিশ্‌তাগণের জিজ্ঞাসার জওয়াবে) সে সাক্ষ্য প্রদান করে যে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ**
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। ঐ বিষয়টির প্রতি
 ইংগিত করেছে আল্লাহর কালাম : আল্লাহ পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল
 লোককে যারা ঈমান এনেছে, শাস্ত্বত বাণীতে (কলেমা তৈয়্যিবা)। (১৪ঃ ২৭)

১২৮৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا وَزَادَ يَنْتَبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا نَزَلَتْ
 فِي عَذَابِ الْقَبْرِ .

১২৮৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....শু'বা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত
 বলেছেন যে, **يَنْتَبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** (আল্লাহ অবিচল রাখবেন যারা ঈমান এনেছে.....১৪ঃ ২৭) এ
 অয্যাত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

১২৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُوْا أَمْوَاتًا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ .

১২৮৭ আশী ইবন আবদুল্লাহ.....ইবন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (বদরে নিহত) গর্তবাসীদের^১ দিকে ঝুঁকে দেখে বললেন : তোমাদের সাথে তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তব পেয়েছো তো ? তখন তাঁকে বলা হল, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন ? (ওয়া কি স্নতে পায়?) তিনি বললেন : তোমরা তাদের চাইতে বেশী স্নতে পাও না, তবে তারা সাড়া দিতে পারছে না ।

১২৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقًّا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى .

১২৮৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, নিশ্চয়ই তারা এখন ভালভাবে জানতে (ও বুঝতে) পেরেছে যে, (কবর আযাব প্রসঙ্গ) আমি তাদের যা বলতাম তা বাস্তব। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন : আপনি (হে নবী!) নিশ্চিতই মৃতদের (কোন কথা) শোনাতে পারেন না ।

১২৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ سَمِعَتْ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَهَا أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّيْ صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرُ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقًّا .

১২৮৯ আবদান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোক আয়িশা (রা.)-এর কাছে এসে কবর আযাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁকে (দু'আ করে) বলল, আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন! পরে আয়িশা (রা.) কবর আযাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, কবর আযাব (সত্য)। আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর থেকে নবী ﷺ-কে এমন কোন সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি, যাতে তিনি কবর আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। [এ হাদীসের বর্ণনায়] গুনদার অধিক উল্লেখ করেছেন যে, কবর আযাব বাস্তব সত্য ।

১২৯০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي

১. 'القليب' : পুরাতন গর্ত বা খাদ যে গর্তের মুখ বন্ধ করা হয় নি। বদর যুদ্ধে নিহত মূশরিক দলনেতা আবু জাহল গণদের একটি গর্তে

নিষ্কপ করা হয়েছিল, এটাকেই 'قلیب' (বদরের গর্ত বা খাদ) বলা হয়।

عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْعِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً .

১২৯০ ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলাইমান (র.).....উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আসমা বিন্ত আবু বাকর (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, তাতে তিনি কবরে মানুষ যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তার বর্ণনা দিলে মুসলমানগণ ভয়াবৃত চিৎকার করতে লাগলেন।

১২৯১ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَاءَ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذَكَرْنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيَقَالُ لَا ذَرْبَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمِطْرَقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصْبِحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ .

১২৯১ আইয়াশ ইব্ন ওয়ালীদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মৃত) বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে সে (মৃত ব্যক্তি) তখনও তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এ সময় দু'জন ফিরিশ্তা তার কাছে এসে তাকে বসান এবং তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তুমি কি বলতে? তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থান স্থলটির দিকে নয়র কর, আল্লাহ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থান স্থল দান করেছেন। তখন সে দু'টি স্থলের দিকেই দৃষ্টি করে দেখবে। কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর কবর প্রস্তুত করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি (কাতাদা) পুনরায় আনাস (রা.) এর হাদীসের বর্ণনায় ফিরে আসেন। তিনি (আনাস) (রা.) বলেন, আর মুনাফিক বা কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হবে তুমি এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ ﷺ) সম্পর্কে কি বলতে? সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলতে আমি তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজেকে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার মুণ্ডর দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে, দু' জাতি (মানব ও জিন্ন) ব্যতীত তার আশপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

৪৭০. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

৮৭০. অনুচ্ছেদ : কবরে আযাব থেকে পানাহ চাওয়া ।

১২৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ
يَهُودُ تُعَذِّبُ فِي قُبُورِهَا وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১২৯২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.)..... আবু আইয়ুব (আনসারী রা.) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নবী ﷺ বের হলেন। তখন তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন : ইয়াহুদীদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (এটা আযাব দেওয়ার বা আযাবের ফিরিশতাদের বা ইয়াহুদীদের আওয়ায।) (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) নযর (র.)..... আবু আইয়ুব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বলেছেন।

১২৭৩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ خَالِدٍ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ أَنَّهَا
سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১২৯৩ মু'আল্লা (র.)..... বিন্ত খালিদ ইবন সায়ীদ ইবন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ কে কবর আযাব থেকে পানাহ চাইতে শুনেছেন।

১২৭৪ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْخُذَ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .

১২৯৪ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'আ করতেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জাল এর ফিতনা থেকে।

৪৭১. بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيَةِ وَالْبَوْلِ

৮৭১. অনুচ্ছেদ : গীবত এবং পেশাবে (অসতর্কতা) – এর কারণে কবর আযাব ।

১২৭৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ بَنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

مَرُّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَثِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَىٰ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ
بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِإِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا .

১২৯৫ কুতাইবা (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ ঐ দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে আর কোন কঠিন কাজের কারণে তাদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। এরপর তিনি ﷺ বললেনঃ হাঁ (আযাব দেওয়া হচ্ছে) তবে তাদের একজন পরনিশা করে বেড়াত, অন্যজন তার পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। (রাবী বলেন) এরপর তিনি একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'খণ্ডে ভেঙে ফেললেন। তারপর সে দু'খণ্ডের প্রতিটি এক এক কবরে পুঁতে দিলেন। এরপর বললেনঃ আশা করা যায় যে এ দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব লঘু করা হবে।

৪৭২. بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْفِدَاةِ وَالْعَشِيرِ

৮৭২. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় (জান্নাত ও জাহান্নামে তার অবস্থান স্থল) উপস্থাপন করা হয়।

১২৭৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْفِدَاةِ وَالْعَشِيرِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১২৯৬ ইসমায়ীল (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক তোমাকে উত্থিত করা পর্যন্ত।

৪৭৩. بَابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

৮৭৩. অনুচ্ছেদ : খাটিয়ার উপর থাকাবস্থায় মৃত ব্যক্তির কথা বলা।

১২৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَأَحْسَنَ تَمَلُّهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ

صَالِحَةٌ قَالَتْ قَدِمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَاوَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

১২৯৭ কুতাইবা (র.).....আবু সাযীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা যখন কাঁধে বহণ করে নিয়ে যায় তখন সে নেক্কার হলে বলতে থাকে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আর সে নেক্কার না হলে বলতে থাকে হায় আফসোস! এটাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? মানুষ ব্যতীত সব কিছই তার এ আওয়ায শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনতে পেলে অবশ্যই বেহুঁশ হয়ে যেত।

৮৭৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَلْفُوا الْحِثَّ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৮৭৪. অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের (না-বালিগ) সন্তানদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির এমন তিনটি সন্তান মারা যায় যারা বালিগ হয়নি, তারা (মাতাপিতার জন্য) জাহান্নাম থেকে আবরন হয়ে যাবে। অথবা (তিনি বলেছেন) সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে।

১২৯৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَلْفُوا الْحِثَّ إِلَّا أَخَذَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

১২৯৮ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে কোন মুসলিম ব্যক্তির এমন তিনটি (সন্তান) মারা যাবে, যারা বালিগ হয়নি, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি তাঁর রাহমাতের ফয়সলে সে ব্যক্তিকে (মা-বাপকে) জান্নাতে দাখিল করবেন।

১২৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوَفِّيَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَهُ مَرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

১২৯৯ আবুল ওয়ালীদ (র.).....বর্রা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী তনয়) ইব্রাহীম (রা.) এর ওফাত হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাঁর জন্য তো জান্নাতে একজন দুধ-মা রয়েছে।

৮৭৭. بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

৮৭৫. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের শিশু সন্তান প্রসঙ্গে।

১২০০ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِذَا خَلَقَهُمْ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১৩০০ হিব্বান ইবন মুসা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহ তাদের সৃষ্টি লগ্নেই তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

১২০১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذُرَّارِ بْنِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১৩০১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কে মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন : আল্লাহ তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

১২০২ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تَنْتَجِ الْبَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَعًا .

১৩০২ আদম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবজাতক ফিত্রতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাংগ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকটি দেখেছ ?

۸۷۶. بَابُ

৮৭৬. অনুচ্ছেদ :

১২০৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لِكُنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلْبٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ

بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى أَنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكُتُوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَنِّمُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَاثْلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفَهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدُخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهَدَهَ الْحَجَرُ فَاثْلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَنِّمَ رَأْسَهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَاثْلَقْنَا إِلَى ثَقَبٍ مِثْلِ التَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَقْوَدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَاثْلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ وَعَلَى شَطْرِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاقْبَلِ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كَلَمًا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَاثْلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضِرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِيبَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَ ابْنِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَنِي دَارًا لَمْ أَرُ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شِيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِيبَانٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَ ابْنِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شِيُوخٌ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوَفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ - قَالَا نَعَمْ : أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيَصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدُخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقَبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصِّبْيَانِ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنِ النَّارِ وَالِدَارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارَ عَامَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَأَرْفَعُ رَأْسَكَ فَارْفَعُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَا ذَاكَ مَنَزْلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنَزْلِي قَالَا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكَمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكَمَلْتَ آتَيْتَ مَنَزْلَكَ .

(ফজর) সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ গত রাতকোন স্বপ্ন দেখেছ কি? (বর্ণনাকারী) বলেন, কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা বিবৃত করতেন। তিনি তখন আল্লাহর মর্জি মতাবিক তাবীর বলতেন। একদিন আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ? আমরা বললাম, জী না। নবী ﷺ বললেন: গত রাতে আমি দেখলাম, দু'জন লোক এসে আমার দু'হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আকড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) আমাদের এক সাথী মুসা (র.) বর্ণনা করেছেন যে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির (এক পাশের) চোয়ালটা এমনভাবে আকড়াধারী বিদ্ধ করছিল যে, তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। তারপর অপর চোয়ালটিও পূর্ববৎ বিদীর্ণ করল। ততক্ষণে পঞ্চম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি হচ্ছে? সাথীদ্বয় বললেন, (পরে বলা হবে এখন) চলুন। আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম, তার শিয়রে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই বিচূর্ণ মাথা পূর্ববৎ জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুনরায় মাথার উপরে পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা অগ্রসর হয়ে চুলার ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রস্থ এবং এর নীচদেশ থেকে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্ত মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও উপরে চলে আসত যেন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উল্লঙ্গ নারী-পুরুষ ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত প্রবাহিত নদীর নিকট উপস্থিত হলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) ইয়াযীদ ইব্ন হারুন ও ওহাব ইব্ন জারীর ইব্ন হাযিম (র.) বর্ণনায় *وَعَلَى شَطِئِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ* রয়েছে। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি যার সামনে ছিল পাথর। নদীর মাঝখানের লোকটি নদী থেকে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়ানো লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করত, এতে সে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিত। এমনভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ ঘটনার কারণ কি? তাঁরা বললেন, চলতে থাকুন। আমরা চলতে চলতে একটি সবুজ বাগানে উপস্থিত হলাম। এতে একটি বড় গাছ ছিল। গাছটির গোড়ায় একজন বয়ঃবৃদ্ধ লোক ও বেশ কিছু বালক-বালিকা ছিল। হঠাৎ দেখি যে, গাছটির সন্নিহিতে এক ব্যক্তি সামনে আগুন রেখে তা প্রজ্জ্বলিত করছিল। সাথীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে এমন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করালেন যে, এর চেয়ে সুদৃশ্য বাড়ী পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। বাড়ীতে বহু সংখ্যক বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং বালক-বালিকা ছিল। এরপর তাঁরা আমাকে সেখান হতে বের করে নিয়ে গাছে আরো উপরে আরোহণ করে অপর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করালেন। এটা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও সুন্দর। বাড়ীটিতে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক অবস্থান করছিলেন। আমি বললাম, আজ রাতে আপনারা

আমাকে (বহুদূর পর্যন্ত) ভ্রমণ করালেন। এখন বলুন, যা দেখলাম তার তাৎপর্য কি? তাঁরা বললেন হাঁ, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী; মিথ্যা কথা বলে বেড়াতে, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌঁছে যেতো। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ ব্যবহার করা হবে। আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায় সে কুরআন থেকে বিরত হয়ে নিদ্রা যেতো এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী আমল করতো না। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এরূপই করা হবে। গর্তের মধ্যে যাদেরকে আপনি দেখলেন, তারা ব্যভিচারী। (রক্ত প্রবাহিত) নদীতে আপনি যাকে দেখলেন, সে সুদখোর। গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধ ছিলেন তিনি ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর চারপাশের বালক-বালিকারা মানুষের সন্তান। যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন তিনি হলেন, জাহান্নামের খাযিনা নামক ফিরিশ্তা। প্রথম যে বাড়ীতে আপনি প্রবেশ করলেন তা সাধারণ মু'মিনদের বাসস্থান। আর এ বাড়ীটি হলো শহীদগণের আবাস। আমি (হলাম) জিব্রাঈল আর ইনি হলেন মীকাদিল। (এরপর জিব্রাঈল আমাকে বললেন) আপনার মাথা উপরে উঠান। আমি উঠিয়ে মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তাঁরা বললেন, এটাই হলো আপনার আবাসস্থল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনো আপনার হায়াতের কিছু সময় অবশিষ্ট রয়ে গেছে যা পূর্ণ হয়নি। অবশিষ্ট সময় পূর্ণ হলে অবশ্যই আপনি নিজ আবাসে চলে আসবেন।

৪৭৭. بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

৮৭৭. অনুচ্ছেদ : সোমবারে মৃত্যু।

۱۳.۴ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي كَمْ كَفَنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَبْخُسُ سَحْوَلِيَّةَ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَإِنَّ يَوْمَ هَذَا قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ - قَالَ أَرَجَوُ نَيْمًا بَيْنَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرِّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزَيِّنُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفَّنُونِي فِيهَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقَ قَالَ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَنَدِيِّ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَهْلَةِ فَلَمْ يَتُوفَى حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلَاثَةِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ .

১৩০৪ মু'আল্লা ইবন আসাদ (রা.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কয়খণ্ড কাপড়ে তোমরা নবী ﷺ কে কাফন দিয়েছিলে? আয়িশা (রা.) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাহুলী কাপড়ে, এগুলোতে (সেলাইকৃত) জামা ও পাগড়ী ছিল না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন? আয়িশা (রা.) বলেন, সোমবার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার? তিনি (আয়িশা (রা.) বললেন, আজ

সোমবার। তিনি (আবু বকর (রা.) বললেন, আমি আশা করি এখন থেকে আগত রাতের মধ্যে (আমার মৃত্যু হবে)। এরপর অসুস্থকালীন আপন পরিধেয় কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে জাফরানী রং এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরো দু'খণ্ড কাপড় বৃদ্ধি করে আমার কাফন দিবে। আমি (আয়িশা) বললাম, এটা (পরিধেয় কাপড়টি) পুরাতন। তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন অধিক। আর কাফন হলো বিগলিত শবদেহের জন্য। তিনি মঙ্গলবার রাতের সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন, প্রভাতের পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৪৮৮. بَابُ مَوْتِ الْفَجَاءَةِ بَقِيَّةً

৮৭৮. অনুচ্ছেদ : আকস্মিক মৃত্যু।

১৩০৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أُمَّيْ أَنْتَلَتْ نَفْسَهَا وَأَظْنَتْهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

১৩০৫ সায়ীদ ইবন আবু মারযাম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললেন, আমার জননীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথ্য বলতে সক্ষম হলে কিছু সাদাকা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সাদাকা করলে তিনি এর সাওয়াব পাবেন কি? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, হ্যাঁ (অবশ্যই পাবে)।

৪৮৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَيُّ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَقْبَرَهُ أَقْبَرَةُ الرَّجُلِ أَقْبَرُهُ إِذَا جَعَلْتَ قَبْرًا وَقَبْرَتُهُ دَفْنَتُهُ كِفَاتًا يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءَ وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا

৮৭৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ, আবু বকর ও উমর (রা.) এর কবরের বর্ণনা। (আল্লাহর বাণী) 'তাকে কবরস্থ করলেন। 'أَقْبَرْتُ أَقْبَرُهُ الرَّجُلُ' তখন বলবে যখন তুমি কারোর জন্য কবর তৈরী করবে। 'قَبْرَتُهُ دَفْنَتُهُ' অর্থাৎ কবরস্থ করা 'كِفَاتًا' অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করবে ও মৃত্যুর পর এর মধ্যে সমাহিত হবে।

১৩০৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَعَذَّرُ فِي مَرْضَاهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا إِسْتَبْطَاءَ لِيَوْمٍ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَخْرِي وَتَحْرِي وَدَفَنَ فِي بَيْتِي .

১৩০৬ ইসমায়ীল ও মুহাম্মদ ইব্ন হারব (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগশয্যায় (জীর্ণের নিকট অবস্থানের) পালার সময় কাল জানতে চাইতেন। আমার অবস্থান আজ কোথায় হবে? আগামি কাল কোথায় হবে? আয়িশা (রা.) এর পালা বিলম্বিত হচ্ছে বলে ধারণা করেই এ প্রশ্ন করতেন। (আয়িশা (রা.) বলেন) যে দিন আমার পালা আসলো, সেদিন আল্লাহ তাঁকে আমার কণ্ঠদেশ ও বক্ষের মাঝে (হেলান দেওয়া অবস্থায়) রুহ কব্জ করলেন এবং আমার ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়।

১৩.৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو هَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أَبْرَزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ كُنَّا نِي عُرْوَةَ بِنَ الرُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدَلِي .

১৩০৭ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্তিম রোগশয্যায় বলেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লানত হোক। কারণ, তারা নিজেদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। (রাবী উরওয়া বলেন) একরূপ আশংকা না থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরকে (ঘরের বেষ্টনীতে সংরক্ষিত না রেখে) খোলা রাখা হতো। কিন্তু তিনি (নবী ﷺ) আশংকা করেন বা অশংকা করা হয় যে, পরবর্তিতে একে মসজিদে পরিণত করা হবে। রাবী হিলাল (র.) বলেন, উরওয়া আমাকে (আবু আমর) কুনিয়াতে ভূষিত করেন আর তখন পর্যন্ত আমি কোন সন্তানের পিতা হইনি।

১৩.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَفْيَانَ الثَّمَارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْنَمًا .

১৩০৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....সুফিয়ান তাম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর রাওয়া উটের কুচের ন্যায় (উচু) দেখেছেন।

১৩.৯ حَدَّثَنَا فَرُؤَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بَنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمُ فَرَعُو وَظَنُوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا تَدْفِنِي مَعَهُمْ وَادْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ لَا أَرْكَئِي بِهِ أَبَدًا .

১৩০৯ ফারওয়া (র.).....উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক এর শাসনামলে যখন (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাওয়ার) বেটনী দেওয়াল ধসে পড়ে, তখন তাঁরা সংস্কার করতে আরম্ভ করলে একটি পা প্রকাশ পায়, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কদম মুবারক বলে ধারণা করার কারণে লোকেরা খুব ঘাবড়ে যায়। সনাক্ত করার মত কাউকে তারা পায় নি। অবশেষে উরওয়া (র.) তাদের বললেন, আল্লাহর কসম! এ নবী ﷺ এর কদম মুবারক নয় বরং এতো উমর (রা.)-এর পা। (ইমাম বুখারী (রা.) বলেন) হিশাম (র.) তার পিতা সূত্রে.....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.)-কে অসিয়্যত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের (নবী ﷺ ও তাঁর দু' সাহাবী) পাশে দাফন করবে না। বরং আমাকে আমার সঙ্গিনী (অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন)-দের সাথে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবে। (নবী ﷺ) এর পাশে সমাহিত হওয়ার কারণে আমি যেন বিশেষ প্রসংগিত না হই)।

১৩১০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأُودِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ السَّلَامَ ثُمَّ سَلِّهَا أَنْ أَذْفَنَ مَعَ صَاحِبِي قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَاؤِثَرُهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي ، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ أَذْنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجِعِ فَإِذَا قُبِضْتُ فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذْنَتْ لِي فَأَذْفِنُونِي وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا فَسَمِيَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْأَقْدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ اسْتَخْلَفْتُ فَعَدَلْتُ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَى وَلَايَ أَوْصِيَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقُّهُمْ وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأَوْصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وِدَانِهِمْ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ .

১৩১০ কুতাইবা (র.).....আমর ইবন মায়মুন আওদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর

রা.)-কে দেখেছি, তিনি আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর নিকট গিয়ে বল, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এরপর আমাকে আপন সাথীদ্বয় (নবী ﷺ ও আবু বাকর)-এর পাশে দাফন করতে তিনি রাযী আছেন কি না? আয়িশা (রা.) বললেন, আমি পূর্ব থেকেই নিজের জন্য এর আশা পোষণ করতাম, কিন্তু আজ উমর (রা.)-কে নিজের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। আবদুল্লাহ্ (রা.) ফিরে এলে উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বার্তা নিয়ে এলে? তিনি বললেন হে, আমীরুল মু'মিনীন! তিনি (আয়িশা (রা.)) আপনার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। উমর (রা.) বললেন, সেখানে শয্যা লাভ করাই আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মৃত্যুর পর আমার শবদেহ বহন করে (আয়িশা (রা.) এর নিকট উপস্থিত করে) তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইব্ন খাত্তাব (পুনঃরায) আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তিনি অনুমতি দিলে, সেখানে আমাকে দাফন করবে। অন্যথায় আমাকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর উমর (রা.) বলেন, এ কয়েকজন ব্যক্তি যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁদের অপেক্ষা অন্য কাউকে আমি এ খিলাফতের (দায়িত্বপালনে) অধিক যোগ্য বলে মনে করি না। তাই আমার পর তাঁরা (তাঁদের মধ্য থেকে) যাঁকে খলীফা মনোনীত করবেন তিনি খলীফা হবেন। তোমরা সকলেই তাঁর আদেশ মেনে চলবে, তাঁর আনুগত্য করবে। এ বলে তিনি উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ ও সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.)-এর নাম উল্লেখ করলেন। এ সময়ে এক আনসারী যুবক উমর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ প্রদত্ত সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি ইসলামের ছায়াতলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যা আপনিও জানেন। এরপর আপনাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় এবং আপনি ন্যায়বিচার করেছেন। সর্বোপরি আপনি শাহাদাত লাভ করছেন। উমর (রা.) বললেন, হে ভাতিজা! যদি তা আমার জন্য লাভ লোকসানের না হয়ে বরাবর হয়, তবে কতই না ভাল হবে। (তিনি বললেন) আমার পরবর্তী খলীফাকে ওয়াসিয়্যাত করে যাচ্ছি, তিনি যেন প্রথম দিকের মুহাজিরদের ব্যাপারে যত্ন বান হন, তাঁদের হক আদায় করে চলেন, যেন তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি তাঁকে আনসারদের সাথেও সদাচারের উপদেশ দেই, যারা ঈমান ও মদীনাতে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, যেন তাঁদের মধ্যকার সংকর্মশীলদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং তাঁদের মধ্যকার (লঘু) অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সর্বশেষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর দায়িত্বভূক্ত (সর্বস্তরের মু'মিনদের সম্পর্কে) সতর্ক করে দিচ্ছি যেন মু'মিনদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয়, তাদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা হয় এবং সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

৪৪০. بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الْأَمْوَآتِ

৮৮০. অনুচ্ছেদ : মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ।

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাওযা মুবারক আয়িশা (রা.)-এর ঘর বিধায় এর মালিকানা তাঁর থাকায় উমর (রা.)-এর দাফনে অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

١٣١١ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ مِثْقَانَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْعَمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدُمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الْأَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ تَابِعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرَبَةَ وَابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ .

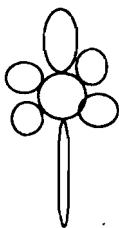
১৩১১ আদম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী <sup>সাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম</sup> ইরশাদ করেছেন :
তোমরা মৃতদের গালমন্দ কর না। কেননা, তারা আপন কৃত কর্মের ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।
(ইমাম বুখারী (র.) বলেন) আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল কুদ্দাস ও মুহাম্মদ ইব্ন আনাস (র.) আমাশ (র.)
থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলী ইব্ন জা'দ, ইব্ন আর'আরা ও ইব্ন আবু আদী (র.) শু'বা (র.)
থেকে হাদীস বর্ণনায় আদম (র.) এর অনসরণ করেছেন।

٨٨١. بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

৮৮১. অনুচ্ছেদ : দুই প্রকৃতির মৃতদের আলোচনা ।

١٣١٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ النَّبِيُّ ﷺ تَبَالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ .

১৩১২ উমর ইব্ন হাফস (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু লাহাব লানাতুল্লাহি আলাইহি নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললো, সারা দিনের জন্য তোমার ক্ষতি হোক! (তার এ কথা র পরিপ্রেক্ষিতে) অবতীর্ণ হয় : আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক!





ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ